আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(অষ্টাদশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৪০৩

মুদ্রাকর :
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

Aryya-Pratimoksha, Vol. XVIII

by Sri Sri Thakur Anukulchandra

Ist Edition : *October*, *1996*

ভূমিকা

পরম দয়াল পরমপিতার আশীর্ব্বাদে প্রকাশিত হ'ল আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ অষ্টাদশ খণ্ড। একই দিনের ভিতর প্রাতঃকাল থেকে সুরু ক'রে রজনীর গভীর যাম পর্য্যন্ত কত বিচিত্র বিষয় ও লোকচরিত্র শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সম্মুখে এসেছে তা' অবগতির আকরস্বরূপ এই মহাগ্রন্থ।

কত অল্প সময়ের ব্যবধানে এক-একটি বিষয় তাঁর চিত্তে সাড়া সৃষ্টি করেছে তা' এক-একদিনের বাণীগুলি প্রদানের সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। অনেক সময় দেখা যাবে, পর পর দু'টি বাণী প্রদানের কাল একই। তার মানে, ঐ দু'টি বাণী প্রদানের মধ্যে অন্তর ছিল কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। বলা যেতে পারে, এক মিনিটের মধ্যেই দু'টি বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য স্মরণে রাখতে হবে। গ্রন্থমধ্যে দেখা যাবে যে সকালের একটি বাণীর পর আবার বাণী পাওয়া যাচ্ছে অনেকটা সময়ের ব্যবধানে —হয়তো একেবারে রাতের দিকে বা হয়তো দু'একদিন পরে। তার মানে এ নয় যে এর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোন বাণী দেন নি। এই মধ্যবর্ত্তী সময়েও তিনি প্রচুর ইংরাজী বাণী এবং বাংলা ছড়া দিয়েছেন। সেগুলি আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশই হ'ল, কেবলমাত্র দেওঘরে আসার পরে প্রদত্ত বাংলা গদ্য বাণীগুলিই তারিখ ও সময়ের ক্রম-অনুযায়ী আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের বিষয়ীভূত হবে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থনার কাজ এগিয়ে চলেছে।

অনেক সময় একই বিষয়ের উপর প্রায় একই ধাঁচের একাধিক বাণী দেখে পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু অনুধ্যায়িতা-সহকারে অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, প্রতিটি বাণীরই দৃষ্টিকোণ পৃথক। যে-কোন একটা ব্যাপার বা বিষয়ের যে কত দিক হ'তে পারে এবং কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার মোকাবিলা কতভাবে করা যেতে পারে, বাণীগুলি সেই নিশানাই প্রদান করে।

মনে রাখতে হবে, এই ভাগবত বাণীগুলি কোন তথাকথিত সাহিত্যসৃষ্টির পর্য্যায়ে পড়ে না। এগুলি হ'ল সাত্বত জীবনদর্শন—প্রেম-ভক্তির স্বরূপ, সত্য-মিথ্যার নির্ণয়, সুকেন্দ্রিকতার প্রয়োজনীয়তা, দাম্পত্য জীবনে চলার রীতি, বিশ্বাসের শক্তি, কর্ম্মসাফল্যের তুক, প্রবৃত্তিচর্য্যার পরিণাম, ধর্ম্মের যথার্থ সংজ্ঞা, ব্যবহার-বিজ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, পরিবেশের সেবা, পরিবার ও সমাজ-সংগঠন

প্রভৃতি জাগতিক এবং পারমার্থিক যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তথা নির্ভুল পথনির্দ্দেশনা।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের এই বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং অপরিহার্য্য তিনটি বাণী—ঋত্বিক ও সৎ-অনুধ্যায়ী কর্ম্মীদের আচরণীয় সপ্তশীল, যজমান-চর্য্যা এবং সাত্বত শীলপঞ্চক। তা' ছাড়া আছে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছয়টি আশীর্ব্বাণী।

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের উক্তির ছায়া-অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচুর বাণী দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব শৈলীতে। তার কয়েকটি বর্ত্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা' ছাড়া রয়েছে সত্যানুসরণ ও শাশ্বতী গ্রন্থের বাণীর মতন বেশ কিছু ছোট আকারের বাণী। লেখার অভ্যাস সচল রাখবার জন্য ইং ১৯৫৬ সালের জুলাই মাস থেকে প্রায় নিয়মিতই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজস্ব প্যাডে ছোট-বড় অনেক বাণী স্বহস্তে লিখতেন। ঐ বাণীগুলির বেশ কয়েকটি সাল-তারিখের ক্রম অনুযায়ী এই খণ্ডের মধ্যে এসে গেছে এবং তার নীচে 'শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত' কথাটা লেখা আছে।

শীতকালে প্রায়ই সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর জসিডির পশ্চিমে মাণিকপুরের প্রান্তরে গিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। ঐখানে থাকাকালীন অনেক বাণী অবতীর্ণ হয়। এই গ্রন্থে সেগুলি 'জসিদির মাঠ' ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।

বর্ত্তমান অষ্টাদশ খণ্ডের প্রারম্ভিক বাণীটির নম্বর ৭২৯৭ এবং সমাপ্তি-বাণীর নম্বর ৭৯৪০। তাতে মোট নম্বরসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৪। কিন্তু ৭৪২৯ (ক) নামক একটি নম্বর যোগ হওয়াতে মোট নম্বরসংখ্যা হ'ল ৬৪৫। প্রথম বাণীটি আবির্ভূত হয় ইং ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫ সালে রাত ৭-৩৫ মিনিটে এবং সর্ব্বশেষ বাণীটির অবতরণকাল ইং ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৫ মিনিট।

এই গ্রন্থের সামগ্রিক বিন্যাস ও প্রথম পংক্তির সূচীপত্র প্রণয়ন করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরমপিতার শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা, প্রেরণা-উদ্দীপী তথা জীবনপথদিশারী এই দিব্য গ্রন্থ প্রতি ঘরে নিত্য পঠিত ও অনুশীলিত হোক, বিদূরিত হোক অজ্ঞান-তমসা, জাগ্রত হোক ঐশী চেতনা, মানুষ অভ্রান্ত চলার দীপালীতে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
পুণ্য তালনবমী
ইং ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

চাও,
করও তেমনি বিহিতভাবে,
অবদানের অধিকারী হবে—
পাবে,
খোঁজ,—
দেখবে,
টোকা মার,—
দরজা উন্মুক্ত হবে ;
কেন ?
তোমার ছেলে যদি
একখানা পিঠে খেতে চায়,
তুমি তা'কে কি একখানা
পাথর এগিয়ে দেবে—
খেতে ?
সে যদি কোন খাদ্য চায়,—
তা'কে কি তুমি
বিষাক্ত কিছু দেবে ?
তোমাদের অন্তরে
এতগুলি আবর্জ্জনা থাকা সত্ত্বেও
সন্তান-সন্ততিকে যা' ভাল বিবেচনা কর,
তা'ই দিয়ে থাক ;
এতেও কি বোঝ না—
স্বর্গস্থ পিতা—
যিনি সবারই পরমপিতা,
বাস্তবিক বিহিত কৃতিচর্য্যা নিয়ে

যদি তাঁর কাছে
ভাল কিছু চেয়ে থাক,
তাইই দেবেন তিনি তোমাকে !
তুমি যেমন চাইবে—
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে,—
মঞ্জুরও করবেন তিনি তেমনতর
তোমার জন্য। ৭২৯৭।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩৫

সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত,
আর তা'র দরজাও উন্মুক্ত,
অবাধ,
যে-কোন জঞ্জাল নিয়ে
চলতে আটকায় না ;
কিন্তু জীবনের পথ—
স্বর্গের পথ যা',
তা' সংকীর্ণ,
তাই, তা'তে ঢুকতে
জঞ্জালমুক্ত হ'য়েই ঢুকতে হয়। ৭২৯৮।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৮টা

সাবধান থেকো—
নকল প্রেরিতদের থেকে,
তা'রা তোমার কাছে
নম্র মেষের বেশেই আসবে হয়তো,
কিন্তু অন্তরে তা'রা
হিংস্র শার্দ্দুলের মত ;
তা'রা অচ্যুত, সুনিষ্ঠ,
সার্থক সঙ্গতিশীল,
অন্বিত-চলন-হারা
হবেই কি হবে ;

তা'দের চালচলন ও তা'র ফলই
তোমাকে জানিয়ে দেবে
তা'রা কী ;
কোন বিষাক্ত গাছ কি কখনও
পুষ্টিপ্রদ ফল প্রসব করতে পারে ?
তেমনি ভাল গাছকেও
খারাপ ফল প্রসব করতে
কমই দেখা যায়। ৭২৯৯।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

যা'রা শুধুমাত্র
ঈশ্বর বা ভগবান-ভগবান ক'রে
ঘুরে বেড়ায়,
তা'রা যে স্বর্গে সংস্থ হ'য়ে থাকবে—
তা' নয় কিন্তু !
কিন্তু ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের ইচ্ছার
আপূরণী তৎপরতায়
কৃতি-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
নিষ্পন্নতার অভিযান নিয়ে
যা'রা চলবে—
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে,
অচ্যুত নিরন্তরতায়,—
স্বর্গ তা'দের স্বতঃ-সন্দীপ্ত ;
যা'রা প্রিয়পরমের কথা শোনে,
বোঝে,
করে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সক্রিয়
আবেগ নিয়ে,
তা'রা পাহাড়েই তাদের
গৃহনির্ম্মাণ ক'রে থাকে,
যত ব্যত্যয়-বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন,—

সে-গৃহ তা'দের অটুটই থেকে যায় ;
কিন্তু যা'রা শোনে,
করে না,
তা'রা বালুচরেই গৃহনির্ম্মাণ ক'রে থাকে,
যে-কোন প্লাবনে
তা' ধ্বংসে যেতে কিছুই লাগে না। ৭৩০০।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

তা'দের থেকে
ভয়ের বেশী কিছু নেই—
যা'রা শরীরকে হত্যা করতে পারে,
বরং তা'রাই আতঙ্কের—
যা'রা শরীর ও সত্তার
সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে। ৭৩০১।
১৯।১০।১৯৫৫, রাত ৯টা

যে-কেউ সর্ব্বজনসমক্ষে
প্রিয়পরমকে আপনার ব'লে স্বীকার করে,—
তিনিও পরমপিতার কাছে
তা'কে আপনার ব'লেই
ঘোষণা ক'রে থাকেন,
আর, তা' যে করে না,—
তিনিও পরমপিতার কাছে
তা'কে নিজের ব'লে স্বীকার করেন না। ৭৩০২।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

ভেবো না—
প্রেরিতপুরুষ দুনিয়ায়
শান্তি দিতেই এসে থাকেন,
বরং তিনি শান্তির বদলে
তরবারিই এনে থাকেন,

আর, তরবারি মানেই হ'চ্ছে
তরণ-অস্ত্র ;
তিনি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে,
মাতার বিরুদ্ধে কন্যাকে,
শাশুড়ীর বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে
নিয়োজিত ক'রে থাকেন,
এমন-কি, মানুষের বাড়ীর লোকই
তা'র শত্রু হ'য়ে ওঠে ;
কারণ, যে তাঁকে আপনার ক'রে নেয় নি,—
তাঁতে বিশেষভাবে অনুরক্ত যে
সে তা'কেও আপনার ক'রে
নিতে পারে না,
প্রীতি
আপোষরফার ধার কমই ধারে । ৭৩০৩ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

যারা পিতামাতাকে
প্রিয়পরম হ'তে বেশী ভালবাসে,—
তা'রা তাঁ'র উপযুক্ত নয়কো,
পুত্রকন্যাকে যা'রা
তাঁ হ'তে বেশী ভালবাসে,
তা'রাও তাঁ'র উপযুক্ত নয়,
যে বা যা'রা
দুঃখকষ্টকে বরণ ক'রে
তাঁকে অনুসরণ করতে পারে না,—
তা'রাও তাঁ'র উপযুক্ত নয়কো ;
কারণ, তাঁর প্রতি তাদের অনুগতি
শীর্ণ ও চ্যুতিমুখর হ'য়ে থাকে । ৭৩০৪ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

যে তা'র জীবনস্বার্থের অনুসন্ধানেই
ঘুরে বেড়ায়,—
সে তা' হারায়,
আর, যে প্রিয়পরমেই
জীবনকে সার্থক ক'রে তোলে,—
সে তা' পায় । ৭৩০৫ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৩৫

যা'রা প্রিয়পরমকে ভালবাসে,
তাদের যদি কেউ গ্রহণ করে,
সে প্রিয়পরমকেই গ্রহণ ক'রে থাকে,
আর, যে প্রিয়পরমকে গ্রহণ করে—
সর্ব্বতঃ সঙ্গতি নিয়ে,
সে পরমপিতাকেও গ্রহণ ক'রে থাকে ;
আর, প্রীতি সার্থক হয়
প্রিয়ের মনোজ্ঞ চলনে,
অনুচর্য্যায়,
উপচয়ী ঊর্জ্জী অনুক্রিয়ায় । ৭৩০৬ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪০

যে প্রেরিতপুরুষকে
প্রেরিতপুরুষ ব'লে গ্রহণ করে—
তদর্থী অনুচলন নিয়ে,
সে প্রেরিতপুরুষেরই
পুরস্কার লাভ ক'রে থাকে ;
যে
কোন ভাল মানুষকে
ভাল মানুষ ব'লে গ্রহণ করে,—
সে ভাল মানুষেরই পুরস্কার
লাভ ক'রে থাকে ;
কারণ, তুমি যা'কে
যেমনতরভাবেই গ্রহণ করবে—

বাস্তব সঙ্গতিতে,
তোমার অনুরতি, কৃতি
ও ভাববোধনাও
তেমনতর হ'য়ে উঠবে—
তোমার জীবনের সামগ্রিক
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে। ৭৩০৭।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৫৫

যা'রা প্রিয়পরম-অনুগতি-সম্পন্ন,
তঁদনুশাসিত যা'রা,
তাদের যদি কেউ প্রীতির সহিত
একটু জলও খেতে দেয়,
তা'রও পুরস্কার হ'তে
সে বঞ্চিত হবে না। ৭৩০৮।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮টা

ধন্য সেই,
সার্থক সেই—
যে কোন-কিছুতেই
প্রিয়পরম হ'তে
বিচ্যুত না হয়। ৭৩০৯।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১

প্রিয়পরমের যা'-কিছু
সবই পরমপিতার অবদান,
প্রিয়পরমকে বাদ দিয়ে
পরমপিতাকে কেউ জানতে পারে না,
আবার, পরমপিতাকে বাদ দিয়ে
কেউ প্রিয়পরমকে বুঝতে
বা জানতে পারে না ;
প্রিয়পরমের প্রতি

যা'র যেমন অনুরতি ও অনুগতি—
আর, তা' যতই
প্রিয়পরমকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে—
বাস্তব সহজ সঙ্গীতি নিয়ে,
সেই উচ্ছ্বসিত অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়েই
সে পরমপিতাকে তেমনতর জানতে পারে,
আর, এই হ'চ্ছে তাঁর কৃপা
বা করুণা। ৭৩১০।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

তোমরা প্রিয়পরমের কাছে যাও,
যত বোঝাই থাক,
আর যতই ভারাক্রান্ত হও না কেন,
তোমাদের অন্তঃকরণ
নবীন হ'য়ে উঠবে ;
তাঁ'রই জোঙাল বহন ক'রে
চলতে থাক—
আর, তাঁ হ'তেই শিক্ষা লাভ কর ;
তিনি অন্তরে প্রীতি-সন্দীপ্ত,
বিনায়িত, মোলায়েম,
তাঁর জোঙাল অনুকম্পাশীল,
বৈশিষ্ট্যপালী, স্বাভাবিক,
তাঁর বোঝাও হাল্কা। ৭৩১১।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

যে প্রিয়পরমে অনুগতিসম্পন্ন নয়,—
সে তাঁর বিপরীত বা বিরুদ্ধ,
আর, যে বা যা'রা
তাঁতে সংহতি-সম্পন্ন নয়,—
তা'রা বিচ্ছিন্ন। ৭৩১২।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

সবাই ক্ষমা পাবে—
তা' তা'রা যেমনতর অপরাধেই
অপরাধী হো'ক না কেন,
কিন্তু ক্ষমা পাবে না তা'রাই—
যা'রা পবিত্র সত্তাকে
অবমানিত করে,
অবলাঞ্ছিত করে ;
—তা কখনও নয়। ৭৩১৩।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৪০

তোমার জীবনবৃক্ষকে
শুভ-বিনায়িত ক'রে তোল,
ফলও পাবে শুভ,
আর, যদি বিকৃত
বিপাক-বিপর্য্যয়ী ক'রে তোল,
তা'র ফলও পাবে কুৎসিত। ৭৩১৪।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৫

ভাল মানুষ
তা'র অন্তঃস্থ শুভ-সমাবেশ হ'তে
ভালই বের করে,
আর, খারাপ যা'রা—
তা'রা অন্তঃস্থ কুৎসিত সংস্থান হ'তে
কু-ই এনে দেয়। ৭৩১৫।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৬

জেনে রেখো—
বিচারের দিন যখনই আসুক না কেন,
অন্যের প্রতি তোমার
প্রত্যেকটি অসাবধান বাক্যের
জবাবদিহি করতে হবে,

তোমার বাক্যই তোমাকে
বিমোচিত বা বিমর্দ্দিত করবে। ৭৩১৬ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৫০

যা'র আছে,—
সে আরো পাবে,
প্রচুরভাবে দেওয়া হবে,
আর, যা'র নাই,—
যদি কিছু থাকে
তা'ও নিয়ে নেওয়া হবে ;
কারণ, যা'রা ঐশ্বর্য্য-সংগ্রাহী চিত্ত
তা'দের ঐশ্বর্য্যই
আরোতর ক'রে তোলা হবে—
যদি তাইই চায় ;
আর, যা'দের নেই
বা অকিঞ্চিৎকর কিছু আছে,
চাহিদাই নগণ্য,
তা'দের তা'ও কেড়ে নেওয়া হবে—
প্রিয়পরমে ভরপুর ক'রে তুলতে। ৭৩১৭ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৯টা

তুমি শুনছ,
কেবল শুনেই যাচ্ছ,
কিন্তু কাণ তা' গ্রাহ্য করে না,
কত দেখছ, দেখেই চলছ,
চোখ সেগুলিকে দেখেও দেখে না,
কারণ, তোমার হৃদয়ই ভোঁতা,
জড়প্রকৃতিসম্পন্ন,
অনুশীলন-সম্বেগহীন। ৭৩১৮ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-১৫

ধন্য তারাই,
সার্থক সম্বেগশালী তা'রাই,
যা'রা প্রিয়পরমের কথা শোনে,
অনুধাবন করে,
তাঁকে দেখে,
দেখে উপভোগ করে—
আত্মবিনায়নী অনুগতি নিয়ে,—
তা'রা এমনই ভাগ্যবান—
যে পূর্ব্বতন অনেকে,
এমন-কি, বহু সাধক,
বহু মহাপুরুষও
যা' শোনেন নি,
দেখেন নি,
উপভোগ করেন নি,
তা' তা'দের সামনেই দেদীপ্যমান। ৭৩১৯।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-২০

যা'রা দেখেও দেখে না,
শুনেও শোনে না,
তা'রা ভোঁতা,
জড়প্রকৃতিসম্পন্ন,
আরো আশ্চর্য্য এই—
তা'রা প্রিয়পরমের সান্নিধ্য লাভ ক'রেও
তাঁর দ্বারা পরিচর্য্যিত হ'য়েও
বুঝতে পারে না—
তাঁর বিশেষত্ব কী—
তিনি কেমন। ৭৩২০।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

যিনি প্রেরিতপুরুষ,
তিনি যেখানেই যান না কেন,

আদৃত হ'য়েই থাকেন,
সম্মানিত হ'য়েই থাকেন,
কারণ, তিনি সবারই সত্তা-পরিপোষক,
সবারই মূর্ত্ত কল্যাণ ;
কিন্তু জন্মস্থান ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে
তিনি আদৃত হন কমই,
কারণ, স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি
তা'রা পাতলাদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
সেইজন্য উপেক্ষাও ক'রে থাকে,
আর, নিজেরা তাঁর সমান
বা তাঁ' হ'তে শ্রেষ্ঠ—
এমনতর আত্মাভিমান নিয়েই বসবাস করে,
তা'রা সংকীর্ণ হৃদয়ে
তাঁর শ্রেয়-চলনকে
হীনম্মন্য দৃষ্টি নিয়েই দেখে থাকে,
আর, তাঁতে অসূয়াপরবশও হয় সেইজন্য। ৭৩২১।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

সুকেন্দ্রিক অনুগতিহীন
মন্দমতি যা'রা,
তা'রাই প্রিয়পরমের প্রতি
পরীক্ষাবুদ্ধি নিয়ে চলে ;
তিনি এমন কোন চিহ্ন নিয়ে আসেন না,
যা'তে তার বিশেষত্ব ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে
অন্যদের কাছে,
সবারই মতন তিনি—
কেবলমাত্র অচ্যুত অন্বিত-নিষ্ঠ
আত্মোৎসর্জ্জনী
অনুচলন-নিরতি ছাড়া ;
আর, তাঁ'র বিশেষত্বই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে

ওখানে । ৭৩২২ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০টা

পরমপিতা
যে বৃক্ষ রোপণ করেন নি,
তা' উন্মূলিতই হ'য়ে থাকে,
তাঁ'র অভিপ্রেত যা' নয়,
তা' টেকে না,
কারণ, বিধি-বিনায়িত নয় তা'—
শাতনদুষ্ট,
তা' একলাই থাক্ । ৭৩২৩ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

অন্ধ
অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না,
আর, দেখাতে গেলেও
দুইজনেই বিপথে পতিত হয় । ৭৩২৪ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০-২১

যদি প্রিয়পরমের কাছে যেতে চাও,
আগে নিজের যা'-কিছুকে
অস্বীকার কর,
দুঃখকষ্টকে বরণ ক'রে
তাঁরই অনুসরণ কর—
কৃতিচর্য্যা-সন্দীপনায় । ৭৩২৫ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

ভরদুনিয়াটাকেও যদি পাও,
আর, নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেল,
এ পাওয়ায় লাভ কী ?
আর, সত্তার সাথে সমান হ'তে পারে

দুনিয়ায় এমনই বা কী আছে ?
সত্তার সংস্থিতি যিনি—
তিনিই বরেণ্য । ৭৩২৬ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০-৩৫

যদি সর্ষপের মত এক কণা বিশ্বাসও
তোমার থাকে,—
যে-বিশ্বাসে অনুপপত্তির কিছু নেইকো,
সার্থক সঙ্গতিশীল যা' বাস্তবে,
অলস, অক্রিয় নয়কো,—
ঐ বিশ্বাস নিয়ে তুমি যদি বল—
'পাহাড় ! তুমি এখান হ'তে স'রে যাও',
তা'ই হবে,
তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছুই থাকবে না । ৭৩২৭ ।
২০।১০।১৯৫৫, সকাল ১০-৪৫

একনিষ্ঠ প্রীতিপরায়ণ
দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও
যা'রা সহজ—
শিশুর মত,—
স্বর্গরাজ্যে তা'রাই শ্রেষ্ঠ । ৭৩২৮ ।
২০।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-১৫

সর্ব্বসঙ্গতির সহিত
তোমরা দুইজনেও যদি
একই উদ্দেশ্যে
প্রার্থনানিরত কৃতি-সম্বেগে
চলৎশীল থাক,
ঈশ্বর তা' মঞ্জুর করবেন ;
আর, প্রিয়পরমে আকৃষ্ট অনুবেদনা নিয়ে
তাঁর নামে দু'তিনজনও যদি

সংহত হ'য়ে ওঠে,
প্রিয়পরম কিন্তু সেখানে তাদেরই মধ্যে । ৭৩২৯ ।
২০।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-২০

প্রিয়পরম দৃঢ়নিশ্চয়ে বলেন—
যা'রা স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে
অন্য নারীকে গ্রহণ করে—
স্ত্রীর ব্যাভিচারদুষ্টি ছাড়া,—
তা'রা অপবিত্র-চিত্ত
ও ব্যাভিচার-দুষ্ট ব'লেই পরিগণিত,
এমন-কি
ঐ বর্জ্জিত স্ত্রীকে যা'রা বিবাহ করে,—
তা'রাও ব্যাভিচারদুষ্ট, অপবিত্র-চিত্ত,
অপরাধী । ৭৩৩০ ।
২০।১০।১৯৫৫, বিকাল ৫-২৫

প্রিয়পরমের অনুজ্ঞার
ছয়টি স্তম্ভ হ'চ্ছে এই—
তুমি কাউকে হত্যা করতে যেও না,
ব্যাভিচারদুষ্ট হ'য়ো না,
চুরি ক'রো না,
কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যেও না,
পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ক'রো,
সমীচীন অনুচর্য্যা ক'রো,
তোমারই মত ক'রে
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
ভালবেসো। ৭৩৩১ ।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৩০

প্রিয়পরম ব'লে থাকেন—
আমি বাস্তব নিশ্চয়ে বলছি—

একটা উটের
সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে
গলিয়ে যাওয়া বরং সহজ,
কিন্তু ধন-দাম্ভিক ধনীদের
স্বর্গরাজ্যে ঢোকা কঠিন। ৭৩৩২।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৩২

প্রিয়পরম-সঙ্গতির জন্য,
তৎকর্ম্ম-নিরতি নিয়ে
তাঁর নামে যা'রা
মা-বাপ, ভাই-বোন,
স্ত্রী-পুত্র,
বিষয়, আশয়—
যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে
তাঁরই শরণাপন্ন হয়,
তা'রা শতগুণে তা' পেয়ে থাকে,
আর, অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। ৭৩৩৩।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৪০

যা'রা এখন প্রথম বলে পরিগণিত হ'চ্ছে,
তাদের অনেকেই হয়তো
নিম্নেই র'য়ে যাবে ;
আবার, যা'রা নিম্নে থেকেও
অচ্যুত প্রীতি-সম্বেগে
তৎকর্ম্মনিরতি নিয়ে চলেছে,
তাদের অনেকেই হয়তো
প্রথমে অধিস্থিত হ'য়ে উঠবে। ৭৩৩৪।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৪৫

রাজাকে যা' দেয়—
তা' রাজাকেই দাও,

আর, ঈশ্বরকে দেয় যা'
তা' ঈশ্বরকেই দিও । ৭৩৩৫ ।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৪৬

প্রিয়পরমের
প্রথম ও প্রধান নির্দ্দেশই হ'চ্ছে এই—
তুমি সর্ব্বতোভাবেই
সর্ব্বান্তঃকরণেই—
যিনি প্রিয়পরম, ব্যক্ত ঈশ্বর
তাঁকেই ভালবাস,
—তা' এমন সম্বেগ নিয়ে
যা'তে তাঁর মনোজ্ঞ-অনুচলনে
না চ'লেই তুমি পার না ;
—এই হ'চ্ছে
প্রথম ও প্রধান অনুশাসন,
তারপরেই হ'চ্ছে—
তোমার প্রতিবেশীর প্রত্যেককে—
তুমি যেমন তোমাকে ভালবাস,
তেমনি ক'রেই ভালবাস—
প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে ;
প্রেরিত প্রিয়পরম যিনি,
তাঁর সমস্ত অনুশাসনই
এই ভূমিতেই দাঁড়িয়ে । ৭৩৩৬ ।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৫০

তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ,
সে তোমাদের সবারই সেবক,
এটা অতিনিশ্চয় ;
যে নিজেকে বড় বলে জাহির করতে চায়,—
সে খাটোই হ'য়ে থাকে,
আর, যে নিজেকে দীন বলেই জানে,

অথচ কৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,—
সে বড়ই হ'য়ে ওঠে। ৭৩৩৭।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪

সজাগ থেকো,
কারণ, প্রিয়পরম কখন আসবেন,
তা'র কোন ঠিক নেইকো,
তুমি হয়তো আশা কর নি যখন
তখনই এসে পড়বেন। ৭৩৩৮।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার জীবনে মহার্ঘ্য যা'
তাইই প্রিয়পরমে অর্ঘ্যান্বিত কর,—
যে-অর্ঘ্যের বিনিময়ে হয়তো
বহু অর্থ পেতে,
তা' দিয়ে অনেক গরীবের
সেবা করতে পারতে;
কিন্তু গরীব লোক চিরদিনই থাকবে,
তিনি গেলে
আর তাঁকে পাবে না হয়তো,
আর, তোমার ঐ অর্ঘ্যও
নিম্মর্ল্য হ'য়ে উঠবে না;
শ্রেয় যিনি,
বড় যিনি,
তঁদনুচর্য্যী আগ্রহ-অন্বিত সেবা,
ও তাঁর মনোজ্ঞ অনুচলনের কৃতিপ্রেরণা
মানুষকে বড়ই ক'রে তোলে,
আর, তাঁর সেবাই হ'চ্ছে
দারিদ্র্য-বিমোচনী পরম ভেষজ। ৭৩৩৯।
২০। ১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২২

সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
সতর্ক থেকো,
প্রার্থনানিরত থেকো,
যেন কোন প্রলোভন
তোমাদিগকে অভিভূত করতে না পারে,
ঢ'লে পড়তে না হয় তা'তে ;
তোমাদের অন্তঃকরণ যদিও আগ্রহান্বিত,
তথাপি পেশীগুলি কিন্তু দুর্ব্বল । ৭৩৪০ ।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪০

প্রিয়পরমই জীবনের পরম আহার্য্য,—
তিনিই আহরণীয় ;
যে তাঁর কাছে আসে,
তাঁকে নিয়েই থাকে,
করে,
চলে,
ক্ষুধা-ধুক্ষিত হয় না সে ;
যে তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করে
সব দিক দিয়ে
সব ভাবে,
সে তৃষ্ণাতুর হ'য়ে ওঠে না—
কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষায় ;
প্রিয়পরমই হ'চ্ছেন
জীয়ন্ত খাদ্য—
যা' স্বর্গ হ'তে অবতরণ করেছে,
কেউ যদি সর্ব্বতোভাবে
এই খাদ্য গ্রহণ করে,
পরিপোষিত ক'রে তোলে নিজেকে,
সে অমর জীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
যে খাদ্য তিনি দেন—
তা' তাঁরই সাত্ত্বিক সংস্থিতি,

অনুজ্ঞা-স্রোতোনির্ঝর,
আর, জগৎ-জীবনের জন্য
সেইই তাঁর অবদান। ৭৩৪১।
২০।১০।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫০

প্রিয়পরমই জগতের আলো,
যে তাঁ'তে অনুগতি-সম্পন্ন—
সে অন্ধকারে চলবে না কখনও,
বরং জীবন-আলোর
অধিকারী হবে। ৭৩৪২।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭টা

যা'রা অজ্ঞ,
জীবনেই মৃত হ'য়ে আছে,—
তা'রাই মৃতের সমাধি রচনা করুক,
কিন্তু তুমি চল,
ঈশ্বর-রাজ্যের অনুসন্ধান কর
অনন্ত জীবনের জন্য। ৭৩৪৩।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৫

প্রিয়পরমই জীবনের
পরম উত্থান,
তাঁকে যে ভালবাসে,
বিশ্বাস করে,
ম'রেও মরে না সে;
আর, যে তাঁকে নিয়েই বাঁচে—
বিশ্বাসে অটুট থেকে,
সে কখনই মরে না,
অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। ৭৩৪৪।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-১০

প্রিয়পরমই পরম বর্ত্ম,
তিনিই পরম সত্য,
আর, তিনিই জীবন,
কেউ তাঁতে না বিচরণ ক'রে,
না চ'লে,
অর্থাৎ তাঁতে
অনুরতি ও অনুগতি-সম্পন্ন না হ'য়ে
পরমপিতার কাছে যেতে পারে না । ৭৩৪৫ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-২০

স্বর্গরাজ্য একটা জীয়ন্ত দম্বল,
যা'র এক কণাও—
বৃহত্তর পরিবেশ কেন,
ভর-দুনিয়াকে
স্বর্গে পরিণত ক'রে তুলতে পারে—
উপযুক্ত অনুচর্য্যী অনুনয়নী
নিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে । ৭৩৪৬ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

আরো বলি—
স্বর্গরাজ্য একটা অতুলনীয় মণিমাণিক্য,
তা' যে কোন ময়দানে প্রোথিত থাক,
যদি কেউ তা' জানতে পারে,
তবে যা'-কিছু সব বিক্রী ক'রেও
সঙ্গোপনে তা' কিনে থাকে,
কারণ, ঐ ময়দানে প্রোথিত যা',—
তা' যা'-কিছু অর্থের পরম অর্থ । ৭৩৪৭ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৪০

আরো শোন—
স্বর্গরাজ্য একটা জালের মত,

এই ভবসমুদ্রে
তা' নিক্ষেপ ক'রে
তা'কে কিনারায় টেনে আনলে,
বহুবিধ দ্রব্যই
পাওয়া যেতে পারে ;
যা' তোমাতে অর্থান্বিত হয়—
সেগুলিকে রাখ,
আর, যা' অপ্রয়োজনীয়—
তা'কে ফেলে দাও,
কিংবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে
বিহিতভাবে নিয়োজিত কর,
যা'তে সেগুলি
শুভ-ফলপ্রসূ হ'য়ে উঠতে পারে । ৭৩৪৮ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৪৫

প্রিয়পরম যা' অন্ধকারে বলেছেন,—
তা' সর্ব্বসমক্ষে বল,
তিনি যা' ফিস-ফিস ক'রে বলেছেন,—
তা' ঘরের মটকায় দাঁড়িয়ে
ঘোষণা ক'রো ;
ভগবান ঈশাও এমনি বলেছেন । ৭৩৪৯ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

এমন কিছুই আবৃত নেই—
যা' উন্মুক্ত করা যাবে না,
এমন কিছু লুক্কায়িত নেই—
যা' জানতে পারা যাবে না ;
লুকোন যা',
আবৃত যা',
বিহিতভাবে উন্মোচিত কর তা'কে,
সেগুলি বাস্তবতায় রূপায়িত কর—

শুভপ্রসূ সমীচীন নিষ্পন্নতায় । ৭৩৫০ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৮টা

তুমি তোমার স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে
যদি অন্য নারীকে বিবাহ কর,—
তা'তে তোমার ব্যভিচারই করা হবে,
কিংবা তা'কে বর্জ্জন না ক'রে
যদি অন্য বিবাহ কর—
অথচ ঐ পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি
অবৈধ অত্যাচার কর,
তুমি ক্রূরনীতিদুষ্ট, অপরাধী
সেখানেও,
কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়,
স্ত্রীকে বর্জ্জন না ক'রে
তা'র সম্মতিক্রমে
অন্য বিবাহ করলে
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে উঠবে না,
বা ক্রূরনীতিদুষ্ট অপরাধী ব'লেও
পরিগণিত হবে না । ৭৩৫১ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৮-২০

নিরোধ কর,
কিন্তু বিহিতভাবে,—
আপদ থাকবে না । ৭৩৫২ ।
২০।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

তুমি যা'র উপর দাঁড়িয়ে,
যে-বিধায়নাকে আশ্রয় ক'রে
বা অবলম্বন ক'রে
আত্মনিয়মন করছ,
তিনি তোমার জীবন-মেরু ;

এক কথায়—
তিনি গুরু,
তিনি ইষ্ট,
তিনি আদর্শ,
তিনি আশ্রয় ;
এই মেরুমুখতা হ'তে
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি পতিত হ'লে,
বিচ্ছিন্ন হ'লে,
সে-মুহূর্ত্ত থেকেই
তুমি অভিসম্পাত-গ্রস্ত হ'য়ে উঠলে,
আর, অভিসম্পাত মানে—
অভিমুখতা হ'তে
সম্যকভাবে পতিত হওয়া ;
এই অভিসম্পাতগ্রস্ত তুমি
অন্য যে-কোন বিধায়নায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর না কেন,
তা' বিমুখতারই বিকৃত চলন
বা বিনায়ন ;
এই বিনায়না
যতই ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
তুমি বিকৃতির অঙ্কশায়িত হ'য়ে উঠবে
ততখানি,
তা' তোমার শরীরকে, চিত্তকে,
বোধবৃত্তিকে
ও চলন-সম্বেগকে
যেমন বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলছে,
তোমাতে পরিবর্ত্তনও ঘটাচ্ছে তেমনি—
ঐ অভিমুখতার প্রভাবকে
ব্যাহত ক'রে ;
ঐ অভিসম্পাত-বাক্য
কেউ উচ্চারণ করুক বা না করুক,

তুমি নিজেই তা' গ্রহণ করেছ,
তাই, বিকৃতির হাত এড়াবে কি ক'রে ?
ঐ বিক্ষিপ্ত বা বাতুল চলনকে
উপভোগ করতে হবেই কি হবে। ৭৩৫৩।
২১।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৪

ঈশ্বরে,
প্রিয়পরমে
তুমি স্বান্ত হ'য়ে ওঠ,
শান্তি সলীল গতিতে
তোমাতে উৎসারণশীল হ'য়ে চলবে। ৭৩৫৪।
২১।১০।১৯৫৫, সকাল ১০টা

যে বিশাসিত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তুমি উদ্‌গতিলাভ করেছ,
তা'ই তোমার জাতি ও বর্ণ ;
আর, ক্রমান্বয়ী বিশেষণা নিয়ে
যে-সঙ্গতি তোমাতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে আছে,
তা'ই তোমার বৈশিষ্ট্য,
আর, তা'র বিপর্য্যয় যেখানে—
বিকৃতিও সেখানে। ৭৩৫৫।
২১।১০।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

যদি কারও কাছে
তোমার প্রিয়পরমের কথাই বলতে হয়,
ব'লো—
কিন্তু উচ্ছ্বসিত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
সুযুক্ত সমীচীন আপূরণী অনুবেদনায়,
বাস্তব বিনায়নায়,
সার্থক সঙ্গতির সহিত,

সব যা'-কিছুরই আপূরণী ক'রে,
হৃদ্য উৎসারণায়,
যেন তোমার বলা, ভাব, ভঙ্গী—
যা'দের কাছে বলছ—
তাদের কাছে তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
রমণীয় হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে
যা'তে তা'রা শ্রদ্ধা-বিনায়িত হ'য়ে
তোমার প্রিয়পরমকে
আত্ম-উৎসারণায় আলিঙ্গন ক'রে
নিজেদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারে,—
বিদ্বেষ ও বিসম্বাদের
কোনপ্রকার রং ও রেখাও
না থাকে তা'তে ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি পদক্ষেপ
তা'দের যা'-কিছু প্রশ্নের
যা'-কিছু ভাবের
যা'-কিছু ভাষার
যা'-কিছু কর্ম্মদীপনার
সার্থক সমাধানে
যেন প্রত্যেকের সব যা'-কিছুকে
আপূরিত ক'রে
একটা উল্লোল প্লাবন সৃষ্টি ক'রে দেয়
তাদের অন্তরে,—
আর, বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর
এমনতর উৎসারণা সৃষ্টি করে,
যা'তে তা'রা বিভোর হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ উন্মাদনা-বিভোর
আবেগ-অর্থনায়
তুমি ও তা'রা
যুত-অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;

আবার, তুমি যা' বল—
সেগুলির ভিতর যেন
তোমার চারিত্রিক স্ফুলিঙ্গ
এমনই উচ্ছল চলায় চলে,
যা'র ছটা-সংঘাতে
তা'দের অন্তঃকরণ
উল্লোল-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই
তাঁকে উপভোগ কর,
আর, অন্যকেও উপভোগ করাও ;
ঐ আবেগ, ঐ উদ্বর্ত্তনা
তোমাকেও কৃতি-প্রদীপ্ত ক'রে
আরোতে বিচ্ছুরিত ক'রে তুলতে থাকবে—
সমাধানের সার্থক হোম-আহুতির
স্বস্তি-স্রাবণে ;
তুমি তৃপ্ত থাক,
আর, তৃপ্ত ক'রে তোল সবাইকে,
আর, ঐ তৃপণার
অমৃত পরিবেষণে
সবাইকে অমরপন্থী ক'রে তোল,
নইলে আর কী হ'ল ? ৭৩৫৬ ।
২১।১০।১৯৫৫, রাত ৯টা

স্ত্রীলোকের যেমন দুটি স্বামী হয় না,
দুটি স্বামী মানে
ব্যভিচার ও ব্যতিক্রমদুষ্ট হওয়া,
পূত আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে
বিক্ষুব্ধ ও দুষ্ট ক'রে তোলা,
তেমনি নারী হো'ক,
আর পুরুষই হো'ক,
কা'রো সদ্গুরু বা আচার্য্য দুজন হয় না ;

দু'জন হওয়া মানেই
বিকেন্দ্রিক বিকৃতি ও ব্যতিক্রমে
নিজেকে দুষ্ট ক'রে তোলা,
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুধাবন বা অনুচলন
ও বিন্যাস-বর্দ্ধনায়
বিসদৃশ বিক্ষোভই সৃষ্টি ক'রে তোলা,
তাই, গুরুত্যাগ মহাপাপ,
পাতিত্যের পরম পোষক ;

অবশ্য যেখানে
প্রেরিতপুরুষ বা প্রিয়পরমের আবির্ভাব হয়—
সে-বেলায় অন্য কথা,
কারণ, তিনি
সবারই আপূরয়মাণ সঙ্গতিশীল সম্বর্দ্ধনা ;
ধর্ম্ম বা সত্তার ধৃতি অনুশীলনাত্মক,
আর, এই অনুশীলনই হ'চ্ছে কৃষ্টি,
আবার, এই কৃষ্টি
সব যা'-কিছুকে সঙ্গতিশীল ক'রে
বাস্তব বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যদি বিন্যাস ক'রে না তুলতে পারে,
ধর্ম্মই বল
আর শিক্ষাই বল—
তা' কিন্তু দুষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে জমাট বেঁধে ওঠে না,
তাই চরিত্রও দ্যুতিস্রোতা হ'য়ে ওঠে না ;
তাই, শিক্ষার ক্ষেত্রে
এককেন্দ্রিকতা নেহাৎই প্রয়োজন,
ঐ কেন্দ্রে যতই নিষ্ঠান্বিত হ'য়ে
তুমি নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারবে—
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,—
একসূত্রে অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে

তুমি ততই,
তাই তা'কে প্রজ্ঞা বলে,
অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে জানা ;
তাই, আচার্য্যই হউন,
সদ্‌গুরুই হউন,
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক উৎসারণী শ্রদ্ধা নিয়ে
তাঁতেই অন্বিত হ'য়ে ওঠ ;
আর, প্রেরিত প্রিয়পরম যদি পাও,
তোমার ভাগ্যে যদি জোটে,
সব যা'-কিছু নিয়ে
ঐ তাঁতেই উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ওঠ,—
বিকৃতি ও বিধ্বস্তির হাত এড়িয়ে
উদ্বর্দ্ধনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৭৩৫৭।
২১।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

ধর্ম্ম মানেই
যা' সত্তাকে ধরে রাখে,—
সুকেন্দ্রিক
সুসংহত
অন্বিত বিধায়নায়,
চলা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে
তা'র অনুশীলন করাই হ'চ্ছে ধর্ম্মচর্য্যা ;
ধর্ম্মই যদি চাও,
ধর্ম্মকেই যদি ভালবাস,
তোমার প্রিয়পরম যিনি
বা আচার্য্য যিনি
তাঁতে একনিষ্ঠ অনুরাগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তদনুচর্য্যী কৃতিদীপনায় চলতে থাক—
তাঁরই মনোজ্ঞ হবার
উদাত্ত আগ্রহ নিয়ে ;
এক-কথায়, তাঁতে সর্ব্বতোভাবে আলম্বিত থাক—

নিজেকে শ্রদ্ধায় সুনিবদ্ধ ক'রে ;
কত কিছুকেই তো ভালবাস,
কিন্তু সব ভালবাসা,
ভাললাগাগুলিকে
সার্থক ক'রে তোল তাঁতে ;
তাঁকেই তোমার জীবনমেরু ক'রে তোল,
তাঁরই অনুশাসন-সন্দীপিত হ'য়ে
তিনি যা' বলেন,
তদনুপাতিক চলনে চ'লে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল,
এই কৃতার্থ হওয়ার প্রলোভন
তোমাকে যেন পেয়েই বসে ;
শুধু এতটুকু,
আর, এতটুকুতে যদি নিজেকে
প্রতুল ক'রে তুলতে পার,
আর যা'-কিছু সবই
এতেই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
হবে,
পাবে ;
ঈশ্বরই পরমার্থ । ৭৩৫৮ ।
২২।১০।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

পাপকে ঘৃণা কর,
পাপীকে নয়,
বরং তা'কে পরিমার্জ্জিত কর,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল । ৭৩৫৯ ।
২২।১০।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই
ধারণ-পালনী পরম উৎস,
সত্তার ধৃতি-সম্বেগ ;

জীবনকে যদি উপভোগ করতে চাও,
যেমন বলায়—
যেমন চলায়—
যেমন করায়—
সত্তা আপোষিত হ'য়ে ওঠে,
আপালিত হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
তেমনতরই বল,
তেমনতরই কর,
আর, তেমনিই চল ;
যত যা'ই কিছু কর না কেন,
যত যা'ই কিছু বল না কেন,
তা' যদি ঐ ধৃতি-বিনায়িত না হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু সবই বাজে খরচ ;
আর, আচার্য্য হ'চ্ছেন—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন,
প্রিয়পরম যিনি ;
তাঁরই সাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বে
প্রীতি-প্রসন্ন অনুভাবনা নিয়ে
ধারণ-পালনী পরিবেদনা
বিনায়িত হ'য়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে ;
তুমি তাঁতেই আলম্বিত হ'য়ে থাক—
সশ্রদ্ধ সুনিবদ্ধ আগ্রহ-উচ্ছল রাগ-সম্বেগে ;
আর, তাঁরই অনুচর্য্যী আগ্রহ নিয়ে
কৃতিদীপনায়
উপচয়ী অনুক্রিয় হ'য়ে
তাঁতেই অনুগত হও—
সন্ধিৎসার সতর্ক বীক্ষণায়,
যা'তে সর্ব্বতোভাবে
তাঁরই পালন-পোষণে

কৃতিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে পার—
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চ'লে ;
ঐ চলনই
চলনার যা'-কিছু পরিপোষক,
তা' আপনিই সংগ্রহ ক'রে নেবে—
সুবিনায়িত উৎসারণশীল
বিহিত বিন্যাস-সজ্জায় ;
চল,
অঢেল চলনে চল,
কর,
অঢেল করায় উৎসারণশীল হ'য়ে ওঠ,
শোন—
অঢেল আগ্রহ নিয়ে,
দেখ—
অঢেল দৃষ্টি নিয়ে—
কী সার্থকতা
তোমার ঐ অন্তর-দিগন্তের পারে
দেদীপ্যমান হ'য়ে রয়েছে ;
ঈশ্বরই অব্যক্ত প্রিয়পরম। ৭৩৬০।
২২।১০।১৯৫৫, বেলা ১১-২৫

যেখানে অজ্ঞ-অভিব্যক্তি
কুশলপ্রসূ,
বিজ্ঞ বিকাশই সেখানে বেকুবী। ৭৩৬১।
২২।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

উত্তাল হ'য়ে ওঠ—
উন্নতির অবাধ উৎসারণায়,
কি আধিভৌতিক,
কি আধিদৈবিক,
কি আধ্যাত্মিক,

সবেরই সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
উদ্দাম উন্মাদনায় ;
কোন দিক দিয়ে
কেউ দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না,
আর, তোমার উন্নতির উত্তরসাধক—
ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদ্গাতা—
এদের পালন-পোষণী প্রবর্ত্তনায়
নিজেকে দৃঢ়-সঙ্কল্প ক'রে তোল—
অটুট উদ্যমে ;
আর, ঐ পালন-পোষণী
অর্ঘ্য-অবদান ঋত্বিকী
পাঠিয়ে দিও—
তোমার ইষ্ট বা প্রিয়পরম যিনি,
তাঁরই সান্নিধ্যে—
প্রতি মাসে ;
একটা মুহূর্ত্তকেও
ফস্কে যেতে দিও না,
স্বাস্থ্যকে স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে
চিত্তকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক'রে
আধ্যাত্মিক নিষ্ঠায়
প্রিয়পরমে নিবদ্ধ থেকে
কৃতি ও বোধি-বিনায়নায়
উচ্ছল হ'য়ে চল,
আর, উচ্ছল ক'রে তোল
তোমার প্রিয়পরমকে। ৭৩৬২।
২৩।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

যাঁকে ছাড়া তোমার চলেই না,
যাঁ'র স্বস্তি-পরিচর্য্যায়
তুমি একটা আন্তরিক উন্মাদনা বোধ কর,
যাঁ'র শুভ-সম্বর্দ্ধনাতে

তুমি মুগ্ধ হ'য়ে ওঠ—
উল্লোল আনন্দ নিয়ে,
যাঁ'র সংস্রব বা সঙ্গ-হারা হ'লে
তুমি ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠ,—
তাঁ'কে তুমি ভালবাস ;
যাঁ'কে ভালবাস,—
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার অবাধ্য আবেগও
তোমাকে পেয়ে বসে ;
আর, যাঁ'কে ছাড়া তোমার চলে,
যাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা
তোমার কাছে ভাল লাগলেও
তুমি উল্লোল হ'য়ে ওঠ না,
যাঁ'র স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
তোমার চাহিদা হ'লেও
তুমি উদ্দাম হ'য়ে ওঠ নি,
যাঁ'র সংস্রব বা সঙ্গ-ছাড়া হ'লে
তুমি ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠ না,
তাঁ'কে চাও—
কিন্তু ভালবাস কমই ;
আর, এমনতর ব'লে
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়াও
কঠিন হ'য়ে ওঠে তোমার পক্ষে । ৭০৬৩ ।
২৫।১০।১৯৫৫, রাত ৭-১০

আচার্য্যের কাছে নেবে
অনুশাসন-বার্ত্তা,
অনুশীলনের শুভ সন্দেশ,
আর, দেবে
তোমার কৃতি-অর্জ্জনার বাস্তব-অর্ঘ্য,
যা' তোমার জীবনে

কুশলস্ফূর্ত্ত যোগ্যতার দীপ্ত আহরণ। ৭৩৬৪।
২৫।১০।১৯৫৫, বেলা ১০-৩০

তোমার ইষ্ট বা প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
তাঁকে যদি তুমি
সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবেসে থাক—
তোমার প্রবৃত্তির যা'-কিছু নিয়ে,
তাঁর অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়াই
তোমার পরম সার্থকতা ব'লেই
যদি অন্তঃকরণ গ্রহণ ক'রে থাকে—
সক্রিয়তায়,
তাঁর স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
যদি তোমার স্বার্থ হ'য়ে থাকে—
সক্রিয়ভাবে তাঁরই অনুচর্য্যা নিয়ে,
তা'র উপর যদি
সর্ব্বতোভাবে তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার আকূতি
তোমাকে পেয়েই ব'সে থাকে,
এক-কথায়, তুমি তেমনতর চলনহারা হ'য়ে
চলতেই চাও না বা পার না,
তখনই তুমি মানুষকে
উপদেশ দেবার উপযুক্ত ;
তোমার উপদেশ
শ্রেয়-সন্দেশবাহী হ'য়ে
মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হ'য়ে থাকবে
তখন—
একটা অমৃত-উচ্ছল অনুদীপনা নিয়ে,
উপযুক্ত সময়ে
তা' জীয়ন্ত হ'য়ে
প্রেরণ-প্রদীপনায়
মহামঙ্গল সংসাধিত ক'রে তুলতে পারবে—

তা' আশা করা যেতে পারে ;
তোমার অনুগতি
প্রেয়-অনুরতি বহন ক'রে
মানুষকে শ্রেয়পন্থী ক'রে তুলবে,
তোমার সার্থকতার অবদান
সে-ও উপভোগ করতে পারবে—
যথাসম্ভব । ৭৩৬৫ ।
২৫।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৫

তোমার হিসাব-কষাকষি
ন্যায়ের বিচার,
বৈজ্ঞানিক খতিয়ান,
যুক্তির বহর—
যা'-কিছুকে অতিক্রম ক'রে
তোমার প্রেয়-প্রীতিই যখন
তোমাকে পেয়ে বসেছে—
যে-প্রেয় সার্থক সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে শ্রেয়—
বাস্তবতায়,
আর, পেয়ে বসে
তাঁর মনোজ্ঞ হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে
তোমার অনুচলনে বিকশিত ক'রে তুলেছে—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
পারিবেশিক উচ্ছল অনুচর্য্যায়,
নিজেরই মত ক'রে তাদিগকে ভালবেসে,
তাইই একমাত্র তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে উঠেছে
যখনই তোমার,—
তোমার বল, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, পরাক্রম,
উর্জ্জী আপ্যায়না,
যুক্তির যৌগিক চলন—
সবগুলি সেই মুহূর্ত্তেই
স্ফুটতর হ'য়ে চলতে থাকবে,

পিছিয়ে যাওয়ার আর কিছু থাকবে না,
অন্তঃকরণ বলবে—
এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল। ৭৩৬৬।
২৫।১০।১৯৫৫, রাত ৮-২০

যা' করবে,
তা'র পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে
তা'র সমাধান ক'রো,
তোমার অলস বেকুবী দায়িত্ব
ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত করতে যেও না—
তাঁকে প্রলুব্ধ ক'রে ;
বরং নিষ্পন্নতার
উৎসর্জ্জনী আনন্দ দিয়ে
তাঁকে অভিনন্দিত কর,
গৌরব-অর্ঘ্য সাজিয়ে
তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ কর। ৭৩৬৭।
২৬।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

প্রিয়পরমকে ভালবাস,
তোমার যা'-কিছু আছে,—
সব দিয়ে তাঁরই সেবা কর—
তাঁরই শুভ-সম্বর্দ্ধনায়,
পরিবেশকে ভালবাস—
তিনি চান যেমনতর তেমনি ক'রেই,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সম্ভাব্যতা নিয়ে ;
স্বস্তির অধিকারী হও,—
আর, এইই হ'চ্ছে

ধর্ম্মের বাস্তব ধৃতি-ভূমি। ৭৩৬৮।
২৬।১০।১৯৫৫, সকাল ৮-৫৮

মনে রেখো—
ঈশ্বর এক,
আর, প্রেরিতপুরুষ যখন যিনি আসেন,
তিনি ঐ প্রেরণারই ব্যক্ত প্রতীক,
তাই, বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে এলেও
বস্তুতঃ তাঁরা এক,
তাই, ধর্ম্মও এক ;
বহু বাদ, বহু দর্শনের ঘূর্ণিতে প'ড়ে
তোমার চিত্তে
সার্থক-সঙ্গতিহীন ভ্রান্তি-বিপাক
সৃষ্টি ক'রো না,
নিজেকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলো না ;
প্রেরিত প্রিয়পরমই
ঈশ্বরের ব্যক্তমূর্ত্তি,
তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
ধৃতি-অনুবেদনা বা বোধনা নিয়ে
তাঁতে অচ্যুত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে
নিজের যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁরই অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চল ;
পরিবেশের প্রতি
তিনি যেমন প্রীতি-অনুকম্পা-পরায়ণ,
অনুচর্য্যাশীল,
তাঁরই মনোজ্ঞ হবার
উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
তুমি তেমনিভাবে চল—
তাঁরই উপচয়ী স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের

সবটুকু সম্ভাব্যতা নিয়ে,
তাঁর প্রতি রাগ-নিরত অনুগতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
ঐ তাঁরই মনোজ্ঞ হওয়ার উদগ্র আগ্রহ যেন
তোমাকে পেয়েই বসে,
সেই চলনেই চল,
ধর্ম্মের ধৃতি-ভূমি কিন্তু এইই ;
'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' । ৭৩৬৯ ।
২৬।১০।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

ধারণ-পালনী সম্বেগ
দ্যোতন-প্রেরণায়
বীর্য্যে,
জ্ঞানে,
যশে,
শ্রীতে,
বৈরাগ্যে
বিন্যাস-বিভূতিতে বিনায়িত হ'য়ে
যাঁ'র ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে
যখন যেখানে,—
তিনিই ভগবান,
তিনিই মনুষ্যপুত্র,
তিনিই প্রেরিতপুরুষ,
লোককল্যাণমূর্ত্তি তিনিই ;
আর, যিনি ঐগুলির অব্যক্ত উৎস—
বিশেষের নির্ব্বিশেষ-কেন্দ্র,
পুরাণ-পুরুষ,—
তিনিই ঈশ্বর ;
অব্যক্তেরই ব্যক্ত মহিমা—
মূর্ত্ত প্রতীক যিনি,—
তিনিই ভগবান,
আর, তিনিই উপাসনার জীয়ন্ত বেদী,

সব যা'-কিছু সার্থকতার পরম অর্থ
তিনিই,
তিনিই কল্যাণ-পথ,
তিনিই আলো,
তিনিই সত্য ;
তাঁতে যাঁর অনুশীলনী মনোজ্ঞ অভিনিবেশ
সার্থক উৎসর্জ্জনায়
সঙ্গীতিলাভ ক'রে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই ধন্য ;
ঐ জীয়ন্ত বেদীতে বিন্যাস লাভ ক'রে
যাঁ'র ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে,
তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী,
তিনিই দ্রষ্টা-পুরুষ,
তাঁর কাছে ঈশ্বর যেমন ব্যক্ত,
তেমনি অব্যক্ত । ৭৩৭০ ।
২৬।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৫০

যুক্ত থাক—
তীব্র আগ্রহ নিয়ে,—
কর্ম্ম-কুশল হ'য়ে উঠবে । ৭৩৭১ ।
২৭।১০।১৯৫৫, বেলা ১০-৪০

বক্তার জীয়ন-প্রেরণাকে
তা'র প্রকৃতি
উপযুক্ত দক্ষ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আধায়ন-তৎপরতায়
সম্যক ও সমীচীন
কৃতি-পরিবেষ্টনী পরিবেষণায়
যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত মূর্ত্তনায়
ব্যক্ত ক'রে তুলতে পারে,

ঐ অভিব্যক্তি
অন্তর ও বাহিরের সংঘাতকে প্রতিহত ক'রে
বিনায়িত ক'রে
তেমনতরই জীবন ও আয়ুর
অধিকারী হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ সংঘাতগুলিকে
নিরোধ ও প্রতিহত যে না করতে পারে—
সম্যক ও সমীচীন কৃতি-মূর্ত্তনার অভাবে,—
সে ততই শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
অপুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সহজেই তা'র শরীর বা জীবনপ্রবাহ
সঙ্গতিহারা অনুচলন-পরামৃষ্টতায়
রোগবিকারগ্রস্ত হ'য়ে
মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ৭৩৭২।
২৯।১০।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

৬৮তম জন্মমহোৎসব ও ৭০তম ঋত্বিক অধিবেশন

উপলক্ষে

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

জীবনতপের পরম তপনই হ'চ্ছেন—
আচার্য্যদেব,
যিনি ইষ্টীপূত অনুনয়নে
অনুশীলন-আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
আচার্য্য ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন ;
তাঁতে অচ্যুত শ্রদ্ধায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সক্রিয় তর্‌তরে অনুরাগে
অবিচ্ছিন্নস্রোতা হ'য়ে
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন হ'তে
নিজেকে কিছুতেই যে
নিবৃত্ত ক'রে তুলতে পারে না,—
মানুষের অন্তর্নিহিত ভর্গদেব—
আত্মিক উৎস যিনি,
তিনি তা'কেই বরণ ক'রে থাকেন ;
এই বরণীয় অনুবেদনা
অনুগতি ও অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমনতর স্রোতচলনে চলতে পারে—
মনোজ্ঞ কৃতী হওয়ার
নিষ্পন্নতাকে নির্দ্ধারিত করতে করতে,—
তপোবিভূতি
উদাত্ত আশিস্-নির্ঝরে
তাকেই অভিনন্দিত ক'রে থাকে তেমনতর,
সে আচার্য্যে সমাবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে ;

এই সমাবর্ত্তিত ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে
দীক্ষার, শিক্ষার,
ব্যক্তি-বিনায়নার
পরম নির্ঝর,
যা'র চারিত্রিক দ্যুতি
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
প্রেরণা-প্রদীপনায়
সকলকেই অমৃত-তৃষ্ণী ক'রে তোলে ;
আর, ঐ তৃষ্ণাই
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
জীবনকে অমৃত-চলনে
নিয়োজিত করতে থাকে ;
তাই, প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে--
তোমরা উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-অনুচলনে
আচার্য্য-নিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চলতে থাক,
জীবনকে অমন ক'রেই নিয়ন্ত্রিত কর,
উন্নতির অধিকারী হও,
অমরার যাত্রী হ'য়ে চল—
সবাইকে ঐ যাত্রার
সাথীয়া ক'রে তুলতে তুলতে ;
তোমরা বেঁচে থাক—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
বেড়ে ওঠ—
উদাত্ত উদ্দীপনায়,
যোগ্যতাকে অর্জ্জন করতে করতে ;
ঐ যোগ্য-চলন
তোমাদের সর্ব্ববিধ শুভ-ঐশ্বর্য্যের
উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠুক,

ঐ সাত্ত্বিক শুভ-উৎসর্গ
পরম নৈবেদ্য হ'য়ে
তোমাদের জীবন-থালা
সুসজ্জিত ক'রে তুলুক,
আর, তোমাদের ঐ পাবী উৎসর্জ্জনা
যজ্ঞেশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তুমি সার্থক হও,
তোমার পরিবার সার্থক হো'ক,
পরিবেশ সার্থক হো'ক,
সমাজ-রাষ্ট্র
পরম সার্থকতায় সঞ্জীবিত হ'য়ে
ভর-দুনিয়াকে
সবিতৃ-আলোকে আলোকিত ক'রে তুলুক ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিজন যা'-কিছু
সবাইকে নিয়ে
শুভ-সন্দীপী অনুচলনে
সম্বৃদ্ধ হও,
শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
রোগ, শোক, দারিদ্র্যের
দন্তুর সংঘাত হ'তে বাঁচ,
সবাইকে বাঁচাও। ৭৩৭৩।
৩০।১০।১৯৫৫, সকাল ৬-১৫

তুমি বেড়ে চল,
এগিয়ে যাও—
কিন্তু প্রাচীন বা পূর্ব্বভূমিকে
ত্যাগ ক'রে নয়,
তোমার শৈশব-সংগঠনকে
ছেদ ক'রে নয়,
বরং তা'রই বর্দ্ধনায় ;
তা'কে ছেদ করা মানেই হ'চ্ছে—

তোমার সত্তার দাঁড়াকেই কেটে ফেলা,
তা' করলে তুমি আর থাকবে না,
তখন থাকবেই বা কে
আর বাড়বেই বা কে ?
তাই, তাকে বর্দ্ধন-বিনায়নায়
সমীচীন আরোতে
সমুন্নত ক'রে তোল—
অনন্তস্পর্শী ক'রে ;
যদি পার,
ধ্বংসে যাবে না,
নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে না,
থাকবে,
বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে যাবে—
সার্থক বিনায়না নিয়ে। ৭৩৭৪।
৩১।১০।১৯৫৫, রাত ৮-৪০

সন্ধিৎসার চক্ষু নিয়ে
সন্ধিৎসু চলনেই চলতে থাক—
সুকেন্দ্রিক আলম্বনে নিজেকে নিবদ্ধ রেখে ;
প্রকৃতির প্লুতগতিকে লক্ষ্য ক'রে
তা'র বৈধী চলনকে নির্ণয় কর—
বিহিত বিনায়নী বিন্যাসে
বেণীবদ্ধ ক'রে তা'কে ;
বিদ্যাকে জান,
অর্থাৎ যা'তে থাকে,
যেমন ক'রে থাকে,
এই থাকবার বিধিগুলিকে নির্ণয় কর ;
আবার, অবিদ্যাকেও জান,
অর্থাৎ থাকার অন্তরায় যা'-কিছু,
থাকাকে শীর্ণ করে যা'-কিছু,
তা'কেও জান ;

অবিদ্যাকে এড়িয়ে,
নিরোধ ক'রে,
প্রতিহত ক'রে
বা সত্তাপোষণী বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে
বিদ্যমানতার অনুপোষণাগুলিকে
বৈধী বিনায়ন-তাৎপর্য্যে
তোমার সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে
পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে থাক ;

এই বোধনাই হ'চ্ছে বাস্তব জ্ঞান ;
আর, প্রকৃতির এমনতর বৈধী অনুচলন,
যা' হ'তে বর্দ্ধনায় বিকশিত হ'য়ে ওঠে যা'-কিছু—
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে,

তা'র পিছনে বিধাতার যে-প্রেরণা
প্রদীপ্ত গতিতে স্রোতোমুখর হ'য়ে চলেছে,
তা'কে জেনে
করণীয়গুলিকে বিধায়িত ক'রে তোল,
পোষণপুষ্ট হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ—
অসীমের দিকে এগুতে এগুতে
স্মৃতিবাহী চেতনার চলনকে
জাগ্রত ক'রে তুলতে তুলতে
অমর জাগরণে ;

যা' শাশ্বত,
যা' প্রাচীনের সঙ্গে সার্থক সঙ্গীত নিয়ে
বর্ত্তমানে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
ভবিষ্যৎ-এর দিকে
অফুরন্ত চলনে চলছে,—
তা'কে উপলব্ধি কর,
সপরিবেশ সেই চলনে চল ;

উল্লোল-নন্দনায়

সামছন্দে
অমৃত আবাহনে
সবাইকে অমরদীপ্তিতে
জীয়ন্ত ক'রে তোল। ৭৩৭৫।
৩১।১০।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

তুমি অকিঞ্চন হও,
অকিঞ্চনতা তোমার
স্বাভাবিক হ'য়ে উঠুক,
ঐশ্বর্য্য তোমাকে সেবা করুক ;
তুমি ইষ্টীপূত গণসেবী হ'য়ে ওঠ—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,
আর, তোমার ঐ গণসেবা
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
তোমার আচার্য্যে, প্রিয়পরমে, ঈশ্বরে ;
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলন, বাক্ ও ব্যবহারে
সক্রিয় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
আর, ক'রে তোল সকলকে ;
কেউ যেন অভাবগ্রস্ত না হ'য়ে থাকে,
দারিদ্র্য, রোগ, শোক, আপদ-বিপদকে
অপসারিত ক'রে
তাঁদিগকে কল্যাণযাত্রী ক'রে তোল,
শতায়ু ক'রে তোল সবাইকে,
সুপ্রজনন-বিধায়নায় দুনিয়াটাকে
অমৃতগর্ভা ক'রে তোল ;
তোমার প্রার্থনা ও অনুচলন-পরিবেদনা
অমনতরই বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে উঠুক,
আর, তোমার এই সার্থকতা
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক,
প্রিয়পরমে প্রবৃদ্ধপ্রসন্ন পরিক্রমায়
তাঁরই আহুতি হ'য়ে উঠুক—

তোমার ব্যক্তিত্বের যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে
উৎসর্জ্জনী প্রসন্ন প্রসাদে । ৭৩৭৬ ।
১।১১।১৯৫৫, রাত ৮টা

ব্যক্ত ঈশ্বরে নিয়োজিত হও,
উৎসর্গ কর নিজেকে,
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ তাঁতে,
ব্যক্তিত্ব
ঐশী দীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক—
চারিত্রিক দ্যুতিবিকীরণায় । ৭৩৭৭ ।
১।১১।১৯৫৫, বিকাল ৩-১০

যিনি প্রিয়পরম,
ইষ্ট যিনি,
শ্রেয়-প্রেয়-প্রবর যিনি,
যিনি জীবনের মূর্ত্ত কল্যাণ,
অন্তরের আবেগ-উৎসারণার সহিত
সক্রিয় তৎপরতায়
তাঁর ভরণপোষণী অনুধ্যায়িতায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত আকূতি নিয়ে
স্বতঃ-প্রবৃত্ত নিয়োজনায়
প্রত্যূষে আহ্নিককৃত্য সমাপনান্তে
নিজে কোন-কিছু আহার করবার পূর্ব্বে
তাঁর জন্য উদ্‌গ্রীব তৃপণা নিয়ে
বাস্তব যা'-কিছু উৎসর্গ করা যায়,—
তাইই ইষ্টভৃতি—
জীবনযজ্ঞের দৈনন্দিন
প্রথম প্রাণস্পর্শী আহুতি । ৭৩৭৮ ।
৬।১১।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

দাম্ভিক অহং
ভ্রান্তিকে আমন্ত্রণ ক'রে
যখন কাউকে প্রতিঘাত-পরামৃষ্ট ক'রে তোলে,
তুমি যদি অনুকম্পী না হও তা'র প্রতি,
এবং হৃদ্য অনুচর্য্যায়
ঐ দাম্ভিক যে
তা'র হৃদয়ের অনুতাপকে
উচ্ছল ক'রে না তোল—
বিহিত উদ্দীপনায়,—
যা'র ফলে
সে তৃপ্তির আলিঙ্গন পেতে পারে—
দুষ্ট দীপনাকে উচ্ছিন্ন ক'রে,—
তাহ'লে তুমি কিন্তু কা'রও
বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তোমার বিপাকে আগলে ধরবার
কাউকে পাবে তুমি কমই। ৭৩৭৯।
৬।১১।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

অপরাধী যে,
হৃদ্য অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'কে এমন অনুতপ্ত ক'রে তোল,
যে-অনুতাপে
তা'র ঐ অপরাধ-প্রবৃত্তি
পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,
তোমাকে সে বান্ধব ব'লে
আলিঙ্গন না ক'রেই যেন পারে না,
আর, যা'র কাছে সে অপরাধ করেছে
তা'র প্রতি
তা'র আলিঙ্গন-উৎসারণী আগ্রহকে
যেন স্বতঃ-উৎসারণশীল ক'রে তুলতে পারে—
স্মিত আশিস্-আবর্ত্তনায় ;

অপরাধকারীকে
অপরাধে জ্বলন-ধ্বুক্ষিত ক'রে তুলছ কেবলই,
অথচ অনুতাপের ইন্ধন দিয়ে
যদি তা'কে অনুতপ্ত ক'রে তুলতে না পার—
বান্ধব-অনুচর্য্যায়,—
তোমাকে সে বান্ধব ব'লে
গ্রহণ করতে পারবে না ;
তাই, অনুকম্পী অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
অনুতাপের আহুতি-জ্বলনে
তা'কে বিদগ্ধ ক'রে তোল ;
আর, এ যত করতে পারবে,
তা'র সঙ্গে তোমার বান্ধব-সংহতিও
তত অটুট হ'য়ে উঠবে । ৭৩৮০ ।
৬।১১।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যা'রা ইষ্টীপূত বোধদীপী,
অসৎ-নিরোধী,
ঈশ্বর তা'দের সঙ্গে থাকেন—
দীপন দ্যোতনায়,
শুভস্রোতা হ'য়ে । ৭৩৮১ ।
৭।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণ, কুল,
আচারের সাথে
সঙ্গীতিবিহীন যে-বিবাহ,
সেই বিবাহই অসিদ্ধ—
বারচারীবৎ,
আর, অসিদ্ধ বিবাহ
চিরদিনই অপধ্বংসী,

তাই, তা' নিন্দনীয়, পাতিত্যজনক—
বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। ৭৩৮২।
৭।১১।১৯৫৫, রাত ৮টা

যে-বিবাহে
কুলমর্য্যাদা অপঘাতদুষ্ট হয়,
তা' পৈশাচিক ও ব্যভিচারদুষ্ট,
আর, যা'তে কুলমর্য্যাদা
উচ্ছল ও উন্নতিপ্রসু হ'য়ে ওঠে,
তা' শুভপ্রসু ও মঙ্গলপ্রসন্ন। ৭৩৮৩।
৭।১১।১৯৫৫, রাত ৮-২৫

মহাপুরুষদের নিন্দা ক'রো না,
কিন্তু ব্যত্যয়ী অনুসরণকারীদের
বরং বিনায়িত ক'রো—
শুভে—মহানে। ৭৩৮৪।
৭।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

সুকেন্দ্রিক হও,
শুভ-সন্ধিৎসু হ'য়ে চল—
সমীচীন সাত্ত্বিক তৎপরতায়,
কর নিখুঁতভাবে,
দেখ,
আর, এমনি ক'রেই জান ;
জানাগুলি
সার্থক সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে তোল,
বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ ;
করবে কি না-করবে—
এমনতর সংশয়দোদুল থেকো না,
ও কিন্তু নষ্ট হবার পন্থা। ৭৩৮৫।
৮।১১।১৯৫৫, রাত ৬-৪২

প্রাপ্তি মানেই
আপন ক'রে নেওয়া,
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে নেওয়া,
কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে
ব্যক্তিত্বকে সেই হওয়ায়
রঙ্গিল ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে—
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সর্জ্জনায়,
—আর, এই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি ;
প্রিয়পরমকে তারাই পেয়েছে,
যা'রা অমনতর কৃতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে চ'লে
নিজ ব্যক্তিত্বকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির অন্বয়ী তৎপরতায়
সত্তাকে প্রজ্ঞা-পরিস্রাবী বোধানুরঞ্জনায়
রঞ্জিত করে তুলেছে,
আর, এই হ'চ্ছে প্রাপ্তির বাস্তব রূপ। ৭৩৮৬।
৮।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৪৩

পছন্দের যদি
ছান্দিক সঙ্গতি না থাকে,
তবে সুশ্রী যা'
তা'কেও বিশ্রী দেখায়। ৭৩৮৭।
৯।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

ব্যবস্থা যদি সুব্যবস্থ না হয়—
প্রয়োজনমাফিক বিন্যাসে,—

সেখানে মূল্যবান যা'-কিছুর অবস্থিতিও
আবর্জ্জনাময় হ'য়ে ওঠে। ৭৩৮৮।
৯।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৫৫

যা'রা হীনম্মন্য কাপট্যের বশীভূত হ'য়ে
অন্য বর্ণ বা বংশের ব'লে
লোকের কাছে পরিচিত হ'তে চায় বা হয়—
নিজ বংশীয় আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে
অবজ্ঞা ক'রে,—
ঈশ্বরের ধৃতিদীপনা
সেখানে তো বিপর্য্যস্ত হয়ই,
তাছাড়া, মনুষ্য-সমাজেও
অভিশপ্ত জীবন নিয়ে
তা'রা বসবাস করতে থাকে—
নিজেদের
অপরিহার্য্য দৈন্যের দিগদারীতে
আসুরিক ইতর-যজ্ঞে নিক্ষিপ্ত ক'রে। ৭৩৮৯।
১০।১১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'রা হীনম্মন্য, দাম্ভিক, দোষদর্শী,
আপ্যায়নহারা,
অনুচর্য্যাহারা,
তা'দের সহিত যেমনতরই সংস্রবান্বিত হও না কেন,
সক্রিয় আত্মীয়তায় সুসংস্থ হওয়া
অত্যন্ত দুরূহ—
তা' যতই যা' কর না কেন ;
তা'রা সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধারঙ্গিল হ'য়ে
চলতেই পারে না,
বরং আত্মীয়তা থাকলেও

বিশ্বাসঘাতকতায় বিপর্য্যস্ত করতে
কুণ্ঠিত হয় কমই। ৭৩৯০।
১০।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৫

শ্রেয়কে যদি না ধর,
তৎদনুচর্য্যায় যদি উপচয়ী না ক'রে তোল তাঁকে,
অধঃপাতে যেতেই হবে তোমাকে—
অপচয়ী পদক্ষেপে। ৭৩৯১।
১২।১১।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ—
সবভাবে, সবরকমে,
অচ্যুত আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
সক্রিয় রাগসম্বেগ নিয়ে,
তাঁরই মনোজ্ঞ হবার অনুচলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে করতে ;
স্মরণ রেখো—
কর্ম্মক্ষেত্রই তপক্ষেত্র,
আর, তাইই ধর্ম্মক্ষেত্র—
ধর্ম্ম-পরিচর্য্যার ক্ষেত্র,
কুরুক্ষেত্র ;
যদি সত্তাকে পালন-পরিচর্য্যায়
সুসংরক্ষিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বর্দ্ধনায় উন্নীত করতে চাও,
তবে তোমার জীবিকা-অর্জ্জনী
যে-কোন বিষয় বা ব্যাপারে
আত্মনিয়োগ কর না কেন,
ঐ ধৃতিচলনকে কাঁটায়-কাঁটায়
পরিপালন কর—
সক্রিয়, তৎপর
নিষ্পন্নতায় অবাধ হ'য়ে—

ইষ্টার্থী বিনায়নায়,
সমীচীনভাবে তা'র অন্তরায়গুলিকে
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ও নিরোধ ক'রে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় বিনায়িত করতে করতে ;
তুমি ব্যবসাজীবী হও,
চাকুরীজীবীই হও,
বা যে-কোন কর্ম্মজীবীই হও না কেন,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'র ধৃতিকে বজায় রেখে
বর্দ্ধনায় উচ্ছল ক'রে
নিষ্পন্নতায় ক্ষিপ্র হ'য়ে
সুব্যবস্থ সমীচীনতায়
সবগুলিকে
বিনায়িত ক'রে তোল—
ঐ ইষ্টার্থী শুভ-বিন্যাসে,
সার্থক সুসঙ্গতিতে
সব যা'-কিছুকে অন্বিত ক'রে ;

এই তপস্যা,
এই ধর্ম্মচর্য্যা
তোমার জীবনে যতই
সুসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বিজ্ঞ হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনতরই ;
আর, কৃতি-প্রেরণা
কৃতার্থতায় সমাসীন ক'রে
প্রজ্ঞা-প্রদীপ্তির পরম অর্ঘ্যে
বিশোভিত ক'রে তুলবে তোমাকে,
জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি ;
আর, এই সার্থকতা
একসূত্রসঙ্গীতি লাভ ক'রে
ব্রহ্মণ্যদেবকে আবাহন করবে,
ব্রাহ্মী-বোধনায় উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তুমি ;

এই ইষ্টীপূত সুনিবদ্ধ অনুচলন
উপচয়ী অর্থনায়
তোমাকে শ্রদ্ধা-উৎসারিত ক'রে
ঐ ইষ্টে সংন্যস্ত ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতী সন্ন্যাস লাভ করবে,
উচ্ছল সাম-আহ্বান
গীতিস্রোতা হ'য়ে
স্তবন-দীপনায় বলে উঠবে—
'নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য' ;
কর্ম্ম যেখানে অলস, নিষ্ক্রিয়,—
ধর্ম্মও সেখানে ক্লীবত্ব-বিলোল,
সত্তাও অপধ্বংস-পরামৃষ্ট। ৭৩৯২।
১২।১১।১৯৫৫, রাত ৮-১০

ঈশ্বর
দুনিয়ায়
সার্ব্বজনীনভাবে তাইই মঞ্জুর করেন—
প্রতিটি মূর্ত্ত জীবন
যে চাহিদা-তৎপর হ'য়ে
তারই তপোনিরতির অনুনয়নে
নিষ্পন্নতায়
ব্যগ্র সন্ধিৎসা নিয়ে
আকুল উদ্যমে চলন্ত হ'য়ে চলে—
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে। ৭৩৯৩।
১৪।১১।১৯৫৫, সকাল ১০-১২

যদি বাস্তবতাকে
বাস্তবভাবেই বোধ করতে চাও,

কোনপ্রকার বিকৃত ধারণা-রঙ্গিল না হ'য়ে
খোলা অন্তঃকরণে
হৃদ্য চাউনি নিয়ে
চোখ মেলে দেখ,
কান পেতে শোন,
সুযুক্ত সার্থক বিনায়নায়
হৃদয়ঙ্গম কর,
তবে তো বাস্তবের প্রতিফলন
তোমার অন্তরে প্রতিফলিত হবে !
নয়তো, সর্পে রজ্জুভ্রম
কিংবা রজ্জুতে সর্পভ্রম—
এমনতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী ;
আর, বোধ ও মতও তোমার
অমনতরই হবে,
তা' তোমার অন্তরের প্রতিফলন যা'
তারই ছায়া নিয়ে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে
তোমার চিন্তায়—
বাস্তবতাকে বিকৃত ক'রে । ৭৩৯৪ ।
১৫।১১।১৯৫৫, বিকাল ৪টা

লাখ চেষ্টা কর,
যদি কৃতকার্য্য হ'তে না পার,—
যোগ্যতাকে আয়ত্ত করতে পারবে না কিন্তু,
তাই, যেমন ক'রে যা' করলে
কৃতকার্য্য হ'তে পার,
বিহিতভাবে তা'ই করাই শ্রেয় । ৭৩৯৫ ।
১৫।১১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

নারীর সুজাতক-জননী হ'তে গেলেই চাই—
স্বামীর অর্থাৎ পুরুষের

মনোজ্ঞ হ'বার
উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা সক্রিয়ভাবে পেয়ে বসা—
যা' না করতে পারলেই
নিজের অন্তর বেদনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,—
তা'র আনুকূল্যে উচ্ছল আগ্রহ
ও আনুকূল্যজনক কর্ম্মনিরতি,
প্রতিকূল যা'—
তা'র নির্ম্মম নিরোধ বা বর্জ্জনে
স্বস্তি-অনুভব,
ইষ্টীপূত অনুনয়নে
সুব্যবস্থ মিতিচলন-সম্পন্ন হ'য়ে
স্বামী ও স্বামী-পরিবারের হৃদ্য অনুচর্য্যা,
নিন্দনীয় কোন-কিছুকে
বা দোষদৃষ্টিকে
কোনরকমে প্রশ্রয় না দেওয়া
বা না বলা,
শুভ ও সৎ যা'—
তা'কে কথায়, আচারে, ব্যবহারে,
পরস্পরের ভিতরে আদানে-প্রদানে
তৃপ্তি উপভোগ ;
নারী তা'র ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
এইগুলি জীবনে যতই
আয়ত্ত করতে পারবে,—
বরেণ্যকুল-অভিজাত স্বামী হ'তে
বরেণ্য সন্তানেরই
প্রসূতি হ'য়ে উঠতে পারবে ততই,
প্রসাদ-নন্দিত অন্তঃকরণ নিয়ে
দুনিয়াকে উপভোগ করা
তা'র পক্ষে হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে। ৭৩৯৬।
১৫।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৫৫

যে
কাউকে সমীচীন তৎপরতা নিয়ে
স্নেহল বা সশ্রদ্ধ উৎসারণায়
সম্মানিত ক'রে তুলতে পারে না
বা জানে না,
বিহিতভাবে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
অযাচিত অনুচর্য্যায়
অনুকম্পী অনুপোষণায়
কা'রও অন্তঃকরণকে
প্রীতি-উৎসারণশীল ক'রে তুলতে পারে না
বা জানে না,
অথচ প্রত্যেকে তা'কে শ্রদ্ধা করুক
এমনতর চাহিদা
অন্তঃকরণে পোষণ ক'রে থাকে,
এমন-কি, আচারে-ব্যবহারে
দাবীও ক'রে থাকে,—
অনুজ্ঞাবাহী ক'রে তুলতে চায় তাকে,
আবার, নিজের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিকে
প্রতিষ্ঠা করতে চায়,—
তা'র এমনতর চাহিদা ও চলনকে
অলীক আত্মগৌরব
বা অলীক আত্মসম্মান ব'লে
অভিহিত করা হ'য়ে থাকে ;
আর, এই চাহিদা
যতই ধুক্ষাদুষ্ট হ'য়ে চলে,—
মানুষের অনুকম্পাও তা'র প্রতি
ততই খিন্ন হ'তে থাকে,
শ্রদ্ধাও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে
অপলাপেই আত্মবিলয় করতে থাকে ;
তুমি কিন্তু অমনতর চাহিদায়

নিজেকে পীড়িত ক'রে তুলতে যেও না,
শ্রদ্ধা, গৌরব, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি
দৃক্‌পাত করতে যেও না,
বরং যা'র যে সদ্‌গুণ আছে—
তাইই বল,
তা'রই প্রতিষ্ঠা ক'রে চল,
শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল হ'য়ে ওঠ অমনতর ক'রে,
ইষ্টীপূত অনুবেদনা নিয়ে
অনুচর্য্যায় হৃদ্য হ'য়ে ওঠ সবারই ;
শ্রদ্ধা, প্রতিষ্ঠা ও গুরুগৌরবের যা'-কিছু
তোমাকে স্পর্শ ক'রে
ধন্য হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ধন্যবাদ সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার ইষ্টে, আচার্য্যে, প্রিয়পরমে, ঈশ্বরে। ৭৩৯৭।
১৬।১১।১৯৫৫, রাত ৭টা

তোমার বরেণ্য যিনি,
আচার্য্য যিনি,
প্রেয়-প্রবর যিনি,
তাঁ'র ভর্ৎসনা, কটূক্তি, তাড়ন-পীড়ন,
এমন-কি, পদাঘাতকে পর্য্যন্ত
তুমি শ্রদ্ধার অনুরঞ্জনায়
উচ্ছল অনুদীপনায়
সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে
নিজেকে যত ধন্য মনে করবে,—
আর, ঐ ধন্য অন্তর-উৎসারণা
মানুষকে ঐ অনুরঞ্জনায়
যতই আপ্যায়িত ক'রে তুলবে—
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যী-আপ্যায়নায়,—
ধন্যবাদ
শ্রদ্ধার আলিঙ্গনে

পুণ্য ও পূত ক'রে তুলবে তোমাকে ততই—
গুরু গৌরবে ;
আর, এর অভাব যেখানে যত—
তোমার ব্যক্তিত্বের খাঁকতিও
সেখানে তেমনতর। ৭৩৯৮।
১৬।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৫

জীবনের দৌড় হয়তো
ভালই দৌড়েছ,
অশেষ অভ্যর্থনার সহিত
কৃতী মুকুটও হয়তো
মস্তকে ধারণ করেছ,
বিশ্রামের সময়ও হয়তো
ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে,
কিন্তু সুপ্রজননার অমর অনুশাসনকে
সমীচীনভাবে
অচ্যুত ধারায়
অবিরলস্রোতা ক'রে যদি
না তুলে থাক,
তাহ'লেও কি ভাবছ—
সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে
তোমার শুভ চেতন-সমুত্থান
সম্ভব হ'য়ে উঠবে কখনও ? ৭৩৯৯।
১৭।১১।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৮

কা'রও যদি আপনার হ'য়ে উঠতে না পার—
স'য়ে, ব'য়ে, ক'রে,
দিয়ে, থুয়ে, নিয়ে,
অনুকূল অনুচর্য্যী অনুনয়নে,
প্রতিকূলকে বর্জ্জন ক'রে,

সুখে সুখী,
দুঃখে দুঃখী হ'য়ে,
এক কথায়, নিজের স্বার্থ ও সংস্থিতি দিয়ে
তা'রই স্বার্থ ও সংস্থিতির
সংস্থান ক'রে নিয়ে,—
আত্মীয়তা
অনুক্রিয় তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে না কিন্তু কিছুতেই,
দায়িত্ব, মমতা ও কর্ত্তব্যহীন
চাহিদাপীড়িত অনুবেদনা
তোমার চিত্তকে খুঁচিয়ে
ক্ষোভবিদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
কেউ লাখ করুক,
সে-করায় তোমার অন্তঃকরণ
উৎসারিত হ'য়ে উঠবে না,
লাখ পাও,
সে-পাওয়া তোমাকে
আপূরিত ক'রে তুলতেই পারবে না। ৭৪০০।
১৭।১১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১৫

যে-দেশের আত্মিক ঐশ্বর্য্য যা'—
তা'কেই ফুটন্ত ক'রে তোল,
সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
বিকাশ-বর্দ্ধনায়
জীয়ন্ত ক'রে তোল,
আর, তাইই হ'চ্ছে
তা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা ;
পরপদলেহিতার
পরাজিত সৌন্দর্য্যের দ্বারা
মসীলিপ্ত ক'রো না তাকে,

অবৈধ অস্ত্রোপচারে
প্রবৃত্তি-প্রলোভী সৃজন-ধূক্ষায়
তা'র স্বর্গীয় মূর্ত্তনাকে
বিকার-বিকৃত ক'রে তুলো না ;
আর, তা' করা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যষ্টিগত প্রত্যেককে নিয়ে
সমষ্টিকে বিকার-বিভ্রান্ত করা,
বিগতের যাগ-আহ্বানকে
আপূরণী তৎপরতায়
বর্ত্তমানে সুমূর্ত্ত ক'রে
ভবিষ্যের দক্ষজাতকের অভ্যুত্থানের পথে
নিরোধ সৃষ্টি করা,—
যে-সৃষ্টি কুৎসিত সঙ্কোচনার
অজস্র বর্ষণে
প্রতিপ্রত্যেককে
কলুষ-প্লাবনে
আবর্ত্তিত ক'রে
নিকেশে চলন্ত হ'য়েই চলতে থাকবে ;
ভারতের পক্ষেও এই কথা ;
এই বিশেষের বিকাশ
প্রত্যেকটি বিশেষকে সম্পোষিত ক'রে
একায়িত উদ্বর্দ্ধনায় উদ্বর্ত্তিত ক'রে তোলে—
পারস্পরিক অনুপোষণার ভিতর-দিয়ে । ৭৪০১ ।
১৭।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৪৫

সতী-সম্ভার-সজ্জিত
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তোমার বিকাশ ও বর্দ্ধনাকে
অজচ্ছল ক'রে চল,
আর, উচ্ছলতা

তোমার প্রত্যেক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
অমনতর ঔজ্জ্বল্যে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
তোমার থাকা ও বাড়ার
সমীচীন ইন্ধনের উপর দাঁড়িয়ে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ,
আর, বিহিতভাবে
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করলে
তা'দের স্বস্তি ও বর্দ্ধনা
উৎসারিত হ'য়ে চলে,
ব্যক্তিত্ব দক্ষ যোগ্যতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তেমনি ক'রেই চল ;
ভারতের ভূতিতপা বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
এমনতর প্রাণন-প্রতিষ্ঠায় ;
শুধু ভারতের কেন, সারা দুনিয়ার । ৭৪০২ ।
১৭।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৫৫

সম্যকভাবে চল,
সম্যক অর্জ্জী হও,
সম্যক স্থিতিলাভ কর,
সম্যকভাবে পাও—
তোমার প্রেয়-প্রবর যিনি,
শুভ-সুন্দর যিনি,
তাঁরই চিত্তরঞ্জনী অনুবেদনায় ;
আর, সব চলা,
সব অর্জ্জন,
সব স্থিতি
ও সব প্রাপ্তির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

শুভ-সুন্দরে বিনায়িত হও,
আর, স্বর্গ-লাভ হ'চ্ছে এইই। ৭৪০৩।
১৭।১১।১৯৫৫, রাত ৮-২০

ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের
ভাবালু অর্চ্চনা
লাখ কর না কেন,
সক্রিয় তৎপরতায়
তোমার উপাসনার উদ্দেশ্যকে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে যদি
তুলতে না পার,
সে-অর্চ্চনা
বাস্তবে অর্চ্চিত হ'য়ে
অর্জ্জন-সৌষ্ঠবে সুমূর্ত্তই হ'য়ে উঠবে না—
উপাদান ও উপকরণের শুভ-বিনায়নায় ;
তাই, উপাসনা যদি তোমার
উপযুক্ত অনুশাসন-বিনায়িত হ'য়ে
লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে না তোলে,
অমনতর অব্যবস্থ উপাসনা কিন্তু
বিলক্ষণ অনাসৃষ্টিরই
আমদানি ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৭৪০৪।
১৭।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

তোমার আশ্রম-প্রাঙ্গণ-অভিমুখে
যাঁ'রা আসছেন,
স্মিত সৌজন্যের সহিত
এগিয়ে যাও তাঁদের দিকে,
অভ্যর্থনা কর—
বিহিত আপ্যায়নার সহিত,
সৌজন্যের সহিত পরিচয় জিজ্ঞাসা কর,
সঙ্গে আস,

বসবার ব্যবস্থা কর—
তড়িৎ-ক্রিয় হ'য়ে ;
তাঁরা যেন কোনপ্রকার
অসুবিধা বোধ না করেন,
তোমার সুসঙ্গত হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁরা যেন অনুগ্রহ-স্রবা আনতিসম্পন্ন
হ'য়ে ওঠেন তোমার প্রতি—
অনুকম্পী আলিঙ্গন-উৎসারণায় ;
আহার, শয়ন ইত্যাদি
প্রয়োজনমাফিক যেখানে যেমন লাগে,
দক্ষ ত্বরিত সুব্যবস্থার সহিত
তা'র ব্যবস্থা করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
সব রকমে তিনি বা তাঁরা যেন
ভাবতে পারেন—
তুমি তাঁদের অন্তর-আত্মীয়,
আর, তুমিও বাস্তবে
যথাসম্ভব হ'য়ে ওঠ তা'ই ;
যেই হউন আর যাঁরাই হউন,
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই
ত্বরিত সৌজন্যের সহিত
হৃদ্য আপ্যায়নায়
তাঁদের বসতে দিও,
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আপ্যায়িত করতে কসুর ক'রো না
এতটুকুও ;
সমীচীন সৌজন্যে
পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রো,
ঐ পরিচয়-সন্ধিৎসা যেন
তাদিগকে উৎফুল্লই ক'রে তোলে ;

আলাপ-সালাপের ভিতর-দিয়ে
তাঁদের কী প্রয়োজন খুঁজে নিও,
তোমার সম্ভাব্যতায় যেমন আসে
তা'র পূরণের চেষ্টা ক'রো ;
তাঁ'রা যখন উঠে যান,
কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গ নিয়ে চলতে
ত্রুটি ক'রো না ;
এমনতর চকিত চলনেই চ'লো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
যা'তে তাঁরা কিছুতেই না ভাবতে পারেন—
তুমি বা তোমরা
তাঁদের কেউ নওকো,
একটা তথাকথিত লৌকিক সৌজন্য নিয়ে
তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করছ ;
বরং তোমাদের চলায়, বলায়, অঙ্গভঙ্গীতে,
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
যেন শিবসুন্দর জাগ্রত থাকেন—
অন্তরঙ্গতার স্পর্শমণ্ডিত হ'য়ে ;
আবার, কা'রও বাড়ীতে
যদি কখনও যাও,
তাহ'লে যেন তোমার চালচলন
আচার, ব্যবহার, আদব-কায়দা
এমনতর হৃদ্য ও প্রীতি-উদ্দীপী হয়,
যা'তে তোমার ভিতর-দিয়ে
প্রিয়পরমের স্পর্শলাভ করে তা'রা,
অবশ্য সব সময়
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো ;
ওঠা, বসা, চলাফেরা
এমনভাবে ক'রো—
যাতে তাদের প্রীতিকর ও পছন্দসই হয়,
জিনিষপত্র ধরা-নাড়া ইত্যাদি করতে

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ক'রো ;
তা'দের অনভিমতে
বাহিরের কাউকে তাদের ঘরে নিয়ে যাওয়া,
বসানো, খাওয়ানো, শোয়ানো
ইত্যাদি সম্বন্ধে সাবধান থেকো ;
ফলকথা, তোমার চালচলন,
হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী
যেন এমনতর হয়
যে, তা'রা তাতে নন্দিত হয়,
তা' অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রে
মঙ্গলের অধিকারী হয় ;
তুমি যখন চ'লে আস,
তা'রা যেন মনে করে
যে, তাদের একজন অন্তরের মানুষ চ'লে আসছে,
এবং পরস্পর যেন পরস্পরের
প্রীতি-অনুবন্ধনাকে
গভীরভাবে অনুভব করতে পার ;
এই চলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্বিত বিস্তারণার ভিতর-দিয়ে
দেখতে পাবে—
'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-কথা
সার্থক হ'য়ে উঠেছে তোমার ব্যক্তিত্বে,
নারায়ণ ব্যক্তমূর্তিতে
আশিস্-উচ্ছল হ'য়ে উঠেছেন
তোমার বা তোমাদের প্রতি । ৭৪০৫ ।
১৮।১১।১৯৫৫, রাত ৭-৪০

চাহিদা-অনুপাতিক চলন
অর্থাৎ করণ
যেখানে নিখুঁত,

ঈশ্বরের কৃপাও সেখানে স্বতঃস্রোতা,
তাই, তিনি কৃপাময় । ৭৪০৬ ।
২১।১১।১৯৫৫, সকাল ৯-২৫

কাউকে মৌখিকভাবে
শুভ সহযোগিতা ও সহানুভূতি
দেখিয়ে বা স্বীকার ক'রেও
কাজে যা'রা বিরুদ্ধ চলনে চলে,
তা'রা নিরুদ্ধই হ'য়ে থাকে
স্বাভাবিকভাবে—
তৎকর্ত্তৃক ;
মিথ্যা সহানুভূতির ব্যত্যয়ী প্রতিক্রিয়ায়
তা'রা ব্যাহতি ও হতাশাই
লাভ ক'রে থাকে । ৭৪০৭ ।
২১।১১।১৯৫৫, সকাল ১০টা

প্রিয়পরমের আভাস
যে-ব্যক্তিত্বে বসবাস করে—
অচ্যুত প্রীতিপূর্ণ যোগাবেগ নিয়ে,
চারিত্রিক দ্যোতন দীপনায়,—
ঋত্বিকতার নিবাস সেখানে । ৭৪০৮ ।
২২।১১।১৯৫৫, বেলা ১০-৩০

ইষ্টীপূত নিরতি-তৎপরতায়
সুবিনায়িত অনুচলনে
তোমার প্রতিটি কর্ম্মের ভেতরে
ধর্ম্মকে পরিপালন কর—
পরিচর্য্যী নিষ্পন্নতা নিয়ে,
নিখুঁতভাবে,
উপচয়ী ক'রে,—

ধর্ম্ম জাগ্রত রইবে তোমার ভেতরে—
জীবনীয় ধৃতি-সম্বেগে। ৭৪০৯।
২২।১১।১৯৫৫, বেলা ১০-৪০

যিনি আচার্য্য,
মহৎ যিনি,
যিনি মহাপুরুষ,
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
যাঁ'র ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত তাৎপর্য্যে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে,
তিনি বক্তা বা কথকের মতন
বলেন কমই ;
কিন্তু কোন আলোচনা বা প্রশ্ন যদি
বিহিত শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে
উৎসারিত হ'য়ে
তাঁর নিকট উপস্থাপিত হয়,
তাঁর বোধব্যক্তিত্বে তা' স্পর্শ করলেই—
ঐ উপলব্ধ বিনায়নায়
যেমনভাবে তাঁর কাছে তা'
প্রতিফলিত হ'য়ে আছে,
তাইই তিনি ব'লে থাকেন ;
তাই, আহাম্মক জ্ঞানগর্ব্বিতা নিয়ে
সেখানে যাওয়া মানেই
তাঁ'র বোধদীপনাকে সঙ্কুচিত ক'রে
নিজেকে তাঁ'র অবদান হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তোলা ;
আবার, বক্তা বা কথকের মতন
তাঁকে যদি চাও,
বা অলৌকিক-প্রত্যাশা-অভিভূত হ'য়ে
তা' উপভোগ করার আশায়

তাঁর কাছে উপস্থিত হও,—
তা' নাও পেতে পার ;
তাই, শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুনয়নায়
উন্মুক্ত অন্তঃকরণে
তাঁর কাছে উপস্থিত হও,
শ্রদ্ধোৎসারিণী বাক্য-ব্যবহারের
ভিতর-দিয়ে জিজ্ঞাসা কর,
তিনি যা' জানেন,
তা' বলবেন ;
হয়তো, তোমার অনুসন্ধিৎসা
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে । ৭৪১০ ।
২২।১১।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

যদি ভালই চাও,
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টীপূত ক'রে তোল—
কল্যাণ-নিষ্যন্দী অনুচলন নিয়ে,
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে ;
আত্মপ্রতিষ্ঠ গৌরব-আকাঙ্ক্ষা
আর সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থবুদ্ধিকে
বিদায় দাও ;
আলাপ-আলোচনা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তাঁকেই উপভোগ ক'রে চলতে থাক—
হৃদ্য মাধুর্য্যে ;
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনকে
প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে
লোকের অন্তরে
ইষ্টীপূত প্রবোধনাকে
জাগ্রত ক'রে তোল—
তা'দের চলনচরিত্র ও প্রবৃত্তিগুলিকে

ইষ্টীপূত রঙ্গিল ক'রে—
কৃতী নিয়োজনায়,
নিজের ও অন্যের ধৃতিচলনকে
বর্দ্ধনদীপ্ত ক'রে তুলে ;
দেখবে—
যতই এতে পারগ হ'য়ে উঠছ,
তোমার হৃদয়-উৎসারণা
ও কৃতীদক্ষতা
সব যা'-কিছু বিপর্য্যয়কে
ব্যাহত ক'রে
সর্ব্ববিধ কৃতার্থতায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে তোমাকে ;
তোমার আবির্ভাব ও অনুচলন
সমস্ত বিবাদকে ব্যাহত ক'রে
সাম্য ও সংহতিতে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে সবাইকে ;
নয়তো, জঞ্জালের ঝাঁঝাল আক্রমণে
তুমি ব্যাহত না হ'য়েই পারবে না। ৭৪১১।
২২।১১।১৯৫৫, রাত ৮-৫৫

যা'র চিত্ত-বিনোদন-প্রবৃত্তি
তোমাকে পেয়ে বসেছে,
যা'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য—
তা' যেমনই হোক না কেন—
তোমার ভাল তো লাগেই
ও উপভোগ্য বলে বিবেচিত হয়,
যা'র প্রতি অদম্য উদ্গ্রীব অনুগতি
ব্যাহত হ'লে
বেদনা অনুভব কর,
তোমার উপচয়ী অনুচর্য্যী দৃষ্টি
সজাগ হ'য়ে থাকে যা'তে

কৃতিমুখর হ'য়ে,
যা'র প্রতিকূল কোন-কিছুকে
নিরোধ না ক'রেই পার না,—
তোমার যোগ সেখানেই ;
যা'র সাথে তোমার যোগ,
তা'র জোঙাল ব'য়ে
তুমি কৃতার্থ হবেই কি হবে ;
ঐ যোগই
জোঙাল বওয়ার বল সৃষ্টি ক'রে থাকে। ৭৪১২।
২৩।১১।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

যে যেমন যোগ্যতাপালী—
নিখুঁত কৃতিচলনের
সামঞ্জস্য-বিধায়নী তৎপরতা নিয়ে,—
ঈশ্বর-কৃপাও সেখানে
তেমনই উচ্ছল। ৭৪১৩।
২৩।১১।১৯৫৫, বেলা ১০-২৮

স্বার্থ বা আত্মগৌরব-সমীক্ষা
যেখানে আছে,
সেখানে তা'র ব্যাহতিতে
বা অন্য প্রলোভনে
পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি হয়,
আভিঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতারই
ছদ্মবেশ ওটা ;
কিন্তু যেখানে ভালবাসা,—
সেখানে তা' হয় না,
বরং সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী চলনচর্য্যায়
সব জঞ্জালকে অতিক্রম ক'রে চলার সুখই
তা'র কাছে উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে,
প্রিয়-পরিচর্য্যী পালনযজ্ঞের

হোম-আহুতি

অমনতরই লেলিহান। ৭৪১৪।

২৩।১১।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩৭

কা'রও কাছে কোন কথা বলতে গিয়ে
উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে
তদনুগ নিয়মনায়
কথাগুলি সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
এমনতর বিনায়নায় বলবে,
যা'তে তার মস্তিষ্কে
তা' সুসংগ্রথিত হ'য়ে
সংস্থিতি লাভ করে—
বোধ ও ভাবানুকম্পিতাকে ভূমি ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপী সম্বেগে
প্রেরণা-প্রদীপ্তির আবেগ সহিত ;
কোন বিরুদ্ধভাবের
অবতারণা করতে যেও না,
যদি কোথাও করতে হয়,
তা'র ব্যাখ্যা-বিন্যাস
এমন ক'রে ক'রো,
যা'তে তা' তোমার উদ্দেশ্যকে
সার্থক ক'রে তোলে—
উচ্ছল সম্বোধি-অনুনয়নে ;
কথার প্রতিটি ছন্দে
যেন নিবদ্ধ থাকে
তোমার হৃদয়-উৎসারণা,
যুক্তি-বিন্যাস,
আবেগময়ী অনুপ্রেরণা,
যা' তোমার হাবভাব
রকম-সকমের ভিতর-দিয়ে
কথার সঙ্গে-সঙ্গে

উৎসারিত হ'য়ে চলে—
সমস্ত বিরুদ্ধ ব্যসন-প্রহেলিকাকে
অতিক্রম ক'রে,
গলিয়ে দিয়ে,
কৃতিমুখতাকে উচ্ছল ক'রে ;
তোমার কথা বা আবেগকে
অন্যের ভিতরে
এমনতরভাবেই সার্থক ক'রে তুলো। ৭৪১৫।
২৩।১১।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

কা'রও প্রতি ঘৃণা, আক্রোশ, ভয়
বা স্বেচ্ছাচারিতায় বাধার দরুন
যখন তুমি তোমার শ্রেয় হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে পার,
ঠিক বুঝো—
শ্রেয়প্রীতি তোমার ভাঁওতামাত্র,
তাঁর মনোজ্ঞ চলন-প্রলোভন
তোমাকে পেয়ে বসে নি,
তোমার প্রীতি বা অনুরঞ্জনা
অন্য কোথায়ও। ৭৪১৬।
২৫।১১।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

তুমি নিজে ইষ্টীপূত হ'য়ে চল,
আর, ধৃতিমূর্ত্তনায় ঐ ইষ্ট সব সময়
তোমার সামীপ্যেই আছেন—
এমনতর ধৃতিচিত্ত থাকতে যত্নশীল হও—
তঁদনুগ সম্বর্দ্ধনী অনুশাসন-দীপ্ত হ'য়ে ;
ইষ্টীপূত গণমঙ্গলই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ অনুশাসন-ব্যবস্থাকে
তেমনি তৎপরতায়
লোকহৃদয়ে অনুপ্রেরিত ক'রে তোল ;

যখন যেমন প্রয়োজন—
সেই অনুশাসনী শুভ-নিয়ন্ত্রণায়
তাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল—
উচ্ছল অনুকম্পিতায় ;
তোমাকে যেন তা'রা
তাদের মূর্ত্ত কল্যাণ ব'লে
মনে করতে পারে ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
বিস্তারশীল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তাদের শুভ-সমর্থন সংগ্রহ কর ;
যেখানে যা' করণীয় ব'লে
তোমার ধারণায় উপস্থিত হয়,
সার্থক সঙ্গীতিতে
শুভ-সন্দীপী ক'রে
তাদের আন্তরিক অনুদীপনা লাভে
সু-সংগ্রহান্বিত সার্থকতায় দাঁড়িয়ে
তাদিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
যা'তে ঐ নীতি, বিধি বা অনুশাসনের
অনুসৃতি ও অনুচলনে
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে তা'রা,
আর, তা' ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠে সবারই—
অন্তঃস্থ অনুশ্রয়ী আবেগ-আনতিতে
পরিভৃত হ'য়ে ;
এই অনুচলনে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার রাজনীতিও
অনুশাসন-উন্মাদনায়
বিধৃত হ'য়ে
সুমূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে ততই—
শুভ-সন্দীপী সামধৃতির
হোম-অর্ঘ্যে ;

আর, তোমার প্রচার এমনি ক'রে
সুসমীক্ষু দক্ষতায়
যোগ্যতার কৃতী সম্ভাষণে
লোক-অন্তরে
অভিভাষিত হ'য়ে উঠবে—
পরম সার্থকতায়। ৭৪১৭।
২৫।১১।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

তোমার চিত্ত ইষ্টার্থে
উদাত্ত উন্মুখতায়
নিয়োজিত না ক'রে
অন্য প্রত্যাশায়
হাজার ইষ্টের সঙ্গ কর না কেন,
সে-সঙ্গ তোমাতে
সঙ্গতিলাভ কিছুতেই করবে না,
আগ্রহ-আবেগে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তাঁর চিত্তরঞ্জনী অনুবেদনায়
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
কিছুতেই তুলতে পারবে না ;
তাঁ'র বিষয়ে যা' বুঝবে,
যা' বলবে,
একটা ভ্রান্তির বিভ্রষ্ট বিবরণ ছাড়া
আর কিছুই হবে না তা' ;
তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক
ঐ প্রত্যাশা-অনুরঞ্জিত থেকে
শুধু তাইই সংগ্রহ করবে,
একটা বেখাপ্পা বর্ণনার
অবতারণা করবে ;

যে ভ্রান্ত
সে ভ্রান্তিরই উদ্‌গাতা হ'য়ে থাকে। ৭৪১৮।
২৫।১১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১০

দয়া কর,
পালন-পরিচর্য্যায় বাঁচাও,
কিন্তু যোগ্যতায় দৈন্যগ্রস্ত ক'রে তুলো না কাউকে। ৭৪১৯।
২৬।১১।১৯৫৫, সকাল ৯-১০

মেয়েদের সাথে
বেশী মাখামাখি করতে যেও না,
তোমাকে সব সময়ই
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বে রেখে দিও ;
ঐ মাখামাখি
প্রিয়পরমের প্রতি তোমার সক্রিয় বন্ধন
ঢিলেই ক'রে দেবে ;
পুরুষদের সম্পর্কে
মেয়েদের বেলায়ও তাইই কিন্তু। ৭৪২০।
২৬।১১।১৯৫৫, সকাল ৯-২৭

সুকেন্দ্রিক ধৈর্য্যশীল সুখ-সন্দীপী স্বভাবই
সুখের উৎস,
আর, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি
দুঃখেরই পরম বান্ধব। ৭৪২১।
২৭।১১।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

প্রস্তুতি নিয়ে চল—
সব রকমে,
উপাদান ও উপকরণের প্রকৃষ্ট বিন্যাসে,—
পরাক্রমপুষ্ট ও প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৭৪২২।
২৮।১১।১৯৫৫, সকাল ১০টা

পাবে না কিছুই,
হবেও না কিছু,
অথচ তাঁকে
অর্থাৎ আচার্য্য বা ঈশ্বরকে
না ভালবেসেই থাকতে পার না,
তাঁর মনোজ্ঞ চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না করলেই
কষ্ট হয়,
এমনতর অনুচলনই হ'চ্ছে
করা, হওয়া বা পাওয়ার
পরম উৎস ;
অঢেল হ'য়ে উঠবে,
ভরপুর হ'য়ে উঠবে ;
ঐ নেশা যত সরল, তরতরে,
তৎপর ও নিপুণ,—
তোমার করা ও হওয়া
অমনতর নৈপুণ্যের সহিতই
প্রাপ্তিতে সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৭৪২৩।
২৮।১১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সম্যক সুকেন্দ্রিকতা,
সম্যক জনন,
সম্যক করণ,
সম্যক যোগ্যতা অর্জ্জন
ও সম্যক সম্বর্দ্ধনী সংস্থিতির
কৃতী অনুশাসনকে ব্যর্থ ক'রে
অন্য যে-কোন অনুশাসনই
প্রবর্ত্তিত হো'ক না কেন,
এবং যিনিই তা' করুন না কেন,
তা' কিন্তু অনুসরণীয় নয়কো,
তা' জীবনধর্ম্মকেই ব্যাহত ক'রে তোলে,

সার্থক সঙ্গতিকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
জীবন ও সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে ;
সতর্ক থেকো ;
তাই, প্রবুদ্ধকে অনুসরণ কর,
ধর্ম্মকে অনুসরণ কর,
সংহতিকে অনুসরণ কর,
এই ত্রয়ীকেই জীবনের তীর্থ ক'রে চল । ৭৪২৪ ।
২৮।১১।১৯৫৫, রাত ৭টা

প্রেমই বল,
প্রীতিই বল,
ভালবাসা বা স্নেহই বল,
তা' কখনও প্রেয় বা স্নেহাস্পদের
অমঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী হয় তো নাইই,
বরং প্রিয়ের ব্যক্তিত্বে
যদি অসৎ কিছু থাকে,
তা'কে পরিমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ ক'রে
তা'র স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনাকে
সক্রিয়ভাবে বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল হ'য়েই থাকে ;
এ তা'র স্বতঃ-সক্রিয় প্রাণন-স্পন্দন—
জীবনের রম্য আকাঙ্ক্ষা ও উপভোগ । ৭৪২৫ ।
২৮।১১।১৯৫৫, রাত ১০টা

মন্ত্রীদের ধীমত্তা ও বিচক্ষণতার
পরিচয়ই হ'চ্ছে—
কোন সমস্যা-সমাধানী মন্ত্রণায়
মুক্ত অন্তঃকরণে
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত

পরমতসহিষ্ণুতায়
বিরোধ-প্রমত্ততাকে অতিক্রম ক'রে,
অধ্যবসায়ী ভূয়োদর্শনে
সুযুক্ত প্রবোধনায়
অন্যের সন্দেহগুলিকে
সমীচীনভাবে নিরাকরণ ক'রে,
বিষয়, ব্যাপার ও বিধানগুলির
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
শুভাশুভ বিহিত বিন্যাসে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আপামর সাধারণের
সত্তাপোষণী, সম্বৰ্দ্ধনী ও সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে,
সুবিবেচী বিনায়নায়
সবাই এক সিদ্ধান্তে
কেমনতরভাবে
কতটা উপনীত হ'য়ে উঠতে পারেন—
অশুভ যা'-কিছুকে
সুনিশ্চিতভাবে নিরোধ ক'রে ;
শুভ যা'-কিছুর বর্দ্ধনাকে
বৈধী-ক্রমানুপাতিক
বিহিতভাবে নির্ণয় ক'রে,
বিগত বা ভূতের পটভূমিতে
বর্ত্তমানের সম্যক বিধায়নায়
ভবিষ্যৎকে প্রাঞ্জল স্বর্ণপ্রসূ ক'রে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সবার ধৃতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে—
বৈধী কৃতি-অনুক্রমণায় ;
এতে যাঁরা যেমন অভ্যস্ত,—
দূরদৃষ্টি-সমন্বিত মন্ত্রিত্বের প্রতিভা
তাঁদের তেমনি সম্যক ও সুদীপ্ত ;
আর, যেখানেই এর ব্যতিক্রম,—

মস্তিষ্কের বোধ-বিচক্ষণতার অভাবও
তেমনি। ৭৪২৬।
১।১২।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে থাক—
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়,
ভূতের কিল খাবে কমই ;
ভূত মানেই হ'চ্ছে—
বিগত সঞ্চিত কর্ম্মানুগ চলন,
অর্থাৎ পরামৃষ্ট বৃত্তি,
যা' শুভ নিষ্ঠাকে ব্যাহত ক'রে তোলে। ৭৪২৭।
২।১২।১৯৫৫, বিকাল ৪-১৫

বিগত কৃতি-চলন
সুবীক্ষণী তৎপরতায় বিনায়িত হ'য়ে
জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
আত্মনিয়ন্ত্রণ-অনুধ্যায়িতার ভিতর দিয়ে ;
আর, তোমার বর্ত্তমান চলনকে
শিষ্ট প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
শুভে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠ। ৭৪২৮।
২।১২।১৯৫৫, বিকাল ৪-২০

তোমার প্রিয়পরমকে উপচয়ী গৌরবদীপ্ত
ক'রে তুলতে পার
যা'তে যেমনতর,
তাইই তোমার সাত্ত্বিক-শ্রেয় তেমনি। ৭৪২৯।
৫।১২।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

পূজ্যপাদ বড়দার ৪৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

বড় খোকা !

তুমি শুভ-সম্বর্দ্ধনী
সুনিষ্ঠ একায়নী শ্রদ্ধা নিয়ে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
শতায়ু হও,
অমিতায়ু হও,
অমৃতত্বের অধিকারী হও—
হৃদ্য প্রীতি-প্রসন্ন অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,
স্বস্তির শুভ-সংস্থিতিতে
সুসংস্থিত থেকে,
সুকেন্দ্রিক তপোদীপনায়
নিজেকে সুসন্দীপ্ত ক'রে ;
আর, লোকজীবনের পরমতীর্থ হ'য়ে ওঠ,
পরিবার, পরিবেশ ও জনগণের
পরম কল্যাণমূর্ত্তিরূপে অবস্থান কর—
ঐ তপস্যায় তাদের প্রবুদ্ধ ক'রে,
কল্যাণ ও প্রবর্দ্ধনার পালন-হোতা হ'য়ে ;
তুমি তোমার কৃতিচলন নিয়ে
প্রতিটি মুহূর্ত্তের জন্য
শুভ-সম্বর্দ্ধনী প্রস্তুতিতে
প্রদীপ্ত হ'য়ে থাক—
যা'তে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হ'য়ে
তা'কে শুভ-বিনায়নায়
জীবনীয় ক'রে তুলতে পার ;
আর, তোমার ঐ প্রেরণায়
তা'রা প্রত্যেকে যেন
পারস্পারিকতার মহান আলিঙ্গন নিয়ে

পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে
শুভ-সন্দীপনায় সঞ্জীবিত হ'য়ে থাকে—
শতায়ুর অধিকারী হ'য়ে ;
তারা যেন আদর্শে অটুট থেকে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
দৃঢ়চেতা পরাক্রমপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুদীপনায়
প্রস্তুতির পরম যজ্ঞে
ধৃতি-অনুশীলনায়
নিজেদিগকে কৃতিদীপ্ত ক'রে,
ইষ্টার্থ-অনুদীপনী সংহতির
সহানুচর্য্যী তাপস-দীক্ষায়
দক্ষ ক'রে তুলতে পারে—
যে-কোন অবস্থাই আসুক না কেন,
শুভ-বিনায়নায় তা'কে জীবনীয় ক'রে,
তা'দের পরিবার, পরিজন,
সন্তান-সন্ততি যা'-কিছুকে
ঐ তপোমত্ত ঐশী অনুকম্পী
নিষ্পাদনী চলনায়
ব্যাপৃত রেখে ;
আর, তুমি, তোমার পরিবার,
পরিজন ও পরিস্থিতি
আমার এই উত্তাল-আকূত
আশিস্-অনুশাসনকে
নিজেদের জীবনে মূর্ত্ত ক'রে
ঈশ্বরের নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ ;
দয়াল আমার,
পরমপিতা আমার,
আমার এই আকুল প্রার্থনাকে মঞ্জুর ক'রে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলুন। ৭৪২৯(ক)।
৬।১২।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

তোমার প্রীতি যেন প্রিয়কে
পরিপালনই করে—
সুসন্ধিৎসু ঐকতানিক অনুনয়নী
সেবানিরতি নিয়ে,
রক্ষণে, পোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী
উৎক্রমণ-অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে
প্রত্যাশাহীন হওয়া সত্ত্বেও—
তাঁ' হ'তে যদি কিছু পাও,
সে-পাওয়াটা যেন
তোমাকে প্রসাদফুল্ল ক'রে তোলে ;
আর, প্রেম বলে ওকেই । ৭৪৩০ ।
৬।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা' তোমার জীবনে
কৃতি-অভিনিবেশ নিয়ে
অনুশীলন-বিন্যাসে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে নি—
চারিত্রিক বিচ্ছুরণায়,
তা'র অনুপ্রেরণায়
কাউকে অনুপ্রেরিত ক'রে
কৃতি-উচ্ছল ক'রে তোলা,
তা'র চলন-চরিত্রকে
তদনুপ্রাণনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলা
সুদূরপরাহত কিন্তু ;
তুমি কর,
সুকেন্দ্রিক কৃতি-তৎপরতায়
ইষ্টার্থে সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তোল,

তোমার অন্তঃস্থ বোধে
সেগুলি বিনায়িত হ'য়ে
সংস্থিতি লাভ করুক ;
দেখবে—
তোমার স্বতঃ-চলন-চরিত্র
এমনতরই হ'য়ে উঠবে,
যা'তে লোকজীবন
তা' গ্রহণ ক'রে
অনুপ্রেরণা-প্রদীপনায়
কৃতি-অনুশীলনে স্বতঃ হ'য়ে
তাদের চারিত্রিক বিচ্ছুরণাকে
অমনতর ক'রে তুলবে অনেকখানি—
কথায়, কাজে, চালচলনে,
সমীচীন সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়। ৭৪৩১ ।
৮।১২।১৯৫৫, সকাল ৮-৪০

তুমি কর,
আর, করার প্রাণন-মরকোচই হ'চ্ছে—
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
যা' ধরতে হবে
বা ধরবে ব'লে মনস্থ করেছ,
ইষ্টার্থী বা শ্রেয়ার্থী
উল্লাস-আকূতি নিয়ে তা' ধরা—
কুশল খোশ-খেয়ালে,
আর, তা'কে সমীচীনভাবে
নিষ্পন্ন করা—
ত্বরিত কুশল তাৎপর্য্যে,
চৌকস সমাধানে ;
ছোটখাট বা একটু বড়সড়
যা'ই হোক না কেন,

ধরলেই
সমীচীন ত্বারিত্যে
চৌকস নিষ্পন্নতায়
তা'র সমাধান করবেই কি করবে ;
তা' হ'তে যা'তে নিবৃত্ত না হও,
এমনতরই আগ্রহ-অনুচলনে
এমনতর সমাধানে
বা এমনতর নিষ্পন্নতায়
যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,

দেখবে—
সেগুলি তোমার কৃতি-সন্দীপ্ত বোধব্যক্তিত্বে
সমীচীনভাবে গ্রথিত হ'য়ে উঠছে—
একটা সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে ;

এই অভ্যাস যতই
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমাতে,

দেখবে—
যদি কোন একটা বড়সড় রকমের কিছু কর,
সেগুলিও ঐ খণ্ড নিষ্পন্নতার
যৌগিক সংহতি ছাড়া
আর কিছুই নয় ;

এই কৃতিচলন তোমাকে
কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে নিঃসন্দেহে ;

আর, যা' করছ,
বিহিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'র ধৃতিকে যত সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারবে,
তা' আবার তোমার ধৃতিচলনকে
ততই পুষ্ট ক'রে তুলবে,
এই হ'ল কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রে চলা । ৭৪৩২ ।
৮।১২।১৯৫৫, সকাল ৯-৩২

কাউকে হনন ক'রে
আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলো না,
তা' পাপ—
জীবনের কলঙ্ক ;
ন্যায়ের বাস্তব অভিযানে
শুভ সত্যের প্রতিষ্ঠা কর—
প্রতিটি লোক-অন্তরকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলে,
মিথ্যা বা অশুভ যা'
তা'কে প্রতিহত ক'রে
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
আর, শিবসুন্দরে সার্থক হ'য়ে ওঠ ;
জীবনের প্রতিষ্ঠা
এমনি ক'রেই হ'য়ে থাকে। ৭৪৩৩।
৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

দুষ্ট ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণই হ'চ্ছে—
সে আজকে যা' বুঝলো—
হয়তো, কালকেই তা' বুঝতে পারে না,
আজকে যা' জানলো—
কালকেই সে জানাকে বাতিল ক'রে দিল,
কোন বুঝ বা কোন জানা
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
আপূরণী তৎপরতায়
তা'র চরিত্রে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে না,
স্বার্থসমীক্ষুতাই হ'য়ে ওঠে তা'র
আদর্শ ও নেতা,
তাই, প্রবৃত্তির প্ররোচনাই হ'য়ে ওঠে
তা'র চাহিদা-অনুগ পরিচালক,

আজকে যা'র সুখ্যাতিতে
সে ভরপুর হ'য়ে উথলে উঠলো,—
কালকে হয়তো
তা'র নিন্দাবাদে
সে উদ্দাম মুখর হ'য়ে উঠলো ;
বিশ্বস্ততা বা কৃতজ্ঞতা
তা'র আনাচে-কানাচে স্থান পায় না,
প্রবৃত্তির চাহিদা-পূরণই
তা'র ধর্ম্মের সংজ্ঞা ;
সেই সংজ্ঞায় সংঘাত যেখানে যত,—
বীতরাগও সে সেখানে তেমনি ;
তাই, অন্যের ভাল
তা'র কাছে অসহনীয়—
সে ভাল যদি
তা'র চাহিদার আপূরণী না হয় ;
তাই, অন্যের সুখ-সুবিধায়
সে কৃপণ ও কুণ্ঠিত ন্যায়পরায়ণ ;
তা'র নিজের হুকুম তামিল
যে করতে পারে না,—
সে তা'র কাছে অমানুষ,
অন্যের হুকুম তামিল করা
তা'র কাছে অপমানসূচক—
যদি তা' নিজ স্বার্থ ও আত্মগৌরবের
অন্তরায় বলে
মনে হয় তা'র কাছে ;
পরার্থে ও পরের পুষ্টিপ্রদীপ্তির
প্রীতিমুখর পরিচর্য্যা
একটা অপলাপী বিকৃতি ছাড়া
আর কিছুই নয় তা'র কাছে ;
এই এমনতর কতকগুলি লক্ষণ
যেখানে পরিস্ফুট,

ব্যক্তিত্বও সেখানে দুষ্ট—
ব্যত্যয়-প্রসূত । ৭৪৩৪ ।
৮।১২।১৯৫৫, রাত ৮টা

তোমার অন্তরে যখন যে বিষয়ে
বা ব্যাপারে
যা' উদয় হয়,
তাইই বলতে যেও না ;
যা' হৃদ্য ও শুভপ্রসূ,
লোকের প্রীতিপ্রদ,
উপযুক্ত আপ্যায়নী ভঙ্গীতে
তাইই ব'লো ;
আবার, যে বিষয়ে
যা' বলা সমীচীন,
না-বলা ক্ষতির কারণ বলে মনে হয়,
তা'ও সমীচীন দক্ষতায়
বিনীত হৃদ্য উৎসারণায়
শুভ-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
অভিব্যক্ত ক'রো ;
কা'রও কোন ধারণাকে
বা অসৎ-অভিব্যক্তিকে ব্যাহত করতে
যদি কিছু বলতে হয়,
তা'ও বিহিতভাবে
হৃদ্য ও শুভপ্রসূ ক'রেই ব'লো ;
যা'কে বলছ—
সেও যা'তে
ক্ষোভান্বিত না হ'য়ে
বিবেক-দৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
শুভ-পন্থী হ'য়ে ওঠে—
যথাসম্ভব তা'ই ক'রো,—
তোমার বাক্ ও ভঙ্গী

যতই তীব্র
বা স্নেহল-হৃদ্য হো'ক না কেন। ৭৪৩৫।
৯।১২।১৯৫৫, রাত ৮-১০

গোঁ যা'র ইষ্টীপূত বোধ-বিনায়িত,
দক্ষকুশল সুনিষ্পাদন-তৎপর,—
কৃতীচলন তা'র স্বতঃ-সিদ্ধ। ৭৪৩৬।
১০।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫

তোমার ইচ্ছা, অভিনিবেশ ও কৃতিচলন
যেমনতর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলতে থাকে,—
ঈশ্বর-অনুগ্রহও
তেমনতর প্রতিফলনে
বাস্তব ফলপ্রসূ হ'য়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকে। ৭৪৩৭।
১০।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সহ্য কর,
বিরক্ত হ'য়ো না,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
শক্তি পাবে ঢের। ৭৪৩৮।
১০।১২।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

যা' শুভ—
সত্তাপোষণী,
অনুশীলন-তৎপর হও তা'তেই,
অমনি ক'রে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তোমাতে। ৭৪৩৯।
১০।১২।১৯৫৫, রাত ৭-৫৫

অসৎ যা',
অপলাপী যা',
তা'কে প্রতিহত কর,
প্রতিনিবৃত্ত থাক তা' হ'তে,
সে যেন তোমাতে সংক্রামিত হ'য়ে
তোমাকে সংক্রামক ক'রে তুলতে না পারে
কিছুতেই । ৭৪৪০ ।
১০।১২।১৯৫৫, রাত ৮টা

প্রীতি যেখানে প্রতিঘাতেও অটল,—
অকৃতজ্ঞতা বা কুৎসিত আচরণ
ভীতই সেখানে সাধারণতঃ । ৭৪৪১ ।
১০।১২।১৯৫৫, রাত ৮-১

ইষ্টীপূত যিনি—অচ্যুত নিষ্ঠায়,
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় যিনি,
তাঁর মনোজ্ঞই হ'য়ে উঠতে যদি না পার—
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে,—
সেই অনুগতি তোমার জীবনকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পারবে কি ?
এক-কথায়, তুমি
তোমার আত্মগৌরবী ফাঁকিবাজি নিয়ে
শাতন-ধর্ষিত হ'য়েই চলতে থাকবে,
লাভের নামে লোকসানকেই
ক্রয় ক'রে চলতে হবে তোমাকে । ৭৪৪২ ।
১০।১২।১৯৫৫, রাত ৮-১০

অলস নির্ভরশীল হওয়ার থেকে
অনুশীলনশীল হওয়া ভাল,
লোকভৃতিপরায়ণ হওয়া ভাল—
ইষ্টার্থ-আপূরণী অনুবেদনা নিয়ে । ৭৪৪৩ ।
১১।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

সুকেন্দ্রিক হও,
ইষ্টার্থ-অভিনিবেশী হও—
কৃতি-তৎপরতায় ;
আর, ঐ পথেই
জীবনকে বিনায়িত ক'রে চলতে থাক ;
হাস যত পার—
হৃদয়কে উন্মুক্ত ক'রে,
নিজেও ফুল্ল হও,
অন্যকেও ফুল্ল ক'রে তোল,
তোমার হাসির লহরে
সবারই প্রাণ মেতে উঠুক হাসিনন্দনায় ;
নজর রেখো—
তোমার কৃতিচলন ও হাসির হিল্লোল
কা'রও যেন বেদনার সৃষ্টি না ক'রে তোলে । ৭৪৪৪ ।
১২।১২।১৯৫৫, সকাল ৮-৪০

বৃদ্ধ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞদের কথা শুনো—
বিহিত আপ্যায়নায়,
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে ;
তোমার জীবনপ্রয়োজনে
যা' প্রয়োজন
তা' গ্রহণ ক'রো—
বিহিতভাবে জেনে নিয়ে ;
তাঁদের আশিস্-অনুশাসন
অনেক সময়
কৃতিজীবনে বিশেষ কার্য্যকরীই হ'য়ে থাকে । ৭৪৪৫ ।
১৪।১২।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩০

দেশ-কাল-পাত্রের
অবস্থা ও প্রয়োজন-মাফিক
ইষ্টীপূত, উচ্ছল, সুকেন্দ্রিক,

মূর্ত্ত কল্যাণ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ পুরুষ
যেখানেই আবির্ভূত হন না কেন,
স্মরণ রেখো—
তিনি তোমারও আদর্শ ;
তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুগ
উদ্বর্দ্ধনী যে-বাণীই
তাঁ হ'তে পাও না কেন,
তাইই গ্রহণ ক'রো,
পরিপালন ক'রো ;
ঐ কল্যাণপ্রেরণা
তোমার পূর্ব্বতন প্রাচীনদের
অনুশাসনকে সার্থক ক'রে
শুভ-বিন্যাসে তোমাকেও উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তিনি বৈশিষ্ট্যপালী,
তাই, বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
তাঁ'র অনুশাসন-অনুসরণ
কখনই সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;
বৈশিষ্ট্যের শুভ-বিনায়নার ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
যখন যেমন তখন তেমন ক'রে
অমৃত-পরিচর্য্যী অনুশাসন-উদ্‌ভাবনায়
আরোর পথে
অনুপ্রাণিত করতে সবাইকে ;
তাই, বিশেষ মূর্ত্তনায় অবস্থান ক'রেও
তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু,
অচল ও সনাতন—
কৃতি-দীপ্ত দক্ষকুশল বোধন ব্যক্তিত্বের
সাকার সম্ভাবন ;
তাই বল,
প্রণাম কর—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব !
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ"। ৭৪৪৬।
১৫।১২।১৯৫৫, বেলা ১০-৩০

না ক'রেও যে পেতে চায়—
আত্মপরিপোষণায়,—
যদি পার, দিও তাকে ;
কারণ, অদূরেই না-পাওয়া
তা'র জন্য অপেক্ষা করছে। ৭৪৪৭।
১৫।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৫৯

কেউ যদি ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের জন্য
তোমার কাছে কিছু চায়,—
শ্রদ্ধায় তা' দিও,
কারণ, সে তোমার জীবন-পুষ্টির
পরম পাথেয়। ৭৪৪৮।
১৫।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬টা

যে সুকেন্দ্রিক নয়,
সে ছন্নছাড়া। ৭৪৪৯।
১৫।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২০

অনুশীলন-তৎপর যা'রা
তা'রাই কৃতী হ'য়ে থাকে। ৭৪৫০।
১৫।১২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

দাম্ভিক হ'য়ো না,
অহঙ্কার ক'রো না,
কাউকে ঘৃণাও করতে যেও না,

কিন্তু নিজের আভিজাত্য-মর্য্যাদা,
ঐতিহ্য-মর্য্যাদা,
বাক্য ও ব্যবহারের তদনুগ বিনয়ী বিন্যাস
ও সেবাতৎপর সহজ চলনা—
যা' তোমার বৈশিষ্ট্যকে
মর্য্যাদাশীল ক'রে রেখেছে,—
তা'কে কখনও বিসর্জ্জন দিতে যেও না ;
তোমার সাত্ত্বিক মর্য্যাদা
যা' আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বংশানুক্রমিকতায় অনুস্রোতা হ'য়ে চলেছে,
তা'র তকমাই কিন্তু ঐ ;
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে
তা' কিন্তু ব্যতিক্রমকেই নির্দ্দেশ করে । ৭৪৫১ ।
১৭।১২।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

তুমি
শ্রেয়কেন্দ্রিক সম্বেগ-সম্বন্ধ আগ্রহের সহিত
সমীচীন কর্ম্মনিষ্পাদনী ধৃতি-পরিচর্য্যা,
তোমার সত্তার ধৃতিপোষণী পালনপরিচর্য্যা
ও পরিস্থিতির ধৃতিপরিচর্য্যায়
নিয়োজিত হ'য়ে চল ;
এই ত্রয়ীর সার্থক সঙ্গতির কৃতীদীপনা
বোধ-বিন্যাসে
শ্রেয়-সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে যতই
তদনুগ চরিত্র-রঙিল ক'রে চলতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্বে
ধর্ম্মেরও আবির্ভাব হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
দক্ষকুশল কৃতি-তৎপরতায়

যন্ত যোগ্যতার আবাহনে
সত্তাকে ধারণ ক'রে
পারিবেশিক সত্তার ধারণ, পালন ও পোষণে
পোষণ-পুষ্ট হ'য়ে ওঠা। ৭৪৫২।
১৭।১২।১৯৫৫, দুপুর ১২টা

সত্য বা বাস্তবিকতায়
যাদের আস্থা নেই,
তা'র শুভ-সার্থক ব্যবহারও
যা'রা জানে না বা বুঝতে পারে না,
শোনা বা কাল্পনিক ধারণা নিয়েই
যা'রা মুখ্যতঃ তৎপর হ'য়ে চলে,
সোজা কথায় তারা মিথ্যাচারী। ৭৪৫৩।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৩-৫০

যা'রা ইষ্ট বা আদর্শের ধার ধারে না,
বা তাঁদনুগতি নিয়ে
নিজেদের বিনায়িত করতে চায় না,
তাদের আত্মবিশ্বাস
বিকৃত আত্মনির্ভরতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৭৪৫৪।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৪টা

যা'রা নিজেকেই নিজের উপাস্য ভাবে,
বা ঈশ্বর ভাবে,
তাদের প্রবৃত্তি বিনায়িত নয়—
অনুচর্য্যী অর্থনা নিয়ে,
প্রবৃত্তিই তাদের উপাস্য হ'য়ে থাকে
সাধারণতঃ। ৭৪৫৫।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫

হো'ক না হোক ব্যাপারেই
যারা মচকে যায়,
তাদের প্রীতি-সম্বেগ দোদ্যুল্যমান,
বিকেন্দ্রিক,
নির্ভরযোগ্য তা'রা মোটেই নয়। ৭৪৫৬।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩৫

পরাক্রম থেকেও
যা'রা সন্ধিৎসাহারা,
স্বতঃ-সতর্ক নয়কো—
সক্রিয়ভাবে,—
তা'রা কা'রও জীবনের
সুদৃঢ় বেষ্টনী নয়কো,
তাদের আওতায় থাকা
নিঃসন্দেহের নয় কিন্তু। ৭৪৫৭।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩৭

কৃতজ্ঞতার কথা যতই বলুক,
কাজে যা'রা অকৃতজ্ঞ,
দুষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়েই তাদের বসবাস
সাধারণতঃ,
অমনতর যা'রা,
প্রকৃতিই তাদের কুটিল—
সর্পিলগতিসম্পন্ন—
সন্দেহের। ৭৪৫৮।
১৯।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩৮

কোন বাদ-বিসম্বাদের উপরম
বা নিরাকরণ করতে গেলেই
দক্ষকুশল ক্ষিপ্রতায়
আশপাশকে ব্যবস্থিত, বিনায়িত ক'রে

তার কারণকে নিয়ন্ত্রণ বা নিরাকরণ কর,
নইলে, তা' পরিপুষ্টি পেয়ে
ক্রমশঃই বিড়ম্বনায়
বিব্রত করতে কসুর করবে কমই। ৭৪৫৯।
২১।১২।১৯৫৫, রাত ১১-১৮

যা'রা নিজের দোষ, অন্যায়
বা ঔচিত্যকে নির্দ্ধারণ ক'রে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
বা ক'রে তোলার ধারও ধারে না,
অথচ নিজেকে সমর্থন ক'রে
লোকচক্ষুর কাছে
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়,
তা'রা নিজেকে তো পরিমার্জ্জিত ক'রে
তুলতে পারেই না—
বরং অন্যের কাছে ঘৃণ্য হ'য়ে
সহানুভূতিহারা হ'য়ে থাকে,
এমনি ক'রেই জীবনের ব্যর্থতাকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে তা'রা স্বভাবতঃ। ৭৪৬০।
২২।১২।১৯৫৫, বেলা ১১-১০

বাস্তব পরিচর্য্যায়
হৃদ্য তৎপরতা নিয়ে
অন্যের প্রতি যেমনতর করবে,—
তোমার প্রাপ্তিও নিয়ন্ত্রিত হবে সেই পথে ;
করবে না, পাবে—
এমনতর ভুয়ো চলন
ভুয়োবাজিকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৭৪৬১।
২২।১২।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

দোষদৃষ্টি, স্বার্থসঙ্কীর্ণ অনুচলন
মানুষের শুভদৃষ্টিকে ও শুভ ইচ্ছাকে
আমন্ত্রণ করতে জানে না। ৭৪৬২।
২২।১২।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

দুষ্ট যা' তা'র সমর্থন
দুষ্ট-উচ্ছিষ্টকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৭৪৬৩।
২২।১২।১৯৫৫, বেলা ১১-২২

ইহকালকে বাদ দিয়ে
পরকালের জন্য
ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে ব্যস্ত হ'য়ো না ;
ধর্ম্মচর্য্যায় ইহকালকে
সার্থকতায় সুবিনায়িত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের প্রতিটি পদক্ষেপে
ধর্ম্মের পরিচর্য্যায়
সমীচীন সুবীক্ষণী তৎপরতায়,
বিহিতভাবে নিখুঁত ক'রে ;
ঐ ধর্ম্ম-পরিচর্য্যাই
তোমার পরকালকে
সম্বৃদ্ধ পরিচ্ছন্নতায় পরিপুষ্ট ক'রে তুলবে ;
আর, ইহকালের ধর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে
পরকালের জন্য লাখ কর না কেন,
সে-ধর্ম্ম তোমার পরকালের ধৃতিকে
সার্থক ক'রে তুলবে না কিছুতেই ;
করবে যেমন,
হবেও তেমন—
তা' ইহকালেই হো'ক
আর পরকালেই হো'ক। ৭৪৬৪।
২৩।১২।১৯৫৫, রাত ১০-২০

পূজাপার্ব্বণ যা'ই কর না কেন,
প্রতিটি দিন নূতন ক'রে
স্বতঃ-দায়িত্বে
আগ্রহ-দীপ্ত প্রয়াসে
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
প্রীতিফুল্ল স্মিত অন্তঃকরণে
তুমি যদি তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অন্ততঃ একটি লোকের জন্যও
বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনী কিছু না কর—
ইষ্টীপূত অনুনয়নী অনুশীলনায়,
তা'কেও অন্যের প্রতি
অনুরূপভাবে অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তুলে,—
মনে রেখো—
সেদিন তোমার সাত্ত্বিক অর্জ্জন
কিছুই হ'লো না ;
স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য থাকতে
কিছুতেই এ তপ হ'তে
বিরত হ'য়ো না ;
নিজেকে বিপন্ন না ক'রে
নিত্য যথাসাধ্য
এটা করবেই কি করবে—
কুশলকৌশলে,—
সম্বর্দ্ধনা তোমাকে আলিঙ্গন করতে
কসুর করবে না ;
মনে রেখো—
এটিও তোমার দৈনন্দিন ধর্ম্ম-তপের
একটি প্রথম ও প্রধান করণীয়। ৭৪৬৫।
২৪।১২।১৯৫৫, সকাল ৮-৩৫

তোমার বিনয় বা দীনভাব
যেখানে আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে

বা দীর্ণ ক'রে তোলে,

সেখানে হৃদ্য তৎপরতায়
সুযুক্ত সমীক্ষা নিয়ে
ওজোদীপ্ত চলনই শ্রেয়,
নইলে, কৃতি-সম্বেগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার পরাক্রমও পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠবে না,
এবং ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠাও ব্যাহত হ'য়ে
তোমাকে দৈন্য-অবশায়িত ক'রে তুলবে। ৭৪৬৬।
২৪।১২।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪০

যদি সুখীই হ'তে চাও,
অচ্যুত একনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী
কৃতী হ'য়ে ওঠ—
প্রেয়-অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে
তোমার হৃদয়স্থালীকে
নৈবেদ্যসজ্জিত ক'রে,
অনুচর্য্যী অর্চ্চনায়,
তর্পণার হোমদীপ্ত আহুতিতে ভরপুর হ'য়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার মার্জ্জিত
মঞ্জুল অভিযানে,
যা'-কিছু অন্তরায়কে ব্যাহত ক'রে,—
সুখী হবে,
স্বর্গীয় মাঙ্গলিক নির্ম্মাল্যে
ভূষিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
নইলে, হাজার ভোগবিলাস
তোমার হৃদয়কে
ভ'রে তুলতে পারবে না কখনও ;
অলস লোল ভোগ-ইন্ধন—

তা' যত যেমনতর হো'ক না কেন—
কাউকে সুখী করতে পারে না । ৭৪৬৭ ।
২৪।১২।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

কর্ম্মক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র,—
যে-কাজে নিয়োজিত হওয়া যাক না কেন,
তা'কে নিখুঁতভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
বাক্য, ব্যবহার, প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টীপূত নিয়মনে
ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা,
ইষ্টার্থকে কৃতিদীপনায়
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে সার্থক ক'রে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলা,
যোগ্যতার যত্নদীপনায়
নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের
হৃদ্য অযুত-বিকীরণায়
পরিবেশের প্রত্যেককে
অনুপ্রেরিত ও বর্দ্ধন-সম্বেগী ক'রে
কৃতি-সন্দীপ্ত ক'রে
যোগ্যতার অনুশীলনে
ইষ্টার্থে সংহত ক'রে তোলা ;
ধর্ম্মপরিচর্য্যার এই তো
মোক্‌থা মরকোচ । ৭৪৬৮ ।
২৫।১২।১৯৫৫, সকাল ১০-২৫

যা'রা মিথ্যা মর্য্যাদা বা গৌরবলুব্ধ,
স্বার্থ ও অর্থগৃধ্নু,
অথচ ভক্ত-বিটেল,

তা'রা প্রায়শঃই বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে থাকে,
কৃতঘ্ন হ'য়ে থাকে ;
লোক-উদ্ধাতা বা দারিদ্র্য-সঙ্কটমোচক যাঁ'রা,
পাবক-পুরুষ যাঁ'রা,
তাঁদের প্রতি লোকের আনুগত্য,
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত অর্ঘ্য-নৈবেদ্য
বা প্রীতি-অবদান দেখলেই
তা'রা ঈর্ষ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে ;—
সাধারণতঃ ব'লে থাকে—
দেবপূজা বা মহতের পূজায়
এগুলিকে অযথা ব্যয় না ক'রে
দুঃস্থ ও দরিদ্রের উপকারে
এগুলি ব্যয়িত হওয়াই তো ভাল ছিল,
মহৎদের পূজার চাইতে
লোকসেবায় অর্থ-নিয়োগই তো শ্রেয়,
যদিও তা'রা তাদের জন্য
খরচ করে কমই—
তা' অর্থই হো'ক বা সামর্থ্যই হো'ক,
বরং নানা ভাঁওতায়
তাদের শোষণ করতে
কসুর তো করেই না,
আরো, স্বার্থ-লিপ্সায়
শ্রদ্ধাশীল যা'রা
তা'দিগকে ঐ অবদান হ'তে
নিবৃত্ত করতেই সচেষ্ট হ'য়ে থাকে ;
শ্রদ্ধাই যে যোগ্যতার যুতবাহন
সেটাকে চাপা দিয়ে
তা'রা অমনতরই প্রচারে
মানুষের ক্ষতিকে দুস্তর ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল থাকে ;
তা'রা এমনই সঙ্কীর্ণহৃদয় ও অর্থলোভী যে

মহৎদের জীবনকে পর্য্যন্ত
পণ্যের মত বিক্রয় করতে
এতটুকুও দ্বিধা বোধ করে না
এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য
তাদের প্রতি যে-কোন সংঘাত হানতে
উদ্যত থাকে ;
এমনতর দুষ্ট হ'তে সাবধান থেকো,
দুষ্ট-দংশন তোমাকে যেন
বিষাক্ত ক'রে না তোলে—
জীবনটাকে বিষিয়ে দিয়ে ;
দুস্তর দুর্বিপাকেই যেন
তোমার জীবনের সমাধি রচিত না হয় ;
সাবধান ! ৭৪৬৯ ।
২৬।১২।১৯৫৫, বেলা ১০-৫৫

তুমি যে-ব্যাপারে যতই কৃতী হ'য়ে উঠবে,
কাজও আসবে তোমার কাছে তেমনি—
তোমার নিষ্পন্নতায়
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে ;
তাই, কাজ ফেলে রেখো না,
যখন যে-কাজ পাও
বা করতে হবে যা'—
তখন থেকেই
যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল তা'—
উপযুক্ত ত্বরিত্যে ;
নিষ্পন্নতার আশিস্ তোমাকে
অশেষ উপঢৌকনে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে । ৭৪৭০ ।
২৭।১২।১৯৫৫, রাত ৮-১০

হিংস্র পরশ্রীকাতরতা, কৃতঘ্নী দর্প,
আত্মাভিমানী গৌরব,
স্বার্থগৃধ্নু বন্ধুত্ব,
সেবাবিহীন প্রীতি—
দুর্ভাগ্যের দুষ্ট আশীর্ব্বাদ। ৭৪৭১।
২৯।১২।১৯৫৫, রাত ৯-২৮

প্রিয়পরমের স্মৃতিচিহ্ন-নিবন্ধ
পবিত্র বন্ধুত্বকে
খারিজ ক'রো না। ৭৪৭২।
২৯।১২।১৯৫৫, রাত ৯-৫০

অভাবীকে সহানুভূতির চক্ষে দেখ—
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
যেমন পার দাও,
ফিরিও না তা'কে ;
এই চলন একদিন তোমাকেও
দারিদ্র্যমুক্ত ক'রে তুলতে পারে। ৭৪৭৩।
২৯।১২।১৯৫৫, রাত ১০-৫

প্রীতি, দরদী অনুকম্পা,
স্বস্তি-সন্দীপী পোষণ-পূরণী সেবা,
বোধদীপ্ত কুশলকৌশলী অনুচলন—
যা' আদর-নিবন্ধনে
পরস্পরকে সম্বদ্ধ ক'রে তোলে,
তাইই হ'চ্ছে হৃদয়জয়ী পবিত্র আয়ুধ। ৭৪৭৪।
২৯।১২।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

একসপ্ততিতম ঋত্বিক অধিবেশন উপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী।

আদর্শে উদ্দাম হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় উচ্ছল হ'য়ে দাঁড়াও ;
অর্থনীতি তোমার
পরিবার ও পারিবেশিক জীবনে
উচ্ছল প্লাবনে চলতে থাকুক ;
পারস্পরিকতা প্রীতি-উচ্ছল
অবাধ আলিঙ্গনে
অর্চ্চনামুখর তৎপরতায়
প্রত্যেককে সব দিক দিয়ে
বিপুল ক'রে তুলুক ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতি
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বীর্য্যবাহী ক'রে তুলুক—
তেজোদ্দীপ্ত উৎক্রমণী পদবিক্ষেপে ;
তোমার রাজনীতি
উৎসাহ-নন্দনায়
ধৃতি-অনুচর্য্যায়
পালনে, পোষণে, পূরণে
প্রতিপ্রত্যেককে
পরিভৃত ক'রে তুলুক—
বৈশিষ্ট্যের শুভ-নন্দনায় ;
দেববিভায়,
দ্যোতন তৎপরতায়
কৃতি-নন্দনা নিয়ে

প্রতিটি কর্ম্মে ধর্ম্ম-পরিচর্য্যায়
প্রতিপ্রত্যেকে পূজার নৈবেদ্য রচনা ক'রে
ইষ্টীপূত তৎপরতায়
তাঁকেই নিবেদন কর প্রত্যহ—
তৃপ্তির তর্পিত অনুদীপনায় ;

হৃদ্য উৎসারণায়
অসৎ-নিরোধ ক'রে
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তিকে
ইষ্টার্থ-প্রীতি-অর্চ্চনায়
নিয়োজিত ক'রে তোল ;

আর, এই নিয়োজনা
অনন্ত-উৎস্রাবী অনুশীলন-তৎপরতায়
স্বর্গ রচনা ক'রে চলুক—
অবাধ অনুস্রোতা হ'য়ে ;

তুমি ধন্য হও,
প্রতিপ্রত্যেককে ধন্য ক'রে তোল,
আর, এই ধন্য ধ্বনন
রণন-নর্ত্তনে
বিশ্বে পরিপ্লাবিত হ'য়ে
ভর দুনিয়াকে
সব্যষ্টি-সমষ্টি
অমরস্পর্শী ক'রে তুলুক,
অমৃতবাহী ক'রে তুলুক,
অমৃত-পরিবেষী ক'রে তুলুক ;

অযুত আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততিকে
নীরোগ, স্বস্তিপ্রসন্ন
সম্বর্দ্ধনশীল অযুত আয়ুর
অধিকারী ক'রে তোল—
জীবনের অযুত বিকীরণা
বিকীর্ণ ক'রে,

আদর্শকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িনী
প্রীতি-বিচ্ছুরণায় ;

স্মরণ রেখো—
তোমার জীবনের যা'-কিছু
উৎফুল্ল অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তখনই—
যখনই যতই তুমি
আদর্শে
কৃতিদীপনা নিয়ে
উদ্দাম হ'য়ে উঠবে ;
তাই, আদর্শে স্ফীতসম্বেগী হও,
দৃঢ়চেতা হও,
কৃতিমান হও,
স্বস্তি ও শান্তির অমৃত প্রস্রবণে
স্বতঃ-স্নাত হ'য়ে
কৃতী ক'রে তোল সবাইকে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল,
প্রীতি-আলিঙ্গনপ্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
পরিচর্য্যানিরত ক'রে,
সদাচার-সম্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোল,
আর, অমৃত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল ;
আমার পরমকারুণিক
আমার এই প্রার্থনাকে
ধৃতিদীপনায়
মূর্ত্ত ক'রে তুলুন। ৭৪৭৫।
৩০।১২।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

মানুষ যখন
তা'র অন্তঃস্থ উচ্ছল উন্মাদনা নিয়ে

অচ্যুত আগ্রহ-আবেগে
প্রিয়পরমে
পুরুষোত্তমে
একায়নী তৎপরতায়
উজ্জীবিত কৃতি-অনুদীপনা নিয়ে
তাঁরই অচ্চর্নামুখর হ'য়ে উঠে থাকে
বা উঠতে থ্যাকে,
ঐ সুকেন্দ্রিক আবেগ-উন্মাদনা
আগ্রহদীপ্ত অনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
উৎসাহে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে থাকে
উচ্ছল সক্রিয় তৎপরতায়—
অনুশীলনী সম্বেগ নিয়ে
সার্থকতার জীয়ন্ত চলনে
নব নব উদ্‌ভাবনী অচ্চর্না-সম্ভার
সৃষ্টি করতে করতে ;
এই অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সে যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'তে থাকে—
দক্ষকুশল বোধদীপনায়
উদ্বোধিত হ'তে হ'তে ;
আর, এই চলন তা'র
সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছল ক'রে তোলে
অর্থনৈতিক কৃতী অর্থনাকে
সার্থক ও সফল অনুক্রমণায় ;
যা'র ভিতর-দিয়ে
ধৃতি-পরিচর্য্যাশীল সত্তাধর্ম্ম
প্রতিটি কর্ম্মে
আপূরিত হ'য়ে চলতে থাকে ;
তখন ঐ আদর্শ-নিরতি
সুসঙ্গত তৎপরতায়
পারস্পরিক প্রীতি-আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
ধৃতিচর্য্যায়

স্ফীত আগ্রহে
বিপুল সম্পদে
নিজে প্লাবন হ'য়ে
প্লাবিত করতে করতে চলতে থাকে—
পূরণপোষণী পরিচর্য্যানিরতি নিয়ে
অনুরঞ্জিত ক'রে সবাইকে ;
রাজনীতি রূপায়িত হয়
ঐ পালন-পোষণ ও পূরণার
সার্থক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেককে বিনায়িত করতে করতে ;
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টি পর্য্যন্ত
ঐ জীয়ন্ত নিদেশের অর্থনায়
নিজেকে উদ্‌ভাসিত ক'রে
প্রতিটি অন্তরে
আদর্শকেই পরিপূজিত ক'রে চলতে থাকে ;
স্বর্গ নেমে আসে তখনই
এই শারীর ধর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরাৎপরকে স্পর্শ করতে ;
তাই, যেখানে আদর্শ নেই—
তা'র অর্থনীতিই বল,
আর রাজনীতিই বল,
ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য ক'রে
প্রবৃত্তি-ক্ষুধাতুর শার্দ্দূল আবেগে
পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
ছিন্নভিন্ন করতে করতে
জাহান্নমের দিকেই
নিজের সমাধি রচনা করবার
বিদ্রোহ-গতিতে
প্রমত্ত হ'য়ে চলতে থাকে ;
প্রত্যেকের অন্তরেই ধ্বনিত হ'তে থাকে
ভীতিসঙ্কুল নিঃশেষের ডাক

নানা ভঙ্গিমায়
'আয়! আয়! আয়'-রবে
বিচ্ছিন্ন ব্যাকুল আক্রোশে। ৭৪৭৬।
৩০।১২।১৯৫৫, রাত ১০টা

না-পারার কৈফিয়ত যার যেমনতর,
অন্তঃস্থ স্বার্থ-সংকীর্ণতায়ও
সে তেমনি বাঁধনবদ্ধ, অবসন্ন। ৭৪৭৭।
২।১।১৯৫৬, সকাল ১০-১৯

না-পারার কৈফিয়ত যা'র যত শক্ত—
সঙ্গতিশীল,
পারগতার বিরুদ্ধ কপাটও
তা'র তত দৃঢ়—
বজ্রকঠোর। ৭৪৭৮।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-৫

চলন যা'র যত অনিয়ন্ত্রিত, অস্থির,
সুস্থিও তা'র তেমনি চাঞ্চল্যদুষ্ট, ব্যতিক্রমী। ৭৪৭৯।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-১০

সর্বাস্তিচর্য্যাহারা প্রবৃত্তি-পূজারী স্বার্থ
ব্যর্থতার পরম বান্ধব। ৭৪৮০।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-১২

ইষ্টার্থ যা'র সহজ ও সলীলভাবে
স্বার্থ হ'য়ে চলেছে যেমন,
অর্থও তা'কে সঙ্গতিশীল উৎক্রমণায়
বন্দনা ক'রে চলে তেমনি। ৭৪৮১।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

পরার্থ-পরিপোষণা যা'র অন্ধ,
স্বার্থও তা'র তেমনি কবন্ধের মত—
মাথা-কাটা । ৭৪৮২ ।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-১৭

যোগ্যতার বিনয়ী বিন্যাস,
ত্বরিত নিষ্পন্নতা
পরপরিচর্য্যী উপভোগ-উচ্ছল যেখানে যেমন,
অর্থ ও সম্পদ
উদগ্র আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায়
প্রাঞ্জল হ'য়ে থাকে সেখানে তেমনি । ৭৪৮৩ ।
২।১।১৯৫৬, রাত ৮-২০

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট স্বার্থসন্ধুক্ষা
যেখানে যেমন ও যত,
পারগতাও সেখানে তেমনি
অন্ধ ও অপটু,
আবার, দরিদ্রতাও তেমনি দুর্ম্মদ সেখানে । ৭৪৮৪ ।
৩।১।১৯৫৬, রাত ৭-১৫

স্বার্থলুব্ধতা
ইষ্টার্থী অনুচলন ও পোষণ-পূরণাকে
যতই ভাঁওতায় ব্যাহত ক'রে থাকে,
ব্যক্তিত্বকেও নিথর ও অপটু
ক'রে চলতে থাকে তেমনি,
আর, কৃতিদীপনাও সেখানে তেমনি
লজ্জা-অবনত, ম্রিয়মাণ । ৭৪৮৫ ।
৩।১।১৯৫৬, রাত ৮টা

শ্রেয়-নিদেশ শিরোধার্য্য কর,
বেশ ক'রে মাথায় নাও—
দায়িত্বদীপ্ত অন্তঃকরণে,

'পারবে না'—ভেবো না,
আবেগ-আগ্রহের সহিত
তোমার পারগতাকে
সজাগ ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
পারবেই,
পারতেই হবে,
এমনতর সংকল্প নিয়ে লেগে যাও,
পা এগিয়ে চল—
পারার ফন্দী আঁটতে আঁটতে ;
ঐ করতে গিয়ে
তোমার স্বার্থলোলুপ ফন্দীবাজিকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
ভিড়োও না সেদিকে ;
তাঁ'র প্রয়োজনের আগেই
সুপরিচর্য্যী দক্ষ-অনুচলনে
তাঁ'র প্রয়োজনীয় যা'
সেগুলিকে সংগ্রহ কর,
সমাধান ক'রে ফেল ;
তাঁ'র নিদেশ-পূরণাকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে নাও একান্তভাবে,
আর, অমনতর চলনেই চলতে থাক—
সত্তা-সংরক্ষী সন্ধিৎসা নিয়ে ;
দেখবে, যোগ্যতায় সুন্দর হ'য়ে
দক্ষকুশল তৎপরতা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর অজচ্ছল ভাগ্যের
অধিকারী ক'রে তুলছে ;
আর, ওর খাঁকতি যেখানে
যেমনতর যতটুকু হবে,
ওই খাঁকতির বাড়তি-চলন
তোমাকে তেমনতরই অপটু ক'রে তুলতে থাকবে,

সাবধান থাক,
ঐ চলনে চল,
হাতেকলমে দেখ—
কী হয়। ৭৪৮৬।
৩।১।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

যে-সংঘাতে তুমি যেমনতর ভেঙ্গে পড়লে,—
তোমার নিষ্ঠাও তেমনতর দুর্ব্বল,
আর, ভেঙ্গে পড়া মানেই হ'চ্ছে—
তোমার অনুরক্তি
সুযুক্ত সক্রিয় সঙ্গতিশীল বাঁধনে
নিবন্ধ নয়কো,
তাই, ঐ সংঘাত তোমার মধ্যে
পরাক্রম সৃষ্টি করতে পারল না ;
পরাক্রম-প্রদীপ্ত না হ'য়ে ওঠার মানেই হ'চ্ছে—
তা' তোমার সত্তায়
সঙ্গতি লাভ করে নি,
তোমার ঐ অনুরক্তি
স্বার্থপ্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে
যেমন চলতে হয়, তা'ই চলেছে। ৭৪৮৭।
৫।১।১৯৫৬, সকাল ৭-৪৫

তুমি যেমন তোমার প্রতি
অর্থাৎ তোমার সত্তার প্রতি
অশিষ্ট সংঘাতে
প্রকৃতি-অনুযায়ী হয় প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠ,
নয়তো তোমার সত্তাকে নিয়ে
নিরাপদ স্থানে সংন্যস্ত ক'রে থাক,
তেমনি তোমার প্রিয়পরম, আদর্শ
বা ইষ্টের প্রতি
অমর্য্যাদাসূচক কোন সংঘাতে

যখনই ঠিক অমনতর হ'য়ে উঠছ—
প্রচণ্ড জ্বলনে,—
তখনই বুঝো—
তাঁর প্রতি প্রীতি
তোমার সত্তায় সঙ্গতিলাভ করেছে,
বা সত্তাকে রঙিল ক'রে তুলেছে ;
তাই, তাঁর বেদনাদায়ক কিছু হ'লেই
বা কেউ বেদনাজনক কিছু করলেই
দেশ কাল পাত্র-অনুসারে
অবস্থা মাফিক
যা' তোমার বেলায় ক'রে থাক,
ও-বেলায়ও তা'ই করবেই কি করবে ;
ঐ বোধনা দেখিয়ে দেয় বা জানিয়ে দেয়—
তুমি তাঁ'তে কতখানি কেমনভাবে অনুরক্ত,
আর, সে-অনুরাগ
তোমাকে তাঁর প্রীতিজনক আত্মনিয়মনায়
কতখানি অপরিহার্য্য ক'রে তুলেছে ;
ঐ হ'চ্ছে—
তাঁ'তে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত নিশানা,
এক কথায়, তখন তুমি পরাক্রমী,
তুমি প্রচণ্ড,
তুমি কৃতী,
যা' ধরবে, তাই নিষ্পন্ন করার
আবেগ-উচ্ছল-অনুরতি
তোমাতে জ্বলন্ত হ'য়েই রয়েছে,
ঐ সম্বেগ নিয়ে যা' ধরবে,
তা' পারার সম্ভাবনাই সমধিক । ৭৪৮৮ ।
৫।১।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

সব পাওয়া,
সব চাওয়া,

ঈশ্বরই হউন, আর ইষ্টই হউন—
তাঁর অনুগ্রহ-অবদান
যাই হো'ক না কেন,
দুঃখদ হো'ক
বা সুখপ্রসূই হো'ক তা',
সেগুলির প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রেও
তাঁ'র প্রীতি-পরিচর্য্যা করবার লালসা
যতই তোমাকে পেয়ে ব'সে
তদনুগ কৃতিবিনায়নে
অবাধ্যভাবে নিয়োজিত ক'রে তোলে,—
তুমি সেদিকে স্বতঃ-সন্দীপ্ত অনুনয়নে
ততই উন্নীত হ'য়ে চলেছ,
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয় । ৭৪৮৯ ।
৫।১।১৯৫৬, রাত ৯টা

চাওয়া-পাওয়ার লুব্ধ আকূতির আপূরণায়
যা'তে প্রীতি-তৎপর হ'য়ে উঠেছ তুমি,
ঐ প্রীতি যা'ই হো'ক, যতই হো'ক,
আর যেমনই হো'ক,
তা' কিন্তু
যা' হ'তে তুমি পাচ্ছ,
তা'র প্রতি না,
যা' চাও, তারই প্রতি,
তুমি ফাঁকিবাজির গোলামী করছ তখনও । ৭৪৯০ ।
৫।১।১৯৫৬, রাত ৯-১০

তোমার সব চাওয়া,
সব না-চাওয়া,
সব পাওয়া,
সব না-পাওয়া,
অর্থাৎ সব প্রয়োজন ছাপিয়ে

যখন তোমার প্রিয়পরম-আচার্য্য-অনুরতি
অক্ষুণ্ণভাবে
তর্‌তরে তৎপরতায় চলতে থাকে—
সেবা-সন্দীপনী কৃতি-দীপনায়,
আচার্য্য-প্রয়োজনে,
তখনই তুমি
তাঁতে অর্থাৎ ঈশ্বরে, আচার্য্যে
বা প্রিয়পরমে
নিরন্তর হ'য়ে চলবার উপযুক্ত হও,
আর, তোমার আত্মবিনায়নও
তদনুগ অনুরতির ভিতর-দিয়ে
বিন্যাস লাভ করে। ৭৪৯১।
৬।১।১৯৫৬, সকাল ৮-২৬

অনুরাগ যখন
সেবামুখর কৃতি-উন্মাদনায়
তীক্ষ্ন তর্‌তরে ক'রে
আনন্দাশ্রু বা ক্রন্দন সৃষ্টি করে—
শুভ-সক্রিয় সঙ্কল্প-সম্বোধনায়,—
তা' ভক্তিরই আশীর্ব্বাদ ;
আবার হাস্য, নৃত্য, গীত ইত্যাদি
যদি অমনতর হয়,
তা'ও কিন্তু তা'ই। ৭৪৯২।
৬।১।১৯৫৬, রাত ৭টা

যা'রা প্রিয়পরমকে ভালবাসে,
তাঁর অনুগ্রহ ও প্রীতিপ্রত্যাশায়
প্রলুব্ধ তো হয়ই না,
বরং তাঁর সক্রিয় চর্য্যায় কৃতার্থ হয়,
তা'রা তাঁর অন্তরঙ্গকেও ভালবাসে—
একটা কৃতার্থতার আবেগ-উদ্দীপনী

কৃতি-উদ্যমে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
কিন্তু যা'রা তাঁর অনুগ্রহ ও প্রীতির বড়াই ক'রে
লোকচক্ষুর সম্মুখে
বা তাদের অন্তঃকরণে
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা গুরুগর্ব্বিতাকে
প্রতিষ্ঠা করতে চায়—
প্রিয়-প্রীত্যর্থী সেবানুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,
তা'রা কিন্তু প্রিয়পরমকে ভালবাসে না,
তাঁকে ভালবাসার ভনিতায়
নিজের চাওয়া-পাওয়াকেই ভালবাসে,
তাই, প্রায়শঃই তা' অলস, অস্থির,
সংঘাত-সহনশীল নয়কো ;
কিন্তু যা'রা তাঁকে ভালবেসে
তাঁর সেবানুচর্য্যী সক্রিয়তায়
নিজেকে তাঁতেই উৎসর্জ্জিত ক'রে থাকে,
তা'রা পাওয়া না-পাওয়া,
তাদের প্রতি তাঁর করা বা না-করার খতিয়ান
কিছুই করতে চায় না,
ধারও ধারে না তা'র,
নিজে ক'য়ে, ক'রে, দিয়ে
কৃতার্থ হয়,
আর, সব পাওয়াগুলিকে
তাঁরই পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
নিজেকেই ধন্য ক'রে থাকে ;
তাদের স্পর্শ পরিবেশকেও
অমনতর ধন্য ক'রে থাকে—
সঞ্চালনী আশিস্-উচ্ছল উৎসর্জ্জনার
আবেগদীপ্ত সেবানুরতি নিয়ে ;
শ্রেয় তা'রাই,
ধন্য তা'রাই । ৭৪৯৩ ।
৭।১।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

যে-কাজ গ্রহণ করবে—
তা'কে মুলতবী ক'রে রেখো না,
সুদক্ষ ত্বারিত্যে নিখুঁতভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে ফেল,
আর, ঐ হ'চ্ছে—
যোগ্যতার যোগ-সম্বেগ ;
আর, যা'রা ফেলে রাখে,
তা'দের যোগ্যতা শ্লথ তো হ'য়ে পড়েই,
কৃতি-আবেগও নিথর হ'য়ে ওঠে,
অনুশীলনহারা হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, ব্যত্যয়ী বাক্য, ব্যবহার
বা দরিদ্রতার আমদানী
না হ'য়েই পারে না । ৭৪৯৪ ।
৭।১।১৯৫৬, রাত ৯-২০

ইষ্ট-লালসা তোমার যখন
আগ্রহদীপ্ত উদগ্র—
চাওয়ায় নয়কো,
পাওয়ায় নয়কো,
আদর-অনুগ্রহ লাভে নয়কো,
অলৌকিকভাবে তোমার উদ্দেশ্য
সমাধানের জন্য নয়কো,
তাঁকে ভালবাসার জন্য,
অনুচর্য্যায় উপভোগের জন্য—
সক্রিয় সেবানিরতি নিয়ে,
পালনে, পোষণ-পরিচর্য্যায়
আপূরণী তৎপরতায়
উদাত্ত সক্রিয়তায়
তাঁকে নন্দিত ক'রে
কৃতার্থ হবার জন্য,

তিনি যেমন তোমাকে দেখতে ভালবাসেন,
তেমনি হ'য়ে তাঁকে উৎফুল্ল করবার জন্য,—
তখনই বুঝবে,
তুমি তদনুগ অনুরতির
অনুক্রিয় তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠছই,
আর, তা' না হ'য়েই পারছ না,
আত্মবিনায়ন অমনতরই হ'য়ে উঠছে তোমার ;
এমনতর চলা তোমাকে
সার্থক সন্দীপনায়
সব দিক দিয়ে
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
ঐশ্বর্য্য
আদর-আপ্যায়নায়
তোমার বন্দনাগীতি নিয়ে
তোমাকে উপভোগ করতে
কসুর করবে না,
তোমার ব্যক্তিত্বই
সামসঙ্গীতে ভরপুর হ'য়ে উঠবে,
তোমার চারিত্রিক দ্যুতি
অমর গীতিকায়
অমৃতস্রাবী হ'য়ে
সবাইকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলবেই ;
তোমার এই সার্থক জীবন
সবাইকে সার্থকস্রোতা ক'রে
বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে
দুর্ব্বার হ'য়ে চলতে থাকবে । ৭৪৯৫ ।
৮।১।১৯৫৬, সকাল ৮-৩০

ঈশ্বরেই সমান্তরাল ও বিপরীত যা'-কিছু
অন্বিত অর্থনায়

সাক্ষাৎ লাভ করে। ৭৪৯৬।
৮।১।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

কৃতঘ্নতাকে যে বা যা'রা সমর্থন করে,—
তাদের অন্তরে তো কৃতঘ্নতা বসবাস করেই,
আবার তা ছাড়া, কৃতঘ্নের প্রতি
যে বা যা'রা অনুনয়ী আপ্যায়নায়
সৌজন্য প্রকাশ করে,
তাদেরও আন্তরিক গঠন যে
ঐ আনতি-সম্পন্ন,
তাতে কিন্তু সন্দেহ করবার কিছুই নাই,
কৃতঘ্নের প্রতি ব্যবহার
যতই হৃদ্য হো'ক না কেন,
তা'কে যারা কঠোর সংঘাতে
দলিত না ক'রেই থাকতে পারে না,
সততা বরং সেখানেই। ৭৪৯৭।
১০।১।১৯৫৬, রাত ১০-৪৪

কোন কিছু বুঝবার আগেই
গোঁয়ের খাতিরে
শক্ত থেকো না—
একমাত্র সত্তা-বিপর্য্যয়ী ব্যাপার ছাড়া। ৭৪৯৮।
১১।১।১৯৫৬, সকাল ৭-৩০

কা'রও অযথা বীতরাগের পাত্র
হ'তে যেও না,
যা'রা বীতরাগ সৃষ্টি করে চলতে থাকে,—
তাদের সাত্ত্বিক অনুপোষণা
ক্ষোভান্বিত হ'য়ে চলে,
কারণ, পরিবেশ তাদের প্রতি বিরূপ হ'য়ে ওঠে। ৭৪৯৯।
১১।১।১৯৫৬, সকাল ৭-২৫

তোমার ইষ্টই হউন,
শ্রেয় বা প্রেয়ই হউন,
তাঁদের অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে
তুমি যদি প্রচণ্ড তৎপরতায়
অমর্য্যাদাকারীকে
দলনদীর্ণ ক'রে না তুলতে পারলে—
সুযুক্ত সন্দীপনায়,—
পরাক্রমী সম্বেগ নিয়ে
যে-কোন প্রকারে
তা'র ঐ আক্রুষ্ট আবেগকে
একদম তিরোহিত ক'রে তুলতে না পারলে—
অনুতাপ-উদ্দীপনায় বিনীত ক'রে তা'কে,
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রেয়-আনতি
ক্লীব তো বটেই,
তা ছাড়া, তুমি তাঁতে সুসঙ্গতিশীল নও,
তা'রও প্রমাণ ঐটেই ;

ঐ অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে
চুপ ক'রে থাকা,
নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা,
আপ্যায়নী সৌজন্য প্রকাশ করা,
তা' নিরোধে প্রতিহত না করা মানেই হ'চ্ছে—
তাকে সমর্থন করা,
তা'র ফলে তোমার অন্তর-অনুগতিও
ঐ সংক্রমণ-প্রভাবে
যে প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে খানিকটা,
তা কি আর বলতে হবে ?
তোমার ক্লীব পরিবেদনা
পরাক্রমহারা হ'য়ে
জীবনকে কৃতী ক'রে তুলতে পারবে কমই—
এ কথা কিন্তু অতিনিশ্চয় । ৭৫০০ ।
১১।১।১৯৫৬, সকাল ৭-৫৫

ইষ্টে যা'র আরতি নেই,
সেবানুচর্য্যা নেই,
প্রীতি-প্রবুদ্ধ আত্মনিয়মন নেই,
সন্ধিৎসাপূর্ণ নিদেশ-বাহিতা
বা অনুশীলন-তৎপরতার অভাব যেখানে,
তত্ত্বদৃষ্টি যে তা'র তমসাচ্ছন্ন,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে সুবিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি—
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনায়,—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয় ;

যে তত্ত্ববেত্তা অমনতর,
তা'র আচার্য্যত্ব অন্ধ তমসাচ্ছন্নই হ'য়ে থাকে ;
আর, তত্ত্ব-দৃষ্টি মানে তৎ-ত্ব দৃষ্টি,
যিনি অনুসেবনী আচরণের ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বকে জেনেছেন,
তিনিই তত্ত্ববেত্তা,
তিনিই আচার্য্য । ৭৫০১ ।
১৩।১।১৯৫৬, রাত ১১-১০

সত্তায়, জীবনে
ধর্ম্ম জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনায়, অনুচলনায়,
অনুপোষণী কর্ম্মে ;
তা ছাড়া, ধর্ম্ম কথা যতই শোন,
আর, ঐ ভাবালুতা নিয়ে যতই দিন কাটাও,
তা' কিন্তু ধর্ম্মের অনুশীলন নয়কো,
ধর্ম্মানুগ কর্ম্ম নয়কো,
তাই, তা' তোমার সত্তায়
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
আর, তা' জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না ব'লে
তোমার সাত্ত্বিক ধৃতিও
নিথর হ'য়ে চলে ;

ধার্ম্মিকই যদি হ'তে চাও,
অচ্যুত নিষ্ঠা-সহকারে
তার অনুশাসনগুলিকে অনুশীলন কর,
তদনুগ অনুচলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ
সর্ব্বতোভাবে ;—
সাত্ত্বিক ধৃতি
জীয়ন্ত তর্পণায়
তোমাকে আশিস্-মণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৭৫০২।
১৩।১।১৯৫৬, দুপুর ১২টা

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
শ্রদ্ধার পাত্র যিনি,
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে. নিয়মনে,
অনুবর্ত্তনায়,
সাজে-সজ্জায়, ওঠায়-বসায়,
অনুজ্ঞা-পালনে
ঐ শ্রদ্ধার অনুশীলন যদি
মূর্ত্ত হ'য়ে না উঠল,—
তা' তোমার হৃদয়-আবেগকে,
অন্তঃস্থ যোগাবেগকে,
অনুরতিকে
ধারণই করবে না,
তোমার সত্তা শ্রদ্ধামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না ;
ফলে, একটা শ্রদ্ধাহারা ভাবকালী-সম্পন্ন
শ্লথ ব্যক্তিত্ব-ওয়ালা
জীয়ন্ত কায়িকবস্তার মতন হ'য়ে উঠবে,
শ্রদ্ধার আশিস্ যে সৌন্দর্য্য,
তা' পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠবে না তোমাতে,
আর, তুমিও ঐ অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত হবে না,

পরিবেশের শ্রদ্ধাও তাই তোমাতে
উচ্ছলায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, যেমনতর চাও,
চাহিদামাফিক অনুশীলন করাই
তোমার শ্রেয়—
কল্যাণপ্রসু । ৭৫০৩ ।
১৩।১।১৯৫৬, দুপুর ১২-১০

নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও,
কিন্তু অসৎ কোন-কিছুর
প্রশ্রয় দিও না । ৭৫০৪ ।
১২।১।১৯৫৬, বিকাল ৫-২৫

সুকৃতিকে সম্মান দেওয়া
প্রকৃতিরই বৈধী অভিবাদন,
আর, তা'র ব্যত্যয়ী বিকৃতি হ'চ্ছে
প্রকৃতিরই অভিশাপ । ৭৫০৫ ।
১৬।১।১৯৫৬, বিকাল ৫-২১

কাউকে যদি আপনার ক'রে নিতে চাও,
শুভে সক্রিয় হও—
আদর্শে সার্থক সঙ্গতি রেখে । ৭৫০৬ ।
১৬।১।১৯৫৬, বিকাল ৫-৩৫

ধর্ম্মানুশাসনে
তোমার করণীয় যা'-কিছুকে
অনুশীলনী বিনায়নায়
নিষ্পাদন ক'রে
সাত্ত্বিক শুভ-সার্থকতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল—
এক-সমাহিতি নিয়ে ;

এমনি ক'রেই তোমার জীবনে,
ব্যক্তিত্বে
ধর্ম্ম বাস্তবায়িত হ'য়ে উঠুক,
আর, ধর্ম্ম মানেই সত্তার ধৃতি—
ধারণ, পোষণ। ৭৫০৭।
১৯।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
বাস্তব তৎপরতায়
যদি এই জীবনেই
স্বর্গরচনা করতে পারে—
সার্থক সন্দীপনায়,—
নিশ্চিন্ত থাক—
পরকালে যেমনই হো'ক
আর যাইই হো'ক,
তোমার স্বর্গ অক্ষুণ্ণভাবেই
দেদীপ্যমান থাকবে। ৭৫০৮।
১৯।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০

তুমি মানুষের ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে
সুসংক্রমণী তৎপরতায়
তা'কে স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে
যতই,—
ঐশ্বর্য্যও তোমাকে সেবা করবে তেমনি। ৭৫০৯।
২২।১।১৯৫৬, বিকাল ৫টা

দেখ,
শোন—
ছোট্ট একটু কথা—
তোমার আত্মস্বার্থ-চিন্তা ও চেষ্টা
একদম বরবাদ ক'রে ফেল,

এমন-কি, তোমার জীবন-ধারণ করাও
ইষ্টার্থ-প্রয়োজনে প্রযোজিত হো'ক ;

আর, সঙ্গে সঙ্গে
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চলতে
বদ্ধপরিকর যা'তে হ'য়ে উঠতে পার—
এমনতর সম্বেগকে সতেজ ক'রে রাখ—
চিন্তা, চলনে, ভাবনায়
করণ, কারণে, যা'-কিছুতে ;
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে,
বোধ ও বিবেচনায়
তাঁরই মনোজ্ঞ হবার অনুশীলনে
উদাত্ত হও ;

আত্মস্বার্থ-চিন্তা ও চেষ্টার
কোনপ্রকার কাহিনীকেও
আমল দিও না,
নিবিড়ভাবে এই চেষ্টা ও চলন-অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ ;

দেখবে—
ক্রমশঃই তুমি
এমনতর উদাত্ত প্রেরণার মূর্ত্তপ্রতীক হ'য়ে উঠছ,
যা'তে সকলের কাছেই তুমি
জীবনীয় হ'য়ে উঠবে,
সব প্রয়োজন ইষ্টার্থ-উৎসর্জ্জনায় উথলে উঠে
সামস্তুতিতে তোমাকে অভিবাদন করবে ;
এই এতটুকু মরকোচকে
যদি আয়ত্ত করতে পার,
সার্থকতায় ভরপুর হ'য়ে উঠবে তুমি । ৭৫১০ ।
২৩।১।১৯৫৬, রাত ৭-১০

শোন ঋত্বিক !
শোন অধ্বর্য্যু !

শোন যাজক !
শোন যজমান-জীবন-প্রবর্ত্তক !
স্মিত শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে
কৃতি-তৎপরতায়
সন্ধিৎসু চলনে দেখতে থাক—
কোথায় কেন কেমন ক'রে
দরিদ্রতা লুকিয়ে আছে,
কে উঠতে পারছে না,
কিংবা অভাববিন্ধ অকৃতি নিয়ে
দিন গুজরাচ্ছে,
বিকৃতি ও ব্যাধির দুরত্যয় নিষ্পেষণে
কে বা কারা নিষ্পেষিত হ'চ্ছে ;
এমনতর দেখলে
ঝাঁপিয়ে পড় সেখানে,
তাঁর নামে
উদাত্ত আবেগ-উচ্ছল হ'য়ে
সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে নিরাকৃত ক'রে তুলতে
চেষ্টা কর ;
বেগার দেওয়ার প্রথার
জীয়ন্ত উত্থান হ'য়ে ওঠে যা'তে—
তাই কর,
যা'রা পারগ তাদের কাছ থেকে
কিছু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে
দরিদ্র, দুঃস্থ ও অর্থহীন যা'রা—
তাদিগকে হৃদ্য অনুকম্পায়
সাধ্যমত দেবার ব্যবস্থা কর—
তাদের যোগ্যতাকে ক্রম-উৎসারণশীল ক'রে,
সমর্থ যা'রা—
প্রীতি-পরিচর্য্যা-উচ্ছল ক'রে
তাদের ঐ দানকে

উদাত্ত ক'রে তোল ;

স্বচ্ছল হ'য়েও যারা ব্যয়কুণ্ঠ—
পরার্থে তা'রা সামান্য কিছু দিলেও
অশেষ ধন্যবাদে
তাদের তামস সংকীর্ণতাকে
ক্রম-অপসৃত ক'রে তোল ;

যাদের কিছু নাই—
নিজেদের কোন স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে
সমবেত হ'য়ে
তা'রা যেন পরস্পর পরস্পরের
চাষবাস, ঘরবাড়ী, বাগবাগিচাগুলি
সুন্দর সুসজ্জিত ক'রে তোলে,
আয়-উচ্ছল ক'রে তোলে ;

নজর রেখো—
কেউ যেন দারিদ্র্যদুষ্ট না থাকে,
অভাব-পীড়িত না থাকে ;

এমনতর তৎপরতায়
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
সচ্ছল ক'রে তোল,
উচ্ছল ক'রে তোল,
অনুকম্পায় পারস্পরিকতাকে
ক্তিদীপ্ত ক'রে তোল ;

অভাবের মূঢ় ভঙ্গী
কাউকেও যেন
ধুক্ষাদুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে ;

তা'রা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটেল হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
নিজেদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদ যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক কানায়-কানায় ;

যোগ্যতার যুত-অভিযান

তাদের অন্তরে
এমনতরই স্মিত-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক
যাতে কেউ অনুশীলনকাতর না হয়,
সমাধানী সুখসন্দীপনা
প্রত্যেককেই যেন স্মিতমুখ করে তোলে,
আর, সবাই মিলে
আনন্দ-বীচি-উচ্ছলায়
গেয়ে উঠুক—
'জয়তু পুরুষোত্তম,
বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
উত্তমের অশেষ আলিঙ্গনে
আশিস্-দীপনায়
সবাই ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে
অশেষ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
অমৃত বর্ষণ করুক । ৭৫১১ ।
২৩।১।১৯৫৬, রাত ৭-২০

চাও তো চল—
ঠিক ঠিক তেমনি ক'রে,
দেশকালপাত্রের বৈশিষ্ট্যানুগ
শুভ-বিনায়নে—
অনুচর্য্যার দরদী অনুকম্পায়,
নেওয়া ও দেওয়ার সলীল ছন্দে,—
যা'তে পাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তোলে । ৭৫১২ ।
২৫।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১৫

বেগারপ্রথাকে ত্যাগ ক'রো না,
বরং বিহিত মর্য্যাদায়
পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোল,

পরার্থ-চিন্তা ও চর্য্যাকে বরবাদ ক'রে
স্বার্থ-চিন্তা ও চর্য্যা
কষ্টপ্রসূই হ'য়ে থাকে ;
ঐ বেগার-পরিচর্য্যায়
পারস্পরিকতা বাড়বে,
পরার্থে আত্মনিয়োজনায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার পরিবেশ হ'তে
দারিদ্র্যতা বিদূরিতই হ'তে থাকবে ;
আরো, ঐ পারস্পরিক চিন্তা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাদের সংহতিও শক্ত হ'য়ে উঠবে,
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়
সবাই সবার হ'য়ে উঠবে—
অনুকম্পী স্বতঃ-উৎসারণী
অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, বেগার দেওয়া মানেই
কা'রও কাছে কিছু প্রত্যাশা না ক'রে
তা'র আয় উন্নতি যা'তে হয়,
তা'তে আত্মনিয়োগ ক'রে
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোলা । ৭৫১৩ ।
২৫।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-২৫

যে-পূজা বা যে-আরাধনা
তোমার ব্যক্তিত্বে
ফুটন্ত হ'য়ে না উঠল—
জলুস বিকীরণ ক'রে,—
ঠিক বুঝো—
সে-পূজা হয় নি । ৭৫১৪ ।
২৪।১।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৬

পরমপিতাকে ভালবাস—
তোমার হৃদয়ের যা'-কিছু
সবটুকু নিয়ে,
ঐ ভালবাসার
অংশীদার সৃষ্টি করতে যেও না,
অমনতর করলে
সর্ব্বতোভাবে তাঁতে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
আর, যা'কেই ভালবাস না কেন,
তা' যেন চিরদিন তাঁরই জন্য হয় । ৭৫১৫ ।
২৬।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১০

যুক্তির পরিচর্য্যায় যে-প্রীতি গজিয়ে ওঠে,—
তা' প্রীতির মক্‌স,
আর, প্রীতির ভিত্তিতে
যে-যুক্তি গজিয়ে ওঠে,
তা' প্রীতিরই অভিজ্ঞান । ৭৫১৬ ।
২৬।১।১৯৫৬, রাত ৮-৩০

প্রীতি যখন দরদী অনুকম্পায়
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
প্রিয়ের শুভ-অনুধ্যায়িতায়
স্বতঃ-সম্বেগে নিয়োজিত হ'য়ে
চলতে থাকে,
তখনই তা'র আগ্রহ জন্মে
বহুদর্শিতার উপর,
নীতিবিধির উপর,
ধর্ম্মানুচর্য্যায়—
প্রিয়-অর্চ্চন-তৎপরতায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলতে ;

আর, তাইই হ'য়ে ওঠে তা'র কাছে
তৃপ্তির সুখপ্রয়াস। ৭৫১৭।
২৭।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৫

কেউ তোমাকে ভালই ভাবুক
বা মন্দই ভাবুক,
বিদ্রুপই করুক
বা উপহাসই করুক,
তুমি সেদিকে অযথা উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ
হ'তে যেও না,
আর, তা' নিয়ে অযথা
কষাকষিও করতে যেও না ;
তুমি সবারই সাথে
হৃদ্য ব্যবহার ও হৃদ্য অনুচর্য্যার
সংস্রব রেখে চ'লো ;
আর, ঠিক ভেবো—
তোমার প্রেয় ব'লে যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র পক্ষে যে যেমনতর প্রয়োজনীয়,
পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তিপ্রসূ,
তাঁর সংরক্ষণে, সম্পূরণে, সম্পোষণে
কৃতিমুখর যে যেমন যত—
নিরন্তরতা নিয়ে,—
সেই তোমার আপন ততখানি ;
তা'র সেবা ও শুশ্রূষা-পরায়ণ
নিজেকে যতখানি ক'রে তুলতে পার—
এমনভাবে
যা'তে সে বা অন্য কেউ
অস্বস্তি অনুভব করার মত
বিহিত কারণ না পায়,
তা' তোমার পক্ষে ততই কল্যাণপ্রসূ ;

নয়তো, কে তোমায় কেমন ভাবে,
কেমন করে,—
এই দেখে যদি চলতে চাও,
অযথা ধারণার অভিভূতি নিয়ে
তুমি নিজেকেই ভারাক্রান্ত
ক'রে তুলতে থাকবে ;
তাই বলি—অমনতর সহজ চলনায়
চলতে থাক,
হৃদ্য হও সবারই,
স্বস্তি পাবে,
সুখী হবে । ৭৫১৮ ।
২৮।১।১৯৫৬, বেলা ১০-৩০

তোমার শ্রেয়ই হোন,
প্রেয়ই হোন,
আচার্য্য বা ইষ্টই হোন,
যিনি তোমার জীবনের মুখ্য কেন্দ্র,
তাঁর কোন নির্দেশ
সমীচীনভাবে
উপযুক্ত ত্বরিত্যে
নির্ব্বাহ ও নিষ্পন্ন করতে
যদি না পার—
উপযুক্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
বিহিত হৃদ্য চলনে,—
ঠিকই জেনো—
জীবনের একটা মহান সুযোগ তুমি হারালে,
এবং ভবিষ্যতেও হারাবার সম্ভাবনা বেশী ;
ঐ নির্ব্বাহ তোমাকে
যেমন ক'রে বহন করতে পারত,
তা' আর সহজে পারবে না,

কারণ, তুমি তা'কে
অর্থাৎ তোমার অন্তর্নিহিত
আগ্রহ-উচ্ছল উদ্দীপনাকে
অন্যায্য ব্যবহারে খঞ্জ ক'রে তুলেছ—
নিজেরই স্বার্থান্ধ চাহিদা-সংঘাতে । ৭৫১৯ ।
২৮।১।১৯৫৬, রাত ৬-৪৫

যা'রা সেবা-সন্ধিৎসু অর্জ্জন-উন্মুখ,—
তা'রা অল্পমাত্র প্রেরণা বা সাহায্য পেলেই
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে
নিজের ও অন্যের
সত্তাপোষণার সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে,
অনুচর্য্যী উৎসারণায়
পার তো তাদের সাহায্য কর ;
আর, যাদের সাহায্য করলে
বা অনুপ্রেরিত ক'রে তুললে
গৌণে অর্জ্জন-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
পরিচর্য্যায় দ্বিতীয় স্থান তাদেরই ;
অর্জ্জন-সম্ভাব্যতা আছে যা'দের—
তাদের সাহায্য করলে
অনেকে পরিপোষিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, সর্ব্বাগ্রে এদের সাহায্য ক'রে
অন্যকে যতটা পার কর ;
এদের জন্য না ক'রে,
যা'দের দ্বারা তা'রা নিজেরা বা অপরে
কেউই পরিপোষিত হয় না—
তাদের যতই সাহায্য কর,
তা'রা কিছুতেই অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে না,
বরং তা'রা তোমাতে নির্ভরশীল হ'য়ে
না-পারার খেলোয়াড় হ'য়ে দিন কাটাবে ;
তা'দের সাহায্যের পরিমাণ

অন্যায্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে যতই,
দেউলিয়ার পথে অগ্রসর হ'তে থাকবে তেমনতর,
কারণ, তাদের লোকপরিচর্য্যার প্রবৃত্তি কম,
তা'রা পোষক হ'তে চায় না,
শোষক হ'য়েই দিন কাটাতে চায়—
নানারকম খেয়ালের দার্শনিক ভাঁওতায়
বা অজুহাতের বায়নায়
অন্যকে ধাঁধিয়ে দিয়ে ;
তাই, মিতি-বিবেচনা নিয়ে
যেখানে যেমন করবার তাইই কর ;
মনে রেখো—
যা'দের সাহায্য করলে বা সুযোগ দিলে
সাধু সন্দীপনায় কৃতী হ'য়ে উঠবে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে,
তা'রাই তোমার সাহায্যের
প্রথম ও প্রধান স্থান। ৭৫২০।
৩১।১।১৯৫৬, দুপুর ১২টা

অনুচর্য্যাহারা ভিক্ষা
ও দীক্ষাহারা শিক্ষা—
দুইই বন্ধ্যা ও ব্যত্যয়ী। ৭৫২১।
৩১।১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১০

যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করতে যেও না—
দাম্ভিক দর্পে,
অবিমৃষ্যকারিতায় ;
বরং সব যা'-কিছুর জন্য
প্রয়োজনকে উপচিয়েও
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো,
অভিবাদনে জয়কেই আমন্ত্রণ কর—
হৃদয়-উৎসারণী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,

দক্ষকুশল আপ্যায়নার
কৃতিমুখর উৎসারণী অনুবেদনায়,—
যেন তোমাকে পেয়ে
সবাই তৃপ্তি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ব্যক্তিত্বের বোধনদীপ্ত শৌর্য্য-বিকীরণায়,
সত্তার স্বস্তি-সম্পোষণে,
আযোজিত গতি-উচ্ছলায় । ৭৫২২ ।
৩১।১।১৯৫৬, রাত ৮-৪৫

প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যথাসম্ভব
দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল,
বরং এমনভাবে হৃদ্য আপ্যায়নী
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
কুশলকৌশলী দক্ষ প্রস্তুতির সাথে,—
যা'র ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বী সরাসরি
বেশ ক'রে বোধ করতে পারে—
তুমি তা'র পক্ষে
একজন জীবনীয় স্বার্থ,
তোমার উন্নতি ও খ্যাতি
তা'র উন্নতি ও খ্যাতির
সরাসরিভাবে একমাত্র পন্থা,
যেমনতর পন্থা খুঁজে পেতে
সে কমই পেতে পারে ;
সুসন্ধিৎসু বহুদর্শিতা নিয়ে
কুশল হৃদ্যতায়
উপযুক্ত উপযোজনায়
এসবগুলি নিষ্পন্ন করতে সচেষ্ট থাক—
সময়মাফিক সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে
অসৎ যা'-কিছুকে
কূটচর্য্যায় নিরোধ ক'রে,

একটা হৃদ্য সেবামুখর সন্দীপনায়
পরিস্থিতিকে তোমার আদর্শে
সংহত ক'রে তুলে ;
এমনতর আচরণ ও অনুচলন
বৈরী বিড়ম্বনা থেকে
তোমাকে অনেকখানি
বাঁচিয়েই চলতে থাকবে,
বিধ্বস্ত-বিমর্দ্দিত হবে কমই তুমি ;
ধী-দক্ষ সুবিবেকী
জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে চল—
শ্রেয়নিষ্ঠ একমনা আনতি-তৎপরতার সহিত
কল্যাণ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
নিজেকে দুর্গতি-বেষ্টিত না রেখে
বা ক'রে ;—
দেখবে—
উন্নতির দ্রুত আবাহন
তোমাকে দীপন-প্রতিভায়
আরতিই ক'রে চলবে । ৭৫২৩ ।
৩১।১।১৯৫৬, রাত ১০-৩৫

যখনই দেখছ—
যাঁকে তুমি প্রিয়পরম ব'লে ভাব,
বা পুরুষোত্তম ব'লে স্বীকার কর,
বা সর্ব্বতোভাবে
শ্রেয়-পুরুষ ব'লে মেনে নিয়েছ,
তাঁর মনোজ্ঞ অনুচলনে চলতে
এতটুকু খাঁকতি থাকলেই
তোমার খুবই কষ্ট হ'চ্ছে,
সেই চলনে না চ'লেই থাকতে পারছ না—
স্বতঃ-উচ্ছল একমনা অনুনয়নী তৎপরতায়,
আর, তিনি যা'-কিছুকে পছন্দ করেন,—

সেগুলি তোমার স্বতঃই ভাল লেগে থাকে,
এবং সব যা'-কিছুকে
তাঁর শুভপ্রসূ করতে
নিজেকে কৃতিতৎপর ক'রে তুলেছ,
তোমার অভ্যাস, বোধনা ও কর্ম্মসন্দীপনাকে
দক্ষ সাবুদ ক'রে
ঐ প্রিয়তেই অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তুলেছ
বা না তুলেই তোমার উপায় নেইকো,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার জীবনপথে
প্রীতি তোমার নিয়ামক হ'য়ে উঠেছে—
শুভ সঙ্গতির সার্থক অনুদীপনায়,
মুক্তি
স্মিত বদনে
প্রতিটি পদক্ষেপেই
তোমাকে অভ্যর্থনা করছে। ৭৫২৪।
৫।২।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ার আবেগ
যা'র যেমন পেয়ে বসে,
যোগ্যতাও তা'কে তেমনি আগলে ধরে। ৭৫২৫।
৫।২।১৯৫৬, রাত ৮-১০

চাও,
কিন্তু চাহিদা-অনুগ চলনে চলতে গেলেই
ভোঁতা হ'য়ে পড়,
নানা অজুহাতে
না পারাকে সমর্থন কর,
তা'র মানে—
তোমার চাওয়ায় আবেগ নেইকো,

তাই, তা' জীয়ন্তও নয়,
ও-চাওয়া চাহিদার টপ্‌্পোনবিশী
খামখেয়াল মাত্র ;
ঐ ভাঁওতাবাজি—
যা' তোমার ভাল লাগে
তা' পাওয়ার বাহানা বা কারসাজি মাত্র । ৭৫২৬ ।
৫।২।১৯৫৬, রাত ৮-২৫

যেখানে শ্রেয়পূজা বা শ্রেয়প্রীতি
চর্য্যানিরত হ'য়েও
স্বার্থচাহিদা-ক্ষরণমুখর,
চাহিদারই আপূরণায়
কথা প্রিয়-গুণ-গীতিভরা—
কিন্তু অনুশীলন শিথিল,
যেখানে সে ভাবে—
ভক্তির মোসাহেবী চলনায় চ'লে
তা'র স্বার্থ-চাহিদা যা'-কিছু
আকাশ ফুঁড়ে পড়বে,
এক কথায়, কৃতিমুখর চলনাকে বাদ দিয়ে
যে কথার ছলিকায়
বাজীমাৎ করতে চায়,
সেখানে প্রীতি বা শ্রদ্ধা আদৌ নেইকো,
এতটুকু সংঘাত সে সইতে পারবে না,
ভেঙ্গেচুরে তছনছ হ'য়ে
সে অন্যমার্গী হবেই কি হবে ;
এমনতরদের সংস্রবও
মানুষকে নীচমনা ক'রে তোলে,
অধঃ-পন্থী ক'রে তোলে—
ঐ ভাঁওতাবাজি ভড়ংএ ;
সাবধান । ৭৫২৭ ।
৫।২।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

পাকিস্থানে উৎসব-উপলক্ষে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী।

জীবন চায় ধৃতি,
ধারণ-পোষণ—
তা'র গতিপথে
নিজের সত্তা-সংস্থিতির
উপকরণ সংগ্রহ করতে করতে,
—সেই চলনে চলতে চলতে
সম্বর্দ্ধনে উধাও চলনে চলতে চায়—
লীলায়িত ছন্দে
জীবনকে উপভোগ করতে করতে
আকুল উন্মাদনায়
অনন্তের দিকে ;
তাই, সবারই পরম আকূতি—
বেঁচে থাকা, বেড়ে চলা,
আর, এই অস্তি-বৃদ্ধির ধৃতিই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম,
তাই, সব জীবনেরই ধর্ম্ম ঐ একই ;
আর, ঈশ্বরই হ'চ্ছেন
এই ধারণপোষণার পরম উৎস ;
সবাই চায়—
সংস্থিতিতে সংস্থ হ'য়ে
গতি-উৎসারণায়
ধারণ-পোষণী সম্বেগ নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায়
আরো হ'তে আরোতে
উচ্ছল চলনে চ'লে
সেই পরমার্থ ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে
জীবনে কৃতার্থ হ'তে ;

তাই, পারস্পরিক কৃতিমুখর
অনুপোষণী শুভ-সম্বেদনায়
সুসংহত হ'য়ে
সবাইকে সবার
উৎসারণী উৎসর্জ্জনে
অবাধ ক'রে তুলে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ধৃতি-চলনে চলতে থাক তোমরা ;

ঈশ্বরই পরম পুরুষ,
আর, তাঁর প্রেরিত পরমদেবতাই হ'চ্ছেন—
ব্যক্ত প্রিয়পরম যিনি,
প্রেরিতপুরুষ যিনি ;

সব প্রেরিতই
ঐ প্রিয়পরমেরই পরম প্রেরণা,
আর, প্রাচীন সবাই—
বর্ত্তমান যিনি
তাঁতে পরাবর্ত্তনায় অবস্থিত—
জাগ্রত অনুবেদনায়,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;

তাঁরই অনুগতি নিয়ে
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
কৃতিদীপ্ত অনুশীলনী অনুচর্য্যায়
ঐ ধৃতিকে,
ধর্ম্মকে
পরিপালন ক'রে চলতে থাক ;

আশিস্-উচ্ছল সার্থকতায়
সুদীপ্ত সেবানুচর্য্যী
অনুকম্পী তাৎপর্য্যে
সংহতির সামগানে
দীপ্ত নর্ত্তন নিয়ে
সেই অনন্তের দিকে চল,

ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, তিনিই পরমার্থ ;
তোমরা সুখে থাক,
সম্বর্দ্ধিত হও,
প্রীতিপ্রসন্ন অহিংস হও,
অসৎ-নিরোধী হও,
পরিবার, পরিজন ও পরিবেশ নিয়ে
অমৃতভোগদীপনায়
উৎসারিত চলনে চলতে থাক—
জীবনকে তাঁরই নৈবেদ্য ক'রে,—
আমার পরমকারুণিক যিনি
তাঁরই চরণে
এইই আমার একান্ত প্রার্থনা । ৭৫২৮ ।
৬।২।১৯৫৬, সকাল ১০-২৫

যা'রা নিজের অভাব-অনটনের কথা,
অপমান-অমর্য্যাদার কথা,
বিপদ-বিধ্বস্তির কথা,
স্বার্থ-সম্ভূত দৈন্যের কথা
বা দর্পী আত্মগৌরবের কথা
কেবল লোকের কাছে বলে বেড়ায়,
তা'রা লোক-অন্তরে
অমনতরই অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে,
আর, অমনি ক'রেই
তা'রা সাধারণতঃ অনেকের কাছেই
তাচ্ছীল্যের পাত্র হ'য়ে ওঠে । ৭৫২৯ ।
৬।২।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

যে তোমাকে পেয়ে তৃপ্ত হয়,
অনুচর্য্যা ক'রে ও সঙ্গতিতে
কৃতকৃতার্থ হয়,

আপ্যায়নী তৎপরতায়
তোমার মনোজ্ঞ চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ধন্য মনে করে,
এক কথায়, তোমার ধৃতিতে
নিজের ধৃতিকে
শুভপ্রসূ সৌষ্ঠবমণ্ডিত মনে করে,
যে তোমাকে দিয়ে খুশী হয়,
তোমার প্রীতি-অবদান পেলেও তৃপ্ত হয়,
কিন্তু তোমার কোন অপচয়ে দুঃখিত হয়,
যে ধরাই দিতে চায়,
তোমাকে তাতে লুব্ধ ক'রে
নিজেকে দূরে রেখে কিছুতেই সুখী হয় না,
এক কথায়, তুমিই যা'র সত্তার জীয়ন্ত ভূমি,—
তা'কেই আপনার ব'লে জেনো ;
এমনতর যে
সে তোমাকে
কোনরকমে বিব্রত করবে কমই । ৭৫৩০ ।
৬।২।১৯৫৬, রাত ৭-৩৫

তোমার অন্তর্নিহিত সম্বেগ
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ধারণ, পালন ও পোষণ-প্রবর্ত্তনে
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে যতই উঠবে—
যেমনতরভাবে,
হৃদ্য পরিবেষণে,
লোকরঞ্জনী অনুসেবনায়,—
ঐশী আশিস্‌ও তোমার ব্যক্তিত্বে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি তৎপরতায়,

বোধন-অর্থনার মাঙ্গল্য অভিযানে
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে ;
স্বকেন্দ্রিক অনুচর্য্যী উপচয়ী
এই কৃতিবর্দ্ধনাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরের উদাত্ত আশিস্,
যা' করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ায় পর্য্যবসিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে পাওয়ায় প্রদীপ্ত করে তোলে—
সাধু সঙ্কর্ষণের ভিতর-দিয়ে
বিনায়নী বিভূতি নিয়ে। ৭৫৩১।
৬।২।১৯৫৬, রাত ১০-২০

তোমার তপস্যার ক্ষেত্র সেখানেই—
যেখানে মানুষ তোমাকে ঘৃণা করে,
বিদ্বেষ করে,
বিদ্রূপ করে,
তাচ্ছীল্য করে,
যেখানে তুমি অকৃতকার্য্য ;
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনা নিয়ে
তাদিগকে বিনায়িত করা—
কুশল চাতুর্য্যে,
ও নিজে বোধ-বিনায়িত হ'য়ে ওঠা,
ইষ্টানুগ পরিচর্য্যা-নিরতির ভিতর দিয়ে
তাদিগকে প্রীতি ও কৃতিপ্রসন্ন ক'রে তোলা,
ও যে সব ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হ'য়েছ
তা'তে কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
তপঃ-সিদ্ধি। ৭৫৩২।
৭।২।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৫

প্রতিটি পরিবারে
পর্ব্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক উন্নতি যদিও হয়,

কিন্তু আদর্শ-অনুগ ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুশীলন নিয়ে
গণ-জীবন যদি
সুসংহত সার্থক সঙ্গতির সহিত
পারস্পরিক সক্রিয় অনুধ্যায়ী অনুকম্পায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধৃতি-পরায়ণ না হয়,
অর্থাৎ দরদী ধারণ-পোষণ-অনুচর্য্যী
না হ'য়ে ওঠে—
ঐ আদর্শ-সংহিতি নিয়ে,
সমীচীন পরিণয়ে
উৎকর্ষী যোগ্যতা-সম্পন্ন জৈবী-সংস্থিতির
অধিকারী হ'য়ে,—
গণজীবন কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠে না ;
আদর্শে যা'রা সংহত হ'য়ে ওঠে নি—
স্বভাবতঃই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে তা'রা,
আর, ঐক্য যেখানে নেই—
শক্তিকেও সেখানে
অশক্ত হ'য়ে উঠতেই দেখা যায় ;
ঐ আদর্শহীন সংহতিহারা অর্থনৈতিকতার
উচ্ছলা-অনুবর্দ্ধন
ভোগ্য হয় তাদেরই,
যা'রা আদর্শ-সংহত
সার্থক সঙ্গতিবান হ'য়ে
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির
অধিকারী হ'য়ে উঠেছে
বা হ'য়ে আছে—
বর্দ্ধনশীল উপযুক্ত জৈবী-সংস্থিতির
আমদানী ক'রে ;
তাই, তোমাদের জীবনকে
সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

আদর্শের পূজারী ক'রে তোল—
ধর্ম্মানুগ অনুচলনে
জীবনকে তাঁরই নৈবেদ্য ক'রে,—
ঐক্য, শক্তি, ঐশ্বর্য্যের
অঢেল উচ্ছলায়
জীবন ও বর্দ্ধনার উপভোগী হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ চলনে চলতে থাকবে ;
স্বস্তি স্বয়ম্ভূ হ'য়ে
তোমাদের সত্তায় অধিষ্ঠিত রইবে। ৭৫৩৩।
১১।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-২৫

বেশ ক'রে স্মরণে রেখো—
জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে,
অন্ততঃ তোমার পরিবেশে
নিকটতম প্রতিবেশী যা'রা,
তাদের কেউ আদর্শহীন,
অনুশীলন-বিহীন,
অর্চ্চনাবিহীন,
অভাব-অনটনক্লিষ্ট,
অভুক্ত,
যোগ্যতাহারা,
পাপদুষ্ট,
দারিদ্র্যপীড়িত,
এক কথায়, অশন-বসনহারা,
বিধ্বস্তি-বিমর্দ্দিত—
ইত্যাকারে মরণপন্থী হ'য়ে না থাকে ;
যত যথাসম্ভব পার,
তোমার ধান্ধায় তুমি যেমন ফের,
তাদের ধান্ধা নিয়ে
কৃতিতৎপর অনুবেদনায়
অনুকম্পী হ'য়ে দেখো—

কেমন ক'রে কা'কে, কোন্ পথে
উৎকর্ষে বিনায়িত ক'রে
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলতে পার ;
একমুঠো অন্ন দিয়ে,
পরিধেয় দিয়ে,
কর্ম্মে নিযুক্ত ক'রে,
যা'কে যেমন সম্ভব
তেমনি ক'রেই তা'কে
সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষী ক'রে তুলতে
সচেষ্ট হও ;
যথাসম্ভব হৃদ্য অনুকম্পায়
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
তাদিগকে স্বস্তির পথে
নিয়োজিত কর ;
তোমার খাওয়া-পরা হ'লো,
সুখে-স্বচ্ছন্দে রইলে,
তাহ'লেই যে তোমার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রইবে
তা' কিন্তু নয় ;
তোমার পরিবেশকে ভরসা দাও,
আশায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
কৃতিতৎপর ক'রে তোল,
তোমার অন্নবস্ত্র হ'তে
তাদের একমুঠো অন্ন দাও,
একখানা বস্ত্র দাও,
আর, এমনতর যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তোল,
যা'তে অনায়াসেই তা'রা
তাদের প্রয়োজনীয় যা'
তা' অর্জ্জন করতে পারে ;
তুমি ভুক্ত থেকে
তা'রা যদি অভুক্ত থাকে,
তোমার অন্ন

তোমার অর্ঘ্য
তোমার নৈবেদ্য
বাসুদেবকে নন্দিত ক'রে তুলতে
পারবে না কিন্তু ;
তা'দের অনুচর্য্যা কর,
বাসুদেব নন্দিত হ'য়ে উঠুন,
তোমার যোগ্যতার জয়জয়কার হো'ক ;
স্বস্তির পুষ্পবৃষ্টি
তোমাদের মঙ্গল-অভিযানকে
সার্থক ক'রে তুলুক। ৭৫৩৪।
১১।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১৫

যে-মন্দিরে
প্রীতি বা ভক্তিকে ভাঙ্গিয়ে
কেনাবেচা করতে যাও,
সে-মন্দির
তোমার সাত্ত্বিক উৎসর্জ্জনার জন্য নয়কো,
কেন না, তোমার অন্তর্দেবতা সেখানে নিদ্রিত ;
কিন্তু যেখানে অর্ঘ্য বা নৈবেদ্যের শুভ অর্পণ
তোমার হৃদয়কে নন্দিত ক'রে তোলে,—
পাবার প্রলোভনকে
হতভম্ব ক'রে,—
সে-মন্দির তোমার সাত্ত্বিক উৎসারণার—
এটা কিন্তু নিছক সত্য,
কারণ, তোমার অন্তর্দেবতা জাগ্রত সেখানে—
বর ও অভয়ের কৃতিপ্রেরণা নিয়ে। ৭৫৩৫।
১৬।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪৫

কারো প্রীতিপ্রসন্ন অবদান
যদি কিছু পাও,
তা'কে তোমার লুব্ধ প্রত্যাশার আসনে বসিয়ে

প্রত্যাশা-চরিতার্থতার পূজারী
ক'রে তুলতে যেও না,
ঠকবে কিন্তু ;
বরং আবেগ-উৎসারণার সহিত
তা'র স্বস্তিচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত কর—
আত্মপ্রত্যাশা বা সুখপ্রত্যাশা
পরিহার ক'রে ;
আর, তাতেই নিজেকে
উৎফুল্ল ও তৃপ্ত রাখতে
যত্নশীল থেকো,
ভাগ্য তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে চলবে । ৭৫৩৬ ।
১৬।২।১৯৫৬, রাত ৭-৫

তোমার স্বার্থই যেখানে প্রিয়-প্রীতি,
প্রিয়-অনুচর্য্যাই যেখানে
তোমার সত্তার কৃতি-তর্পণ,
তোমার স্বতঃ-নিয়ন্ত্রণী অর্জ্জনামাত্রই
যেখানে তাঁর নৈবেদ্য,
প্রিয়ের উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাই
যেখানে আত্মনিয়োজনার উদাত্ত কৃতি-সম্বেগ,
তৎ-সমাধানই যেখানে তোমার
স্বস্তি-প্রস্বস্তি,
প্রীতির পণ্যে যেখানে প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষা নাই,
কিন্তু প্রিয়ের প্রীতিমুখর অবদান
যেখানে তোমার কাছে তাঁর পরম প্রীতিপ্রসাদ,
তোমার স্বার্থও সেখানে অর্থান্বিত হ'য়ে
বোধন-সঙ্গতিতে
অমৃত-তপাই হ'য়ে চলবে । ৭৫৩৭ ।
১৭।২।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

যা' হ'তে বা পেতে
যেমনতর নিষ্ঠা, আবেগ ও অনুশীলনের প্রয়োজন,
তা' যদি না থাকে,
কিংবা তা'তে যদি অভ্যস্ত না হও,
ঐ হওয়া বা পাওয়া
তোমার সত্তায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে নি—
এটা কিন্তু ঠিকই ;
তা' না হ'য়েও যদি পাও,
তোমার সে-পাওয়া অবাস্তব । ৭৫৩৮ ।
১৮।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৩৫

যাঁকে তুমি তোমার জীবনের
মুখ্য আশ্রয় ব'লে
অবলম্বন করেছ,
কোন কারণে, এমন কি
কাউকে ভয় দেখাবার জন্যও
এমন কথা মনে ভেবো না
বা এমন কথা মুখে এনো না
যে, বিশেষ ব্যাপারে
তাঁ'র কোনপ্রকার নির্দেশ পেলেও
তা' তুমি অগ্রাহ্য করবে,
তাঁ'র কথা শুনবে না
বা তদনুগ চলনে চলবে না,
কাজে অমনতর করা তো দূরের কথা ;
অমনতর যদি ভাব বা বল,
তবে ঠিক জেনো—
কোন দুঃসময়ে পড়লে
ঐ ব্যত্যয়ী কথা
তাঁ' হ'তে তোমাকে বিযুক্ত ক'রে
তোমার নিষ্কৃতির পথ

বা নিষ্কৃতির আবেগকে
সুক্রিয় হ'তে দেবে না ;
নিজের অতটুকু ক্রিয়াও
লহমার জন্য সজাগ হ'য়ে উঠে
তোমাকে দুঃস্থির দিকে
এগিয়েই দিতে থাকবে,
সাবধান ! ৭৫৩৯ ।
২১।২।১৯৫৬, রাত ১০টা

বাদলুব্ধ হ'তে যেও না,
বা বাদভেকীও হ'তে যেও না,
বরং যে-বাদেরই সম্মুখীন হও না কেন,
তা'কে বোঝ—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
সুবিনায়নায়,
তা' অস্তি-বৃদ্ধির পক্ষে উপচয়ী কিনা,
বাস্তব যুক্তিতে সঙ্গতিশীল কিনা—
বুঝে, জেনে,
তা'র কতখানি তোমার শুভপ্রসূ,
আর, কতখানি বা নয়কো,
তা' ঠিক ক'রে
তেমনি ক'রেই তা'কে গ্রহণ ক'রো—
তোমার প্রিয়পরম বা আচার্য্যের
সার্থক অভিনন্দনায় ;
তবেই উপকৃত হওয়া সম্ভব,
নয়তো, ব্যত্যয়ী বিকৃতির হাতে প'ড়ে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হবে ;
আর, এই সঙ্কল্পে যদি সম্বুদ্ধ থাক—
অটুট নিষ্ঠায়,
অনুশীলন-তৎপরতায়,

তা' তোমার সত্তা-পরিপোষণী হ'য়ে
শুভকেই আমন্ত্রণ করবে ;
বাদলুব্ধ দুর্ব্বলচেতারা
অজ্ঞ অভিনিবেশে অনুশায়িত হ'য়ে
নিজেদের প্রতারিত ক'রে থাকে ;
তাই, সদ্‌গুরু-সন্নিধানে এসে
তাঁকে তোমার সঙ্কীর্ণ বাদের মাপকাঠিতে
মাপতে যেও না,
বঞ্চিত হবে ;
অমনতর মনোভাব যদি তোমাতে থাকে,
তুমি দীক্ষার উপযোগিতাই লাভ কর নি,
সে-দীক্ষা তোমাকে
দক্ষ ক'রে তুলবে না—
ঠিক জেনো। ৭৫৪০।
২৩।২।১৯৫৬, বিকাল ৪-৫৫

য়া'রা ভাবালুতাকেই
শান্তি-আখ্যায় আখ্যায়িত করে,
পাগলামিই তা'র সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ;
তা'রা জানে না—
সুযুক্ত একমনা সাম্য-সম্বেগই
শান্তির হোতা। ৭৫৪১।
২৩।২।১৯৫৬, বিকাল ৪-৫৮

ইষ্টার্থ-প্রদীপনী নির্দ্ধারিত কর্ম্মের
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে
তা'র ধৃতি,
আর, ঐ ধৃতি যখনই
তোমার ও অন্যের অস্তি-বৃদ্ধিকে

ধারণ-পালনে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা' ধর্ম্ম্য। ৭৫৪২।
২৩।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-২৫

যা'রা প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার বাহানা নিতে
বা দাম্ভিক উৎক্রমণী প্রয়াসে
অচ্যুত সুনিষ্ঠ কৃতি-তৎপর
আত্মনিবেদনকে উপেক্ষা ক'রে
আচার্য্য গ্রহণ করে—
অনুগতিবিহীন ধারণার
খেয়াল-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে,
তদনুচর্য্যী ত্যাগ-হীন ভক্তুল ভঙ্গীতে,
বাদলুব্ধ বিকৃতির অনুশায়নায়,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী ধরাছাড়ার
খামখেয়ালী তর্জ্জমা নিয়ে,
নাম, যশ বা দাম্ভিক উৎক্রমণের
অভিনয় ক'রে,—
তা'রা ভক্তির ভাবালু গর্ভস্রাব ;
তাদের এমনতর তিক্ত অনুচলন
আচার্য্যকে তো ক্ষুব্ধ ক'রেই,
তাদের ঐ উন্নতির প্রয়াসও
অজ্ঞ ধান্ধার অনুসেবনায়
প্রবৃত্তি-চরিতার্থী প্রস্বস্তি নিয়ে
শান্তির ভাঁওতায়
তাদিগকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে থাকে ;
তা'রা নিজের শত্রু তো বটেই,
অন্যেরও তা'ই,
তাদের স্পর্শেও উন্নতি
ন্যক্কারস্পৃষ্ট হ'য়ে থাকে ;
তুমি উন্নতি যদি চাও,
অমনতর পথ কখনও অবলম্বন ক'রো না,

অমনতর লোকের সংস্রব
এড়িয়ে যত চলতে পার,
ততই ভাল,
কিংবা অসৎ-নিরোধে
ঐ প্রবৃত্তিকে ধূলিসাৎ যদি করতে পার—
নিজে সুনিষ্ঠ একমনা অনুনয়নী অনুশীলনায়
উচ্ছল ও উদ্দীপ্ত থেকে,—
তা' আরো ভাল। ৭৫৪৩।
২৩।২।১৯৫৬, রাত ৮টা

যিনি পুরুষোত্তম—
উত্তম আপূরক,
তিনিই লোকজীবনের প্রিয়পরম—
অস্তিবৃদ্ধির উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণা,
প্রাচীন ও নবীনের সার্থক অন্বিত সঙ্গতি,
বৈধী বিধায়না তিনিই,
বিকৃতির শুভ বিনায়ক,
তিনিই স্বতঃস্ফূর্ত্ত লোকগুরু,
লোকনেতা,
তিনিই আদর্শ,
পরম আচার্য্যও তিনিই,
অস্তিবৃদ্ধির বিহিত বিগ্রহ,
সমস্ত গুরুদেরও গুরু,
প্রাচীনের সত্তাসঙ্গত জীয়ন্ত মূর্ত্তি—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
সুযোগ্য প্রদীপনায়,
তাই, তিনিই পরমপূজ্য,
পরম অগ্নিমুখ,
জীবের জীবনাগ্নি স্বরূপ ;
দুর্ভাগ্য তাদের—
আলিঙ্গনবন্ধ না হ'য়ে

তাঁর প্রতি অসূয়াপরবশ যা'রা,
বিদ্বিষ্ট বিকারে
তাঁর অনুসরণ না ক'রে
অন্যকে যা'রা আশ্রয় ক'রে চলে,
নরাধম, অপরাধী, বিকৃত তা'রা,
পাপী তা'রা ;
তাঁর দর্শনবাণী
কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নি ;
কোনদিন হয়ও না,
বর্ত্তমানেও নয়,
বরং তা'
অনেক যা'-কিছু মহতী কালে
বিভ্রষ্ট হ'য়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেগুলিকে সুবিনায়নায়
সুশৃঙ্খল ক'রে তোলে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তাই, তিনি পূর্ব্বতনদেরও গুরু ;
তাঁকে যদি পাও,
তোমার যা'-কিছুকে
তাঁতেই উৎসর্গ ক'রে
তাঁরই অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চল—
অনুশীলনার উদ্দাম আবেগ নিয়ে,
কৃতি-তৎপরতায়,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
জীবনে স্বর্গকে উপভোগ করতে করতে,
জ্ঞানে, গুণে,
বাস্তব বিচারণায়,
উৎকর্ষণার অভিদীপ্ত অনুশ্রয়ে ;
স্মরণ রেখো—
তিনিই বিজয়ের বৈজয়ন্তী,

নমস্কার কর—
"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।" ৭৫৪৪।
২৩।২।১৯৫৬, রাত ৯-২০

যা'রা অগ্নিমুখ অর্থাৎ আচার্য্যকে
বাদ দিয়ে
শূন্য বা অগ্নিশিখাকে
চিন্তা করে,
মনন করে,
তা'রা বিকারগ্রস্তই হ'য়ে ওঠে,
কারণ, ইষ্টানুসেবনায়
অনুশীলন-তৎপর না থেকে
তাদের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত না হ'য়ে
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে ওঠে—
একটা বিভট ধারণায়
অভিভূতি লাভ ক'রে ;
দক্ষনৈপুণ্যের নিটোল টানে
তাদের বোধি অর্থান্বিত হ'য়ে
সঙ্গতিলাভ করে না বলে
ছন্নমতি, বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
দিন কাটাতে হয় তাদের,
সুষ্ঠু কৃতিপ্রদীপ্ত আচার্য্যে
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলা
একটা উদ্ভট ব্যাপারই হ'য়ে থাকে
তাদের কাছে ;
কৃতিদীপ্ত ব্যক্তি-চরিত্রই
মানুষের চরিত্রকে

বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে । ৭৫৪৫ ।
২৩।২।১৯৫৬, রাত ৯-৪০

বিবাহে ব্যভিচার
জৈবী-সংস্থিতির অবনতির মূল উৎস,
এর প্ররোচনা বা সমর্থনে
সক্রিয় তৎপর যা'রা,
তা'রা জীবন ও জাতির পরম শত্রু । ৭৫৪৬ ।
২৪।২।১৯৫৬, সকাল ১০-১০

তোমার দর্শন যখন
অবাস্তব ধারণায় রঙ্গিল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
একশা ক'রে ফেলে—
প্রত্যেকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ও বৈচিত্র্যকে বিহ্বল ক'রে,—
স্মরণ রেখো—
সে দর্শন অন্ধ ;
আর, যখন তোমার দর্শন
বিশেষের সম্যক বিনায়নে
তার বাস্তব বিশেষত্বকে দেখতে পায়—
বোধ ও ধৃতির
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুনয়নে,
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বাস্তবতাকে
বিশেষভাবে জেনে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক তাৎপর্য্যে
বিশেষের বিশেষ সংস্থিতি নিয়ে,—
ঐ দর্শনই বাস্তব ;
তোমার জীবনচালনী অস্তিত্বকে
অমনতরই পোষণা দিয়ে

সম্বর্দ্ধিত করতে যত্নশীল থাক,
সে-যত্ন বর্দ্ধনাকেই বিদীপ্ত ক'রে তুলবে;
স্মরণ রেখো—
সমান ব'লে কিছু নেই,
সদৃশ ব'লে আছে। ৭৫৪৭।
২৪।২।১৯৫৬, বেলা ১১টা

বৈধী আযোজিত জৈবী-সংস্থিতি
বংশানুক্রমিকতায়
আচরণে, আচর্য্যায়
আভিজাত্যবাহী হ'য়ে
তা'র মর্য্যাদায় সুসংস্থিত হ'য়ে থাকে—
দানে, বিতরণে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে;
আর, এর ব্যতিক্রমের অবদান
বিকৃতি,—
যা' সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে
ব্যতিক্রমকে বিতরণ ক'রে চলতে থাকে—
হীনত্বের কলুষ অবদানে। ৭৫৪৮।
২৪।২।১৯৫৬, দুপুর ১২টা

প্রকৃত দীক্ষার পাত্র

তোমার যাজন-প্রতিভায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বা স্বতঃস্বেচ্ছভাবে যদি কেউ
দৃঢ়-সঙ্কল্পের সহিত
আবেগদীপ্ত আগ্রহে
সুনিষ্ঠ নিষ্ঠায়
আজীবন অচ্যুত থাকবার
অদম্য উদ্দীপনায়
দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু হয়—
অপ্রত্যাশী হ'য়ে,—
আর, তা'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

তা' যদি তুমি বুঝতে পার,
সে-ই প্রকৃত দীক্ষার পাত্র,
যদিও ঈশ্বর কা'রও একচেটে নয় ;
সশ্রদ্ধ ইষ্টার্থপূরণী উন্মাদনায়
যে অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন
অনুশীলন ক'রে চলতে চায়—
আজীবন অচ্যুত নিরন্তরতায়,
তাকেই দীক্ষা দেওয়া উচিত যদিও,
কিন্তু সমগ্র সত্তা দিয়ে
চিরতরে আচার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতে
দৃঢ়নিশ্চয় যে,
তা'কেই প্রকৃষ্ট ব'লে গ্রহণ ক'রো । ৭৫৪৯ ।
২৪।২।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

ভাবানুকম্পিতা থেকেও
যা'রা শ্লথনিষ্ঠ,
স্বার্থপ্রত্যাশী,
আত্মগৌরবী,
দাম্ভিক,
অনুচর্য্যাহারা,
অনুশীলন-বিমুখ,
নিরবচ্ছিন্নভাবে একমনা নয়কো,
তা'দের উন্নতি ছন্নছাড়া হ'য়ে থাকে—
দেখতে পাওয়া যায় । ৭৫৫০ ।
২৪।২।১৯৫৬, রাত ৯-৩৫

সমগ্র সত্তাকে আহুতি দিয়ে
যা'রা আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
আলিঙ্গন করে নি—
অনুশীলন-উপচারে,
আজীবন অচ্যুত নিরন্তরতায়,—

তা'রা কি কখনও লোকপ্রভু হ'তে পারে ?

আর, যা'রা তা' করে,—
তা'রাই দেশ ও দশের বাস্তব জীবন-পাবক,
পরাক্রম তাদের স্বতঃ-প্রদীপ্ত,
গতি তা'দের অক্লান্ত,
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা তাদের হৃদ্য—
সত্তার স্বতঃ-উৎসারণী,
ইষ্টোচ্ছল সার্থক সঙ্গীতশীল
বাস্তব বোধনদীপ্ত,
তা'রা প্রভুত্বের দম্ভবিহীন হ'য়েও
স্বতঃ-প্রভু—
প্রবুদ্ধ ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ডাকে
যে-দেশে এমনতর উৎসর্জ্জনী অন্তঃকরণ
পাওয়া যায় না,
সে-দেশের অদৃষ্ট দূরদৃষ্ট । ৭৫৫১ ।
২৫।২।১৯৫৬, সকাল ৯-৫৫

যতই কর,
আর যা'ই কর—
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ উদ্দাম উল্লোল হ'য়ে,—
যতক্ষণ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তদনুসৃত কর্ম্মের সার্থক সঙ্গীত নিয়ে
উৎসর্জ্জনী আবেগে
তাঁতেই সক্রিয় তৎপরতায়
লোকহৃদয় সুসংহত হ'য়ে না উঠছে,
বিচ্ছিন্নতার শাতনদীপনী
প্রবৃত্তি-অনুসৃত সাগরিকার ডাক
অবাধ্যভাবে জনগণকে
বিচ্ছিন্নই ক'রে রাখবে,

শুভ-উজ্জয়িনীর আকূল দীপনায়
পারস্পরিকতা নিয়ে
সংহত হ'য়ে উঠবে কমই,
দুরদৃষ্টের তলছা স্রোত
সবাইকে জাহান্নমের দিকেই নিয়ে ছুটবে ;
দশের ও দেশের অবস্থা কেমন,
তা'র নির্ণায়ক এইই ;
দেখ, বোঝ, চল,
আর, যেমন ক'রে যা' করতে হয় কর। ৭৫৫২।
২৫।২।১৯৫৬, সকাল ১০-২৫

আদর্শ-সংহতির সহায়ক যে নয়,
সে সত্তা-বিরোধী। ৭৫৫৩।
২৫।২।১৯৫৬, বেলা ১০-৩০

যতক্ষণ না ইষ্টার্থ-প্রসাদে অভিষিক্ত হ'য়ে
নিজেকে তন্নিয়োজনায়
নিযুক্ত ক'রে চলছ,
তোমার বা মানুষের
বৈশিষ্ট্য কোথায় কেমন,
তা' বোঝাই দুষ্কর হবে তোমার পক্ষে। ৭৫৫৪।
২৫।২।১৯৫৬, বেলা ১০-৪০

যজমান-চর্য্যা

শোন ঋত্বিক !
শোন অধ্বর্য্যু !
শোন যাজক !
শোন উদ্‌গাতা !
আমি আকুল উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে বলছি—
দেখো—
তোমাদের একটি যজমানও যেন
দারিদ্র্যপীড়িত না থাকে,
কেউ যেন স্বাস্থ্যহারা না হয়,
কেউ যেন অসদাচারী না হ'য়ে ওঠে,
কেউ দুর্ব্বল না হয়,
দুষ্কৃতী না হয়,
ব্যত্যয়ী চলন নিয়ে কেউ না থাকে,
কেউ যেন জাহান্নমের ইন্ধন না হয় ;
অমিততেজা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
প্রত্যেকটি পরিবার যেন
প্রত্যেকটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্ম-অনুশীলনায়
স্বতঃ-নিরতি নিয়ে চলতে থাকে—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির পরিপালনে
অটুট হ'য়ে ;
পারিবেশিক ও পারস্পরিক অনুচর্য্যা যেন
প্রত্যেকেরই সাত্ত্বিক আগ্রহ হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তা'রা ইষ্টার্থপরায়ণ হো'ক,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-পরায়ণ হো'ক,
ঋত-ঋত্বিক-পালী হো'ক—
বিহিত বাস্তব অনুশীলনায়,
আজীবন অচ্যুত নিরতি নিয়ে,—

নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হো'ক,
সুস্থ বোধিদীপ্ত আয়ুষ্মান বর্দ্ধনশীল জাতকের
অধিকারী হো'ক,
একায়িত সংহত অনুচলনে
পরস্পর পরস্পরের প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যায়
নিজেদিগকে নিয়োজিত ক'রে তুলুক—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
পরমকারুণিক পরমপিতা
আমার এই প্রার্থনা
বাস্তবায়িত ক'রে তুলুন। ৭৫৫৫।
২৬।২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

জপ ও ইষ্টধ্যান কর,
তোমার অন্তরে জ্যোতি স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
নাদের অভ্যুত্থান হো'ক,
শুধু জ্যোতির ধ্যান করতে যেও না,
ছন্নতা-পরামৃষ্ট হ'য়ে উঠবে। ৭৫৫৬।
২৬।২।১৯৫৬, রাত ৯টা

ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
লোককে ভজ,
তা'কে ভজাও,
ভিক্ষা অজচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
ভাগ্যও প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৭৫৫৭।
২৭।২।১৯৫৬, সকাল ৯-৪৫

প্রতিলোম-সংস্রব
স্ত্রী-পুরুষের মস্তিষ্ক-উপাদানকে তো
বিধ্বস্ত করেই,
তা ছাড়া, স্নায়ুগতিকেও
বিকৃত ও ভোঁতা ক'রে তোলে। ৭৫৫৮।
২৮।২।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৫

তোমার কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহার
তোমার ও অন্যের পক্ষে
হৃদ্য, শুভপ্রসূ, সুখপ্রসূ
ও স্বাস্থ্য-সম্বর্দ্ধনাপ্রসূ হওয়া চাই ;
আর, ঐ দিকে নজর রেখে
ওগুলিকে তেমনিভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
সুখী হবে তুমি,
অন্যেও হবে । ৭৫৫৯ ।
২৮।২।১৯৫৬, বেলা ১১-১৫

বাদ-অবাদের দায়ে প'ড়ে
ভেদাভেদের সৃষ্টি করতে যেও না,
এমনি ক'রে মানুষ যূথভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে,
একদল অন্য দলের
অশুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে থাকে ;
একাদর্শ-নিরতিতে সংহত হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-অনুশীলনী কৃষ্টিচলনে চ'লে
স্থির শীলান্বিত হ'য়ে
সবাই মিলে একমুখী থাকতে
যত্নশীল হ'য়ো,
আর, এমনিভাবে পুরুষানুক্রমে চলতে থাক ;
এই চলন
তোমার অন্তঃস্থ ঔপাদানিক সংশ্রয়কে
অমনতর ক'রে তুলবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
যা'র ফলে, একদিন তোমরা
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠতে পারবে ;
নয়তো, বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ সংঘাত
ঐ উপাদানগুলিকে
সুবিন্যাসসিদ্ধ হ'তে না দিয়ে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে ;

ইষ্টানুধ্যায়িতা নিয়ে
তৎ-সার্থকতায়
তোমার যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
তদুপচয়ী ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন-পালনে
সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ ;
প্রতিটি কর্ম্মের সুনিষ্পন্নতায়
তা'র ধৃতিকে
সত্তাধর্ম্মের অনুপোষণী ক'রে তোল—
পরস্পরকে হৃদ্য
ও সক্রিয় শুভ-সন্দীপনী ক'রে,
ইষ্টার্থকে ঔজ্জ্বল্যে উচ্ছল ক'রে ;
চল এমনতর,
কর এমনতর—
উৎকণ্ঠ উদ্‌গ্রীবতায়,
দেখ—
অমৃত অদূরেই
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ৭৫৬০।
২৮।২।১৯৫৬, দুপুর ১২টা

ধৰ্ম্ম আচরণ কর,
অনুশীলন কর,—
নৈপুণ্য আপনি আসবে। ৭৫৬১।
১।৩।১৯৫৬, বেলা ১১টা

আবেগস্রোতা একায়িত অন্তঃকরণে
শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
আর, তাঁরই পোষণ-পরিচর্য্যায়
নিজেকে সম্যকভাবে নিয়োজিত কর,
আর, ঐ পোষণ-পরিচর্য্যার জন্য
নিজেকে স্বস্থ রাখ,

ঐ সুনিষ্ঠ আবেগ-অনুচর্য্যী
উদ্দীপ্ত আগ্রহই
তোমাকে সুস্থ থাকতে বাধ্য করবে ;
এমনতর স্বস্তি-অনুশীলনা
ও সুক্রিয় স্বস্তিস্রোতা সাম্যেই
শান্তি নিহিত থাকে,
আর, ঐই শান্তির পথ। ৭৫৬২।
২।৩।১৯৫৬, বেলা ১১টা

যে স্ত্রী
অভিজাত জৈবী-সংস্থিতির
ধাত্রী, পালয়িত্রী,
সক্রিয় শুভ-সন্দীপনার পোষণ-পরিচর্য্যী
উত্তরসাধিকা,
স্বস্তি ও সুস্থির প্রবুদ্ধ প্রেরণা,
অনুচারিণী সামনিয়ন্ত্রী,
সে সহধর্ম্মিণীই হ'য়ে থাকে ;
আর, যা'রা পোষিকা না হ'য়ে
শোষিকা হয়,
তা'রা সহধর্ম্মিণী তো নয়ই,
বরং জাহান্নমেরই অনুচালনী দূত,
আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যের শাতন-সংঘাত,
অজ্ঞতার ধূমধ্বান্ত। ৭৫৬৩।
২।৩।১৯৫৬, বেলা ১১-৩০

যাই কর আর তাই কর,
যতক্ষণ না
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
ঐ ইষ্ট বা আদর্শে

তোমার সুসংহত হ'চ্ছ—
বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জগতের
সান্বয়ী সংস্কৃতি নিয়ে,
জনন ও জাতিকে উৎকর্ষমণ্ডিত ক'রে,
অস্তিবৃদ্ধির পূজারী হ'য়ে,—
লাখ আন্দোলন কর,
যথেচ্ছ রাজনীতির বহর চালাও,
দুনিয়াটাকে ঐশ্বর্য্যে ঢেকে ফেল,
বা দারিদ্র্যে দীর্ণ ক'রে দাও,—
কল্যাণপন্থী কিছুতেই হ'তে পারবে না,
সত্তার সর্ব্বতঃ সম্বর্দ্ধনার
অনুশীলনী অর্ঘ্য-উপচারে
পারস্পরিক আলিঙ্গন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
স্বস্তিকে কিছুতেই
আহরণ করতে পারবে তো না-ই,
বরং নানা ভাঁওতার ভিতরে প'ড়ে
তোমাদের সঞ্জীবনী সম্বেগও
ক্ষীণতরই হ'তে থাকবে ;
যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আদর্শে
সংহত না হয়,
তা'রা বিচ্ছিন্ন হবেই কি হবে,
আর, যা'রা আদর্শে
আগ্রহ-সম্বেগী নয়,
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর নয়,
তা'রা সরাসরি যে সত্তার বিরুদ্ধাচারী,
তা' অতিনিশ্চয়,
দেখ, ভাব, বোঝ,
সমীচীন যা' মনে কর,
তাইই কর। ৭৫৬৪।
৩।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তুমি ইষ্টে অর্থাৎ আচার্য্যে
সুসঞ্জাত হ'য়ে ওঠ,
নবীন জীবন লাভ কর—
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধোচ্ছল অনুসেবনী অনুচর্য্যায়,
তাঁরই মনোজ্ঞ আত্মবিনায়নে,
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই 'আচার্য্যদেবো ভব',
আর, এমনতর হওয়াই প্রাপ্তির জননী। ৭৫৬৫।
৪।৩।১৯৫৬, রাত ১১টা

শ্রদ্ধা, স্নেহ ও অনুকম্পায়
কেউ যখন স্বার্থ বা প্রলোভনকে ত্যাগ ক'রে
ঐ শ্রদ্ধা, স্নেহ বা অনুকম্পা যা'র প্রতি
তা'র স্বার্থ-আপূরণাকেই
নিজের স্বার্থ ব'লে বোধ করে,
সে-ত্যাগ স্বতঃ ও সহজ,
আর, তা' উন্নতিরই উপচয়ী পদবিক্ষেপ ;
আর, দম্ভ, গৌরব বা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য
যখন সে স্বার্থ-বিসর্জ্জনী ভাঁওতার অবতারণা করে—
লোক-দেখান আবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে,
নৈতিকতার বহরকে বাড়িয়ে তুলে,—
সে কিন্তু মোটেই ত্যাগ নয়কো,
সে-ত্যাগ স্বার্থসিদ্ধির ফাঁড়িই
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকে প্রায়শঃ,
আর, তা' পরশোষণী ফন্দীবাজির
দাম্ভিক কলরব ছাড়া
আর কিছুই না,
যা' অবনতিরই সংকর্ষক হাতছানি ;
আর, তা'র প্রতি অনুগ্রহ বা অনুকম্পা
যা'র যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা'তে সে কৃতজ্ঞ থাকে কম,

আর, কম থাকে বলেই
অন্যের প্রতি অনুচর্য্যাও
তা'র তেমনতর দুর্ব্বল,
অর্থাৎ সক্রিয় আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব নয়কো। ৭৫৬৬।
৫।৩।১৯৫৬, বেলা ১০-৩৫

যেমন চাও,
তেমনি কর—
শ্রেয়চর্যী একমনা অনুবেদনা নিয়ে,—
পাবেও তেমনি। ৭৫৬৭।
৬।৩।১৯৫৬, রাত ৭-১০

কা'রও কোনপ্রকার
উপযুক্ত অনুচর্য্যা না ক'রে
তুমি যদি তা' হ'তে
যা' হো'ক কিছু নাও—
আত্মস্বার্থ-পরিপোষণায়,—
তা' হ'লে ঠিক বুঝো—
তা'র স্বার্থে কোন-না-কোন প্রকারে
তোমার আনত হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনাই
সমধিক,

ফলে, ঐ পাওয়ার লোভানিতে
শ্রেয় বা ইষ্টার্থকে দেবার প্রবৃত্তি
তোমাতে সচেতন হ'য়ে
তাঁ'র অপচয় ঘটাতে কসুর করবে না,
শ্রেয় বা অন্যের ক্ষতি ক'রেও
ঐ যা' পাচ্ছ—
তা'র দিকেই
একটা লুব্ধতার বাগ নিয়ে চলতে থাকবে ;
তাই, নিরাশী হ'য়ে
বিহিতভাবে ইষ্টার্থ-অনুনয়নে

তোমার ক্ষমতায় যা কুলায়
মানুষের জন্য ক'রো,
আর, তা'রা যা' খুশী হ'য়ে দেয় তোমাকে,
তা' নিও—
ইষ্টার্থের অপচয় না ক'রে,
বরং তা'র উপচয়ী তৎপরতায়,—
ব্যত্যয়ের বিমর্দ্দন হ'তে
ঢের রেহাই পাবে,
আর, অর্জ্জনাও ক্রমশঃই তোমাকে
পবিত্র পদক্ষেপে অভিনন্দিত ক'রে চলবে ;
পাওয়ার পরম বস্তু'ই হ'চ্ছে
আত্মস্বার্থের দিকে দৃকপাত না ক'রে
শ্রেয়চর্য্যায় উপচয়ী আত্মনিয়োজনা ;
নজর রেখে বেশ ক'রে খতিয়ে চ'লো । ৭৫৬৮ ।
৭।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৪৫

নিদেশ বা অনুশাসন যা'র অন্তরে
যেমনতর প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলন-তৎপরতায়,—
সে তেমনতর সহজ ও স্বাভাবিক
হ'য়ে থাকে,
অভ্যাস ও ব্যবস্থ চলন
শুভ ও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হয় তেমনি,
তা'র কৃতিচলনও তেমনি
সম্বেগ-সন্দীপ্ত আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে । ৭৫৬৯ ।
৮।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-৫০

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন কুলচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেদের আভিজাত্যের পরিপোষণা
যদি না হয়,

জৈবী-সংস্থিতিও তেমনি
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে থাকে,
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের
প্রত্যয়ী বোধনাও
বেকুব কালাবোবার মত হ'য়ে
অনিয়ন্ত্রিত চলনে চলতে থাকে ;
ফলে, প্রতিটি ব্যক্তিত্ব
দাঁড়াবিহীন হ'য়ে
পরপদলেহী কুক্‌কুরের মত
ভোগলালসায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
হিংস্র পর-নির্য্যাতনী অভিনিবেশ নিয়ে
নিজেদের জাহান্নমের পথ
ক্রমশঃই পরিস্কার করতে থাকে ;
বৃত্তিকে আদর্শ ক'রে
নানাপ্রকার দলের সৃষ্টি ক'রে
নানাপ্রকার সংঘাতে
ঐ প্রবৃত্তি-অহংয়েরই পূজাতে
আত্মনিমজ্জনতপা হ'য়ে ওঠে,
প্রাচীনের মুখ মসীলিপ্ত ক'রে
আভিজাত্য অন্তর্দৃষ্টি হারায়,
ঐতিহ্য ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
কুলাচার
বিদ্রুপাত্মক আত্মহননী
কূট সংস্কারের পরিচয়ে
ব্যাখ্যাত হ'য়ে চলতে থাকে ;
এমনতর অবস্থায়
উত্থান
গণজীবনকে অবজ্ঞা ক'রেই থাকে,
পরপদলেহিতার নিষ্ঠীবন-সেবী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা ছাড়া
তাদের আর উপায় কী ?

তাই, তোমার অহঙ্কার,
আত্মগৌরব
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বে
অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্ট বা আচার্য্যে নিবদ্ধ হো'ক,
আর, নিরাশী আত্মত্যাগী
এমনতর ব্যক্তিত্বের সেবাতেই
তোমার স্বার্থ ও অহঙ্কার
নিয়োজিত ক'রে চল,
আর, ঐ সেবানুচর্য্যাই তোমার জীবনে
পরম কাম্য হো'ক ;
ঐ অনুচর্য্যাত্মক কর্ম্ম ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক,
ভৃত্যত্বই হো'ক,
আর প্রভুত্বই হো'ক,
সর্ব্বান্তঃকরণে তা' গ্রহণ ক'রে
নিষ্পন্নতায় সমাসীন হও—
অটল অচল স্থির বোধনা নিয়ে ;
এমনতর তুমি প্রভুই হও,
আর ভৃত্যই হও,
তোমার অস্তিত্বই দিগন্তপ্রসারী আশীর্ব্বাদ,
ঐশ্বর্য্যের পরম উপঢৌকন,
রাজনীতির সার্থক সন্দীপ্ত আলোকস্তম্ভ,
বোধ-দিগ্বলয়ের দিগ্‌দর্শনী
প্রকৃষ্ট প্রদীপনা। ৭৫৭০।
৮।৩।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

দুনিয়ার প্রতিটি সত্তা
যেখানে শত বিভেদ নিয়েও
তোমার সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে—
পালনে, পোষণে

আপূরণী ধৃতি নিয়ে,—
এই—যোগদীপ্ত তোমার ও অন্যের
সংহত ধারণ-পালন-পোষণী সংশ্রয়সম্পন্ন তুমি
ও প্রত্যেকটি তুমি
সেই পরম আশ্রয়, পরম ধৃতি বিশ্বনাথে
বিহিতভাবে সুযুক্ত ও সুচলৎশীল—
প্রতিপ্রত্যেকের সুতৎপর চলন নিয়ে ;
তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের
পরম বিহার সেইখানে,
আর, তাই তোমার পরম স্বার্থ। ৭৫৭১।
৮।৩।১৯৫৬, রাত ৯টা

বৈশিষ্ট্য ও সত্তা-সংরক্ষণী সদাচারকে
অবদলিত ক'রো না,
স্বস্তি তো হারাবেই,
শিষ্টাচারও অন্তর্হিত হ'তে থাকবে
ক্রমান্বয়ে। ৭৫৭২।
৯।৩।১৯৫৬, বিকাল ৪-১২

ইষ্টই হউন,
আর শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
তাঁর চাহিদা বা মনোজ্ঞ চলনের
লেশমাত্র অসমর্থন যদি
তোমার অন্তরে বসবাস করে,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ চাহিদার প্রত্যাদেশের
লেশমাত্রেও
যদি মুহ্যমান হও,
তোমার অন্তরে আবেগদীপ্ত উৎসারণা
সক্রিয় স্রোত-চলনায়
চলন্ত হ'য়ে চলবার খাঁকতি
তোমাতে সংরক্ষিত হ'য়েই থাকবে—

বাক্য, ব্যবহার ও চলনায়
বিকৃতি সৃষ্টি ক'রে ;
আর, কর্ম্মভূমিতে
বিচরণ-তৎপরতার বোধ
ও কুশলকৌশলী দৃষ্টি
তেমনতরই দুর্ব্বলতাসম্পন্ন হ'য়ে থাকবে ;
কৃতিচলনায় কৃতকৃতার্থ হবার
তোমার এই অন্তঃস্থ অন্তরায়
উদ্দীপনী স্বতঃ-নিষ্পন্নতার বৈরী হ'য়ে
তোমাকে কৃতকৃতার্থ হ'তে দেবে না,
উন্নতির আবেগ-আসন হ'তে
তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে
পূতি-পঙ্কিল হতাশায় নিমজ্জিত রাখতে
কসুর করবে কমই। ৭৫৭৩।
১০।৩।১৯৫৬, সকাল ৮-৩৫

ইষ্টার্ঘ্য—
তা' ইষ্টভৃতিই হো'ক
বা স্বস্ত্যয়নীই হো'ক,
বা ইষ্টার্থে সংগৃহীত
যা'ই কিছু হো'ক না কেন,
তা' সংগ্রহে ও ইষ্ট-নিবেদনে
তুমি যেমনতর ব্যত্যয়ী ও ব্যতিক্রমদুষ্ট,
তোমার জীবনচলনাও অমনতরই এলোমেলো,
বিশেষতঃ বিপর্য্যয়-নিরোধী সন্ধিৎসা ও ক্ষমতা
বা উন্নতির অগ্রগতি-সম্বন্ধীয় চলনাও
তেমনই বিক্ষুব্ধ,
দক্ষকুশল অনুগতিও অমনতর ঝাপসা,
জীবনও পরাক্রমহারা তেমনি। ৭৫৭৪।
১০।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-২৫

তোমার ইষ্ট বা ইষ্টার্থের প্রতি
কা'রও এতটুকু ক্রূর কটাক্ষেও যদি
তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধানিবন্ধ আবেগ
পরাক্রম-প্রদীপ্ত হ'য়ে
বিহিতভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে না উঠল—
নিরোধ-উদ্দীপনায়,
আর, সক্রিয় তৎপরতায়
তা'র যদি সমীচীন বাস্তব বিহিত
না করতে পারলে,
একটা অবশ বিনয়ের
ভদ্র পরিহাসে
সেগুলিকে এড়িয়ে চললে,—
ঠিক বুঝো—
তুমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধই হও নি ;
ঐ ক্রূর কটাক্ষে
যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণ
সক্রিয়ভাবে আলোড়িত হ'য়ে
বিহিতভাবে তা'কে
বিমর্দ্দিত না ক'রে তুলতে পারছে—
নির্ম্মম নির্ভীক হ'য়ে,
দক্ষকুশল হৃদ্য অনুচলনে,
যেখানে যেমন সমীচীন,—
কৃতি-উচ্ছল পরাক্রম
তোমাতে সজাগই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
উন্নতি
আনত মস্তিষ্কে
ধাপ্পাবাজি পরিক্রমায়
অবনতিরই সেবা ক'রে চলতে থাকবে,
তোমার অমনতর বীর্য্য
বিপর্য্যয়েরই আহ্বান-গীতি গেয়ে চলবে। ৭৫৭৫।
১১।৩।১৯৫৬, সকাল ১০-১০

মানুষের জীবনের অর্থই নিহিত থাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুশীলনায়,
নিরন্তর অনুচর্য্যী অনুগমনে,—
যা'র ফলে, অস্তিবৃদ্ধির নীতিগুলি
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
প্রতিপ্রত্যেকের সার্থক সংহতি নিয়ে ;
নচেৎ অর্থনীতিই বল, আর যা'ই বল
কোনটারই ভিত্তিই থাকে না,
কোন বন্ধন-সূত্রই থাকে না,
যা'তে প্রতিটি সত্তা পারস্পরিকতা নিয়ে
সুবন্ধনায় সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায় চলতে পারে—
পরস্পর পরস্পরের সমর্থক, সহযোগী
ও সহায়ক হ'য়ে,
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
স্বার্থ-সন্দীপনী প্রতিভা নিয়ে,
সুস্থ-পরিচর্য্যায় । ৭৫৭৬ ।
১৩।৩।১৯৫৬, বেলা ১০-২৫

সমীচীন সত্তাপোষণী দেওয়ার
অপরিহার্য্য উদ্যম
মানুষকে যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
অর্জ্জনায় নিপুণ ক'রে তোলে,
অনুশীলন-তৎপরতায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির পোষণ-বোধনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
পরিচর্য্যায় সমীচীনভাবে
সম্পদশালী ক'রে তোলে ;

বিহিত দান-দীপনা
প্রতিগ্রহকেই কুশলতপা ক'রে তোলে,
আবার, ঐ কুশল তপ
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
লোকসেবা ও বর্দ্ধনাকে
বিদীপ্ত ক'রে তোলে,
ফলে, ঐ তা'র ধারণ-পালনী সম্বেগ
প্রদীপ্ত হ'য়ে
ঐশ্বর্য্য-অনুশায়নায়
ইষ্টে অর্থান্বিত হ'য়ে
তৃপ্তির হোমবহ্নিতে
বর্দ্ধনশীল উন্নতিতে
অমোঘ হ'য়ে ওঠে। ৭৫৭৭।
১৩।৩।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
ধারণ-পালনী সম্বেগকে
তীক্ষ্ন ক'রে তোল—
সক্রিয় চর্য্যানিরত হ'য়ে,
দক্ষকুশল অনুচর্য্যায়
এমনতর আয়ত্তের পথে চলাই
অধ্যয়নের তাৎপর্য্য ;
আর, পরিবেশকে অমনি ক'রে
অনুপ্রেরিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে
নিয়োজিত করাই হ'চ্ছে—
অধ্যাপনার তাৎপর্য্য ;
মনে রেখো—
এ তোমার দৈনন্দিন করণীয়,
যা'র ফলে, তোমার জীবন
জ্ঞানবিভোর হ'য়ে

সৎ-অসতের পরিচয় লাভ ক'রে
বোধ-বর্দ্ধিত হ'য়ে পড়বে । ৭৫৭৮ ।
১৪।৩।১৯৫৬, সকাল ৮-৩০

প্রতিলোমের প্রজা পরিধ্বংস,
অনুলোমের প্রজা অপসদ,
আর, সর্ব্বতঃ সমীচীন সবর্ণের প্রজা
সাম্য । ৭৫৭৯ ।
১৪।৩।১৯৫৬, রাত ৭-১৫

যা'রা আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন সমীচীন
অনুসেবনা নিয়ে চলে,
তা'রা অকিঞ্চন হ'লেও
ঐশ্বর্য্য তাদের সেবাই ক'রে থাকে—
প্রাকৃতিক পরিস্রবণায় । ৭৫৮০ ।
১৪।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৪৫

যা'দের তোমার অনুগ্রহ-অনুচর্য্যা হ'তে
দূরে রেখেছ,
তোমার প্রতি তা'রা কি স্বতঃ-তৎপরতায়
কৃতিমুখর অনুগ্রহ-অনুচর্য্যী হ'তে পারে ?
যদি কোথাও এমনতর দেখ,
বুঝে নিও—
তা' তাদের প্রতি তোমার
কৃতিপ্রসন্ন অনুচর্য্যার দরুন নয়কো,
তা'দের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের আবেগে
বা প্রকৃতিগত উৎসারণায় ;
তাই, যদি না পাও,
দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই,
বরং অবসর পেলে ক'রে সার্থক হ'য়ো । ৭৫৮১ ।
১৪।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৪৭

যা'রা তোমাকে আজ সুখ্যাতি করল
একজনের কাছে,
আবার, অন্যের কাছে যেয়ে
তোমার অখ্যাতি করল,—
তা'র মানে তা'রা সুবিধাবাদী,
যখন যেমন করলে
তাদের প্রয়োজন পূরণ হ'য়ে থাকে,
তা'ই তারা করে। ৭৫৮২।
১৪।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৫০

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাজনকে
গুরুপ্রতিম ভাবতে জানে না,
আন্তরিকভাবে তেমনতর শ্রদ্ধাশীল নয়কো,
তাদের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ দুর্ব্বল,
আর, আচার্য্যনিষ্ঠ চক্ষু অতি সংকীর্ণ,
ধর্ম্ম-অন্বিত কৃষ্টিচলনও ব্যতিক্রমদীর্ণ। ৭৫৮৩।
১৪।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৫২

যদি কেউ তা'র
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য যিনি
তাঁতে সুনিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিশীল
না হ'য়ে থাকে—
দীক্ষিত হ'য়েও,—
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
সে কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহৎ ব্যক্তিত্বকে
আচার্য্য বা ইষ্টপ্রতীক বলে
গ্রহণই করতে পারে না;
—দীক্ষিত না হ'য়েও
তঁদনুগ অনুচর্য্যানিরতি নিয়ে
আত্মতৃপ্তি উপভোগ করতে পারে না;

—আবার, অমনতর গুরু বা আচার্য্যের
অন্তর্ধানের পরেও
তঁদাপূরণী কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহান ব্যক্তিত্বকেও
তাঁরই নবীন মূর্ত্তি ব'লে
বুঝতে পারে না ;
ফলে, ঐ টেকীবৃত্তি
আবৃত্তিহারা হ'য়ে
'ন যযৌ ন তস্থৌ' ক'রে
তা'কে নিঃশেষের পথে নিয়ে চলতে থাকে ;
মৃত বৃক্ষে ফল হয় না,
কলমও হয় না,
কিন্তু ফলের বীজ হ'তে
বৃক্ষের উদ্‌গতি হ'তে পারে,
এবং সে ফলও প্রসব করতে পারে । ৭৫৮৪ ।
১৫।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-২০

আকাশের দিকে তাকাও,
প্রথম দৃষ্টিতেই দেখবে—
এলোমেলো জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ছড়িয়ে আছে
আকাশ জুড়ে,
আবার, দুনিয়ার দিকে তাকাও—
অমনতর এলোমেলোই দেখতে পাবে ;
সুধী বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে
বিন্যাস-অনুবেদনা নিয়ে
সুসংকল্পী তৎপরতায় দেখ,
দেখতে পাবে—
যা' ছিল এলোমেলো,
সেগুলি ক্রমশঃই তোমার কাছে
বোধিদীপনায় বিন্যাস লাভ ক'রে

গুচ্ছীকৃত হ'য়ে উঠছে,
দুনিয়াতেও তা'ই ;
তাই, যা'ই দেখ না কেন
অমনতর আকৃষ্ট অনুবেদনী তৎপরতায়
বোধ-অনুপ্রাণিত চক্ষু নিয়ে
সবগুলি দেখ, ভাব, বোঝ,
কিছু করার থাকলে তা' কর—
নিখুঁতভাবে,
ক্রমশঃই অর্থশীল সঙ্গতি
ভেসে উঠবে তোমার বোধদৃষ্টিতে ;
তাই, যা'কেই সমালোচনা কর না কেন,
সম্যক তৎপরতায়
বিনায়ন-বিভা নিয়ে
যদি না দেখ,
তা'র ভিতর সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে না,
পাবে একটা কিম্ভূতকিমাকার কিছু ;
তোমার দর্শন
অর্থ-সঙ্গতিহীন এলোমেলো হ'য়ে
বুঝতে পারবে না—
কেন কোন্ পথে কী হ'চ্ছে,
আর, কোন্ পথেই বা তা'র
কতখানি উন্নতি করা যেতে পারে ;
তোমার ঐ দর্শন
অন্বয়ী তৎপরতায়
যদি সুসঙ্গত বিনায়নদীপ্ত
হ'য়ে না উঠল—
অর্থনার সূত্র নিয়ে,—
সে দর্শন-সঙ্গতি
কা'রও কিছু করতে পারবে না—
মন্দ ছাড়া ;
সমীচীনভাবে দেখ,

আর, করায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোল,
তা'তে সবাই পাবে সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ,
অস্তিবৃদ্ধির সঞ্জীবনী সৌধ রচনা করতে
তা' হবে অমৃত প্রেরণা ;
নইলে, সব ছেঁড়া কাগজের
এলোমেলো টুকরোই হ'য়ে থাকবে,
এদিক-ওদিক হাওয়ার হিল্লেয়
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছিটকে
আবর্জ্জনাই সৃষ্টি করতে থাকবে ;
তাই, যা' কর,
অতটুকু দায়িত্ব নিয়েই ক'রো । ৭৫৮৫ ।
১৫।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যা'কে শ্রদ্ধা-বিনোদনায়
অনুচর্য্যী তাৎপর্য্যে
তোমার অন্তরে খ্যাতিযুক্ত ক'রে তুলেছ,
দায়িত্বহীন সমালোচনায়
ঐ বোধনাকেই কুখ্যাত ক'রে তুলতে যেও না,
বরং সুবিনায়িত ক'রে তোল,
তা'তে তোমার শ্রদ্ধাও
প্রভূত হ'য়ে চলবে,
আর, ঐ শ্রদ্ধা-বিচ্ছুরিত চলন
তোমাকেও প্রভূত ক'রে তুলবে ;
মনে রেখো—
করাই হওয়ার অনুপ্রেরক,
আর, প্রাপ্তিই তার অনুপোষক,
করবে যেমন, হবে তেমন । ৭৫৮৬ ।
১৫।৩।১৯৫৬, রাত ৬-৫০

মানুষ নির্ভরশীল,
মানুষ কেন, সবাই,

সে বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়--
উপভোগ-উদ্দীপনায়,
তা'র সংস্থিতিটি কা'রও আশ্রয়ে
আধায়িত ক'রে ;
ঐ আধারের অনুপ্রেরণাই হয়
তা'র সঞ্জীবনী প্রেরণা ;
কেউ হয়তো বন্ধুবান্ধবকে আশ্রয় ক'রে
বেড়ে উঠতে চায়,
কেউ হয়তো
পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদিকে,
কেউ আচার্য্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ;
সে যাকেই আঁকড়ে ধরুক না কেন,
সে বাড়তে চায়
তা'রই অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে,
আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
তাই, বাস্তবে বন্ধুহারা যা'রা,
বাস্তব-আত্মীয়হারা যা'রা,
তা'রা নিজেদিগকে দুর্ভাগ্যই মনে করে,
তাদের জীবনটা শ্লথস্রোতা হ'য়ে
ক্রমেই শীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকে ;
যে-কোন রকমেই
তুমি যদি কা'রও বান্ধব হ'য়ে থাক,
তোমাকে পেয়ে যদি কেউ
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—
তোমার কথায়, ব্যবহারে,
আচারে, অনুপ্রেরণায়,
সে যেই হো'ক আর যাই হো'ক—
সৎ-উদ্দীপনায়
তা'কে প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে
কসুর ক'রো না—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,

—তা'র আশাভঙ্গের কারণ হ'য়ো না,
অখ্যাতির কারণ হ'য়ো না,
তা'কে উচ্ছল চলনায় নিয়োজিত করতে
ত্রুটি ক'রো না একটুকু ;
ঐ উদ্‌গময়নী অনুপ্রেরণা
যা' তোমার অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে বা উঠেছে—
বিনা প্রত্যাশায়,—
তাইই উৎসর্জ্জনায় উচ্ছল ক'রে তুলবে
তোমাকে—
তা'র সত্তার আশিস্‌ধারার
অজচ্ছল কল্লোলে,
আর, সে কল্লোল-চলন
হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে
অনুশাসিত জীবন-প্রেরণা । ৭৫৮৭ ।
১৫।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৩০

তোমার শ্রেয়-নিরতির নিরন্তরতা কেমনতর—
সক্রিয় সহনশীলতা নিয়ে,
কথায়-কাজে মিল কতখানি,
আবার, কিছু ধরে
তাকে নিষ্পন্ন করার
দায়িত্ব ও ত্বারিত্য কতখানি,
আর, তোমার চাহিদাগুলি
কেমনতর ও কি-রোখা,
তা'ই দেখে বোঝা যায়—
তুমি কেমনতর মানুষ,
অন্তর্নিহিত কৃতি-সম্বেগও বা কেমনতর । ৭৫৮৮ ।
১৬।৩।১৯৫৬, সকাল ৭-২৪

চলন যেখানে যদৃচ্ছ—
অদম্য,
প্রীতি সেখানে মুহ্যমান,
প্রবৃত্তিই তা'র প্রভু ও শাসক,
আর, দূরদৃষ্টই
তা'র ভজন-বিগ্রহ । ৭৫৮৯ ।
১৬।৩।১৯৫৬, রাত ৯-৩৫

প্রকৃতিকে মেনে চল—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুশাসন-পালন-তৎপরতায়,
এই প্রীতিবাধ্য অনুচলনে
প্রকৃতিও তোমাতে
শুভ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে ;
যা'কে যে যেমনতর ভজনা করে,
সে-ও তা'কে তেমনতরই ভজে থাকে । ৭৫৯০ ।
১৭।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০

যে-ব্যাপারেই হো'ক,
তুমি যদি তা'র পূর্ব্বাপর সঙ্গতি
উদ্‌ঘাটিত করতে না পার,
সত্য তোমাতে
প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারবে না ;
আর, সত্য মানে সতের ভাব,
অস্তিত্বের ভাব—
হওয়াটা যেমন ক'রে বিবর্ত্তিত
বা নিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে ও চলছে ;
আর, তা'র মধ্যেই নিহিত আছে
অস্তিবৃদ্ধির মরকোচ,
বিদ্যা-অবিদ্যার বিভূতি-বিন্যাস । ৭৫৯১ ।
১৭।৩।১৯৫৬, রাত ৮-১০

তোমার পিতৃপুরুষ যদি তোমাতে
পরাবর্ত্তনী তৎপরতায়
বিশেষ বিন্যাসের ক্রমাধিগমনে
জীয়ন্ত হ'য়ে না থাকেন—
বৈশিষ্ট্যশাসিত গুণক্রমণায়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত চলন-তাৎপর্য্যে,—
তোমার অস্তিত্ব ও জীবনপ্রবাহ
বিশীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকবে তেমনতরই ;
পুরাতন
যদি তা'র পরবর্ত্তনী বিভূতি নিয়ে
বিন্যাস-বিশাসিত হ'য়ে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল—
জীবনীয় মূর্ত্তনায়,—
তা' কিন্তু একটা ব্যতিক্রমের ব্যত্যয়ী-চলন,
সত্তা সেখানে ধিক্কার-ধুক্ষিত। ৭৫৯২।
১৭।৩।১৯৫৬, রাত ৮-২০

যে বা যা'রা—
বহু মানই হো'ক,
আর, বহু নির্য্যাতনই আসুক,
সক্রিয় শ্রেয় বা আদর্শ-নিষ্ঠা হ'তে
বিচ্যুত হয় না,
তা'রাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমান। ৭৫৯৩।
১৮।৩।১৯৫৬, সকাল ৭-৩৮

বৈশিষ্ট্যানুগ কৃতবিদ্যতা ও জীবিকা
বিশেষত্বের পরিবর্দ্ধনী পরিপোষক। ৭৫৯৪।
১৮।৩।১৯৫৬, সকাল ৯টা

স্বার্থ ও আত্মম্ভরি মানমর্য্যাদার গোংরানি
যা'র অন্তরে যেমন,
অপড়তা ভেদবুদ্ধিও তা'র তেমনি ;
আবার, ইষ্টার্থই
যা'র অন্তরের আনাচে-কানাচে
স্বার্থ হ'য়ে বসবাস করে,
মিলন-উৎসৃজী মিতি-চলন
ও হৃদ্য বিনয়ী উদ্দীপনাও
তা'তে
অদম্য সক্রিয়-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে। ৭৫৯৫।
১৮।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০

তুমি যেমন তোমার শ্রেয়জনের প্রতি,
তোমার পরিবার, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধবও
অনেকাংশেই
তোমার প্রতি তেমন। ৭৫৯৬।
১৮।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-৩৫

আদর্শহীন, নির্ব্বোধ
ও অলস প্রকৃতি-সম্পন্ন যা'রা,
অসম্ভাব্যতার খতিয়ানই হ'চ্ছে
তাদের জীবন-দর্শন। ৭৫৯৭।
১৮।৩।১৯৫৬, রাত ৮-৩৫

ইষ্টানুগ অনুনয়নে
বিহিতভাবে যা'রা ধর্ম্মচর্য্যা করে—
নিষ্পাদনী কৃতিতপা হ'য়ে,
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে,
প্রকৃতিই তা'দের স্বার্থচর্য্যা ক'রে থাকে—
সত্তাপোষণী স্বতঃ-তৎপরতায়। ৭৫৯৮।
১৯।৩।১৯৫৬, বেলা ১১টা

তোমার কথা যা'র কাছে
যে-মর্ম্মার্থ উদ্দীপিত করে,
তা'ই হ'চ্ছে তোমার কথার ধারণা তা'র কাছে ;
ধারণা-অভিভূতি যা'র যেমন,
বুঝও তা'র তেমনি । ৭৫৯৯ ।
১৯।৩।১৯৫৬, রাত ৭-২০

ইষ্টভৃতি
যা'রা আর্য্যপন্থী বা ধর্ম্মপন্থী—
প্রত্যেকেরই অবশ্য করণীয়,
আর, স্বস্ত্যয়নী-ব্রত যা'রা গ্রহণ করে,
তাদের পক্ষেও তা' আজীবন অবশ্য পালনীয়—
সম্যক্ নীতিবিধি সহ ;
বিশেষ সদাচারপরায়ণ হ'য়ে
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়
প্রত্যুষে সাংসারিক কর্ম্মে
নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব্বেই
এই অর্ঘ্য-নিবেদন
মানুষের জীবনকে
উচ্ছল ক'রে তুলে থাকে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রবৃত্তিগুলির ক্রমবিন্যাসে,
অন্তর্নিহিত গুণ ও বোধদীপনার
ক্রম-বিনায়নে,
মানুষকে কৃতিতৎপর অনুবেদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে ;
তাই, ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধাদীপ্ত অন্তরে
নিত্য স্বহস্তে
ইষ্টোদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে
বা অশক্ত ও অশৌচ অবস্থায়
উপযুক্ত প্রতিনিধির দ্বারা নিবেদন ক'রে

ইষ্টার্থ-প্রয়োজনে
তাঁরই যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য
যথাসময়ে ইষ্টসকাশে
নিজেই পাঠিয়ে দেওয়া
অবশ্য পালনীয় বিধি ;

অশক্ত অবস্থায়
নির্ভরযোগ্য সপিণ্ড কাউকে দিয়ে
পাঠান যায়,

তাও যেখানে অসম্ভব,
তেমনতর স্থলে
নির্ভরযোগ্য ইষ্টভ্রাতা কাউকে দিয়ে
পাঠান চলে,

কিন্তু তা' যা'তে যথাসময়ে প্রেরিত
ও ইষ্টসকাশে বাস্তবে উপস্থাপিত হয়,
সে-ব্যবস্থার দায়িত্ব কিন্তু তার নিজেরই ;

এর ব্যত্যয়ী অনুচলন
অন্তরস্থ শ্রেয়নিষ্ঠাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অনুশীলনাকেও তেমনতর
ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে ;

আবার, এই ইষ্টভূতি বা স্বস্ত্যয়নী
সময়মত না পাঠালে,
বা সামর্থ্য থাকতেও নিজে না পাঠিয়ে
অন্য কাউকে দিয়ে পাঠালে,
অথবা অন্যেরটা সংগ্রহ ক'রে
নিজের কাছে জমা রাখলে,
কিংবা পূর্ণ বা আংশিকভাবে
তা'র যথেচ্ছ ব্যবহার করলে,
ঐ ব্যতিক্রমী চলন
ঐ সম্বেগে বিপর্য্যয়ী সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্তিত্বকেও অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে ;

ঐ ইষ্টার্ঘ্য অমনতরভাবে যা'রা সংগ্রহ করে
বা যারা অন্যের হাতে দেয়—
উভয়েই ব্যত্যয়দুষ্ট হ'য়ে পড়ে ;
আগন্তুক যে-কোন প্রকার বিপদ-আপদে—
যা'রা এমনতর করে না
তা'রা যেখানে নির্য্যাতিত হ'য়ে থাকে,
তেমনতর স্থলে ঐ সুনিষ্ঠ ব্রতচারী যা'রা,
তা'রা দুর্ভেদ্য স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে,
আর, তাদের আপদ-আবর্জ্জনাগুলি
হাওয়ার ঘূর্ণিতে
কোথায় উড়ে যায়,
তা'র ইয়ত্তা নেইকো ;
তাই, এই ব্রতে কোন ব্যতিক্রম
সৃষ্টি করতে যেও না,
বিহিতভাবে যা' করণীয় তা' ক'রো ;
কৃতি-তৎপর অনুনয়ন
প্রতিটি কর্ম্মকে ইষ্টানুগ ধর্ম্মচর্য্যায়
সুবিনায়িত ক'রে
তোমার স্বস্তি-প্রাকারকে
সুরক্ষিত ক'রে চলতে থাকবে,
আপদ, বিপদ, বিপর্য্যয়, দুঃখকষ্টের
কারণ যা'-কিছু
সেগুলিকে ঘূর্ণিবাত্যার
প্রচণ্ড আবর্ত্তনের মত
কোথায় উড়িয়ে দিয়ে
তোমাকে স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে ;
দুনিয়ার সব মহাত্মারাই
এমনতরই ব'লে থাকেন ;
তাই, সু-সন্দীপী হও,
সাধুকর্ম্মা হও,
তোমার সত্তা ও কৃতিদীপনা

ধৃতিমণ্ডিত হো'ক—
শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায় ;
ঐ ব্রতচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি ব্রতী ব্যক্তিত্ব লাভ কর,
ব্রতচারী হ'য়ে ওঠ । ৭৬০০ ।
২০।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-৫৫

আমরা যখন যাতে যেমন যুক্ত হই,
তদুপযোগী উপযুক্ততাও
তেমনি ক্রমশঃ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে । ৭৬০১ ।
২০।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪৫

ডালিমকে আম করতে যেও না,
অর্থাৎ এক জাতি বা রকমকে
অন্য রকম করতে যেও না,
উৎকৃষ্টকে অপকৃষ্ট করতে যেও না,
বরং বর্ণ-বৈশিষ্ট্যমাফিক
বিহিত বিনায়নে
সব দিক দিয়ে
যা'তে তা' উন্নততর হয়,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
তাই ক'রে তোল—
সর্ব্বতঃ সম্বর্দ্ধনায়,
আর, তাতেই তা'র সার্থকতা ;
ডালিমকে আম করবার সম্ভাবনা
যদি কোথাও পাও,
বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে দেখো
তা' হয় কিনা,
তা'র সম্ভাবনা যদি থাকে—
আর, ডালিমের সত্তাটাকে গালিয়ে
তা'কে যদি আমেই পর্য্যবসিত কর,

ডালিমকে হারিয়েই তা' করতে হবে ;
বুঝে চ'লো। ৭৬০২।
২১।৩।১৯৫৬, রাত ৮-৪৫

মাটির ঔপাদানিক চরিত্র
যদি বীজবৈশিষ্ট্যকে
বিহিত পরিচর্য্যায়
আপুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে,
যত উন্নত জাতের বীজই হো'ক না কেন,
তা' কিছু-না-কিছু
অপকৃষ্টতা লাভ করবেই ;
আবার, মাটির ঔপাদানিক চরিত্র যদি
বীজবৈশিষ্ট্যের আপূরণী হ'য়ে চলে—
পোষণ-পরিচর্য্যায়,—
সে-বীজ বিহিতভাবেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু বীজবৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রমী সংঘাত
বৈশিষ্ট্য-সহ বীজকে
পরিধ্বংসেই প্রভাবিত ক'রে থাকে। ৭৬০৩।
২১।৩।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
সমীচীন সঙ্গতি নিয়ে
যদি কেউ কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মচর্য্যা ক'রে চলে,
সেও অনেক প্রকার ভয় হ'তে
মুক্তিলাভ করে,
অভাব-অনটনে তাদের পীড়িত হ'তে
দেখা যায় কমই ;
কারণ, ধর্ম্মচর্য্যা মানেই
সত্তার ধৃতিচর্য্যা,

আর, লোকধৃতিচর্য্যা যেখানে যতখানি মুখর,
সুবিবেকী, উন্দাম,
লোকের পরিচর্য্যাও
তাদের উপর তেমনতরই
শুভচর্য্যী হ'য়ে চলতে থাকে। ৭৬০৪।
২২।৩।১৯৫৬, সকাল ৯টা

যে প্রিয়পরমে সঙ্গতিশীল নয়কো,
সে তাঁর বিরুদ্ধে। ৭৬০৫।
২২।৩।১৯৫৬, বিকাল ৩-৫৫

শ্রেয়-নিষ্ঠ হও,
প্রেয়-নিষ্ঠ হও—
সদনুশাসন-অনুশীলন-তৎপরতায়,
আশীর্ব্বাদ স্বতঃ-বিকীরণায়
তোমাকে নন্দিত ক'রে চলবে। ৭৬০৬।
২২।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৪৮

যে বা যা'রা
দেবতার নামে
বা দেবতারই উপলক্ষে
ভিক্ষা করে,
সংগ্রহ করে বা অর্জ্জন করে—
দেবতারই কথা ব'লে,—
অথচ নিজের সেবায় সেগুলিকে
আত্মসাৎ করে,
তা'দের হ'তে সতর্ক থেকো ;
কৃতঘ্ন আসুরিক ব্যক্তিত্ব
ও প্রতারক প্রবৃত্তি নিয়েই
বসবাস ক'রে থাকে তা'রা। ৭৬০৭।
২২।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

ইষ্টসেবার বাহানাকে মুখর ক'রে তুলে
তাতে আত্মনিয়োগ ক'রে
যা'রা ইষ্টার্থকে অপহরণ করে—
স্বার্থলুব্ধ প্রবঞ্চনায়,—
তা'রা মহাপাতকী ;
তা'রা লোকজীবনকে
ঐ দূষক বৃত্তির দ্বারা
সংক্রামিত ক'রে থাকে,
তাই, তা'রা স্বতঃই লোকবৈরী ;
তাদের ঐ স্বার্থসেবী অনুপ্রাণতা
শাসনদন্ড নিয়েই
তাদের আক্রমণ ক'রে থাকে। ৭৬০৮।
২২।৩।১৯৫৬, রাত ৮-৫

যা'রা নিরাবিল অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
তা'রা নিজের বেলায় স্বতঃই অকিঞ্চন,
তাই, ঐশ্বর্য্য তাদের সেবা করতে
উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
অনুসরণ ক'রে থাকে। ৭৬০৯।
২২।৩।১৯৫৬, রাত ৭টা

যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
তঁদনুশাসন-অনুশীলন-তৎপরতায়
জীবনের অস্তিবৃদ্ধির
অর্থাৎ জীবন-ধৃতির
অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,
তা'দের অভাবক্লিষ্ট হ'য়ে চলা
একটা আকাশকুসুমের মত ;
তাদের লাভ, তাদের জয়
উচ্ছল তাৎপর্য্য নিয়েই চলতে থাকে,

পরাজয়কে তাদের প্রতি
পরাঙ্মুখই দেখতে পাওয়া যায়,
কারণ, তা'রা সক্রিয় সুকেন্দ্রিক,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুচর্য্যাতে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলৎশীল—
অসৎ যা'-কিছুকে এড়িয়ে
বা নিরোধ ক'রে ;
তাই, মহাজনের বচন—
"লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ ।
যেষাম্ ইন্দীবরশ্যাম হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ।" ৭৬১০ ।
২২।৩।১৯৫৬, রাত, ৯টা

প্রীতি-উৎসারণী দক্ষকুশল তৎপরতা নিয়ে
সংগ্রহ কর,
উপযুক্ত স্থলে দাও,
বোধি-দীপ্ত দক্ষতায়
কৃতিকুশল হ'য়ে বেড়ে উঠবে,
এই অনুচর্য্যী দাক্ষিণ্য
বদান্য প্রভাবে
তোমাকে প্রভূত ক'রে তুলবে ;
স্মরণ রেখো—
অপটু বেকুব দান কাউকে
বোধিদীপ্ত দক্ষপটু ক'রে তোলে না,
বরং তা' দারিদ্র্যেরই ইন্ধন । ৭৬১১ ।
২৩।৩।১৯৫৬, সকাল ১০-২০

যদি কা'রও কাছে কিছু চাও,
তোমার অন্তরের প্রীতি-পরিস্রবা আগ্রহ নিয়ে
কুশল-তৎপর প্রীতিচর্য্যায়
মানুষের অন্তঃকরণ স্পর্শ ক'রে
সুযুক্ত সন্দীপনায়

এমনতরভাবে তোমার ঈপ্সাকে
অনুপ্রবুদ্ধ হৃদয়ের নিকট ব্যক্ত ক'রো,
যা'তে তোমার অন্তঃস্থ প্রীতি-প্রেরণা
তা'কে প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতিদীপনায়
তোমাকে স্যহায্য করতে
উদ্যমদীপ্ত ক'রে তোলে ;
তোমার অন্তঃস্থ অনুরণন
তা'কে যেন রণিত ক'রে তোলে,
তোমার অনুপ্রেরণা
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে তাকে,
সুযুক্ত বোধনা
তা'কে বোধদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এই এমনতর সঙ্গতিশীল অনুদীপনা
অন্যকেও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যা'তে,
তেমনি ক'রে কর, চল, বল,
আর কৃতার্থ হও,
চারিত্রিক শুভালিঙ্গনে
সিদ্ধকাম হ'য়ে ওঠ । ৭৬১২ ।
২৩।৩।১৯৫৬, রাত ৭-১০

যদি তোমার সংকল্পকে
বাস্তবায়িত করতে চাও,
বিশেষ তৎপরতায়
উপযুক্ত ত্বারিত্যে
যে-পথে যেমন ক'রে
তা' সুসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে
তাইই ক'রো—
ছোট-খাটো বিষয়েই হো'ক
বা বড়সড় বিষয়েই হো'ক ;
এই চলনে চলতে চলতে

তোমার বোধবিনায়িত কর্ম্মদীপনা
এমনতরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—
ধী-প্রণোদিত কৃতি-দীপনী সঙ্গতি-সহকারে
অর্থান্বিত হ'য়ে,—
যা'র ফলে, তুমি সিদ্ধসঙ্কল্প হ'য়ে উঠবে—
ক্রম-তাৎপর্য্যে ;
আর, সিদ্ধসঙ্কল্প হওয়ার তপস্যাই হ'চ্ছে—
ঐ অমনতর কৃতিচর্য্যা। ৭৬১৩।
২৩।৩।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কৃতি-তৎপরতা নিয়ে,
ধর্ম্মনেশা
অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ-সন্দীপ্ত কৃতিনেশা
তোমাকে পেয়ে বসুক ;
তোমার অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-আলিঙ্গন-প্রণোদনায়
অনুচর্য্যার আকূতি-আগ্রহ
বাক্য-ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার সংস্রব-সঙ্গতির আওতায়
যেই আসুক না কেন,
তাকেই উচ্ছল ক'রে তুলুক—
অন্তর-আবেগে
অস্তিবৃদ্ধি-অনুচারিণী কৃতি-পোষণায় ,
ঐ ধর্ম্মনেশা এমনি ক'রেই
তোমার প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত ক'রে
জীবিকা হ'য়ে দাঁড়াক,
আর, জীবিকা মানে পেশা ;
তোমার প্রতিটি বাক্, ব্যবহার,
এমন-কি, সঙ্গ-স্পর্শ

তোমার পরিবেশের প্রত্যেককেই
অমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে
ঐ অনুপ্রেরণায়
কৃতি-উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
এই কৃতি-যজ্ঞের হোম-আহুতি
প্রত্যেকটি অন্তরে
এমনতরই রণন-রঞ্জন সৃষ্টি করুক,
যা'তে তা'রা কৃতীদীপ্ত তৃপ্ত গতিসম্পন্ন হ'য়ে
সদাচার-প্রবুদ্ধ অনুনয়নে
পরস্পর পরস্পরকে
স্বতঃ-উৎসারণায় বান্ধব ক'রে তোলে ;
আর, এই আবেগ-অগ্নি
সুদীপ্ত আভায়
সব অন্তঃকরণকেই
ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক—
মরণ-সঙ্কুল স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাকে
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ ক'রে ;
এমনতর ক'রে তুমি
তোমার ও অন্যের
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণা হ'য়ে
অনেকেরই জীবিকা হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রে চল—
সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ-প্রত্যাশা-পাগল না হ'য়ে,
শুভ-সন্দীপী সুগতিসম্পন্ন তর্পিত চলনে,—
দেখবে—
প্রকৃতির পরম উপঢৌকন
অর্ঘ্য-অভ্যর্থনী সামসঙ্গীতে
ঐশ্বর্য্যের পরম উচ্ছলায়
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলছে—
সপরিবেশ,
সত্তা-স্বার্থের ব্যাপক ভৃতি-পরিচর্য্যায়,

কিন্তু নিজে অকিঞ্চন থাকতে
কসুর ক'রো না ;
তোমার শুভ কামনা
সিদ্ধার্থ-সম্বর্দ্ধনায়
সিদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
প্লাবন-পরিস্রবা হ'য়ে উঠুক । ৭৬১৪ ।
২৪।৩।১৯৫৬, সকাল ১০-১৫

যে-ভিক্ষা মানুষকে
ভজনদীপ্ত ক'রে তোলে না—
ভৃতি-প্রেরণায়,
সে-ভিক্ষা ভিক্ষা নয়,
শুধুমাত্র যাচঞা । ৭৬১৫ ।
২৪।৩।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৫

প্রীতি কিন্তু যথেচ্ছ চলন নয়কো,
প্রীতির গতিই হ'চ্ছে প্রণয় ;
হৃদ্য বিনীত বাক্য-ব্যবহার-সম্পন্ন
অনুচর্য্যী কৃতি-চলনের ভিতর-দিয়ে
প্রীতি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে । ৭৬১৬ ।
২৪।৩।১৯৫৬, বিকাল ৪-১২

ইষ্টে বা আদর্শে কৃতিনিরতিহারা
তদনুশাসন-ব্যত্যয়ী চলন
ও স্বার্থান্বেষী প্রবঞ্চক ভক্তির বহর নিয়ে
যা'রা চ'লে থাকে,
বিধাতাও সেখানে
ঐ ব্যত্যয়ী চলনে
বাধা পেয়ে

কুটিল পন্থাতেই তাদিগকে
স্পর্শ করতে চলেন—
শাতন-সংঘাতকে যথাসম্ভব এড়িয়ে ;
ঈশ্বরের দয়া সেখানে
ম্লান বিকীরণায়ই চ'লে থাকে। ৭৬১৭।
২৪।৩।১৯৫৬, বিকাল ৫-৫৫

তুমি যদি তোমার আভিজাত্যের
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যাপরায়ণ না থাক,
ঐতিহ্যের অনুসেবী না হও,
কুলাচারকে পরিপালন না কর,
নিজের বৈশিষ্ট্যে
সম্মান-সন্দীপী তৎপরতা নিয়ে
অন্যের বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধা না রাখ,—
ঠিক জেনো—
তোমার ঐ ব্যত্যয়ী চলন
বিকৃতপন্থী ক'রে
অনর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমার সন্তান-সন্ততিকেও
দুষ্ট ব্যভিচারগ্রস্ত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে ;
ঐ বিকৃতি-প্ররোচী লুব্ধ
বাতুল মত্ততায় অভিভূত হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধি খাবি খেয়ে
হাপশিয়ে উঠবেই ;
তা' ছাড়া, ঐ বিষাক্ত ছন্ন মদমত্ত প্ররোচনা
পরিবেশকেও সংক্রামিত ক'রে
অধঃপাতের আশ্রয় ক'রে তুলবে ;
সর্ব্বনাশ
শাতন শাসনে
সপরিবেশ তোমাকে

পদদলিত ও বিমর্দ্দিত ক'রেই চলতে থাকবে। ৭৬১৮।

২৪।৩।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৫০

ধৃতি-উচ্ছল অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
সকল বাক্যে
সমস্ত কর্ম্মে
সকল মননে
ধর্ম্মানুচর্য্যা ক'রে চল—
যা'-কিছুকে ধর্ম্মীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
তীক্ষ্ন ও ক্ষিপ্র সন্ধিৎসু চক্ষুতে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধানে নির্ব্বাহ ক'রে;
ঐ সমাধান তোমার অন্তরকে যতই
আত্মপ্রসাদ-উৎফুল্ল ক'রে তুলবে,
তোমার তপোবিভূতি
অন্বিত বোধনায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
প্রসন্ন প্রসাদে
সাম্য-তৃপণায়
শান্ত ও সাবলীল গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে ততই;
জপ-ধ্যান-ভজন
তখনই তোমাকে
সঙ্গতির খরস্রোতে
উচ্ছল-উৎফুল্ল ক'রে
অন্তর-উপলব্ধিকেও
তেমনি প্রসাদ-বিনায়িত ক'রে তুলে
চলতে থাকবে;
তুমি বিভূতিমণ্ডিত প্রাজ্ঞতায়
অধিষ্ঠিত হ'য়ে
কল্যাণকলস্রোতা চারিত্রিক দীপনায়
পরিবেশের যা'-কিছুকে
স্বতঃ-শুভ-উচ্ছল ক'রে

সার্থক সম্বর্দ্ধন-পরিস্রবা
হ'য়ে চলতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
ভূমায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৭৬১৯।
২৬।৩।১৯৫৬, রাত ৭-৫৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমার প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে
ইষ্টার্থী শুভ-সেবনায় নিয়োজিত কর,
এই নিয়োজনা যতই
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন হবে—
কৃতি-কৌশলে,—
তোমার অন্তঃকরণও তেমনি
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে ;
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো—
কাজে-কথায় মিল রেখে,
আজ একরকম, কাল একরকম—
এমনতর রকমারি চলনকে
সমীচীন বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে ;
হৃদ্য শিষ্টাচার-সম্পন্ন চলনে চ'লো,
মানুষের দোষের যাজন ক'রে
দোষ-দর্শিতাকে পুষ্ট ক'রে তুলো না,
যা'র শুভপ্রসূ যেটুকু জান,
তাইই ব'লো—
অসৎ যা', অশুভ যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে ;
তা' যদি না বলতে পার—
হৃদ্য অনুকম্পিতা নিয়ে,—
মানুষের দোষের কথা নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না,

অশুভ ও দুঃখ-প্রসূ বলা, চলা ও করাকে
উপযুক্তরূপে সংযতই রেখো ;
তোমার লোক-অনুকম্পিতা
কথায় ও কাজে
যত ফুটন্ত ক'রে তুলতে পার,
তাইই ভাল ;

একজনের সুখ্যাতি করতে গিয়ে
অন্যের নিন্দা ক'রো না,
এক কথায়, ইষ্টার্থের দিকে নজর রেখে
হৃদ্য কথা ও আচরণে
সবাইকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে
বদ্ধপরিকর হও ;

তোমার সংস্রব যেন
মানুষের দোষকে খাটো ক'রে
গুণকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
কথায়-কাজে বাস্তব মিলনের ভিতর-দিয়ে ;
এমনতর ক'রে মানুষকে যথাসম্ভব
দোষমুক্ত ক'রে তোল—
নিজে দোষমুক্ত হ'য়ে,—
নিজে দুষ্ট থেকে
অন্যকে সংশুদ্ধ করা যায় না ;
যা' করণীয় তা' ফেলে রেখো না,
সুব্যবস্থিতির সহিত নিজেকে,
নিজের কর্ম্মগুলিকে
ও কর্ম্মের উপকরণগুলিকে
প্রয়োজন-মাফিক সুবিন্যাস্ত ক'রে রেখো—
করায় জাগ্রত থেকে ;

অশুভের প্রতিকার ক'রে চ'লো—
বিবেচনার সহিত,
তেমনি শুভকেও উচ্ছল ক'রে তুলো—
বোধনচক্ষুর বিনায়নী তৎপরতায় ;

সহজ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী
মিতি-চলনে চ'লো,
যা'তে ঐ চলন
তোমার আশপাশের সবারই চোখে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে ;
মাত্র এই ক'টুকুর প্রতি
যদি নজর রেখে চল,
জীবন-চলনায় অনেকখানি স্বস্তি লাভ করবে। ৭৬২০।
২৭।৩।১৯৫৬, সকাল ৯-৩৫

ইষ্টার্থ-আশ্রয়ী ঔচিত্যের অপলাপ যেখানে,
ঠগ্‌বাজি স্বার্থ-সন্ধিৎসুতাও সেখানে
তেমনি ভঙ্গিমা নিয়েই চলতে থাকে। ৭৬২১।
৩০।৩।১৯৫৬, সকাল ৬-৪৫

সহানুভূতি,
স্বতঃ-দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা,
সুব্যবস্থ অন্তরাসী আবেগপূর্ণ
উপচয়ী কৃতি-অনুচলন—
এই তিনের সঙ্গতি
যখন কা'রও প্রতি অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'রই মাঙ্গলিক অভিনিবেশে
নিরন্তর হ'য়ে চলে,
সেখানেই থাকে প্রীতি,
সেখানেই থাকে আত্মীয়তা ;
এ ছাড়া
যেখানে যেমন সম্বন্ধই হো'ক না কেন,
তা' হয়তো আত্মস্বার্থসন্ধিৎসু ক্লীব প্রীতি। ৭৬২২।
৩১।৩।১৯৫৬, বিকাল ৫টা

বিহিত বিধান-অনুযায়ী পরিণীতা,
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোচ্ছল
মনোজ্ঞ-অভিনিবেশী-পতিপ্রাণ-অনুগতি-সম্পন্না,
কৃতিমুখর পরিচর্য্যাপরায়ণা,
হর্ষহিন্দোলী বীচি-সমন্বিত
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বযুক্ত
উদাত্ত-ভঙ্গিম অভিদীপনা-উচ্ছল,
সৎকুলোদ্ভূতা, সদাচারপরায়ণা,
প্রীতি-পরিভৃত অনুকম্পা-উচ্ছল
তর্পী বাক ও ব্যবহার-সমন্বিতা,
সুব্যবস্থ পূত সজ্জা ও অনুচলন-অভ্যস্তা,
স্বভাব-সুন্দর মিতিচলন-অন্বিতা,
অনুবেদনা ও অনুভাবিতা-সম্পন্না,
স্বতঃ-সন্দীপ্ত সহজ
সক্রিয় সমবেদনাশীল,
কৃতি-কুশল-কৌশলী,
অসৎ-নিরোধী হওয়া সত্ত্বেও
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যা-পরায়ণা,—
এমনতর কুলোজ্জ্বলা স্ত্রী
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার
জীবনীয় আশ্রয়। ৭৬২৩।
৩১।৩।১৯৫৬, রাত ৯টা

বিধিকে তোমার চাহিদার ছাঁচে
ঢালতে যেও না,
তা'তে কিন্তু বিপর্য্যয়ই
পর্য্যাপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বরং বিধিকে জান,
আর, সেই ছাঁচেই তোমাকে ঢাল,
সু-বিধা সচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে,

বিধি মানেই হ'চ্ছে—
যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয় ও পায়। ৭৬২৪।
১।৪।১৯৫৬, বেলা ১১টা

তুমি তোমাকে ভাল বলেই
প্রমাণ করতে চাও,
বা মন্দ বলেই
তোমাকে লোকে জানুক,
কা'রও সম্বন্ধেই হো'ক
বা তোমার সম্বন্ধেই হো'ক,
শোনবার বা বলবার
ঔৎসুক্য যতই থাক্ না কেন,
তা' কিন্তু বড় বেশী কিছু নয়কো ;
তোমার প্রতিপাদ্য কী,
শুভস্বার্থী তোমার কাছে কী,
সেইটেই হ'চ্ছে আদৎ কথা ;
তোমার কথা, ভাব, ভঙ্গী ও আচরণ
সুযুক্তসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
বাস্তব পরিচিতি নিয়ে
ঐ প্রতিপাদ্যকেই যদি
প্রমাণ করতে পারে,
তাই কিন্তু আসল কথা ;
তা' যতই ব্যতিক্রমদুষ্ট হবে,
লোকের হাবড়-জাবড় দৃষ্টি
তোমাকে ঐ হাবড়-জাবড় অবস্থায় যে
পরিচালিত করবে,
তা' কিন্তু অনেকখানিই ঠিক ;
তাই বলি, কথা বলতে শেখ,
ভাবতে শেখ,
বুঝতে শেখ,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলন

সার্থক আদর্শ-সঙ্গতি নিয়ে
যা'তে লোকের কাছে
হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারে,
তেমনতর রকমে চল,
তা'ই তোমার লাভের। ৭৬২৫।
২।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-৫০

কা'রও কোন বিষয় বা ব্যাপার সম্বন্ধীয়
বা কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে
যদি কিছু করতে যাও—
ভরসা দিয়ে,
রিশবৎ বা উপরি পাওনার লোভে,
দাঁও মেরে
শোষক প্রবৃত্তিতে
বেশ ক'রে পোষণ দিয়ে
তাজা রেখে,—
যা'র দায়িত্ব নিয়েছ,
তা'কে তো ধ্বস্তনস্ত করবেই,
আর, ঐ রিশবৎ-প্রত্যাশী
ধাপ্পাবাজ-প্রবৃত্তি
তোমাতে এমনতরই তীব্র হ'য়ে উঠবে,
যে, কাজ নিষ্পাদন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করবার
বা পুরস্কৃত হবার
সৌভাগ্য তো উড়ে যাবেই—
তা' ছাড়া, কলঙ্ক-মর্দ্দিত হ'য়ে
অন্যের আস্থাভাজন হওয়া
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে;
সুবিধায় কাজ সুনিষ্পন্ন করার
কুশলকৌশলী দক্ষতা
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে

তোমাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবশ হ'য়ে উঠতে থাকবে
ক্রমশঃই,
ফলে, তুমিই নষ্ট পেতে থাকবে—
অন্যকে নষ্ট ক'রে,
উন্নতির উপভোগ হ'তে
মানুষকে বঞ্চিত ক'রে ;
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
রাক্ষস-ব্যাদানে
করাল-চর্ব্বণে চর্ব্বিত হ'য়ে
বহু নির্য্যাতন ভোগ ক'রেও
তোমার সে-পাপ হ'তে
পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন ;
নিজে বাঁচতে চাও যদি,
জীবনকে উন্নতিমুখী ক'রে তুলতে চাও যদি,
যে-দায়িত্বই নিয়ে থাক না কেন,
সাধু-নিষ্পাদনে
তা' নিষ্পাদিত কর—
বিহিত বিচক্ষণতার সহিত,—
সৌভাগ্য স্বাগতম্-আহ্বানে
তোমাকে নন্দিত ক'রে চলতে থাকুক । ৭৬২৬ ।
২।৪।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

যে-কোন কাজই হো'ক—
তা' চিন্তায়, ভাবে বা কর্ম্মে,
বা চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মের
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
নিষ্পাদন কর না কেন,
তা' কুৎসিত রকমে
সমাধান করতে যেও না ;
তেমনতর যদি কিছু ক'রেও ফেল,
তা'কে সুযুক্ত সুশ্রী ক'রে তোল,

তা' না করলে
ঐ কুৎসিত প্রস্তুতি
তোমাকে পেয়ে বসবে ;
তোমার খেয়াল বা চলন
এমনতরভাবেই
ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে থাকবে,
যা'র ফলে, তোমার তা'কে
সুন্দরে সমাপন করা
একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে ;
আর, তা' ওখানেই নিরস্ত হবে না কিন্তু,
তোমার আচার, ব্যবহার, চালচলন
ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিকেও
বিকৃত ক'রে তুলবে ;
ভুল যদি পরিপুষ্ট হয়,
তুমি তা' জানলেও
তোমার এতটুকু অসাবধান চলনের ভিতর-দিয়েও
ঐ বিকৃতিই অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠবে,
তা'র ফলে, তোমার নিজেকে সমর্থন ক'রে
খুশী হ'য়ে থাকা ছাড়া
পথই থাকবে না ;
তাই বলি ! এখনও সাবধান !
সুকৃতিবান হও,
আর, তা' হ'তে যতখানি
মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন,
ধৈর্য্যের প্রয়োজন,
স্থৈর্য্যের প্রয়োজন,
তা'তে একটুও কসুর ক'রো না ;
ঐ কসুরকে প্রশ্রয় যদি দাও,
তা' কিন্তু জীবনকে
বেসুরো বিকৃত ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ৭৬২৭ ।
৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-৩৫

কা'রও প্রতি তোমার অনুরাগ যতই
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ আবেগ-সম্পন্ন হ'য়ে
সেবা-সন্দীপী লালসায়
তরতরে হ'য়ে চলবে,
তোমার চোখ, কাণ, চলন, কথা, ব্যবহার
তেমনতরই বোধনদীপ্ত সজাগ হ'য়ে উঠবে,
দক্ষ কুশলকৌশলী নৈপুণ্য-প্রয়াসী
হ'য়ে উঠবেও তেমনি ;
ওতে শৈথিল্য যত যেমনতর,
আর, সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষু তুমি যেমন,
তোমার বোধ-জাগরণও
তেমনতরই স্বার্থ-পরামৃষ্ট—
মুদিত। ৭৬২৮।
৩।৪।১৯৫৬, রাত ৭টা

অবৈধ ও অপচয়ী পাওনার
প্রত্যাশা ক'রো না,
কৃতি-সম্বেগ ও বোধ-সন্দীপনা
ছন্নতা লাভ করবে। ৭৬২৯।
৪।৪।১৯৫৬, সকাল ৭-৩০

যা'কেই ফাঁকি দাও না কেন,
সে-ফাঁকির তহবিল
মজুত হবে প্রথম তোমাতে,
সে ক্রিয়াও ক'রে চলবে তেমনি,
আর, তা'তে যেমনতর অবস্থা হওয়া উচিত,
সেই ঔচিত্য অভিব্যক্তি লাভ করবে
সপরিবেশ তোমাতে। ৭৬৩০।
৪।৪।১৯৫৬, রাত ৯-২০

'উদ্‌গাতা'র প্রথম সংখ্যার জন্য
আশীর্ব্বাণী।

যে প্রাণন-গীতিকা
বর্দ্ধনার বিপুল সম্বেগে
একদিন ভারতের জনসাধারণকে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গীতির উদ্বোধনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতায়
অমৃতোৎসারণী ক'রে তুলেছিল,
আমার পরমপিতার চরণে
এই আমার
ঐকান্তিক প্রার্থনা—
'উদ্‌গাতা' উৎসব-উদ্দীপনায়
উৎসর্জ্জনী আবেগে
বর্তমানে
তা'রই পরিণামকে
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক। ৭৬৩১।
৫।৪।১৯৫৬, সকাল ৮-৪৫

যা' আরোগ্য-উদ্দীপী নয়,
রোগ-নিরাকরণী নয়,
পোষণ-বর্দ্ধন-বিধায়িনী নয়কো,
তা'ই কিন্তু রোগ-উদ্দীপী। ৭৬৩২।
৫।৪।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩৫

প্রতিলোমজ আবিলতার
একটা সিদ্ধ লক্ষণই হ'চ্ছে এই যে
অমনতর জাতক নিজের জন্ম ও জাতিকে ভাঁড়িয়ে

অন্য বংশীয় ব'লে
নিজেকে পরিচিত করতে পছন্দ করে,
ছলে-বলে-কলে-কৌশলে
যেমন ক'রেই হো'ক তা' করে,
নিজের আভিজাত্যের প্রতি
এমনতরভাবেই সে নিষ্ঠাহারা ;
আর, অনাবিল জনন-জাতি যেখানে
তা'রা অমনতর পছন্দই করে না,
এক-কথায়, বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী ব্যাপারকে
ঘৃণ্যই মনে ক'রে থাকে ;
নিজেদের আভিজাত্যকে স্মরণ ক'রে
শ্রদ্ধা-উদ্দীপ্ত কৃতার্থতায়
বিভোর হ'য়ে ওঠে তা'রা,
তাই, তা'রা অন্যের বৈধী-আভিজাত্যকেও
শ্রদ্ধা করতে জানে। ৭৬৩৩।
৫।৪।১৯৫৬, বিকাল ৪-৪০

বিষয়, ব্যাপার বা বস্তুর
বাস্তব বীক্ষণায় বা সংস্পর্শে
অনুভবগুলির সঙ্গতি নিয়ে
কার্য্য-কারণ ও পারিবেশিক দ্যোতনা-সম্পর্কিত
সন্ধিৎসু অনুচলনে
যে বোধ জন্মে অটুটভাবে,
তা'ই হ'চ্ছে তাদের বিহিত বোধ ;
আর, ঐ কার্য্য-কারণের অন্বিত সঙ্গতির
ধৃতিই হ'চ্ছে বিধি ;
ঐ বিধিকে উদ্‌ঘাটিত ও উপলব্ধি
করাই হ'চ্ছে—
তা'র দর্শন ও জ্ঞান ;
আর, যে-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তা'কে উপলব্ধি করা যায়,

তা'ই তা'র অধিগমনী নীতি,
যা'র ভিতর-দিয়ে
জীবনীয় প্রয়োগকুশল হ'তে পারা যায়। ৭৬৩৪।
৭।৪।১৯৫৬, সকাল ৭-৪০

পয়সায় পরিশ্রম কিনে
বা পয়সার প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে বা ক'রে
যে-কাজই কর না কেন,
তা' কিন্তু জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না,
আর, প্রাণদ বর্দ্ধনপ্রবণও হ'য়ে উঠবে না,
বরং তা'
আরোতর উপরি পাওনার প্রলোভনে
অভিভূত ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া, ক্রমশঃই
শৈথিল্যের দিকেই অবশায়িত ক'রে তুলবে ;
কারণ, আদর্শ ও তদনুগ উদ্দেশ্যে অনুরাগবিহীন
কেনা পরিশ্রমের ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রাণন-সম্বেগ
ফুটন্ত হয় না যেমন,
আর, যা'রা তেমন করে—
তাদেরও তা' হয় না,
তাই, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সংঘটনও
হ'য়ে থাকে ঐ পথে ;
কিন্তু নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত
অনুপ্রেরণী উদ্বোধনা নিয়ে
বিহিত আগ্রহ-সম্বেগশীল আকূতির সহিত
পারস্পরিক অনুপ্রাণতায়
একায়িত কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থক সম্বর্দ্ধনী সম্বেগে
যাই কর না কেন,

তা' কিন্তু জীয়ন্ত সমাধানেই
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
এবং তা' অনেকের ভিতরই
এমনতর প্রাণদ প্রেরণার সৃষ্টি ক'রে
তাদিগকে কর্ম্মমুখর সংহত ক'রে তুলবে ;
ইষ্টীপূত নিষ্ঠা নিয়ে
কিছু করতে গেলে
তোমার আবেগ-জীবন
যেমন কৃতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সেই আবেগদীপ্ত সমাধানী কর্ম্ম
ঐ অমনতর অনুপ্রেরণা বহন ক'রে
অনেককেই অমনতর জীয়ন্ত ক'রে তুলে থাকে ;
আর, যে সমাজ বা রাষ্ট্রে
এমনতর ইষ্টীপূত নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ কৃতিচর্য্যা
যত মুখর ও জীয়ন্ত,
সে সমাজ ও রাষ্ট্র
ততখানি বর্দ্ধনমুখর ও জীবনসম্বেগী। ৭৬৩৫।
৭।৪।১৯৫৬, সকাল ৮-২৫

পাপ জীবন-সম্বেগকে
প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে
খিন্ন বা শীর্ণ ক'রে তোলে,
ফলে, অস্তি-দীপনা
দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে
ঐ অভিভূতি-আবেগ
সত্তা-সম্পোষী সংস্কৃতিকে
মাথা তুলতেই দিতে চায় না,
বরং ঐ প্রবৃত্তিরই সমর্থনপ্রবণ হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ,
চিত্তের বল শ্লথ চেতনায়

মুহ্যমান হ'য়ে ওঠে,
আবার, জীবনীয় চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মসম্বেগও
ক্রমশঃই
ক্লীবীদৈন্যে পর্য্যবসিত হয় ;
তাই, যা' সত্তার সংরক্ষণী সম্বেগকে
পাতিত্য-বিমূঢ় ক'রে তোলে,
তাইই পাপ—
জীবন-আরাধনার অন্তরায়
অর্থাৎ অপরাধ। ৭৬৩৬।
৮।৪।১৯৫৬, রাত ৭-১০

অনুরাগ একায়নী আগ্রহে
উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
যা'কে একতৎপর ক'রে তোলে না—
অনুচর্য্যা-উদ্দীপী কৃতি-দীপনায়,
মনোজ্ঞ অনুচলনী আত্মপ্রসাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে,—
অজ্ঞতাও সেখানে
অভিভূতির জড় আবরণ নিয়ে
বেকুব প্রসাদ-ভোজী হ'য়েই
থেকে থাকে প্রায়শঃ—
সত্তাকে বঞ্চিত ক'রে
প্রবৃত্তির ভোগলিপ্সু
প্রত্যাশা-প্রলোভন নিয়ে ;
তাই, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'। ৭৬৩৭।
৮।৪।১৯৫৬, রাত ৮-৪৫

আদর্শে শ্রদ্ধানিরতিহীন
সঙ্গীতিহারা যা'রা যেমন,—
তা'রা ততখানি প্রত্যাশালুব্ধ,
শ্লথবীর্য্য ;

তা'দের বিশেষত্বই হ'চ্ছে—
একপন্থী বহুমুখী কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সমাধান-সার্থকতায়
তা'রা কৃতকার্য্য হ'তে পারে কমই,
কারণ, কোন বিষয় বা ব্যাপারের
কোন কিছুতে
তা'রা যেই আনতিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
তা'রই সমাধানে
অন্য কর্ম্মগুলিকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় বিনায়িত ক'রে
সামগ্রিক কৃতকার্য্যতা লাভ করা
তাদের পক্ষে দুরূহই হ'য়ে ওঠে ;
তাদের মস্তিষ্কের বোধনাও
সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে না,
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল আয়ত্তে এনে
নির্ব্বাহ ক'রে তোলা
তাদের পক্ষে কঠিনই হ'য়ে থাকে ;
তাই, যে-বিষয়েই হো'ক না কেন,
মূলকে অবলম্বন ক'রে
যে যে-গুলি তা'তে সংগ্রথিত হ'য়ে
একটা সামগ্রিকতার
সৃষ্টি ক'রে আছে,
সেগুলিকে তেমনতর গ্রথিত ক'রে
ঐ সামগ্রিকতায় মূর্ত্ত করতে করতে
কৃতকার্য্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে ওঠ,
তোমার ব্যক্তিত্বও
কৃতিদীপ্ত সামগ্রিকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে

চতুর হ'য়ে উঠবে,
চৌকষ হ'য়ে উঠবে । ৭৬৩৮ ।
৮।৪। ১৯৫৬, রাত ১১-৩০

তোমার সব চাহিদাগুলি যখন
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমের
আরাধনামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বতোভাবে তাঁকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত হ'য়ে,—
শ্রেয়-প্রেয় হ'য়ে তিনিই যখন
তোমার কাছে ফুটন্ত হ'য়ে থাকেন,
কী হবে না হবে
তার কোন প্রশ্নই তোমাকে
এলোমেলো ক'রে তুলতে পারে না,
অভাবই হো'ক, বিভবই হো'ক,
ঐ প্রেয়-উদ্বর্দ্ধনাই
তোমার যা'-কিছু কৃতিচলনের
মুখ্য চর্য্যা হ'য়ে
তোমার জীবনে চলৎশীল,—
এই এমনতর রকমটি,
এই সহজ প্রাণন-দীপনা,
যা' হওয়া না-হওয়া,
পাওয়া না-পাওয়া,
অভাব-বিভব,
সবগুলির সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার জীবনে দেদীপ্যমান—
বোধ-বিনায়িত চারিত্রিক বিকীরণায়,—
এক-কথায়, হওয়া না-হওয়ার
পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্নই
যখন থাকে না,

সব প্রাপ্তি যখন ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে
প্রিয়পরমে—
ব্যক্তিত্বের বিকীরণা নিয়ে,—
তাইই তোমার জীবনে
প্রাপ্তির পরম অর্চ্চনা। ৭৬৩৯।
৯।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-৫

নববর্ষ
পুরুষোত্তম-স্বস্তি-তীর্থ মহাযজ্ঞোপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের
আশীর্ব্বাণী।

নেচে ওঠ—
স্থৈর্য্যের উদাত্ত চলনে,
অনুচর্য্যী উৎক্রমণী অনুকম্পায়,
প্রিয়পরমের পবিত্র অভিসারে;

জাগ,
ওঠ,
নাচ—
নর্ত্তনার নন্দনস্রোতা জীবনের যুত-দীপনায়,
অজচ্ছল অকম্পিত সঙ্গীতির
অন্বিত সার্থকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে—
বর্দ্ধনার হোমদীপনায়;

ঐ দেখ—
ঐ তন্দ্রাতুর ঊষা—
আলোকের স্পন্দন-বিভায়,
আঁধারের বিলয়-বিহ্বলা

আলিঙ্গনী উল্লোল নর্ত্তনায়,
দুনিয়ার নর্ত্তন-বিহ্বল উদাত্ত নাচনে ;—
আলোর সম্বেগ—
আঁধারের বিদায়-আরতির তোষণ-চুম্বনে,
তন্দ্রাতুর ঊষার
'জাগৃহি'—জীবন-সৌকর্য্যের
উৎক্রমণী
স্নেহলমদির তৃপণার
তূর্য্য-আহ্বানে ;—
ঐ ঊষার কোলে
সবিতার ভর্গদীপনা
বীচি-কম্পিল তৎপরতায়
প্রাণন-দীপ্তি নিয়ে
দুনিয়াকে
কেমন হাস্যমুখর ক'রে তুলছে—
হাসিকান্নার সোহাগ-সিঞ্চিত
আলিঙ্গন-গ্রহণের
সলীল উৎসর্জ্জনায় ;

ঐ জীবনগোলক
ফুটন্ত বিভায়
সিন্দূর-রঙ্গিল কিরণ
বিকীরণ ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে উঠলো—
চিত্রার বিচিত্রতাকে অতিক্রম ক'রে
বিশাখার বিশেষ বিনায়নে
নিজেকে সংক্রামিত করতে করতে ;

তাই বলি, নাচ,
তাই বলি, চল,
তাই বলি, পরস্পর পরস্পরের
আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
হাসিকান্নার উদাত্ত সজ্জায়

নর্ত্তন-বিভূতিতে
প্রাণন-দীপনায়
সবাই নেচে ওঠ ;
জীবনমন্ত্র গেয়ে উঠুক
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
জীবনের যাগদীপ্ত
ধৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে;
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের
শিষ্ট আচরণে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
আপূরণী হ'য়ে ;
আর, এইতো সেই কৃতিযাগ—
যা' যজ্ঞেশ্বরে
সঙ্গতিশীল বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
ধৃতি-অনুচর্য্যায়
প্রত্যেককে উদ্বর্দ্ধনায়
উন্নীত ক'রে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে চলেছে—
অনন্ত জীবনের জনন-পরিচর্য্যায় ;
তাই আবার বলি—
তুমি জাগ,
তোমরা জাগ,
তুমি নাচ,
তোমরা নাচ—
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
নীরোগ সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
বলে, বর্ণে, বিক্রমে,
জীবন-পরিচর্য্যায়
পরস্পর পরস্পরের
বর্দ্ধনার পালন-পোষণী
অমৃত প্রেরণা নিয়ে,

যজনে,
যাজনে,
অধ্যয়নে,
অধ্যাপনায়,
দানে,
প্রতিগ্রহে,

পরস্পর পরস্পরের
স্বাস্থ্য, স্বস্তি
ও শুভপ্রসূ মঙ্গল আচরণের ভিতর-দিয়ে,
সপরিবেশ নিজেকে
উৎসর্জ্জিত করতে করতে,
শুভ-বর্দ্ধনায়
অমরস্রোতা হ'য়ে ;

জীবনের ধৃতি-সম্বেগ
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক তোমার,
প্রীতি-সম্বেগ সবাইকে
আলিঙ্গনে উর্জ্জী ক'রে তুলুক,
বর্দ্ধন-সম্বেগ
স্বস্তির শুভ-আহ্বানে
পরস্পরকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক—
অনন্ত নন্দন-অভিসারে,
যা'-কিছু অসৎকে নিরোধ ক'রে
জীবনকে উচ্ছলস্রোতা করতে করতে ;
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'
আবার বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
প্রতিটি কর্ম্মের
আপ্যায়নী সৌজন্যের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বের পরম পরিচর্য্যায়
পরাৎপরকে স্পর্শ করতে করতে ;
তোমার প্রতিটি নর্ত্তন

গেয়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
বেঁচে থাক,
কৃতি-চলনে চল,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হও—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
কল্যাণের সাম-মূর্চ্ছনায়
তোমার জীবন-জগৎকে
মূর্ত্তিমান ক'রে । ৭৬৪০ ।
১৪।৪।১৯৫৬,

ক'রে বাঁচ,
আর, তা'কে বিকীর্ণ ক'রে তোল
প্রত্যেক অন্তরে,
কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য ওইই । ৭৬৪১ ।
১০।৪।১৯৫৬, সকাল ৮-১৫

ঋত্বিক ও সৎ-অনুধ্যায়ী কর্ম্মীদের আচরণীয় সপ্তশীল।

১। অদম্য আত্মোৎসর্জ্জনী কৃতিদীপ্ত
ইষ্টার্থপরায়ণতা।

২। সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়নী চলন
ও অনুচর্য্যা-নিরতি।

৩। বাক্য, ব্যবহারের প্রাণবন্ত সঙ্গতি।

৪। নৈষ্ঠিক যজনশীল আচরণ-প্রবুদ্ধ যাজন-উন্মাদনা
ও ইষ্টাপূর্ত লোককল্যাণ-কর্ম্মে
অদম্য উদ্যম।

৫। সংবর্দ্ধনা ও সংহতি-সন্দীপী
কৃতি-আবেগ।

৬। কুশলকৌশলী সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ।

৭। অসৎ-নিরোধী পরাক্রম,
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা
ও বৃত্তিস্বার্থে নিরাশিতা ও নির্ম্মমতা। ৭৬৪২।

১০।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০

যখন থেকে তুমি
রিশবৎ-প্রলুব্ধ হ'লে
অর্থাৎ উপরি পাওনা-প্রত্যাশী হ'য়ে
তা'র সংস্পর্শ লাভ করলে,
তখন থেকেই
তোমার অন্তঃস্থ কৃতি-সম্বেগ
স্থবির ক'রে তুলতে লাগলে,
আর, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতবুদ্ধি
ও বিবেকবিচার
অব্যবস্থ ও শ্লথ হ'য়ে উঠতে লাগল,

আত্মমর্য্যাদাকে খিন্ন ক'রে
আভিজাত্যে শ্লেষ উৎপাদন করতে লাগলে ;
এমনি ক'রেই
ব্যক্তিত্ব তোমার
মসী-মণ্ডিত হ'য়ে
অবজ্ঞায় আত্মবিলয় করতে আরম্ভ করল ;
কর্ম্মকে প্যাঁচোয়া ক'রে
স্থারিত্যের অপলাপ ঘটিয়ে
ধাপ্পাবাজির ছড়িদারীতে
নিজেকে পরিচালিত করতে বাধ্য হ'লে—
ঐ প্রত্যাশাসিদ্ধির স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষায় ;
ভাগ্যদেবী অমনি ক'রেই
মর্ম্মাহত হ'য়ে
কলঙ্কে আত্মনিমজ্জন করতে
সুরু ক'রে দিল ;
তুমি ভাগ্য-আরাধী হ'লে না,
ভাগ্যের কাছে হ'লে অপরাধী । ৭৬৪৩ ।
১১।৪।১৯৫৬, সকাল ১০টা

যাঁর বা যাঁদের
প্রীতি ও পোষণায়
যেমন ক'রেই হো'ক
কোনরকমে তুমি নিজে
বা পরিবার-শুদ্ধ তুমি দিন গুজরাচ্ছ,
তাঁর বা তাঁদের প্রতি যদি
তোমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞ অনুকম্পা
উদ্‌গতই হ'য়ে না ওঠে—
বাস্তব অনুচর্য্যী কৃতি-উৎসারণায়,
তাঁর বা তাঁদের শুভ চিন্তা,
শুভ ভাবনা
ও শুভানুচর্য্যী আকুল উদ্যম নিয়ে,—

অথচ তুমি যাদের আপন ভাবছ,
তা'দের জন্য যা'-কিছু করবার
তা' সাধ্যমত করছ—
ঐ তাঁদেরই অনুপোষণ-অবদান ভাঙ্গিয়ে,—
এটা যে অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ
তা' কি জান ?
মনে রেখো, ঐ তোমার ভাগ্যদেবতা
অভিশাপগ্রস্ত। ৭৬৪৪।
১১।৪।১৯৫৬, রাত ৮-৪০

অজ্ঞতাকেই যা'রা
আশীর্ব্বাদ ব'লে ধ'রে নেয়,
বিজ্ঞতার অনুচর্য্যা
নির্ব্বুদ্ধিতা ব'লেই মনে করে,
অবনতি
উল্লোল নাচনে
তাদের জীবনে
প্রভুত্ব বিস্তার করতে
স্ফীত-তৎপর ;
তাই বলি,—সামাল। ৭৬৪৫।
১১।৪।১৯৫৬, বেলা ১০-৪০

তোমার চরিত্রই হ'চ্ছে
তোমার প্রথম ও প্রধান পরিচয়,
আর, সুনিষ্ঠ সুযুক্ত ব্যবস্থিতিসম্পন্ন
কৃতিদীপ্ত বোধনাই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যক্তিবিভূতির সাক্ষ্য,
আর, ওর মোট সঙ্গতিই হ'চ্ছে
তোমার বাস্তব বিজ্ঞাপন। ৭৬৪৬।
১৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৯টা

যারা নিজের বৈশিষ্ট্যকেই হো'ক
বা অন্যের বৈশিষ্ট্যকেই হো'ক—
অবলাঞ্ছিত বা অতিক্রম করে,
তাদিগকে পাতিত্যদুষ্ট ব'লেই জেনো,

আর, সংক্রামকতা
তাদের সংস্কারে যে সংবিন্ধ রয়েছে,—
সেটাও কিন্তু অনেকখানিই ঠিক। ৭৬৪৭।
১৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-১৫

তুমি যেমন হও,—
তোমার চরিত্রও তেমনি হয়,
এই স্ব-এর হওয়াকে স্বভাব বলে,
স্ব-এর ভাব অর্থাৎ স্ব-এর হওয়াই
স্বভাব,
আর, তা'র ক্বতি-বিকীরণাই চরিত্র—
যা' তোমার চলনের ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;

—মোকথা কথায়
মানুষও তুমি তেমনি কিন্তু—
স্বভাবতঃ। ৭৬৪৮।
১৩।৪।১৯৫৬, বিকাল ৫-১৩

নিষ্ঠা যাদের দোদুল্যমান,
চেষ্টা অলস যা'দের,—
যোগ্যতাও বিবশ তাদের,
ভাগ্যদেবতাও বিধ্বস্ত সেখানে। ৭৬৪৯।
১৪।৪।১৯৫৬, বেলা ১১টা

কল্যাণপ্রসূ দ্যুতিমান ব্যক্তিত্ব যেখানে—
সাত্ত্বিক তত্ত্ব-সঙ্গীত নিয়ে,—
দেবত্বও সেখানে। ৭৬৫০।
১৪।৪।১৯৫৬, রাত ৯-৩৫

ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ
যেখানে যেমন,
আধিপত্যও সেখানে তেমনি,
আর, ঐ ঐশী সম্বেগের উৎসই হ'চ্ছেন
ঈশ্বর ;
সবাইকে ঈশ্বর ভাবতে যেও না,
বরং সবাইকে ঈশ্বরের ভাব—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে ;
আর, সবার ভেতরই
ঈশ্বরকে দেখতে চেষ্টা কর,
মেয়েরা যেমন স্বামীকে দেখতে চেষ্টা করে
সন্তানের মধ্যে—
আগ্রহশীল সন্ধিৎসা নিয়ে,
সঙ্গতিশীল বিবেক-চক্ষুতে ;
আর, অমনি ক'রে
সবাইকে উপভোগ কর
ঈশ্বরের ব'লে ;
আর, সক্রিয় সেবা-তৎপরতা নিয়ে
তাঁতেই যুক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
ধৃতিচর্য্যী অনুচলনে ;
সবাইকে ঈশ্বর ভাবতে গেলে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গতিশীল বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত অর্থনার
জ্ঞানদৃষ্টিতে
তাঁকে দেখতে পাবে না সবার ভিতর,
আর, উপভোগও করতে পারবে না তেমন ক'রে ;
তাই ঋষির বাণী হ'চ্ছে—
'আচার্য্যদেবো ভব',
অর্থাৎ তুমি আচার্য্যদেবের হও—

ধৃতিতৎপর অনুশীলনা নিয়ে ;
যিনি প্রকৃত আচার্য্য,
যিনি মূর্ত্ত লোককল্যাণ,
অনুশীলনী আচরণের ভিতর-দিয়ে
যিনি জানেন বা জেনেছেন,
তিনিই তোমার ইষ্ট, প্রিয়পরম,
মূর্ত্ত ঈশ্বর,
অব্যক্তের ব্যক্তপ্রতীক । ৭৬৫১ ।
১৮।৪।১৯৫৬, দুপুর ১২টা

যদি কেউ তোমাকে
ভালবাসে ব'লে বলে বা দেখায়,
লক্ষ্য ক'রে দেখো—
তোমার অপছন্দ যা'
তা'র প্রতি তা'র আসক্তি থাকলেও
স্বেচ্ছায় সে তা' হেলায়
বর্জ্জন ক'রে তৃপ্তিলাভ করে কিনা,
তোমার মনোজ্ঞ হওয়ার অভিলাষ
বা তোমাকে দেওয়ার প্রবৃত্তি
তা'কে কেমনতর কতখানি পেয়ে বসেছে—
নিরন্তরতা নিয়ে,—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে
সে তোমার চাহিদানুগ চলনে
চলে কিনা ;—
এইগুলি দেখেই বুঝতে পারবে—
তোমার প্রতি তা'র প্রীতি
কতখানি বাস্তব ও বিশুদ্ধ । ৭৬৫২ ।
১৮।৪।১৯৫৬, রাত ১১-৩০

প্রিয়-প্রীতির সাধু লক্ষণই হ'চ্ছে—
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বশীল

প্রিয়-অভিধায়িনী অনুচর্য্যা—
নিরন্তর-সম্বেগী হ'য়ে,—
প্রিয়ের মনোজ্ঞ হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা,
নিখুঁতভাবে প্রিয়নিদেশ নিষ্পাদন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভের আগ্রহ,
তাঁর সঙ্গ-লিপ্সা,
পরাক্রমী তৎপরতা,
প্রিয়ের অতৃপ্তিকর ও অনভিপ্রেত যা'-কিছু—
তা' নিজের ঈপ্সিত হ'লেও
তা'কে বর্জ্জন ক'রেই তৃপ্তিলাভ করা,
ও নিজের অপছন্দ যা'
তা' প্রিয়ের প্রীতিকর মনে হ'লে
সানন্দে তা'কে আলিঙ্গন করা ;
প্রীতি যেখানে অনাবিল,
সেখানে এমনতর অনুচলন
থাকবেই কি থাকবে,
তাছাড়া, হাজার রকমারি থাকলেও বুঝবে—
সে-প্রীতি সাধু নয়কো,
আত্মপ্রসাদী নয়কো। ৭৬৫৩।
২০।৪।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-২০

অন্তর্নিহিত সৌরত-সন্দীপনাই
যোগাবেগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রীতি-উৎসারণী হ'য়ে ওঠে,
তাই, প্রীতির রকম দেখলেই
অন্তর্নিহিত সুরতের অবস্থাটা কী—
অনেকখানি এ'চে নেওয়া যেতে পারে। ৭৬৫৪।
২০।৪।১৯৫৬, রাত ৬-৪৫

প্রীতি যেমনতর সাধু-সন্দীপ্ত,
কৃতিও তেমনি স্বতঃ-উচ্ছল। ৭৬৫৫।
২১।৪।১৯৫৬, সকাল ৯-৫০

দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো—
যদি তুমি সমীচীন অসগোত্র ছাড়া
বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন কর,
এক-কথায়, তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের
যে রক্তস্রোত
অর্থাৎ যে বীজ-পরম্পরা হ'তে উদ্ভূত,
সেই রক্ত বা বীজসম্পন্ন যা'রা
তাদের সঙ্গে বিবাহকার্য্যে ব্রতী হও,
তাহ'লে তোমার সন্ততির মধ্যে
কুৎসিত গুণগুলিও উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
এবং শোভন সদ্‌গুণগুলিও
উচ্ছলতা লাভ করবে,
কিন্তু সাধারণতঃ ঐ সদ্‌গুণাবলীও
অপকর্ষের সেবায় নিয়োজিত হ'য়ে
তা'রই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
তাই, কখনও সগোত্র বিবাহ ক'রো না ;
আবার, দত্তক-পুত্র গ্রহণ করতে গেলে
স্বীয় গোত্র ছাড়া
অন্য গোত্রে
দত্তক নিতে যেও না,
কেউ গোত্রান্তরিত হ'তে পারে না
কোনক্রমে—
বিশেষতঃ পুরুষ,
কারণ, গোত্র মানেই হ'চ্ছে
পরাবর্ত্তনী বীজধারা—
যে-বীজের সংস্রবে তুমি সঞ্জাত হ'য়েছ,
এবং তোমার সন্তান-সন্ততিও হবে ;
আর, দত্তক নিতে হলে
ঐ বীজেরই অন্য উদ্‌গতি থেকে না নিলে
স্বভাবতঃ সে তোমার গোত্রবাহী
হ'তে পারে না বা পারবে না ;

বিবাহকালে যেমনতর
অসগোত্রের কন্যা গ্রহণ করতে হয়—
ঐ রক্ত বা বীজের পার্থক্যকে
বজায় রেখে,—
যা'র ফলে, তোমার গোত্রের রক্ত
বা বীজের ধারা সব সময়ই
নূতন রক্তে পরিপোষিত হ'য়ে
উদ্‌গতি লাভ করে ;—
তোমার বংশ বা কুলাচারের সঙ্গে
অসগোত্র যে বংশ ও কুলাচারের
শ্রদ্ধানুগতিসম্পন্ন
আগ্রহ-তৎপর নৈকট্য বিদ্যমান,
সমস্ত বিবেচনা-পূর্ব্বক
সেই কুল বা বংশের কন্যা
যেমন বিবাহের উপযুক্ত,—
তেমনি একই রক্ত বা বীজে
উদ্‌গতিসম্পন্ন যে-জাতক,
সেইই দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত,
কারণ, সে ঐ রক্তবীজেরই
সদৃশ-সম্ভূত ;
বিবেকদৃষ্টি নিয়ে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখে
বিবাহ বা দত্তক গ্রহণ ক'রো। ৭৬৫৬।
২১।৪।১৯৫৬, রাত ৮-৪৫

উপকারীর প্রতি
উপকৃত যেখানে অকৃতজ্ঞ,
অনুচর্য্যাহারা,
সে-উপকার
অপকারেই পর্য্যবসিত হয় প্রায়শঃ। ৭৬৫৭।
২২।৪।১৯৫৬, রাত ৯-৫

দত্তকপুত্র অতি অবশ্য
সগোত্র ও নিকটতম সপিণ্ড থেকে
গ্রহণ করতে হয়,
নচেৎ সে দত্তকপুত্রই হয় না,
কারণ, সে বীজবাহী হয় না ;
সপিণ্ড বা সগোত্র অর্থাৎ সগোত্রদায়াদ না হ'লে
বীজ ও রক্ত-সম্বন্ধীয়
কোন অধিকারই তাতে অর্শে না । ৭৬৫৮ ।
২২।৪।১৯৫৬, রাত ৯-২৫

আত্মিক সম্বেগ
যখন জীবভাবনিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ ঐ ভাবে সমাহিত হ'য়ে ওঠে—
প্রবৃত্তি-অনুশ্রয়ী হ'য়ে,—
তা'কেই সুরত বা সৌরত-সম্বেগ
বা জীবাত্মা বলতে পারা যায় । ৭৬৫৯ ।
২৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৬-১১

তোমাকে যদি কেউ
খোঁচা মেরে কথা বলে,
তা' যেমন পছন্দ কর না,
বিরক্ত হও,
যে অমনতর বলে—
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হও,
তেমন তুমিও যদি
কা'রও প্রতি অমনতর ব্যবহার কর,—
তা'র ফলে সেও কিন্তু
অমনই হ'য়ে থাকে,
তোমার দ্বারা তা'র
বা তা' হ'তে তোমার
শুভ-পরিচর্য্যা

বিপর্য্যস্ত ও উদ্‌ভটই
ক'রে ফেলা হয় তা'তে,
কেউ কারও কাছে
হৃদ্য আনতি সম্পন্ন হয় না,
বরং শত্রুভাবাপন্নই হ'য়ে থাকে । ৭৬৬০ ।
২৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৭-৫

ভোগ্য যদি শুভ-প্রসাদমণ্ডিত না হয়,
তবে তা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না । ৭৬৬১ ।
২৩।৪।১৯৫৬, সকাল ৮-১০

প্রীতি পরাক্রমকে
প্রচণ্ডই ক'রে তোলে,
আর, যেখানে তা' হতভম্ব,
প্রীতি সেখানে আছে কিনা—
তা' সন্দেহেরই কিন্তু । ৭৬৬২ ।
২৪।৪।১৯৫৬, সকাল ১০-২৩

অশ্রেয় হীনকৃষ্টিসম্ভূত কেউ
যদি তোমার বরেণ্য হ'য়ে থাকে
বা তেমনতর কাউকে পূজার পাত্র ক'রে
তুমি যদি তাতে সম্বন্ধান্বিতা হও,
তবে ধ'রে রেখো—
তুমি কতখানি
অশ্রেয় সত্তায় অবস্থিতিলাভ করেছ—
যা'র ফলে, ঐ অবকৃষ্ট বা অশ্রেয়
তোমার পূজার্হ হ'য়ে উঠেছে ;
যে-পূজা মানুষের ব্যক্তিত্বকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
সেই পূজার পাত্র যদি অশ্রেয় হয়,

তবে ঐ পূজারী যে কতখানি
ইতরব্যক্তিত্বসম্পন্ন,
সে-বিবেচনা কি তোমার অন্তরে
স্থান পায় ?
তাই বলি—
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় যিনি,
তাঁকেই পূজা কর,
আর, অশ্রেয়কে স্নেহল পরিপোষণায়
উৎকর্ষিত ক'রে তোল—
শ্রেয়প্রীতি যদি তোমার অন্তরে
পরিব্যাপ্তই হ'য়ে থাকে। ৭৬৬৩।
২৪।৪।১৯৫৬, বেলা ১১-৪০

যে-কোন সৎ বা শুভ কর্ম্মকে
সুন্দর দক্ষনিপুণ ত্বরিত্যে
যতই নির্ব্বাহ করতে পারবে,
অর্থনীতি
মান ও যশোগৌরবের সহিত
শিষ্ট সার্থকতায়
তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
উৎসারণশীল ক'রে তুলবে ততই। ৭৬৬৪।
২৪।৪।১৯৫৬, রাত ৮-৫

অভাবের বসবাসই হ'চ্ছে—
আলস্য,
অবিবেকী কর্ম্ম,
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা,
উপরি পাওনার লোভ,
প্রতারণামূলক অনুচলন—
ইত্যাদির ভিতর। ৭৬৬৫।
২৪।৪।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

শ্রেয়নিষ্ঠ নিরন্তরতা-সমন্বিত
তঁন্নিদেশবাহী
ত্বরিত-তৎপর কৃতি-নিষ্পাদনী আবেগ
যা' সুসঙ্গত সার্থকতার সহিত
সামগ্রিক সৌষ্ঠব নিয়ে
শ্রেয়ে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে,
বোধ-উদ্দীপনায়,—
তাই নিয়েই হয়
যোগ্যতার যুত ব্যক্তিত্ব,
আর, প্রকৃত শিক্ষাও হ'চ্ছে তাইই—
ঐ জ্ঞানের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে । ৭৬৬৬ ।
২৫।৪।১৯৫৬, বিকাল ৪-৩০

শ্রেয়-নির্দ্দেশিত ব্যাপার
বিহিত ত্বরিত্যে
সাধু-অনুচলনে
যতই নিষ্পাদন করবে,
নিষ্পাদনী শক্তি
ততই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
আর, সম্পদও বেড়ে উঠবে তেমনি—
ঐ ব্যাপার যদি
লোক-শোষণার ভিতর-দিয়ে
নির্ব্বাহ না ক'রে
তৃপ্তিপ্রসন্ন অনুপ্রেরণায়
উপযুক্তভাবে নির্ব্বাহ করতে পার ;
এর ব্যতিক্রম যতখানি,
ঢিলে-সম্বেগী হ'য়ে উঠবে তেমনি । ৭৬৬৭ ।
২৬।৪।১৯৫৬, সকাল ৯টা

মেয়েই হো'ক,
আর পুরুষই হো'ক,
যারা ইষ্টার্থে
বা স্বামী বা শ্বশুরের জন্য
বা মা ও বাবার জন্য
কিংবা কোন শ্রেয় বিষয় বা ব্যাপারের জন্য
যেমনই সামর্থ্য থাকুক না কেন
তাদের উপচয়ী সাংসারিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
কিছু-না-কিছু
তাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ক'রে,
রেখে,—
যাঁকে লক্ষ্য ক'রে সংগ্রহ করছে
উপযুক্ত সময় তাঁকে না দিয়ে
থাকতেই পারে না,—
এমনতর অভ্যাস যাদের পেয়ে বসেছে,
তা'রা সক্রিয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ;
আর, তা'রা যা'কে উপলক্ষ্য ক'রে
এমনতর চলনে চলে—
বৈধী অনুশাসন-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
ব্যক্তিত্বও তাদের
তদ্‌গুণান্বিত
কিছু-না-কিছু হ'য়েই থাকে ;
আর, যতই তা'রা অমনতর হ'য়ে ওঠে—
সুব্যবস্থ সমীচীন মিতি-চলনচর্য্যা নিয়ে,—
ব্যক্তি ও পরিবারকেও
তা'রা উপচয়ী ক'রে তোলেই কি তোলে
তেমনি ততই ;
তৃপ্ত প্রসাদ-প্রসন্ন হ'য়ে
তাদের অন্তরে বসবাস করে । ৭৬৬৮ ।
২৬।৪।১৯৫৬, রাত ৮টা

ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক,
সবাইকে বলি—
দেখ—
তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ও ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অদম্য ইচ্ছার
উৎসারণা নিয়ে
যদি প্রতিটি যজমানের
সঙ্গতিশীল উন্নতি-অনুচর্য্যায়
ব্যয়িত না হয়,
বাস্তব উন্নতিতে তাদিগকে বিনায়িত ক'রে
ধর্ম্মানুচর্য্যী কৃষ্টিতে
সবাইকে যদি কৃতী ক'রে না তোল—
পারম্পরিকতার অনুবন্ধনে,
বিশেষ ক'রে বলছি—
তোমাদের বর্দ্ধনার জন্য,
তোমাদের বিপন্মুক্তির জন্য
কা'রও কোন অনুচর্য্যা
উৎসারণশীল হ'য়ে
তোমাদের আলিঙ্গন ক'রে চলবে না—
বাস্তবে তোমাদিগকে
আরো উচ্ছলায় উপচয়ী ক'রে তুলতে ;
তাই বলি—
ধাপ্পা দিও না,
তাদের শোষক হ'তে যেও না,
পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলো
তাদিগকে—
ধারণে-পালনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে ;
আর, এমনি ক'রেই
ঐশী-প্রসাদ তাদিগেতে উচ্ছল হ'য়ে

ঝরণার মত তোমাদিগকে
ধারণে, পোষণে, পালনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক ;
পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য
ঐশীপ্রসাদ-নন্দনায়
তোমাদিগেতে প্লাবিত হ'য়ে
প্লাবন-উচ্ছলায়
যজমানদিগকে
শুভ প্রাচুর্য্যে প্রভুত ক'রে তুলুক—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে ;
ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, লুব্ধ অনুচর্য্যা
ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে
অকপট কৃতি-নন্দনায়
কৃতার্থ ক'রে তোল তাদিগকে,
আর, হ'য়েও ওঠ অমনতরই ;
ফাঁকিবাজী চলায়
আত্মসমর্থনী গালগপ্প চলে,
কিন্তু ফাঁকি হ'তে কি
রেহাই পাওয়া যায় ? ৭৬৬৯ ।
২৭।৪।১৯৫৬, সকাল ১০-২০

প্রাপ্তির উৎসই প্রীতি,
প্রাপ্তি আসে প্রীতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
প্রীতি জীবনকে
প্রিয়-মনোজ্ঞ হবার প্রলোভনে
উৎকর্ণ ক'রে তোলে,
অদম্য-সম্বেগী ক'রে তোলে,
সে নিজেকে ভেঙ্গেচুরে
প্রিয়-মনোজ্ঞ হবার অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,

আর, প্রিয় হ'তে যখন এই
তুষ্টির সংকেত সে পায়,
ভরপুর হ'য়ে ওঠে সে তাতে ;
কোথায়,
কেমন ক'রে,
প্রিয়ের মনোজ্ঞ হ'তে হয়,
তা'র প্রত্যেকটি পদক্ষেপ
খুঁজে-পেতে
সুসন্ধিৎসু বীক্ষণায়
তা'রই নীতি বা বিধিকে
উদ্‌ঘাটিত ক'রে তোলে ;
তাই, প্রীতি মানুষকে কৃতিমুখর ক'রে তোলে,
আর, ঐ কৃতি-সম্বেগ
প্রিয়ের চাহিদাগুলিকে
কি ক'রে নিষ্পন্ন করতে হয়,
তা'র জন্য কোথায়, কার কাছে, কেমন ক'রে,
কেমনতর বাক্য, ব্যবহার, অনুচলন-অনুনয়নে
চলতে হয়,
সেগুলিকে তা'র বোধিচক্ষুতে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলে ;
ক্রমশঃ যতই এমনতর হ'য়ে ওঠে,
প্রবুদ্ধ হ'তে থাকে সে তেমনি—
অফুরন্ত চলনা নিয়ে,
কৃতকার্য্যতায় কৃতার্থ হ'য়ে,
সহন-বহনশীল ক্লেশসুখপ্রিয়তার
অনুচলন-তাৎপর্য্যে,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী জীবনছন্দে,
প্রিয়নিরতি নিয়ে ;
অনুরাগ-অনুগতির অদম্য উৎসাহে
সে নিজেকে
প্রিয়তে যেমন উৎসর্জ্জিত করে,

জীবনের নীতিবিধিগুলিও তেমনতরই
তা'র কাছে উন্মোচিত হ'য়ে ওঠে,
আবরণ খুলে যায়,
বোধিদৃষ্টি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন,
সুব্যবস্থ ও বিনায়িত হ'য়ে
তা'কে প্রাজ্ঞ ক'রে তোলে ;
আর, এই ধরার ভিতর-দিয়ে করা,
করার অনুশীলনে হওয়া
এবং হওয়ার ভিতর দিয়ে পাওয়া
তা'র কাছে হ'য়ে ওঠে স্বতঃ-সন্দীপ্ত ;
তাই, কী করলেম,
কী হ'ল,
আর, কী বা পেলেম—
এই তথ্য যা'র স্মৃতিপটে
বোধদৃষ্টিতে বিনায়িত হ'য়ে
সুযুক্ত উচ্ছলতায় উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে না,
—সে লাখ করুক,
প্রীতির দায়ে করেনি কো তা' ;
আর, প্রীতি নেই ব'লেই
সে বলতে পারে না—
কী হ'ল,
আর, তেমনি তা'র কথায়ও
জীবনের উৎসারণা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
আবার, সে-কথা অন্যকেও
জীয়ন্ত প্রেরণায়
তদনুগ ক'রে তোলে না ;
তাই মনে রেখো—
প্রীতি-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ কৃতিচলন
প্রিয়নন্দনী অনুচর্য্যায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলে—
অদম্য উৎসারণী গতি নিয়ে ;

আর, তা'ই অর্থাৎ ঐ ঋত প্রীতিই হ'চ্ছে
কৃতি ও প্রাপ্তির পূত-জননী। ৭৬৭০।
২৮।৪।১৯৫৬, রাত ৯-৫০

আদর্শপ্রীতি বা ইষ্টপ্রীতি যেখানে
স্বার্থপ্রত্যাশা-পরামৃষ্ট নয়,
তাঁর সাহচর্য্য ও অনুচর্য্যা নিয়ে
মানুষ যেখানে একত্র বসবাস করে—
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে
নিজেদের বিনায়িত ক'রে
জীবনকে সার্থকতায় উপভোগ করতে,—
তা'র প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত লক্ষণই হ'চ্ছে—
পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে
অন্যের সুখে সুখী হওয়া,
দুঃখে দুঃখী হওয়া—
আপদ-নিরাকরণী তৎপরতা নিয়ে,—
দোষস্খালনী জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে চলা,
ঢাক বাজিয়ে
অন্যের দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তিকে ছিটিয়ে
তা'কে খর্ব্ব না করা;
তা' যেখানে নেই,
বেশ ক'রে বুঝে নিও—
তাদের ঐ প্রীতি স্বার্থপ্রত্যাশা-পরামৃষ্ট,
আদর্শ বা ইষ্টপ্রীতি নেই সেখানে। ৭৬৭১।
২৯।৪।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

যা'কে যে-কথাই বল না কেন,
সব সময় মনে রেখো—
তা যেন তা'র
সাত্ত্বিক শুভানুধ্যায়ী হয়। ৭৬৭২।
২।৫।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬টা

আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্লথ যা'রা—
স্বাধীনতা তাদের বিচ্ছিন্নই ক'রে তোলে । ৭৬৭৩ ।
৩।৫।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০

বস্তু বা পদ
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
অন্বিত অর্থনার ভিতর-দিয়ে
যে বাস্তব বিশেষে উদ্‌গত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই হ'চ্ছে ঐ বস্তু বা পদের অর্থ
অর্থাৎ পদার্থ,
আর, যে অন্বিত অর্থনায়
পর্য্যায়ী তৎপরতা নিয়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণার মাধ্যমে
তা' সংঘটিত হয়,
তাইই হ'চ্ছে তা'র
রাসায়নিক উদ্‌গতি,
অর্থাৎ ঐ অনুশাসিত রসের ভিতর-দিয়ে
ঐ বস্তু বা পদার্থ-বিশেষের
উৎপত্তি হ'য়ে থাকে । ৭৬৭৪ ।
৩।৫।১৯৫৬, রাত ৭-৪৫

যা'কে তুমি তোমাতে
প্রীতিপরায়ণ ব'লে মনে কর বা জান,
তোমার অপ্রীতিকর কোন বিষয় বা ব্যাপার
তা'র বাঞ্ছনীয় হ'লেও
অর্থাৎ তা'তে তা'র আসক্তি থাকলেও
সে তোমার মনোজ্ঞ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
তা' যদি সমীচীন স্বতঃ-তৎপরতায়
তৃপ্তির সহিত বর্জ্জন করতে না পারল,
বা তা'র অপ্রীতিকর কিছু
তোমার প্রীতিকর জেনে

অমনতরই স্বতঃ-তৃপণার সহিত
যদি গ্রহণ করতে না পারল—
শুভ ও শ্রেয়-অনুধ্যায়ী তৎপরতা নিয়ে,
মনে রেখো—
তোমার প্রতি যে তা'র প্রীতি
তা' সুনিষ্ঠ ও সাধু নয়কো,
বরং তা' ব্যত্যয়ী চলন-সমন্বিত । ৭৬৭৫ ।
৪।৫।১৯৫৬, সকাল ১০-২৫

যখনই দেখছ—
তোমার শ্রেয়-প্রীতি
ঐকান্তিকতার সহিত
অনুচর্য্যী তৎপরতায়
স্বতঃ-উৎসারিতভাবে
তাঁরই মনোজ্ঞ অনুচলনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলতে পারছে না—
তাঁর অনভিপ্রেত যা'
তাকে বর্জ্জন ক'রে,
বা, তাঁর অভিপ্রেত যা'—
শুভসঞ্চারী প্রয়াসে
তা'কে গ্রহণ করতেও পারছে না—
আসক্তি-উদ্দীপনা-বিভোর হ'য়ে,—
ঠিক বুঝো—
তোমার শ্রেয়প্রীতি ভাঙ্গিয়ে
ঐ আসক্তিরই সেবা করছ,
শ্রেয়ের নয়কো,
অশ্রেয় উপঢৌকন
অদূরেই
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে । ৭৬৭৬ ।
৬।৫।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৫

তুমি তোমার ইষ্টার্থ যা'-কিছুতেই
নিবিড় অন্তরাসী হ'য়ে
স্বার্থসন্ধিৎসুর মত
আঁকড়ে ধর তা'কে—
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল অর্থনী-নিয়মনে,
আর, নিষ্পন্নও ক'রে তোল তেমনি—
সোহাগ-সুন্দর
অনুশীলন-তৎপরতার সহিত,
উপচয়ী তাৎপর্য্যে,
এমন-কি, তোমার ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিকে
উৎসর্গ ক'রে তাঁতেই,
আর, এই সম্পদই হ'চ্ছে
তোমার উন্নত জীবনের
পদক্ষেপী মূলধন ;
এর ব্যত্যয় যেখানে যতটুকু,
তোমার গতিও তেমনতরই ব্যতিক্রমদুষ্ট—
সঙ্কীর্ণ । ৭৬৭৭ ।
৮।৫।১৯৫৬, রাত ৭-৪০

যদি নিজের ভালই চাও,
কোনপ্রকার স্বার্থ-প্রত্যাশা না রেখে
সাধ্যমত মানুষকে সেবা দাও,
যেমন পার সাহায্য কর—
ইষ্টীপূত অন্তরাসী হ'য়ে,
ইষ্টার্থ-আপূরণী অনুনয়নে,—
যা'তে তা'র পারগতা উচ্ছলই হ'য়ে চলে,
যা'তে সে দিতে পারে । ৭৬৭৮ ।
৮।৫।১৯৫৬, রাত ৮-১০

যা'রা সৎ ও সদাচারকে
ভজনা করে,

অনুচর্য্যা করে,
অনুশীলন করে,
তা'রাই ভক্ত,
তাই, ভক্তির জাতি না থাকলেও
ভক্তের জাতি-বৈশিষ্ট্য আছে । ৭৬৭৯ ।
৯।৫।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১০

জন্ম বোঝা যায় ব্যক্তিত্ব দিয়ে,
ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় চরিত্র দিয়ে,
চরিত্র বোঝা যায় চলন দিয়ে । ৭৬৮০ ।
৯।৫।১৯৫৬, রাত ৭-৩৫

জৈবী-সংস্থিতি হ'ল
গুণকর্ম্মের সংশ্রয়ী আধার,
এটা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের তারতম্য-অনুযায়ী
শীর্ণও হ'তে পারে,
সবলও হ'তে পারে,
ফল কথা, ঐটেই হচ্ছে
জাতক-মূর্ত্তনার প্রথম সংস্থিতি,
আর, সে জন্মগ্রহণ ক'রে
অমনতর গুণকর্ম্মের অধিকারী হয় ;
তা'র কৃতিগুলি অমনতরই
সম্বেগশালী হয়,
এবং ঐ জৈবী-সংস্থিতি অনুযায়ীই
সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে
সে তা'র বোধিকে বিনায়িত করতে থাকে—
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে ;
জৈবী-সংস্থিতি যা'দের ব্যত্যয়ী—
মূলতঃ ব্যত্যয়ী-সম্বেগী বলেই
সাধারণতঃ তা'রা ব্যত্যয়ী-কর্ম্মাই হ'য়ে পড়ে—
শিক্ষার দাম্ভিক গৌরব

তাদের যেমন থাক্‌ বা না থাক্‌,
তাই, তাদিগকে অসুর আখ্যায়
আখ্যায়িত করা হ'য়ে থাকে ;
আর, সমীচীন সঙ্গতি যেখানে হয়,
সে জৈবী-সংস্থিতি
উপযুক্ত সম্বেগ নিয়ে
অধিগমনের দিকেও
তেমনি এগিয়ে যায়—
ঐ অমনতরই অর্থান্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জৈবী-সংস্থিতি যা',—
তা' সহজ সম্বেগে স্বতঃই
সুসন্ধিৎসু অমৃত-অর্জ্জনী তৎপরতা
নিয়ে চলতে থাকে ;
এক কথায়, পিতৃপুরুষের সত্তাসঙ্গত গুণকর্ম্ম
তাদের জনিকে বিনায়িত ক'রে
জাতকের জৈবী-সংস্থিতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ জৈবী-সংস্থিতিই আবার
তা'র প্রকৃতিগত গুণকর্ম্মকে
প্রভাবিত ক'রে থাকে,
তাই, ব্যাধি, বিকৃতি, বিদ্যা,
যা'ই বল না কেন,
তা'র জীবন-উৎস হ'ল
ঐ জৈবী-সংস্থিতি । ৭৬৮১ ।
৯।৫।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

তোমার ইষ্টার্থ
যা'তে উপচয়ী অর্থনায়
বাস্তবে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
তা'ই তোমার স্বার্থ,

যে-স্বার্থের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও সর্ব্বতোভাবে
বাস্তবে উন্নীত হ'য়ে উঠে থাকে ;
তা'র সাথে যতই তুমি আপোষরফা করবে,
বা তোমার নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রত্যাশায়
তাকে বাঁকিয়ে নেবে,
অবনতিও উৎসন্ন গতিতে
তোমাকে তেমনি ধ্বংক্ষাগ্রস্ত ক'রে তুলবে ;
তাই, ঐ ইষ্টার্থকে
যে বা যা'-কিছু সমর্থন করে,
কৃতি-পরিচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোলে—
বাস্তব বিভবান্বিত ক'রে,—
তুমি সেইগুলি গ্রহণ কর,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
সেইগুলিকে সংহত ক'রে তোল—
কৃতি-সঙ্গতিতে,
নিষ্পাদনী তৎপরতায়
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
আর, আত্মীয়,
বান্ধব,
কুটুম্ব
বা যে-কেউই হো'ক না কেন,
যে ঐ ইষ্টার্থকে
সমর্থন-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সমীচীনভাবে
উচ্ছল তৎপর হ'তে সাহায্য করে—
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
তা'কেই তোমার আপনার ব'লে
গণ্য ক'রে নিও ;
অন্তর-আবেগ নিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,

কৃতি-অভিসারে
ঐ ইষ্টার্থকেই
প্রেরণ-মূর্চ্ছনায়
ছন্দায়িত ক'রে
যেখানে যেমন লাগে
উপাদান ও উপকরণ-বিভবগুলিকে
তেমনিভাবেই নিয়োজিত ক'রো ;
এই কুশলকৌশলী দক্ষবোধ
ও কৃতিসঙ্গতি
তোমাকে ক্রমশঃই
উৎক্রমণী তৎপরতায়
কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে ;
এই মানুষী অভিনিবেশ
দেবত্বের দুর্গ রচনা ক'রে
মহত্ত্বের অর্চ্চনায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলবে ;
আর, এ যেমনতরভাবে তুমি
বাস্তব নিষ্পন্নতায়
নির্ব্বাহ করতে পারবে—
বাধাগুলিকে সাধুনিরোধে হটিয়ে দিয়ে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আর, যদি না কর
বা না পার—
তুমি যে তিমিরে
সেই তিমিরেই র'য়ে যাবে,
অধঃপাতের অধস্তন বিড়ম্বনায়
বিধ্বস্ত হ'তে হবে তোমাকে ;
তাই, জাগ, ওঠ, কর,
বিকাশ-বিভবে
তোমার ব্যক্তিত্ব অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠুক—

বোধ ও প্রীতিমাধুর্য্যে
অবশায়িত হ'য়ে । ৭৬৮২ ।
১০।৫।১৯৫৬, রাত ৭-৫৫

দম্ভ বা আত্মগৌরব যদি করতে হয়,
প্রিয়পরমের জন্যই ক'রো—
উপযুক্ত স্থলে,
তাঁরই গরবগৌরবে,
তাঁরই প্রতিষ্ঠায়,
তাঁরই উপচয়ী কৃতি-উদ্বর্দ্ধনায়,
আত্মস্বার্থে নয়কো,
আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়কো,
তা' কিন্তু নরক-অভিযান । ৭৬৮৩ ।
১০।৫।১৯৫৬, রাত ৮-৫

দয়াই যদি চাও,
সংরক্ষণী অনুচর্য্যা নিয়ে
পোষণ-বর্দ্ধনার পথে চলতে থাক—
আচরণে, অনুশীলনে,
সব দিকদিয়ে সমীচীনভাবে,
সতর্ক সন্ধিৎসায়,
দয়া
উদাত্ত-অভিসারী হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে । ৭৬৮৪ ।
১১।৫।১৯৫৬, সকাল ৯-১৩

যেমন চাও,
তেমনি কর—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচলন নিয়ে,
অনভিপ্রেত যা', অশুভ যা'

তা'কে নিরোধ ক'রে—
হৃদ্য উৎসারণায় ;
করবে অন্যরকম,
যেমন চাও—
তেমনটি না ক'রে
তোমার খোস চলনায় তুমি চলবে,
আর, বিধাতার দোষ দেবে,
অথচ দেবতার অনুগ্রহ
অজচ্ছল হ'য়ে
তোমাতে বর্ষিত হবে—
তোমার প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার সংক্ষুব্ধ আগ্রহে,—
তাও কি হয় ?
যে-করায়
তোমার চাওয়াটা আপূরিত হয়,
তেমন করাই পাওয়ার বিধি,
আবার, ঐ চাহিদার
বিপরীত কৃতিচলন যা'
তাইই না-পাওয়ার বিধি,
যাই চাও,
চলতে হবে ঐ বিধির পথে—
তা' ভালর দিকেই হো'ক
আর মন্দের দিকেই হো'ক ;
স্তুতি যদি কৃতি-দ্যোতনার সৃষ্টি না করে—
চারিত্রিক চলনার ভিতর-দিয়ে,—
সে স্তুতি যেমন অবান্তর,
তেমনি করা যদি
চাওয়াকে অনুসরণ না করে
তা'ও তেমনি অবান্তর,
পাওয়া সেখানে পরামৃষ্টই থাকে,
ফল কথা, করাই হ'চ্ছে চাওয়ার মাপকাঠি ;
তাই আবার বলি—

বোঝ,
নিজেকে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
পুণ্য প্রতিক্রিয়ায়,
যেমন চাও, তেমনি কর—
চারিত্রিক ভাবসঙ্গতি নিয়ে। ৭৬৮৫।
১১।৫।১৯৫৬, বিকাল ৪-২০

হলাহল অর্থাৎ হল বা লাঙ্গলের ফালির মত
যা' তোমার সত্তা ও স্বস্তিকে
আহল বা বিদারিত করে,
তা'কে নিংড়ে
যদি অমৃতস্রাবী ক'রে তুলতে পার,
ঐ হলাহলই হ'য়ে উঠবে তোমার
অমৃত-ইন্ধন,
জীবনের অমৃততপও ঐখানে ;
বিদ্যমানতাকে যা' হনন করে,
স্বস্তিকে যা' শুকিয়ে দেয়,
তা'কে জান,
তপোনিয়ন্ত্রণে অমৃত-উৎসারণী ক'রে তোল—
নিষ্ঠানন্দিত অন্তর নিয়ে,
আর, তা' যত পারবে,
অমৃতকেও তেমনি উপভোগ করবে ;
গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ,
আমি, তুমি—
সবারই পক্ষে কিন্তু তা'ই। ৭৬৮৬।
১১।৫।১৯৫৬, বিকাল ৪-৪০

তুমি যেই হও আর যা'ই হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সিদ্ধ সৎ-আচার্য্য-নিদেশ
যদি কখনও

শ্রদ্ধোষিত উন্মাদনাতে
পরিপালন না কর,
অবজ্ঞাতেই হো'ক
আর তাচ্ছীল্য ক'রেই হো'ক,—
আত্মসংক্ষুব্ধ স্বার্থ-পরিচর্য্যার
ব্যাপৃতি নিয়ে
তা'কে গৌণ ক'রেই হোক,—
মুখ্য-উদ্দীপনায়
বিশেষ ত্বারিত্য নিয়ে
ঐ অনুজ্ঞা বা নির্দেশ
কৃতিচলন-তৎপরতায়
যদি বিহিত সমাধানে
নিষ্পন্ন না কর
বা না করতে পার,—
ঠিক জেনো—
জীবনে মস্তবড় একটা সুযোগ হারালে ;
যে-সুযোগ
বিহিত সঙ্গতির সহিত
অনুশীলন-তৎপরতায়
বোধিকে সজাগ বিনায়নে বিন্যাস ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অর্থাৎ বিকাশ-বিভবকে
উন্নতি-উচ্ছল ক'রে তুলত,—
তুমি হারালে তা',
তোমার ভজন-সম্বেগ
ব্যত্যয়ী চলনে
পিছিয়ে চলতে লাগল ;
কুশলকৌশলী দক্ষতা
তন্দ্রাতুর মন্থরতায়
তোমাকে আবিষ্ট ক'রে
অপগতির পথেই

নিক্ষেপ করতে লাগল ;

এই চলন ক্রম-তাৎপর্য্যে
ধীরে ধীরে
তোমার অন্তর্নিহিত আপশোষ-উদ্দীপনাকেও
ক্রমশঃ নিস্তেজ ক'রে তুলতে
কসুর করতে লাগল না ;

একটা ব্যতিক্রম
বহু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে করতে
তোমার জীবনে
তাদের পসার জমিয়ে তুলে
ব্যক্তিত্বকে বিহ্বল ক'রেই চলতে লাগল ;

শ্রেয়ার্থ বা ইষ্টার্থকে
অর্থাৎ ইষ্ট বা আচার্য্য-স্বার্থকে
যদি কোনক্রমে
অবজ্ঞা, তাচ্ছীল্য বা গৌণক্রিয় ক'রে তোল—
ত্বারিত্যকে অবহেলা ক'রে,—
তা'তে তোমাকে ঐ রকমই
ক'রে তুলতে থাকবে,
জীবনে চলবেও ঐ রকম ;

একটা সুযোগ হারানো
বহু সুযোগ অবজ্ঞা করার পাল্লায়
টেনে নিয়ে যায় কিন্তু ;

তাই বলি সাবধান !
নিদেশ পেলে
তা' কোনক্রমে অবজ্ঞা না ক'রে
বিশেষ ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন ক'রে
আচার্য্যে উপঢৌকন দেওয়া হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রো না,
এমন-কি, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতেও
কসুর ক'রো না—

শুধু ভাবে নয়,
হাতে কলমে—
বাস্তবে । ৭৬৮৭ ।
১২।৫।১৯৫৬, রাত ৮-৫০

বিকৃত চলন
বিকারই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
আর, তখন থেকে
কৈবল্যও ক্রমশঃ অপসারিত হ'তে থাকে ;
কৈবল্য মানেই হ'চ্ছে—
প্রিয়-অনুধ্যায়িনী
একায়িত অনুচলনে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যাপৃত হ'য়ে চলা । ৭৬৮৮ ।
১৩।৫।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১০

যখনই যে-কাজই করতে যাও না কেন
বা যা'র সাথে যে-কথা
বলতে যাও না কেন,
আদর্শের দিকে
অথবা শ্রেয়-প্রেয়ের দিকে নজর রেখে,
তাঁর অন্তরাসে অন্তরাসী হ'য়ে চ'লো—
তাঁরই উপচয়ী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
যা'-কিছু কর, বল বা শোন
সেগুলি যা'তে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তাঁরই উপচয়ের উপযোগী ক'রে
বিনায়িত করতে পার,
ক্ষিপ্র উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে
বিহিত বিবেচনায় তাইই ক'রো ;

এর ভিতর আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসুতার
একটু দানাও যদি থাকে,
তা' তোমার কুশলকৌশলী
বোধিদীপনাকে—
কৃতি-তপস্যাকে
একদম বিফল ও বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে
অপচয়ী উন্মাদনায়
তোমাকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
আর, ঠিক ঠিক যদি অমনতরভাবে চল,—
বিফল হবে কমই। ৭৬৮৯।
১৩।৫।১৯৫৬, রাত ১০-৩৬

যা'রা আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
সংহত হ'য়ে উঠতে পারে না—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
প্রত্যেকটি কর্ম্মকে
ধর্ম্মপরিচর্য্যায় পরিভৃত ক'রে তুলতে পারে না—
ত্বরিত কৃতিমুখর নিষ্পন্নতায় উচ্ছল হ'য়ে,—
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় সহজ ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না,
স্ব-এর ধারণ, পোষণ, পালনে
পরাঙ্মুখ যা'রা,—
যে-জাতি এমনতর স্বাধীন,
তা'দের স্বাধীনতা যে আত্মহারা,
উন্নতিবিমুখ,
তা'তে যে কোথায় সন্দেহ আছে—
তা' ঠাওর করাই কঠিন ;
তাই, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে চল—

শ্রদ্ধোষিত অন্তর নিয়ে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে—
কৃতিমুখর ধর্ম্মানুচর্য্যী
অনুশীলন-তৎপরতায়,—
যা'র ভিতর-দিয়ে সাত্ত্বিক ধৃতি
ও পালন-পোষণ
সপারিপার্শ্বিক নিজেতে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
পরাক্রম-প্রদীপনায়,
একায়নী দৃঢ়-সম্বেগ নিয়ে,—
স্বাধীনতা
গুরুগৌরবে
তোমাদিগকে দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তোমাদের শরীরী মঙ্গলঘটকে
অনির্ব্বচনীয় আশিস্-বর্ষণে
প্রেরণা-প্রবুদ্ধ উন্নত চলনশীল ক'রে । ৭৬৯০ ।
১৪।৫।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আত্মস্বার্থে নিছক নিরাশী ও নির্ম্মম হও,
শ্রদ্ধার উদাত্ত আহ্বান
তোমাকে দৃঢ়সম্বেগী ক'রে তুলুক,
ইষ্টস্বার্থ-সেবনাই
তোমার প্রকৃত স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
জীবনটাকে এমনতরই
ধৃতি-তপা ক'রে
কৃতি-পরিচর্যায় চলতে থাক,
আর, এইই তোমার জীবনসত্তার
সুদক্ষ কৃতি-পন্থা । ৭৬৯১ ।
১৪।৫।১৯৫৬, সকাল ১০-৫

শ্রদ্ধাকে যদি পুষ্ট করতে চাও—
তা'র পরিচর্য্যা ক'রে চল,
যেখানে বা যা'কে
যেমন ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অভিদীপনী সেবা করতে পার,
তা'তে কসুর ক'রো না,
এই এমনতর অভ্যাসই
ক্রমশঃ তোমার শ্রদ্ধাকে
তাজা ক'রে তুলবে। ৭৬৯২।
১৪।৫।১৯৫৬, সকাল ১০-১০

এক-আদর্শ-অন্বিতি যাদের নাই,—
পারস্পারিক উন্নতি-অনুচর্য্যা
তাদের ভিতর বিরল,
সংহত হ'তে পারে না তারা,
চাহিদা, মত ও পথ প্রত্যেকের
প্রত্যেকের বিপরীত,
বাদ-বহুলতা অবশ্যম্ভাবী সেখানে,
সাধনা তা'দের
আত্ম-স্বার্থ-সন্ধিৎক্ষু
সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পূরণ-পরিচর্য্যী। ৭৬৯৩।
১৪।৫।১৯৫৬, বিকাল ৪টা

নিরাশী সাধু প্রচেষ্টা
যা'তে মানুষের শুভ-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ই কিন্তু সহজ ও কুশল চাতুর্য্য। ৭৬৯৪।
১৪।৫।১৯৫৬, বেলা ১১-১৮

যা'রা প্রীতিসম্বল-হারা,
অথচ প্রত্যাশা-পরামৃষ্ট,

তা'রা চাহিদারই সেবা ক'রে থাকে—
প্রাপ্তির অনুগ্রহ-সন্ধিৎসা নিয়ে,
তাই, পাওয়াটাও দূরূহ হ'য়ে
তাদের কাছ থেকে স'রে স'রেই থাকতে চায় ;
কিন্তু নিরাশী প্রীতি-পরিচর্য্যী যা'রা—
প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—
প্রাপ্তিই তাদের সেবা ক'রে থাকে,
বিকৃত-প্রীতি যা'রা
তাদের চালচলনও
বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
আবার, তাদের ব্যবহারে
কেউ খুশী হ'লেও
তা'রা তা' উপভোগ করতে পারে না,
কারণ, তাদের অন্তর্নিহিত বিকৃত প্রত্যাশাই
তাদের বিকারগ্রস্ত ক'রে রাখে । ৭৬৯৫ ।
১৫।৫।১৯৫৬, সকাল ১০টা

যাঁ'র স্বার্থ ও শুভকে সেবা করাই
তোমার জীবনগতি,
যাঁ'র মনোজ্ঞ চলনই
তোমার তৃপ্তিপ্রদ উপভোগ,
যাঁ'র অভিপ্রায়ের আপূরণাই
তোমার প্রলোভনের,
যাঁ'র জীবন ও বৃদ্ধির অনুচর্য্যাই
তোমার স্বতঃ-সন্দীপ্ত উপাসনা,
তিনিই তোমার জীবনের প্রীতি-তীর্থ । ৭৬৯৬ ।
১৬।৫।১৯৫৬, বিকাল ৪-২৫

শোন ঋত্বিক !
আগে নিজেকে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়

সম্যকভাবে আহুতি দাও,
ইষ্টার্থ-অর্থনায়
নিজেকে নিখুঁতভাবে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
আর, আমার সুরে সুর মিলিয়ে
আকাশে তোমার দুটি বাহু
বিস্তার ক'রে বল—
কে আছ অগ্নিতপা
দেববীর্য্যবাহী
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধোৎসারিত
অদম্য সম্বেগশালী
অমৃত-আহরণী পরম যোদ্ধা !
পরাক্রম-প্রদীপ্ত প্রত্যুৎপন্নমতি !
এসো,
এখনই এসো,
আয়ুধ হাতে লও,
দক্ষ দীক্ষায় নিজেকে আহুতি দিয়ে
অমৃত সন্ধানে লেগে যাও,
সমস্ত অজ্ঞ অলৌকিকতার
আচ্ছাদন ভেঙ্গেচুরে
প্রজ্ঞা-আলোতে
সমস্ত বৈধী-বিধায়নাকে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল,
লোকচক্ষুর আওতায় এনে ফেল ;
অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট,
আপদ-বিপদ,
অপচয়-বিপর্য্যয়,
ব্যাধি, বিকৃতি, জরামৃত্যু
ইত্যাদির কারণকে
অমোঘ সন্ধানে জেনে
নিরোধ ক'রে

উদাত্ত উৎসর্জ্জনায়
জীবনকে প্রতিষ্ঠা কর ;
স্মৃতিবাহী চেতনার
তরঙ্গ-দোলনার
দোলন-বিভায়
জীবনকে অজচ্ছল ক'রে তোল ;
এ মর-জগতে
অমৃত-প্রতিষ্ঠা কর ;

হে হোতা !
ওগো পাবক-পুরুষ !
ওগো ঈশ্বরকোটি !
অব্যর্থ-বিক্রম !
পরাজয়কে পদদলিত ক'রে
জয়কে উল্লাসমুখর ক'রে তোল ;

পারবে
এই প্রতিজ্ঞায় নিজেকে
কঠোরতপা ক'রে তুলতে ?
—ক্লেশসুখপ্রিয়তার অমর দায়িত্বে
কৃতি-তপা তর্পণ-প্রদীপ
প্রতিটি ঘটে-ঘটে জ্বালিয়ে তুলতে ?

যদি থাক,
এস সুর-সন্তান !
একনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুসেবনাতে
নিজেকে সংস্থিত ক'রে
এখনই লেগে যাও ;
ভেবো না,
এক লহমাও বাজে খরচ ক'রো না,
ফস্‌কে যেতে দিও না,
লক্ষ ব্যর্থতাও যেন তোমাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
অযুত দুঃখ-দুর্দ্দশাও যেন তোমাকে

নিস্তব্ধ ক'রে তুলতে না পারে ;
তাই, সার্থকতার অমর-মন্ত্রে অভিষিক্ত
অমর মাল্য-সুশোভিত হ'য়ে
লোককে আলোক-দীপনায়
উল্লসিত ক'রে তোল—
পরম পুরুষের আশিস্-অনুশাসনে
নিখুঁতভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে করতে ;
প্রতিটি অন্তরে
জীবন-উৎসকে অমলস্রোতা ক'রে
প্রত্যেককে উপঢৌকন দাও ;
ওঠ,
জাগ,
বরেণ্য যিনি বা যাঁরা
তাঁদের কাছে শোন,
বোঝ,
নিখুঁতভাবে অনুশীলন করতে করতে
সেই চলনেই চলতে থাক,
প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—
তোমাদের জয় হোক—
তোমরা জিত-আয়ু হও। ৭৬৯৭।
১৭।৫।১৯৫৬, রাত ৮-৪৫

শোন ঋত্বিক !
শোন অধ্বর্য্যু !
শোন যাজক !
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
অন্তরের যোগনিবন্ধকে
প্রসারিত ক'রে শোন,
বোঝ,
আর, নিটোলভাবে তা'ই কর ;

তোমাদের কা'রও যাজন
যেন কাউকে
ধাপ্পায় ধুক্ষিত—
বোধখঞ্জ ক'রে না তোলে,
অন্ধ অলৌকিকতার
অজ্ঞ আস্তরণে
কেউ যেন বোধক্ষুধা-বঞ্চিত না হয়,
তোমার বাক্য, ব্যবহার, নিষ্ঠা,
আচরণ, বৈধী অনুচলন
সদাচারকে সুদীপ্ত ক'রে
মানুষকে শ্রেয়নিষ্ঠায়—
ইষ্টনিষ্ঠায়
যেন ভরপুর ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রদ্ধা মানুষকে
যেন প্রীতিপ্রেরণায়
কর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোলে,
প্রত্যেকে যেন তার করণীয়
প্রত্যেকটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মাচরণ-সিদ্ধ শুভ-নিষ্পন্নতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর, এসব কিছুর ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বের স্বতঃ-দীপ্ত
চারিত্রিক দীপনা
যেন তাদের ভিতরে
সুগভীর রেখাপাত ক'রে
তাদিগকে অমনতরই সম্বেগী ক'রে তোলে ;
শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায়,
কর্ম্মপ্রাণতায়,
পারস্পরিক অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিপুষ্টির সৃষ্টি ক'রে

যেন ইষ্ট-উৎসর্জ্জনায়
বন্দনাগীতিমুখর হ'য়ে ওঠে ;
কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
তোমাদের জীবনের উদাত্ত উদাহরণে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
প্রত্যেককেই যেন
স্বর্গীয় হৃদয়ের অধিকারী ক'রে তোলে ;
দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন,
বিকৃতি, জরা, মৃত্যু,
যা'ই আসুক না কেন,
সবগুলির সম্মুখীন হ'য়ে
সংবিদ্ধ না হ'য়ে
ক্রম-তৎপরতায়
তাদের আয়ত্তীকরণে
প্রত্যেকেই যেন সুচেষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সুখ-সন্দীপনায়
লাস্যমণ্ডিত হ'য়ে
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের তৃপ্তির
কারণ হ'য়ে ওঠে,
উদ্‌গাতা হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তির বিভব-বিভায়
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
বিদীপ্ত ক'রে তোলে প্রত্যেককে—
সত্তানুপোষণী অনুচর্য্যায় ;
আর, তা' যখন পারবে,
তখনই তোমার জীবন ধন্য,
আর, সেই পূতজীবনই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে
প্রিয়পরমে,
ঈশ্বরে ;
অমনি ক'রেই

অমৃত-পরিবেষী হ'য়ে ওঠ ;
'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। ৭৬৯৮।
১৭।৫।১৯৫৬, রাত ১০-২০

ধর্ম্ম মানে—
যে-অনুশীলনা
সত্তাকে ধারণ করে,
পালন করে,
পোষণে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
তা' তোমারও যেমন, অন্যেরও তেমন,
আর, এইগুলিই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ ;
এই ধর্ম্মের প্রধান কীলকই হ'চ্ছেন
আচার্য্য,
তাঁকে অগ্নিমুখ বলা হয়,
তিনিই মানুষের মূর্ত্ত কল্যাণ,
শুভ-সন্দীপনার পরম হোতা,
শ্রদ্ধোচ্ছল নিষ্ঠায়
আচরণের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
এই বিধিগুলিকে উন্মোচিত ক'রে
তদনুগ চলনে অনুপ্রেরিত করেন ব'লেই
তাঁকে আচার্য্য বলা হয় ;
এমনতর আচার্য্যই প্রিয়পরম,
আর, প্রিয়-পরম যিনি—
আচার্য্যদেরও আচার্য্য,
পরম আচার্য্য,
তাঁকেই প্রেরিত পুরুষ বলা হয়,
অবতার পুরুষও বলা হয়,
কারণ, তাঁতে ঐ প্রজ্ঞার অবতরণ হ'য়ে থাকে ;
তাই, এই প্রিয়পরম আচার্য্যই হ'চ্ছেন
ধর্ম্মাচরণের শ্রেয়-কেন্দ্র ;

তাঁতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
একাগ্র অনুবেদনায়
তাঁর নিদেশগুলির
অনুশীলন করাই হ'চ্ছে—
যজন ;
আবার, পরিবেশকে
অমনতরভাবে অনুপ্রেরিত ক'রে
তাদিগকেও ঐ অনুশীলনায়
ব্রতী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
যাজন ;
যতই এগুলি সম্যকভাবে
অনুষ্ঠিত হবে,
অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
নিখুঁত হ'য়ে উঠবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
তোমার ব্যক্তিত্বে
কৃতিমুখর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার
আবির্ভাব হবে তেমনতর ;
আর, এর গোড়ার কথাই হ'চ্ছে
আচার্য্য-অনুসেবনা,
প্রত্যহ প্রত্যুষে
দৈনন্দিন কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই
আচার্য্য বা ইষ্টভৃতি নিবেদন ক'রে
তাঁতে বাস্তবে অর্ঘ্যান্বিত
ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
আচার্য্য-অনুসেবনা ;
আর, ঐ ধর্ম্মানুশীলন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যতই তুমি বাস্তবে সম্বৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে—
সব দিক দিয়ে,
ইষ্টভৃতিও তোমার তেমনি
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—

সম্যক তৎপরতা নিয়ে ;
আর, ইষ্টভৃতির অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
যা'-কিছুকে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে
বাস্তব নৈপুণ্যে
ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি
যতই বেড়ে উঠতে থাকবে,—
কৃতি-সম্বেগ উচ্ছল হ'য়ে
জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে
তেমনতরই বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে অর্থান্বিত ক'রে
তোমার আচার্য্য বা ইষ্টদেবতাকেও
তাত্ত্বিক মূর্ত্তনায়
তোমাতে আবির্ভূত ক'রে তুলতে থাকবে তেমনি—
প্রাজ্ঞ মূর্চ্ছনায়,
অর্থনার ছান্দিক দ্যোতন তাৎপর্য্যে ;
এর ভিতর অলস অলৌকিকতা
যতই তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলবে,
অলস অনুচর্য্যা যতই তোমাকে
শ্লথ ও ভাবালু ক'রে তুলবে,
সম্যক কৃতিদীপনা হ'তে
যতই তুমি সরে দাঁড়াবে,—
সুব্যক্ত তাত্ত্বিক মূর্চ্ছনা
সাত্ত্বিক সঙ্গীত নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তি লাভ করতে
তেমনই শ্লথ ও সংকীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
এই হ'চ্ছে টোটকা কথা,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির টোটকা অর্থ,
জীবনের টোটকা উচ্ছ্বাস ;
ঠিক মনে রেখো—
না ক'রে,

বাজে বায়নাক্কায় গাল বাজিয়ে চললে
যে সার্থক সঙ্গতিশীল কিছু হ'য়ে উঠবে,
তা' নয় কিন্তু,
তুমি হাতেকলমে কিছু
ক'রে উঠতে পারবে না,
বাচক ভাগবতই
মুখর হ'য়ে চলবে তোমাতে,
ক্লীবত্ব
গোপন অন্তরে বসবাস করবে । ৭৬৯৯ ।
১৮।৫।১৯৫৬, সকাল ৮-৩০

কিছু করবে না,
শুধু গাল বাজিয়ে বেড়াবে,
ধর্ম্মার্থ-অনুশীলনায়
কোন কাজই নিষ্পন্ন ক'রে চলবে না,
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
আপ্রাণ উচ্ছল হ'য়ে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলবে না,
অলৌকিকতার বাহানা নিয়ে
মানুষের কাছে
আপাত-বাহবা আদায় ক'রেই চলতে থাকবে,
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর
অর্ঘ্য দিয়েই খালাস,
উৎকর্ষণী অনুশীলনার প্রয়োজনই নাই যেন—
এমনতর চলনা নিয়েও কি তুমি
চতুর চলনের অধিকারী হ'তে চাও,
অর্থাৎ চৌকষ চলনার
অধিকারী হ'তে চাও ?
শুধুমাত্র অর্ঘ্য-ঘুষে কি
তোমার ব্যক্তিত্ব

সঙ্গতিশীল অর্থনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে ?
ঈশ্বর-অনুস্রোতা ধারণপালন-সম্বেগ
ধৃতিমুখর তর্পণায়
কি তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে ?
না ক'রে যদি কিছু পাও,
সে-পাওয়া
তোমার ব্যক্তিত্বে
আপ্ত হ'য়ে উঠবে না ;
তাই বলি ওঠ, জাগ, কর,
আর, নিখুঁত চলনায় চলতে থাক,
পরিবেশকে অনুপ্রেরণা-উচ্ছল ক'রে
পরাক্রমী ক'রে তোল,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,
প্রবৃদ্ধ ক'রে তোল ;
তাদের সর্ব্বতোমুখীন উন্নতির
তুমি হোতা হ'য়ে ওঠ,
তোমার ব্যক্তিত্ব সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তবে তো ?
চলনায় যদি তোমার ফাঁকি থাকে,
ফাঁকিই সম্বল হ'য়ে উঠবে ;
এ'কথায় কষ্ট হ'চ্ছে না তো তোমার ?
তাই আবার বলি—
ওঠ, জাগ, কর,
আর, করায় এতটুকু যেন ফাঁক না থাকে ;
ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন,
অযুত-আয়ু হও,
অযুতআয়ুর অধিকারী
ক'রে তোল সকলকে—
অমরণস্রোতা হ'য়ে ও ক'রে ;
কর, চল,

অদ্য বর্ষে শতান্তে বা
এই অমৃতকে আহরণ করাই চাই,
ব্যর্থতার শত ঝঞ্ঝার ভিতর-দিয়ে
তোমাদের তপের আগুনে
অসৎগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে
সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও,
অমর ক'রে তোল সবাইকে,
আর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে
আমিও হ'য়ে উঠি । ৭৭০০ ।
১৮।৫।১৯৫৬, সকাল ৮-৪৫

অলৌকিকতার প্রলোভনে কাউকে
অভিভূত ক'রে তুলো না,
নিজেও হ'য়ো না,
ঐ প্রলুব্ধতার অন্তরে থাকে প্রত্যাশা,
আর, প্রত্যাশার অন্তরে থাকে
না ক'রে, না জেনে
কিছু পাওয়ার বুদ্ধি ;
বিফল-প্রত্যাশা হ'লেই
মানুষের অন্তর্নিহিত দোষদৃষ্টি
ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,
তাতে থাকে না আত্মোৎসর্জ্জনী অনুদীপনা ;
সত্তানিবন্ধ হ'য়ে
ঈশ্বর বা ইষ্টের আশ্রয় নেওয়া—
তা'রও অন্তরে থাকে
অমনতরই প্রলোভন,
যা'র ব্যত্যয়েই আসে
বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ,
উদ্ভট নিন্দনীয় মন্তব্য,
যা'র ফলে, সরল কেন্দ্রায়িত অনুচলন
বিকৃতই হ'য়ে থাকে ;

যদি এমনতর সরল আনুগত্য
কা'রও থাকে যে,
হওয়া না-হওয়া,
পাওয়া না-পাওয়া,
ভোগ বা আরোগ্য,
জীবন বা মৃত্যু
যা'ই আসুক না কেন,
তা'তেই অবিচলিত থেকে
শ্রদ্ধোৎসারিণী চলনায়
অক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে,—
এমনতর যা'রা তাদের অন্য কথা,
তা'রা ঐরকম আত্মঘাতী অভিসার-দীপনী
প্রত্যাশালুব্ধ আনুগত্যের
ধারই ধারে না ;
এমনতর কুৎসিত সর্ত্ত যেখানে
বা এমনতর প্রত্যাশাপীড়িত
লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা যেখানে,
যে-কোন ব্যাপারেই হোক না,
যতখানি পার
তাদের জন্য ক'রো—
বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষের আওতায় না গিয়ে ;
অমনতর সর্ত্তনিবদ্ধ ও প্রত্যাশাপরায়ণ যা'রা,
তাদের যাজন ও দীক্ষার ব্যাপারেও
বিবেচনাশীল থেকো ;
তা ছাড়া, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্ত্তায়
প্রলুব্ধ করতে যেও না কাউকে,
যুক্তিযুক্ত বাস্তব যা',
সত্তাপোষণে অপরিহার্য্য যা,
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যা' যা' হ'তে পারে—
ক্রমমাফিক চলনে,—

তাইই ব'লো ;
ভাঁওতা বা মিথ্যা ধাপ্‌পিতে
কা'রও বোধচক্ষুকে
ঝাপ্‌সা ক'রে দিও না,
শুভ-সন্দীপনী যে যা' করুক,
খতিয়ে নিয়ে যা'তে করতে পারে,
তা'তে সাহায্য ক'রো,
এতে তুমিও থাকবে নিষ্কলঙ্ক,
তা'রাও লুব্ধ প্রত্যাশার ভাঁওতায় প'ড়ে
নিরাশ হবে কমই ;
তাই ভগবান যীশু বলেছেন—
'তোমার প্রিয়পরমকে
প্রলুব্ধ করতে যেও না,
পরীক্ষা করতে যেও না' ;
তুমি এমনতর অনুগতি আশ্রয় ক'রে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
যতই চলতে থাকবে,
কখনও হয়তো শুষ্ক নিরাশায়
তোমার জীবনের যেন সব যা-কিছু
দাহ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
শুকিয়ে উঠতে থাকবে ;
শুষ্ক নিরাশা তোমায় ধরুক,
তুমি প্রীতি-পরাঙ্মুখ হ'তে যেও না এতটুকু,
তা' যদি হও,
তোমার অনুগতি সেখানেই
স্তব্ধ হ'য়ে চলবে,
অন্তঃসম্বেগ শীর্ণ হ'য়ে
শুকিয়ে উঠতে থাকবে,
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
লেগে থাক,
চল—

অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
নিদেশপালনী সম্বেগে সুসংস্থ থেকে,—
তারপরে দেখবে —
কোন্‌ক্ষণে
উপচানো মহিমা-বিকীর্ণ ফোয়ারার মত
কত অলৌকিক ব্যাপার ঘটে উঠবে
তা'র ইয়ত্তা নাই,
কিন্তু তখনও তুমি অজ্ঞ,
কারণ, এই অলৌকিক যা'-কিছু ঘটছে,—
তার কার্য্যকারণের সুসঙ্গত সন্ধান
তখনও পাওনি তুমি,
তা' পেলে
তখন এটাকে অলৌকিক ব'লে
মনে হবে না,
বুজরুকি বলেও মনে হবে না,
তুমি ভরপুর হ'য়ে উঠবে ;
এমনতর আশা-নিরাশার
দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে
তোমার ইষ্টার্থ-আপূরণী যা'
সেইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চল,
কৃতনিশ্চয় হও—
ভজনদীপনা নিয়ে,
সেবানিরত অনুচর্য্যাকে
সব সময় সঙ্গী ক'রে রেখে ;
তোমার অন্তরের অনুশীলন-মণ্ডপে
কৃতিপ্রসাদ-প্রবর্ত্তনায়
শিষ্টশীলের সহিত
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,
ব্যক্তিত্ব তোমার সঙ্গতি-শালিন্যে

চারিত্রিক দ্যুতি বিকীরণ ক'রে
পরিবেশকে প্রভান্বিত ক'রে তুলবে,
সার্থক নন্দনার শ্যামল দোলনায়
ফুল্ল উৎসবে
চলন্ত হ'য়ে চলবে তুমি,
আশীর্ব্বাদ অমরতপা হ'য়ে
তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে একদিন । ৭৭০১ ।
১৮।৫।১৯৫৬, বেলা ১১টা

নির্ভর করা মানে এ নয়কো—
তুমি ঈশ্বর বা ইষ্টের উপর ভার দিয়ে
অলসকর্ম্মা হ'য়ে থাকবে,
আর, হঠাৎ হোমাপাখীর ডিমের মতন
আশা পরিপূর্ণ হ'য়ে
তোমাতে উপঢৌকন লাভ করবে ;
নির্ভর করা মানেই হ'চ্ছে
সম্যকভাবে ভরণ করা,
তাঁর অনুশাসনগুলিকে
অনুচর্য্যায় ভজনদীপ্ত ক'রে তোলা,
সমীচীন সার্থকতায়
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে তোলা,
আর, এই সাফল্য
তাঁতে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে,
নিবেদন ক'রে
উৎসর্গ ক'রে
সার্থকতা লাভ করা ;
তা' যদি না কর,
অলস নির্ভরতা
অলস প্রাপ্তিকেই
আবাহন করবে ;

যা'রা ফাঁকিরই অনুশীলন করে,
পায়ও তা'রা ফাঁকিই ;
তাঁর অনুশাসনগুলিকে
সর্ব্বতোভাবে
ভজন-অনুচর্য্যায় ভৃত ক'রে তোল,—
তুমিও ভৃত হ'য়ে উঠবে,
নির্ভরতাও হঠাৎ এসে
তোমার চোখ ধ'রে বলবে—
'বল তো আমি কে' ?
আর, কার্য্য-কারণের সংশ্রয়ী
বিবেকভঙ্গীর
সার্থক সুসঙ্গত বোধনায়
তুমি ব'লে উঠবে—
'তুমি নির্ভরতা',
সে অমনি চোখ ছেড়ে দিয়ে পালাবে,
এ খেলায় আমোদ আছে মন্দ নয়কো ;
না-পারা হ'তে পেরে-ওঠার লুকোচুরি
মানুষকে ফুল্ল ও প্রবুদ্ধই ক'রে তোলে ;
তাই, তাঁকে ভরণ ক'রে
ভজন-অনুচর্য্যায়
তাঁর নিদেশ যা'-কিছুকে
সম্যকভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
এমনি ক'রে নির্ভয় হ'য়ে ওঠ তুমি,
বল—
'ঈশ্বর !
তুমি আমাতে জয়যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
দুনিয়াতে তোমার জয় জয়কার হো'ক' । ৭৭০২ ।
১৮।৫।১৯৫৬, বেলা ১১-১৫

জীবন চলনায় চলতে
যা' যা' প্রয়োজন,

ঈশ্বর তোমাকে সেগুলি দিয়ে
তোমাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন,
আর, উৎসর্জ্জনস্রোতা হ'য়ে
তোমার জীবনে
তিনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ;
তুমি চল,
যেমন চাও, তেমনি কর ;
সব যা'-কিছুরই সম্পূরণে
তোমার সর্ব্বতঃ-তৃপ্তি আসবে তখনই,
যখনই তোমার সব যা'-কিছু
তাঁরই পরিচর্য্যায় লাগিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধির পথে চলতে থাকবে ;
তখন দেখবে—
অদূরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন
তোমারই জন্য
অমরণ উপঢৌকন নিয়ে,
আর, তোমাতে তিনি সার্থক হ'য়ে উঠছেন
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে ;
তিনি আছেন বলেই
এটি সম্ভব হ'চ্ছে তোমার জীবনে ;
কারণ, তোমার অন্তঃস্থ প্রাণন-দেবতা—
আত্মিক সম্বেগ—
সেই উৎসেরই স্রোতোদ্দীপনা ;
করার ভিতর দিয়ে হ'য়ে, পেয়ে
তাঁতে উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠা—
সর্ব্বতঃ-সার্থক সঙ্গতির
অন্বিত মূর্ত্তনার রসসঙ্গতি নিয়ে,
আর, এই পথে তাঁকে উপভোগ করাই হ'চ্ছে—
অমৃত-লাভ ;

লীলায়িত অমর ছন্দে
নিজেকে তাঁরই অনুচর্য্যায়
নিরত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
স্মৃতিবাহী চেতনার পথে
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তাঁকে উপভোগ করা—
অফুরন্ত সম্ভাবনায়,
সাত্ত্বিক ধৃতিপোষণার
অনাবিল উচ্ছলায় অজচ্ছল হ'য়ে ;
—এই সলীল চলনই হ'চ্ছে ঐশ্বর্য্য ;
এ হ'তে মুক্তি চাওয়ার মানে—
পাতিত্যকেই আলিঙ্গন করা,
নারকীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া । ৭৭০৩ ।
১৮।৫।১৯৫৬, দুপুর ১২-১০

যখনই সব ভাল,
সব মন্দ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত শুভ-অর্থনায়
তোমাতে প্রসাদদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই ইষ্ট বা দেবতা-সান্নিধ্য
তোমার তৃপ্তি-পরিস্রবা হ'য়ে ওঠে,
নয়তো তা' প্রলুব্ধির মরীচিকামাত্র । ৭৭০৪ ।
১৮।৫।১৯৫৬, দুপুর ১২-১৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আর, ঐ ইষ্টার্থ-অনুসেবনাকেই
একমাত্র স্বার্থ ক'রে তোল,
আর, তাঁরই অনুচর্য্যী অনুনয়নে
পালন-পোষণী পরিচর্য্যায়

সব কিছু নিয়ে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোল ;
আর, এই কৃতি-ব্যাপৃতির ভিতর-দিয়ে
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন,
ব্যবস্থিতি, অনুশীলন ও নিষ্পন্নতায়
সর্ব্বতোভাবে তাঁকে উপচয়ী ক'রে
নিজে উপচয়ী হ'য়ে ওঠ—
বিদ্যায়, বিভবে, বর্দ্ধনায় ;
যতক্ষণ তুমি তোমার স্বার্থ নিয়ে
যতটুকু থাকবে,—
তুমিও তাঁ'র হ'য়ে থাকতে পারবে না
ততখানি ;

তপানুচলনে
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
যাঁতে তুমি অন্তরাসী,
অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
তাঁ'র পালন-পোষণী হ'য়ে
যোগ্যতা আহরণ ক'রে
তাঁ'তে যুত-অনুচর্য্যা-নিরত হওয়াই
তোমার জীবনের কৃতি-সন্দীপনা হ'য়ে উঠুক,
আর, কৃত-কৃতার্থ হও
তাঁতেই তুমি—
তাঁরই সম্বর্দ্ধনার শুভ অভিসারণা নিয়ে ;
তাঁ'র যা' প্রিয়,
তা' তোমার কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠুক,
অশুভ, অপ্রিয় যা' তাঁ'র
তা' বর্জ্জন কর,
নিরোধ কর—
তাঁকে স্মিত ফুল্ল ক'রে ;
—ঐ হ'চ্ছে তাঁর বাস্তব পূজা ;

এতে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ,
জ্বালা-যন্ত্রণা যা'ই আসুক না কেন,
তা'কে এড়িয়ে
বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থিত ক'রে
তোমার স্বস্তিচলনকে অব্যাহত ক'রে তোল,—
এই হ'চ্ছে সুখ ও শান্তির একমাত্র পন্থা ;
এর খাঁকতি যা'র যেখানে যতটুকু,
অসুখীও সে সেখানে তেমনি,
উদ্বর্দ্ধনাও তা'র তেমনি শীর্ণ ;
জীবন-সংগ্রামে শ্লথ বিরক্তিতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
সে ক্রমশঃই নিজেকে জীর্ণ, শীর্ণ ক'রে
মরণ-পরামৃষ্ট ক'রে তুলবে ;
কিছু না—
এতটুকু ;—
তাঁকেই নিতান্তই আপনার ক'রে নাও,
তেমনি কর,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলনে তেমনই চল—
বাস্তবে উপচয়ী উচ্ছল হ'য়ে । ৭৭০৫ ।
২০।৫।১৯৫৬, বিকাল ৪-৪০

যা'রা স্ব স্ব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে অর্থাৎ ধৃতিকে
যেমন পরিপালন ক'রে চলে—
সুচারুভাবে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
ধর্ম্ম তা'দের তেমন রক্ষা করে ;
আর, এই চলন
যাদের যেমন ব্যত্যয়ী,—

ধর্ম্মও তাদের পরিরক্ষণে
অসমর্থ হয় তেমনি । ৭৭০৬ ।
৮।৬।১৯৫৬, বিকাল ৫-২৫

বিহিত কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সমস্ত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন করা—
সার্থক তৎপরতায়,
ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থকে বিহিতভাবে
উদ্বর্দ্ধনায় বিনায়িত করা—
পূত অনুষ্ঠানী তৎপরতায়,
যে যে ব্যাপারেরই কাজ হোক না কেন,
জীবনে যখন যা' যেমন প্রয়োজন—
ঐ আপূরণী পর্য্যায়ে
পরম তাৎপর্য্য নিয়ে
তৎপরতার সহিত
তা'কে সর্ব্বতোভাবে
সব দিক দিয়ে
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে তোলা ;
তাই, যখনই যা' কর,
তা'কে উচ্ছল সঙ্গীতিতে
সুবিনায়িত ক'রে তোল ;
সব সময় নজর রেখো—
ঐ কর্ম্ম
ও ইষ্টার্থ-অর্থনার যা'-কিছু
সেগুলির একটুতেও
যেন খাঁকতি না থাকে,
ক্রমশঃই এমনতর খাঁকতিকে
নিরসন করতে করতে চল—

শুভ-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়,
নিখুঁত নিটোলভাবে ;
ঐ কর্ম্মযোগ দেখবে একদিন
তোমাকে মহান প্রজ্ঞায়
অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার জীবনটাকেই
শুভমূর্চ্ছনায় মূর্ত্ত ক'রে
দুনিয়ার সব যা'-কিছুকে
প্রজ্ঞায় প্রবীণ ক'রে তুলবে ;
এই হ'চ্ছে যোগের যুগজীবন—
তা' সব কিছু নিয়েই ;
আর মনে রেখো—
জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ—
কাউকে ছেড়ে কেউ চলতে পারে না,
সবাই সবকেই
পরিপুষ্ট ক'রে তোলেই । ৭৭০৭ ।
৮।৬।১৯৫৬, বিকাল ৫-৩০

কী করতে গিয়ে
কিসে তা' কেমন ক'রে
কত ভাল হ'ল,
বা তা' মন্দই বা হ'ল কেন,
তা'র খতিয়ান বেশ ক'রে
সব দিক দিয়ে সমঝে
তুমি অন্তরে তা'কে গেঁথে রেখো ;
কেমন ক'রে মন্দকে নিরোধ করতে হয়,
ভালকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হয়—
ভবিষ্যতে বিবেচনায়
তাকে কাজে লাগিও—
যখন যেমন প্রয়োজন ;
এইভাবে মন্দকে এড়িয়ে

ভালকে প্রতিষ্ঠা করা
এস্তামাল ক'রে নাও,
আর, এর ভিতর-দিয়েই
কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠ—
তা' যে-কোন কর্ম্মের
ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন ;
ওটিকে বাদ দিও না কিন্তু,
সব কাজেই ওটিকে সঙ্গে রেখো,
ধীইয়ে চ'লো ;
আবার, পর্য্যায়, সঙ্গতি, সংশ্রয়, ব্যত্যয়
ইত্যাদি বিবেচনা ক'রে
যথার্থ স্থানে তা'কে নিয়োজিত ক'রো—
সময়, পর্য্যায় ও অবস্থা-মাফিক ;
এমনি ক'রে নিজেকে
তুখোড় ক'রে তোল—
বিবেকের সুবীক্ষণী বিচারের
আওতায় এনে সব কিছুকে ;
এমনি ক'রে দোষগুলিকে এড়িয়ে
গুণগুলিকে গুণায়িত ক'রে তোল,
দক্ষতা দীপ্ত চক্ষুতে
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে থাকবে । ৭৭০৮ ।
৮।৬।১৯৫৬, বিকাল ৫·৫৫

বোধ-বিকাশ লাভ করা
খুব কঠিনই কিন্তু—
যদি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
উপযুক্ত প্রস্তুতির সহিত
বিহিতভাবে প্রেয়-পরিচর্য্যা না কর ;
আত্মচর্য্যা নিয়েই ব্যস্ত থেকো না,
স্বস্তিপ্রসূ উপচয়ী তৎপরতায়
প্রেয়চর্য্যাই

প্রকৃত আত্মচর্য্যা শিক্ষার তুক,
কারণ, ওর ভিতর-দিয়েই
প্রকৃত বোধের উন্মেষ হ'য়ে থাকে,
আর, সে-বোধই
বিন্যাস ও বিস্তার লাভ ক'রে থাকে
উপযুক্ত প্রতিফলন নিয়ে ;
যেখানে যেমন পরিবেশ
পরিচর্য্যাও তেমনি ক'রে করো—
যেখানে যেমন ক'রে
যা' করতে হয়
তেমনিভাবেই ;
তৃপ্তি পাবে তুমি,
আর, তারাও পাবে,
তোমার জীবনও ইষ্টার্থী হয়ে উঠবে । ৭৭০৯ ।
২৮।৬।১৯৫৬, রাত ৭-৪৮

অন্যের স্বস্তি-সম্পাদন
যা'রা করতে পারে না—
আচারে-ব্যবহারে,
চাল-চলনে,
কথায়-কায়দায়,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,—
তা'রা জীবনে হৃদ্য হ'তে পারে না,
ব্যবস্থও হ'তে পারে না ;
ব্যবস্থ হতে হলেই
সঙ্গতিশীল প্রস্তুতি-তৎপরতা নিয়ে
নিজেকে
সার্থক সুধী অনুচর্য্যায়
ব্যাপৃত রাখতে হয় ;
ইচ্ছামত চাহিদার আওতায়
নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হ'য়ে চললে

কিন্তু ব্যবস্থ হওয়া যায় না ;
তোমার ব্যবস্থ চলন
অন্যের স্বস্তি-সম্পাদনী হওয়া চাই—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
প্রেয়কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণায়,
উপচয়ী সমন্বয়ে,—
তবে তো ব্যবস্থ জীবন পাবে ?
তা' তোমাকেও তেমনি
ব্যবস্থ-তৎপর ক'রে তুলবে,
আর, অন্যকেও তদনুরূপ ;
শুভ ব্যবস্থ জীবন
শুভেরই মঙ্গল ঘট । ৭৭১০ ।
২৯।৬।১৯৫৬, সকাল ৬-২৭

দীপ্ত হও, বুদ্ধ হও । ৭৭১১ ।
৩০।৬।১৯৫৬, সকাল ৬-২৫

শক্ত হও,
যুক্তি যেন বাস্তবতাকে যুক্ত করে । ৭৭১২ ।
৩০।৬।১৯৫৬, সকাল ৭-৫০

ঈশ্বর মানে
স্বতঃস্রোতা ধারণ-পালনী সম্বেগ,
তিনি শুভ-স্বরূপ,
জীবন-স্বরূপ,
তিনি তোমাতে আমাতে অর্থাৎ সবাতে
এই সত্তাপোষণী চেতন-সম্বেগ নিয়ে বিরাজমান—
শুভে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে ;
ঈশ্বরকে কেউ
ঈশ্বর বলে ডাকুক বা না-ডাকুক—
তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না,

ব্যক্ত ভাষায়, ব্যক্ত স্বরে
তিনি কাউকে বলেন নি—
'আমাকে ডাক,
আমাকে ধর',
তা' বলেছে বরং মানুষ—এই তোমরাই,
আর, আপন মঙ্গল-কামনায়ই
তোমরা
তাঁকে ডেকে থাক,
ধ'রে থাক ;
আর, তাঁকে ডাকা মানে তা'ই করা
যা'তে অন্তর্নিহিত ধারণ-পালনী সম্বেগ
সম্পুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
ঐ সম্বেগ যদি ফুটন্ত হ'য়ে না উঠল,
ব্যক্ত ও ব্যাপ্ত হ'য়ে না উঠল—
চরিত্র ও চলনে,
সে-ডাকা সার্থক হ'লো না,
আবার, তা'র জন্যই চাই
এমন কোন শ্রেয়কে অনুসরণ করা
যাঁর ভিতর ঐ সম্বেগ সুমূর্ত্ত। ৭৭১৩।
৩০।৬।১৯৫৬, বিকাল ৩-৩০

রিক্ত হও—
সৎ-তে ভরে ওঠ। ৭৭১৪।
১।৭।১৯৫৬, সকাল ৫-১৮

ঈশ্বরকে ডাক—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগকে
সক্রিয় ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,

অসৎ-নিরোধী শুভ পরিচর্য্যায়
প্রভু হ'য়ে ওঠ,
আর, চরিত্রকে তৎ-তাৎপর্য্যে
উদ্‌ভাসিত করে তোল—
অসৎ-নিরোধী অনুচর্য্যায়,
হৃদ্য শুভপ্রসূ প্রীতিমুখর অনুবেদনায় ;
তোমার সমস্ত পরিবেশগুলিকে
শুভ বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোল ;
আর, এ বাদ দিয়ে
কোটি জন্ম করিলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন
অধিষ্ঠান নাহি হবে ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
ক'রে দেখ, ঠিক কিনা !
ডাক মানেই—
তাঁর বিনায়িত বিচিত্র চরিত্রকে
নিজ অন্তরে দীপ্ত ক'রে তোলা। ৭৭১৫ ।
১।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-২৮

যদি বিড়ালের বাচ্চার মতন
অপটু হ'য়েও
মায়ের জন্য ব্যাকুল হও—
বুক-ফাটানো আকুলতা নিয়ে,—
তাও তোমাকে পটুই ক'রে তুলবে ;
করার ইচ্ছা,
সেবার ইচ্ছা,
সেবার ব্যাকুলতা,
পাওয়ার ব্যাকুলতা
বাদ দিয়ে
বিড়ালের বাচ্চার মতন
লাখ যদি মিউ মিউ কর,
ওতে কিন্তু শুকিয়ে যেতে হবে ;

দয়া পেয়ে ভরপুর যদি হ'য়ে ওঠ,
আর, দয়া যদি সক্রিয় হ'য়ে না ওঠে
তোমার ভিতরে,
সে দয়া
তোমাতেই চির-কৃপণ হ'য়ে রইবে ;
তাই ডাক—
কর—
ব্যাকুল হ'য়ে,
প্রীতিপ্রসন্ন তৎপরতায়,
সুকেন্দ্রিক অনুনয়নে,
সক্রিয় সেবানিরত হও—
পরিচর্য্যার ব্যাকুলতা নিয়ে ;
বিহিত চলনায় কিছুদিন চল,
আর, চলতেও থাক—
আরোর পথে,
হাতেকলমেই দেখতে পাবে। ৭৭১৬।
১।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-৩৩

ঈশ্বর বলে ডাকতে ইচ্ছা করে—
ডাক,
না করে ডেকো না,
ভগবান বলতে ইচ্ছা করে—
বল,
না করে ব'লো না,
ঠাকুর-দেবতার ধার ধারতে ইচ্ছা করে,—
ধার,
নয়তো ধেরো না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ
শ্রেয়-কেন্দ্রিক হও,
শুভ-পরিচর্য্যী হও,

ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক শুভ চর্য্যার তালিমে
আপ্রাণ হ'য়ে ওঠ,
আর, তদনুক্রিয় তৎপরতায়
দুনিয়ার পরিচর্য্যানিরত হও—
হৃদয়ের হৃদ্য-অনুকম্পার
বিতানবেদীতে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ;
অশুভ-নিরোধী হও,
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ হও,
যা' করবে—
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত অর্থনায়
তা'র প্রভু হ'য়ে ওঠ—
ধারণ-পালন-পরিচর্য্যায়
তা'র সব কিছুকে বিনায়িত ক'রে ;
এই এমনতর ক'রে শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরকে ডাকা
-- তা' ঈশ্বর ব'লে কিছু স্বীকার কর
বা নাই কর,
ভগবান ব'লে কাউকে
ভজনা কর আর নাই কর,
কিন্তু একনিষ্ঠ শ্রেয়-হারা
কখনই হ'য়ো না ;
আর, সেই শ্রেয়কে
ভগবানই বল,
প্রেয়ই বল,
আর ঠাকুর-দেবতাই বল
বা পরম বন্ধুই বল,
বা কিছুই না বল,
কিন্তু তাঁতে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ফেল,

সঙ্গত ক'রে ফেল,
অর্থান্বিত ক'রে ফেল—
বাস্তব সক্রিয়তায় ;
বুঝতে পারবে—
ঈশ্বরকে,
শিবকে,
বা শুভকে
মূর্ত্ত শ্রেয়ের ভিতর-দিয়ে
কি ক'রে ডাকতে হয় ;
ঐ শ্রেয়ই হ'য়ে উঠবেন
তোমার আদি-বাক্। ৭৭১৭।
১।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-৪৫

তুমি এড়াতে পার না তা'কে ততখানি
তেমনতর,
যা'তে তুমি ব্যাপৃত যতখানি—
যেমনতরভাবে। ৭৭১৮।
১।৭।১৯৫৬, দুপুর ২-৫০

যখনই যা' কর,
স্বাদু ও শুভ সংস্থিতিপ্রসূ ক'রেই ক'রো,
ওষুধ-পত্রের ব্যাপারেও তা'ই,
আর, তা' যত হয়, ততই ভাল। ৭৭১৯।
৩।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৫

যিনি
সক্রিয় শুভ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন,
বৈশিষ্ট্যের শুভ-বিনায়ক,
তিনি দুনিয়ার লোকবর্দ্ধনার পথ,
তুমি তাঁকে নারায়ণও বলতে পার,
জীবন-নেতাও বলতে পার,

বস্তুতঃ তিনি মানুষের বর্দ্ধনার পরম হোতা ;
তিনি সখা,
তিনি বন্ধু,
তিনিই পরম দৈবত,
—তা' আমার, তোমার, সবারই ;
তাঁর অভিপ্রেত চলন
যাকেই পেয়ে বসবে—
আচারে-ব্যবহারে,
হাতে-কলমে, কাজে,
তা'তে শুভ
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
সার্থক সুসঙ্গত বোধ-দীপ্তি নিয়ে,
তাই, তিনি জীবনের পরম বান্ধব ;
তাই, যদি চাও—
তাঁরই শরণাপন্ন হও,
তিনি জীবন-শরণ্য,
আর, তিনিই বরেণ্য । ৭৭২০ ।
৩।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৪৬

তুমি নেই,—
কই !
এমনতরভাবে তুমি চলও না,
বলও না,
করও না,
কিংবা বলা-করার
অমনতর সঙ্গত চলন নিয়ে চলও না,
কারণ, তুমি আছ—
তার বোধ তোমাতে আছে,
তাই, অস্তিত্বকে
স্বীকার না ক'রেই থাকতে পার না ;

যে-কোন কায়দায়,
যে-কোন রকমে
যখন আছ জান, বোঝ,
থাকা যাতে ঘটছে—
সে কারণটাকে কি অস্বীকার করতে পার—
পাগলামি করা ছাড়া ?
তাই, এটা ঠিক জেনো—
তা'র সাত্ত্বিক ধৃতি-সম্বেগও আছে,
আর, তা'ই হ'চ্ছে থাকার উৎস,
আর তিনিই কল্যাণ-প্রভু ;
এ কি পাগলামি-কথা হ'ল ? ৭৭২১ ।
৩।৭।১৯৫৬, সকাল ১০টা

যে তোমার আধিব্যাধি, আপদ-বিপদ,
দুঃস্থ অবস্থা বা দুরবস্থা-নিরাকরণী প্রতিরোধ
সৃষ্টি না ক'রেই থাকতে পারে না—
স্বতঃ-তৎপরতায়
ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য ক'রে,
যে দুনিয়াকে ওলট-পালট ক'রে খুঁজে
তা'র নিরাকরণী সন্ধান
বের করেই কি করে—
স্বতঃ দায়িত্বে,—
সে যেই হো'ক, আর যা'ই হো'ক,
তা'কে তুমি প্রথম বান্ধব ব'লে জেনে নিও,
আর, তা'র প্রতি
তেমনি অনুচর্য্যা-তৎপর হ'য়ে চ'লো । ৭৭২২ ।
৪।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-১০

করবে না, পাবে,
মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নেবে—
মানেই—

বিধির খাতায়
বঞ্চনাই তোমার পাওনা । ৭৭২৩ ।
৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৭-৫০

উপচয়ী অনুচর্য্যানিরত থাক—
প্রাপ্তিও উপচয়ী হ'য়ে চলুক । ৭৭২৪ ।
৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-১০

তোমার সকলই ভাল,
আমার যা'-কিছু তুমিই । ৭৭২৫ ।
৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৪

শ্রেষ্ঠ ধন অকিঞ্চনত্ব,
সত্য যা' তাই নিত্য । ৭৭২৬ ।
৭।৭।১৯৫৬, দুপুর ১-৪৫

উদগ্র আগ্রহই শক্তির আগম বাণী । ৭৭২৭ ।
৮।৭।১৯৫৬, বিকাল ৫-৪৫

যাঁ'রা নরনারায়ণ,
লোকবর্দ্ধনার জীয়ন্ত পথ,
লোকের প্রিয়পরম,
তাঁ'রা যদি দুনিয়ায়
অনেক ভাগে বিভক্ত হ'য়েও আসেন,
—যদিও তা' কদাচিৎই দেখা যায়,
—আলাহিদা স্থানে আলাহিদা এসেও
তাঁরা স্বতঃ-সিদ্ধভাবে
ঐ একই বার্তাবাহী ;
এবং বাহ্যতঃই হো'ক,
আর আভ্যন্তরীণভাবেই হো'ক,

তাঁ'রা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই সমর্থক,
গুণগ্রাহী,
আপ্যায়ন-মুখর,
প্রয়োজন হ'লে এককর্ম্মরত ;
—যেমন কলার ছড়ির ঘারি, গোড় বা মোড়া,
সব বোঁটা ঐ ঘারি, গোড় বা মোড়াতেই সংলগ্ন—
ছড়াতে কলা যতই থাক না কেন ;
এ বিশেষত্ব যেখানে নাই,
বুঝে নিও—
তাঁরা এক ঘারি, গোড় বা মোড়ার নয়কো । ৭৭২৮ ।
৯।৭।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

যদি সুখী হ'তে চাও,
মানুষকে স্বস্তি দাও—শুভ নিয়ন্ত্রণে,
প্রবৃত্তির দাস হ'তে যেও না,
সত্তাচর্য্যী হও । ৭৭২৯ ।
১০।৭।১৯৫৬, সকাল ৬-৩০

কৃতি-সম্বেগই সত্তার ধারয়িত্রী,
প্রীতিই পরম যোগ । ৭৭৩০ ।
১১।৭।১৯৫৬, সকাল ১০টা

অভাবই প্রয়োজনকে ক্ষুধার্ত্ত ক'রে
প্রাদুর্ভাবের সৃষ্টি করে । ৭৭৩১ ।
১১।৭।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬টা

জীবনের ধর্ম্মই চেতনা—
বর্দ্ধনপর হ'য়ে চলা—ধৃতি-দীপনা নিয়ে,
আর, এই জীবনই
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ । ৭৭৩২ ।
১২।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-১০

যা'তে মানুষের অহিত হয়,
তা' কিন্তু সত্য নয়—সত্যের আলেয়া,
হিতী কথা মানেই—
যে কথার অনুসরণ করলে
শুভের অধিকারী হওয়া যায়। ৭৭৩৩।
১৩।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৪০

যে
যে-অবস্থায় পড়ুক না কেন,
সে যেন তোমার নিকট
সাহায্য পায়, স্বস্তি পায়;
তোমার দক্ষ প্রস্তুতি
একটুও যেন ম্লান না হয় কখনও। ৭৭৩৪।
১৫।৭।১৯৫৬, রাত ৮-৩০

জীবনের জাগৃহি-আহ্বানের
হোতা কে?—
তিনিই—
যিনি উৎস। ৭৭৩৫।
১৬।৭।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

স্বস্তি চাও তো শুভকর্ম্মা হও—
শ্রেয়চর্য্যায় অটুট থেকে। ৭৭৩৬।
১৬।৭।১৯৫৬, সকাল ৮টা

তাঁকে ডাকা মানেই
তাঁতে লক্ষ্য রেখে
তাঁর গুণে অন্বিত হ'য়ে ওঠা—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
ধ্যান মানেই মনন করা,
আর, জপ মানেই হ'চ্ছে মানস-কথন

অর্থাৎ মনে-মনে চিন্তা ক'রে
চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা । ৭৭৩৭ ।
১৬।৭।১৯৫৬, রাত ৯টা

যা'র রিশবৎ খাওয়া অভ্যাস আছে,
তা'র কোন কাজের সুরাহা ও দক্ষ ত্বারিত্যে
আস্থা রেখো না—
ঠকবে ;
কার্য্য পণ্ড হবে ;
আর, এটা প্রায়শঃ হ'য়ে থাকে । ৭৭৩৮ ।
১৮।৭।১৯৫৬, সকাল ১০-৭

তুমি যতই মিথ্যাচার কর না কেন,
ফাঁকিবাজী প্রতারণা কর না কেন,
ওগুলি তোমার ধারণা ও বোধের চারিদিকে
এমন শক্ত পলি সৃষ্টি করবে,
যা' ভেদ ক'রে
সরাসরি কোন-কিছুর সম্বন্ধে
বিহিত বোধধৃতিকে জাগাতে পারাই
কঠিন হ'য়ে উঠবে,
দেখবে এক, শুনবে এক,
আর বুঝবে অন্য ;
এখনও সাবধান । ৭৭৩৯ ।
১৮।৭।১৯৫৬, রাত ৮-৪০

তুমি যদি অন্যের জিনিসপত্র
শুভ-ব্যবস্থায়, শ্যেনদৃষ্টিতে
সুচারুভাবে না রাখ—
অকিঞ্চন থেকেও,—
নিজেও কিন্তু ছন্নছাড়া হবে,
মস্তিষ্কের বোধবিন্যাসকেও হারাবে,
অবিশ্বস্ত হবে তুমি সবার কাছে,—

আর নিজের কাছেও । ৭৭৪০ ।
১৯।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-১৫

সেই অভ্যাসই তোমার প্রকৃতিকে
তেমন স্পর্শ ক'রে গেল—
যা' তোমার
চলার বা করার বেগের সাথে
তোমাকে বিবেক-বিনায়নায়
যেমনভাবে পরিচালিত করছে । ৭৭৪১ ।
২১।৭।১৯৫৬, সকাল ৬-১০

যে তোমার নিন্দুক,
অনভিপ্রেত যে তোমার,
তোমার সাথে লাখ মেলামেশা করুক—
সে তোমার আত্মীয় বা আপনার জন
হ'তে পারে না ;
যে তোমার শুভ-সন্দীপনায়
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলে না,
অনৈক্যকে বাঁচিয়ে চলে,
যতই হৃদ্য চলনে সে চলুক—
সে কিন্তু তোমার হৃদয়বিদারী
হ'য়েই থাকে প্রায়শঃ ;
তাই, যথাসম্ভব হৃদ্য হও তার প্রতি,
কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আত্মীয় হও তাঁরই,
মুখ্য কর তাঁকেই—
যিনি তোমার শ্রেয়,
যিনি তোমার প্রেয় ;
ভণ্ড মিত্রের চাইতে
ন্যায়বান শত্রু অনেক ভাল,
বুঝে চল । ৭৭৪২ ।
২২।৭।১৯৫৬, সকাল ৬-২০

অন্যের ক্ষতিকর না হ'য়েও,
যা' সবারই শুভপ্রসূ,
এমন বলবার বা করবার যদি কিছু থাকে—
তা' ব'লো, ক'রো ;
যা'তে শ্রেয় পরামৃষ্ট হয়,
বা অন্যে ধূক্ষাগ্রস্ত হয়,
মাঙ্গল্য-জীবন হ'তে দূরে সরে যায়,
এমন বলা বা করা
সাধারণতঃ ভাল নয়কো । ৭৭৪৩ ।
২২।৭।১৯৫৬, সকাল ৬-২৫

বাঞ্ছিতের তিরস্কার বা ভর্ৎসনায়
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত আত্মশুদ্ধি-প্রচেষ্টা,
বাঞ্ছিতের অনভিপ্রেত কিছু করায়
অন্তরে কষ্ট অনুভব করা,
তাঁর অভিপ্রেত পন্থায়
নিজেকে পরিচালিত করবার
উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও বিহিত আত্মবিন্যাস,
সদাচারসন্দীপী হ'য়ে
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত অনুনয়নে
বাঞ্ছিতকে জীবনে মুখ্য কেন্দ্র ক'রে নেওয়া,
আর, তা' না ক'রেই থাকতে না পারা,
বাঞ্ছিতের অনভিপ্রেত যা'
তা' হ'তে স্বতঃ-বিরতি
ও তা'র নিরোধে উপযুক্তভাবে
প্রস্তুত থাকা ;—
যেখানে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসা আছে
সেখানে এই কয়টির
সমীচীন সমাবেশ
দেখতে পাবেই কি পাবে ;
আর, যেখানে এমনতর নেই,

বুঝে নিও—
শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালবাসা
মোটেই নেইকো সেখানে,
আছে প্রীতি-নামধেয়
গৌরবোদ্ধত আত্মম্ভরি উৎপাত,
এমনতর যা'রা,
তাদের শ্রেয়ে আত্মবিন্যাস
দূরূহই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৭৭৪৪।
২৩।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-৪০

তোমার জীবনের আদর্শ যিনি,
যিনি তোমার শ্রেয়, প্রেয় বা বাঞ্ছিত,
জীবনের মুখ্য শ্রদ্ধাকেন্দ্র যিনি,
তাঁকে যদি কেউ অবদলিত করে,
তিনি যদি অত্যাচার-বিমর্দ্দিত হন,
তা'র যাতে নিরাকরণ হয়
তা' করতে এতটুকুও
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না;
যেমন ক'রেই হোক,
তা'র শুভ-বিনায়নে
তাঁ'র স্বস্তি আবাহন করতে
একটুও ভুলো না;
বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাঁ'র মুখ্য ক'রে,
শ্রেয় ক'রে,
রাবণের সাথে মিত্রতা করতে যান নি,
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-সখা হ'য়ে
তাদের অশুভের নিরাকরণ-প্রয়াসী হ'য়ে
কৌরবদের প্রতি যা' করণীয়,
তা'তে একটুও ত্রুটি করেন নি,
আবার, এ করতে গিয়ে
তিনি কৌরবসখা হন নি,

হনুমান রামভক্ত হ'য়ে
রাবণের সহিত মিত্রতার অনুবন্ধনে
নিজেকে নিবন্ধ করেন নি ;
তাই, যদি কেউ আদর্শ থাকেন তোমার,
শ্রেয় ও প্রেয় থাকেন যদি কেউ,
তাঁর প্রতি অত্যাচারে,
বিরুদ্ধতায়
ও তাঁর আপদে
উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে,
দক্ষ চাতুর্য্যে
অসৎ-নিরোধী হৃদ্য পরাক্রমে
নিরাকরণ-প্রবুদ্ধ না হ'য়ে ওঠ যদি তুমি,
বোধ ও কর্ম্মদক্ষতার উপযুক্ত বিনায়নে
তা'র নিরাকরণ না কর,
নিরোধ না কর,
তা হ'লে তোমার চাইতে
ভক্ত বিটেল কেউ আছে কিনা কে বলবে?
তাই বলি—
যাঁকে ভক্তি করছ,
তাঁর বিপদের হোতা যে—
তা'কে নিরোধ ক'রে
দক্ষ পারগতায়
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল ;
জীবনের দ্যোতন-জ্যোতি,
ব্যক্তিত্বের অনুদীপনা,
পরাক্রমের উদাত্ত অনুক্রিয়তা
ওখানেই । ৭৭৪৫ ।
২৪।৭।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৪০

নিজস্ব অবাধ্য শারীরিক অক্ষমতা ছাড়া
যে-কারণে

প্রেয়-প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে পার,
বাস্তবিকতায় তা'ই কিন্তু মুখ্য তোমার কাছে,
তাই, প্রেয়ত্ব সেখানেই । ৭৭৪৬ ।
২৫।৭।১৯৫৬, সকাল ৮টা

যা' করতে চাও,
তা' কেন,
কেমন ক'রে করতে হবে,
সেগুলিকে মনন কর অর্থাৎ ধ্যান কর—
একটা সুসঙ্গত বোধনা নিয়ে ;
তারপর কর,
অর্থাৎ তা'র অনুশীলন কর ;
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তা' করার শীলগুলিকে
বেশ ক'রে সার্থক সঙ্গতিতে
নিজের বোধবৃত্তিতে বিনায়িত ক'রে তোল—
ভাবা ও করার মাধ্যমে ;
এমনতর ক'রেই বেশ ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল—
তা'র আবর্জ্জনাগুলিকে দূর ক'রে,
ঐ জপনাকে বেশ ক'রে খতিয়ে
তুখোড় ক'রে নিয়ে
করায় সুযুক্ত ক'রে তুলে,—
যা' চাও
তা' মিলছে কিনা,
আর, তা' কেমনতর কতখানি
উপচয়ী হ'ল তোমার পক্ষে
তা' দেখেশুনে ;
এমনি ক'রেই কৃতী হ'য়ে ওঠ,
কৃতার্থ হও । ৭৭৪৭ ।
২৫।৭।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৩০

হৃদ্য হও, তৃপ্তি দাও,
তৃপ্তি পাবে অনেক । ৭৭৪৮ ।
২৫।৭।১৯৫৬, রাত ৮-৪০

বিকৃত বোধ,
ব্যত্যয়ী চলন
শরীর-বিধানের
এমনতর বিকৃত বিন্যাস ক'রে তোলে,
যার ফলে,
বিকৃতভাবে চলা ছাড়া যেন
মানুষের উপায়ই থাকে না ;
যেমন ভুলে অভ্যস্ত হ'লে
শুদ্ধ কিছু জানলেও
মানুষ ঐ ভুলেরই শিকার হ'য়ে দাঁড়ায়,
অজ্ঞাতসারেই ভুল করে,
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া
দুরূহই হ'য়ে ওঠে ;
তাই সাবধান !
এমন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সহিত
শ্রেয়-অনুসরণ ও অনুশীলনই
একমাত্র পন্থা । ৭৭৪৯ ।
২৬।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-২৫

প্রতিটি কাজের ধৃতি
ও তোমার সত্তাধর্ম্মের সঙ্গতি নিয়ে
চ'লো—
শুভ নিষ্পন্নতায়,—
সার্থক হবে । ৭৭৫০ ।
২৬।৭।১৯৫৬, রাত ৭-৪৫

তোমার সাত্বিক সৌকর্য্য-বিরুদ্ধ যা'-কিছু
সেটাকে ছাড়,
কারণ, তা' বাঁচাবাড়ার অন্তরায়,
আর, সত্তাধর্ম্মের অনুকূল যা'
সেগুলিকে ধর,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন কর সেগুলিকে,
আর, তোমার শ্রেয়পুরুষ যিনি—
সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব চিন্তায়
তাঁকে মুখ্য ক'রে তোল,
অকাট্য অনুগতি নিয়ে
তাঁরই অনুসরণ কর,
নিখুঁতভাবে নিদেশগুলিকে অনুশীলন কর ;
এমনি ক'রে
তাঁরই স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
তাঁর পরিবেশ, পরিবার যা'-কিছু
সবকে নিয়ে ;
মৃত্যু ও অবনতির ইন্ধনগুলি ছাড়া
কিছুই ত্যাগ করতে হবে না ;
তোমার ধৃতি বা ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যা'
স্বতঃ-অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তা'তে ;
এমনতর চলনেই
মানুষ পুণ্য-প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। ৭৭৫১।
২৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৮-৪৫

যদি মানুষ হ'তে চাও,
তবে কোথায় কী ভুল করলে
বা ভুল হ'ল,
বেশ ক'রে খুঁজেপেতে বের কর,
সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলি
সংশোধন ক'রে ফেল ;
পরের দোষ দেখায়

যতই সুসিদ্ধ হও না কেন,
তাতে তোমার কোন লাভ নেই,
ওতে উন্নত হ'তে পারবে না কিছুতেই,
বরং ওগুলি
তোমার ভিতরে নানারকমে বাসা বেঁধে
বসবাস করতে থাকবে ;
তাই বলি,
নিজে সংশুদ্ধ হও,
দোষমুক্ত হও। ৭৭৫২।
২৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৪০

যা করবে বলে মনস্থ করেছ,
বিশেষতঃ সেগুলি যদি শ্রেয়-নিদেশ হয়
বা সবার শুভপ্রসূ হয়,
তা' যত সত্বর হয়
সমাধান ক'রো—
নিজের সংশুদ্ধি-আচরণ বা চলন নিয়ে,
আর, ত্বরিত-সমাধানকে
এমন পটুত্বের সহিত
সম্ভব ক'রে তুলো,
যা'তে তা' উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে'ই
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার ;
এমন একটা গোঁ নিয়ে যদি চল,
দেখবে—
তোমার কৃতি-সম্বেগ
দাউ দাউ ক'রে বেড়ে চলবে,
একটা ইষ্টার্থপরায়ণ শ্রদ্ধা-উৎসারিত
কর্ম্মযোগী হ'য়ে পড়বে তুমি
দেখতে দেখতে। ৭৭৫৩।
২৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৪৫

বৈদ্য যদি পুরোহিত-চরিত্র না হয়,
শ্রদ্ধাবান শ্রেয়-অনুচর্য্যাপরায়ণ না হয়,
মহতের সেবাপরায়ণ না হয়,
দুঃস্থের বান্ধব না হয়,
সে-বৈদ্যত্ব ঝকমারি ছাড়া
আর কিছুই না,
তা'র অর্থ
অনর্থেরই হোতা হ'য়ে থাকে,
আর, তা' তা'র নিজের পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি। ৭৭৫৪।
২৭।৭।১৯৫৬, সকাল ৯-৫০

সেবা ও সঙ্গ করার লক্ষ্য
যদি তোমার জীবিকা-আহরণ
ও উপভোগের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
সে-সেবা বা সঙ্গ
তোমার জীবনকে কখনও
উন্নতি-অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে না,
কারণ, যা'কে সেবা করছ—
সে তোমার লক্ষ্য নয়কো, উপলক্ষ মাত্র,
লক্ষ্য হ'চ্ছে জীবিকা ও উপভোগ;
সেইজন্য তুমি
লাখ দেবতা বা মহাপুরুষের
সেবা কর না কেন,
লক্ষ্য যদি ঐ হয়,
অলক্ষ্যে ভাগ্যচক্র
তোমার উন্নতিকে অবহেলা ক'রে
দুর্ভোগমর্দ্দিত হ'য়ে চলবে,
তুমি উন্নতি-বিবর্ত্তিত হ'তে পারবে না। ৭৭৫৫।
২৮।৭।১৯৫৬, রাত ৭-৪৫

তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব
বা ইষ্টভ্রাতাই হো'ক,
বা সহোদরই হো'ক,
যা'র প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা কর না কেন,
ঈশ্বরের ধারণ-পালনী সম্বেগকে
তুমি ব্যতিক্রান্ত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে,
যা'র ফলে
তোমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে
বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে
চুরমার হবার জন্য ;
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রিয়পরমই
সংঘাত-প্রাপ্ত হবেন । ৭৭৫৬ ।
২৮।৭।১৯৫৬, রাত ৭-৫০

যা'রা আত্মপরিচর্য্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত,—
সমীচীন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তাদের বোধের স্ফুরণ হওয়া সুকঠিন,
কিন্তু শ্রেয়-পরিচর্য্যা
বা অন্যের পরিচর্য্যা নিয়ে
যা'রা নিযুক্ত হ'য়ে চলতে বাধ্য হয়,
তাঁর সুবিধা ও সুস্থির দিক
নজর রেখে চলতে হয় বলে,
তাদের জ্ঞানও ক্রমশঃ
তেমনতর অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—
সমস্ত ব্যাপারগুলির
প্রয়োজনমাফিক সঙ্গতি নিয়ে । ৭৭৫৭ ।
২৯।৭।১৯৫৬, বিকাল ৪টা

কেউ যদি তোমার প্রতি
কোন খারাপ ব্যবহার করে,
এবং তুমি যদি তা'তে
দুঃখিত, বিমর্ষ বা অবক্রুষ্ট হ'য়ে বসে থাক,
তা' কিন্তু নিরাকরণের পন্থা নয়কো ;
কেউ যদি তোমার প্রতি
আক্রুষ্টই হ'য়ে ওঠে,
তুমি তা'তে আক্রুষ্ট হ'তে যেও না ;
বোঝ, দেখ—
সমীচীনভাবে যেখানে যেমন ক'রে
ব্যবহার করতে হয় তা'র সঙ্গে
তা' করতে ত্রুটি ক'রো না ;
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
এমন চলনে চলবে
যা'তে তার আক্রোশ বা দুঃখ
ক্রমশঃই গ'লে গিয়ে
সে প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
বাক্যে, ব্যবহারে ও চালচলনে ;
বুঝে-সুঝে যেখানে যেমনতর করার
তাই ক'রো,
অসৎ যা'
অন্যায্য যা',
হৃদ্যভাবে নিরোধ ক'রো,
বিরোধ করতে যেও না ;
যদি পার এমনতর করতে,
তা'তে তোমারই লাভ বেশী,
তুমি তা'দিগকে বিনায়িত করতে শিখবে,
আর, তা'তে ধুক্ষাদীর্ণ হবে কমই,
বরং শ্রেয়-আশিস লাভ করবে । ৭৭৫৮ ।
২৯।৭।১৯৫৬, বিকাল ৪-৬

যে তোমার আপদে-বিপদে,
দুঃখে-কষ্টে,
অসুখে-বিসুখে
বা যে কোন বিপর্য্যয়েই হো'ক না কেন,
তোমাকে ছেড়ে যেতে পারে না
অন্য কোন প্রয়োজনে,
বরং নিজের শক্তি-সামর্থ্য-বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি
যেমনতর জোটে
তেমনি সাহায্য ক'রে
তোমার স্বস্তি ও সুস্থির জন্য
প্রাণপণ করে,—
তুমি বিরক্তই হও
বা অনুরক্তই থাক,
তা'তে দৃক্‌পাত না ক'রে
অন্তরে উৎকণ্ঠ আবেগ নিয়ে
তোমার আপদ-মুক্তির জন্য
বদ্ধপরিকর যে,
তাকেই জেনো
তোমার আপনার জন ;
তা ছাড়া, মৌখিক লৌকিকতা নিয়ে
যা'রা বাত্‌কে বাত
দরদীদৃষ্টিতে দরদী ভাব দেখায়,
তাদিগকে তেমনিই জেনো ;
আর, তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয় হ'চ্ছে—
ঐ আত্মীয় যা'রা
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে তোলা
সর্ব্বতোভাবে ;
অমনতর বান্ধব-বন্ধন
কখনও ত্যাগ ক'রো না । ৭৭৫৯ ।
২৯।৭।১৯৫৬, রাত ৯-১০

তা' না করাই ভাল—
যা' করা দেখলে
সবাই সব সময় খারাপ না হ'লেও,
খারাপের পথ প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে ;
যদি করতেও হয়,
তা' এমনতর সাবধানতার সহিত ক'রো
যা'তে
দুঃশীলতা প্রশস্তি লাভ করার
অবসর না পায়। ৭৭৬০।
৩০।৭।১৯৫৬, রাত ৮-৩০

যে যা'কে প্রকৃতভাবে ভালবাসে—
আপদ্-কালে
সে তা'কে ছেড়ে
অন্য প্রয়োজনে
কিছুতেই যেতে পারে না—
আপদমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ;
তাই, প্রিয়র আপদমুক্তি,
তারপর আর যা'-কিছু,
এই হ'চ্ছে প্রকৃত টানের লক্ষণ। ৭৭৬১।
৩০।৭।১৯৫৬, রাত ৭-৫৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যিনি তোমার প্রেয়,
একান্ত ব'লে যাঁ'কে গ্রহণ করেছ,
ঠিক জেনো—
তাঁর সর্ব্বতঃ-শুভ প্রসাধনের জন্যই
তুমি তোমাকে উৎসর্গীকৃত করেছ,
পুণ্য তোমার তা'ই,
আর, তা' না করাই পাপ। ৭৭৬২।
২।৮।১৯৫৬, রাত ৯-৫০

প্রাধান্য তোমার ততই হবে,
যতই তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ অনুচলনে
হৃদ্য ব্যবহারে
সবাইকে প্রীতি-দীপনায়
সব দিক দিয়ে
ধারণ-পোষণে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
শুভে ও স্বস্তিতে । ৭৭৬৩ ।
৩।৮।১৯৫৬, রাত ৭-২০

নীতিবাণী যদি প্রাণে উপচে উঠে
চরিত্রকে ফুটন্ত ক'রে
আগ্রহকে
অদম্য অনুশীলন-তৎপর ক'রে না তুললো,—
তা' কিন্তু বন্ধ্যা—
কাঠময়নার কপচানি ছাড়া
কিছুই নয়কো । ৭৭৬৪ ।
৪।৮।১৯৫৬, রাত ৯টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত
শ্রেয়ানুচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করাই হ'চ্ছে—
সবারই জীবনের মুখ্য কাম্য
ও প্রধান সম্পদ—
যা'তে জীবন কৃতবিদ্য
ও কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে ;
—তুমি তাই কর,
ভুলো না । ৭৭৬৫ ।
৫।৮।১৯৫৬, রাত ৭-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বরণ ক'রো তাঁরেই—
যিনি শুভ-বর্ষী প্রীতি-উৎস—
বরেণ্য । ৭৭৬৬ ।
৬।৮।১৯৫৬, রাত ৮টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কেহ যদি কা'রো জীবিকা-পরিচালনার
প্রধান ও সমীচীন অংশ বহন করে,
আর, সে যদি সমীচীন উপচয়ী
সেবা-পোষণাকে অগ্রাহ্য ক'রে
বা নিঃসম্পর্ক উদাসীনতায় চ'লে
অন্যের অনুচর্য্যায়
আরো অন্য কিছু আহরণ ক'রে
নিজেকে পরিপুষ্ট করার
তালিমে চলে,
ব্যক্তিত্বে সে কিন্তু অকৃতজ্ঞ তো বটেই,
তা' ছাড়া সে সাধুপ্রতিম—
ভাঁওতাবাজ ;
উপকারীর অনিষ্ট করার সম্ভাব্যতা
তা'র ব্যক্তিত্বে বসবাস করেই—
বুঝে চ'লো । ৭৭৬৭ ।
৭।৮।১৯৫৬, বিকাল ৫-১৫

তোমার বিকৃত চলনা
অনেক পাওনাই সৃষ্টি করেছিল,
ভেবে দ্যাখ—
দয়ার সেবা যতটুকু করেছ হৃদ্য তৎপরতায়
তা'র জন্য রেহাই কম পাও নি ;
কৃতী চলনে অমনতর সেবানিরত থাক,
আরো দয়া পেতে পারবে হয়তো,—

অসম্ভব কিছুই নয়কো। ৭৭৬৮।
৭।৮।১৯৫৬, রাত ৯-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার চক্ষুকে
সুস্থ ও শক্তিশালী ক'রে তোল,
তোমার দৃষ্টিশক্তি যেন এমনতর হয়,
যা'তে বহু দূরান্তরের বস্তু, বিষয়
ও ব্যাপারগুলিকেও
অনায়াসে বোধ করতে পার ;
তোমার কর্ণকে এমনতর তীক্ষ্ন ক'রে তোল,
দূরশ্রবা ক'রে তোল,
যা'তে যে কোন শব্দের
সমীচীন সম্বেদনা যা'-কিছুকে
উপলব্ধি করতে পার ;
নাসিকাকে এমনতর
তীক্ষ্নঘ্রাণী ক'রে তোল,
যা'তে বহুরকম ও বহুদূরের ঘ্রাণের
ও ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় হ'তে
যে-সমস্ত বোধশক্তি জন্মে
তা'র সমীচীন ব্যবহার করতে পার ;
জিহ্বা ও ত্বককেও
সমীচীন সমৃদ্ধ ক'রে
তা'র স্পর্শানুভবতাকে
বিহিত সাম্যে
সংস্থিত ক'রে তোল ;
হস্তপদাদিকেও অমনতর ক'রে তোল,
আর, এই ইন্দ্রিয়গুলির
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
যে-সমস্ত ব্যাপার
বোধে আসা উচিত—

সেগুলিকে বোধায়িত ক'রে
যেখানে যেমনতর করবার
যা'তে তা' সম্যক্‌ভাবে করতে পার,
তা'র ত্রুটি ক'রো না ;
এইগুলিকে যতই নিখুঁত ক'রে তুলবে,—
বোধ ও শিক্ষা
আদর্শপরায়ণ তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
অমনতর নিখুঁত হ'য়ে উঠবে ;
নিখুঁতভাবে চল,
নিখুঁতভাবে বল,
নিখুঁতভাবে কর,
আর, সব চলা, বলা, করার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুসম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
শুভ-আমন্ত্রণী তৎপরতায় ;
অবহেলা ক'রো না,
ত্রুটি ক'রো না ;
যা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন থাক্‌—
তা'কে কৃষ্টিতপা ক'রে
সম্বর্দ্ধনার দিকে
এগিয়ে দাও,
এগিয়ে চল,
আর, এই চলন সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার সত্তায়। ৭৭৬৯।
৮।৮।১৯৫৬, সকাল ৭-৪৫

জীবন তোমার বৃথা নয়কো,
বরং উন্নতির পরম আবর্ত্তন। ৭৭৭০।
১০।৮।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি আপ্নরিত হও—
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে,
আর, তোমার স্বার্থ হো'ক লোকপোষণা,
আর, আত্মপোষণী যা'-কিছ্ন পাও,
নিছকভাবে জেনো—
সেগ্নলি বিহিত সেবনার
অন্নগ্রহ-অবদান। ৭৭৭১।
১১।৮।১৯৫৬, বিকাল ৫-২৫

সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গতি যার যত,
শ্নভ ও স্বস্তিও তা'র তত স্নন্দর। ৭৭৭২।
১২।৮।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ক'রে
স্নখী হয়, হো'ক,
তুমি কিন্তু ওসব আকাঙ্ক্ষা না রেখে
প্রত্যেককে বিহিত স্নেহ, প্রীতি
বা শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েই চ'লো। ৭৭৭৩।
১২।৮।১৯৫৬, রাত ১০-৫০

ভেবে দেখো—
তোমার কাজ দায়িত্বশীল
ত্বরিত-তৎপর হ'য়েও
স্নন্দর স্নচার্ন-নিষ্পন্ন কিনা,
সবটা নিয়ে তা'
উপচয়ী ও উদ্বর্দ্ধনী কিনা;
এ যদি হয়—
তোমার ম্ননাফা আপাতঃ অকিঞ্চিৎকর হ'লেও
ভবিষ্যৎ তোমার

উপযুক্ত সম্পদের জন্য অপেক্ষা করছে
—তা' ঠিক জেনো ;
আর, এ মুনাফায় বা এ সম্পদে
ধাপ্‌পাবাজি নেই,
ঠকামো নেই,
না ক'রে পাওয়ার প্রলোভনও নেই,
আছে—
প্রাণে শিব-সুন্দরের অভিষেক । ৭৭৭৪ ।
১৩।৮।১৯৫৬, রাত ৯-৩০

ব্যবস্থা যা'র অবস্থাকে
সাহায্য করে না,
তা' মূক ও বন্ধ্যা । ৭৭৭৫ ।
১৪।৮।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি বৈদ্য বা ডাক্তার,
মানুষের সঙ্কটজনক জরুরী অবস্থায়
যা'তে শুনে বা ইঙ্গিতে
তা'র কারণ ঠিক পাও,
এমনতর প্রস্তুতি নিয়ে
তুমি যদি না থাক,
তা' কিন্তু পাতকই তোমার কাছে ;
ঐ অবস্থা হ'তে যা'তে মানুষ রেহাই পায়,
অতোখানি ত্বরিত্যের সহিত
তা'র জন্য প্রস্তুত তো থাকবেই,
তা' ছাড়া, ঐ জরুরী অবস্থার
উৎক্রমণ যা' হ'তে হয়েছে,
তা' হ'তে ও নিরাময় ক'রে
মানুষকে
স্বস্তির শুভ-আলিঙ্গন দেওয়াই
তোমার ধর্ম্ম ;

এমন-কি প্রত্যেক পরিবার ও প্রতিবেশীকেও
আপদ-নিরাকরণী
অনুধ্যায়িনী শিক্ষায়
শিক্ষিত ক'রে তোলা প্রয়োজন ;
একে অবজ্ঞা করা
কিছুতেই সমীচীন নয় ;
সত্তা নিয়ে বসবাস সবাই করে,
সত্তার দরদ কিন্তু কা'রও কম নয়,
যা'-কিছুর কেন্দ্র
ঐ সাত্ত্বিক জীবনই,
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে যা' কর,
মোটের 'পর কিন্তু লোকসানই তা' ;
তাই বলি—
দেখ, শোন, ভাব, চল
ও জীবনকে অটুট রাখতে যা' করণীয়
করতে থাক ;—
পুণ্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করবে । ৭৭৭৬ ।
১৫।৮।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০

সর্ব্বদা সক্রিয় সুনিষ্ঠ থাকিও । ৭৭৭৭ ।
১৬।৮।১৯৫৬, সকাল ৬-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যা'র জীবন যেমন
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল তপস্যায় বিনায়িত,
তা'র কৃতি-জ্ঞান, প্রত্যয় ও যোগ্যতাও
তেমনই । ৭৭৭৮ ।
১৬।৮।১৯৫৬, রাত ৭টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

শুভপ্রসূ যা'-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
যে তা' উদ্‌যাপন-তৎপর,
ঐ তাৎপর্য্যও তা'র ভাগ্যকে
উৎক্রমণশীল ক'রে থাকে । ৭৭৭৯ ।
১৭।৮।১৯৫৬, সকাল ৮টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যারা ঠাকুরদেবতা নিয়ে থাকে
বা তাদের সঙ্গ করে,
অথচ চরিত্র ও বোধে—
এক কথায়, বোধ, আচার ও ব্যবহারে
সার্থক সঙ্গতিশীল রংই ধরে না,
সে-থাকা বা সঙ্গ করা
প্রায়শঃই—
ভাবালু, ভক্তবিটেল, আত্মম্ভরি,
স্বার্থ-সন্ধিৎসু ;
ফল কথা, নিষ্ঠা ও সক্রিয় শ্রদ্ধার
কিছুই নেইকো সেখানে—
লাগোয়া তৎপরতার অভাব একান্তই । ৭৭৮০ ।
১৭।৮।১৯৫৬, রাত ১০-১০

নির্গুণ গুণায়িত হন—
তা' কিন্তু মাতৃক বিনায়নার ভিতর-দিয়েই—
ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়েই । ৭৭৮১ ।
২০।৮।১৯৫৬, সকাল ৭টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তোমার শ্রেয় যিনি—
তাঁকে তুমি গুরুই ভাব,
ইষ্টই ভাব
আর মূর্ত্ত ভগবানই ভাব,

ফল কথা, তিনি তোমার অত্যাজ্য
পরম আত্মীয় কিনা ;
তা' যদি হন, তাই আসল—
অন্য সব কিছু থাক্ বা না থাক্ । ৭৭৮২ ।
২০।৮।১৯৫৬, সকাল ৯-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

কাজে যা'রা উদ্যোগী,
নিখুঁত নিষ্পাদন-সম্বেগী
ও ত্বারিত্যযুক্ত নয়,
তাদের হাজার কর
আর লওয়াজিমাই জোগান দাও,
তাদের যশ ও উন্নতি যে মন্থর,
এ অতি নিশ্চয় । ৭৭৮৩ ।
২০।৮।১৯৫৬, সকাল ১০টা

গতি ও অস্তির সমাবেশই সত্তা,
আর, ধারণ, পালন, পোষণ-সম্বেগ
যেখানে,
অর্থাৎ যে-গতি
ধারণে, পালনে ও পোষণে পরিস্রোতা,
ঈশিত্ব সেখানে ;
আর, এই ধারণ-পালন-পোষণ-প্রদীপ্ত
যে-ব্যক্তিত্ব
সব যা'-কিছুকে ধারণ, পালন ও পোষণে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল,
তিনিই হ'চ্ছেন সেই গুণায়িত পুরুষ,
আর, ঐ সক্রিয় অভিব্যক্তি হ'চ্ছে
প্রেম বা প্রীতি,
তাই, অমনতর পুরুষ স্বভাবতঃই
লোক-প্রীতি-পরায়ণ স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ;

আর, প্রেম বা প্রীতি
প্রতিপ্রত্যেকের মধ্যেই সক্রিয়—
তা'র তা'র মত ক'রে,
তাই, সকলেরই হৃদ্দেশে
ঐ সেই ঐশী শক্তি
অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ
বিদ্যমান। ৭৭৮৪।
২০।৮।১৯৫৬, রাত ৯টা

যে-কোন কর্ম্মই হো'ক না কেন,
বিশেষতঃ শুভ-সম্পাদনী কর্ম্ম
যদি তোমার অজ্ঞাতভাবেও
অকৃতকার্য্য হয়,
তা'ও তোমার ভাগ্যকে
ধিক্কার দিতে কসুর করবে না কিন্তু। ৭৭৮৫।
২০।৮।১৯৫৬, রাত ৯-১৫

ভালবাসা বা সদিচ্ছা-প্রণোদিত আস্থা
যা'রা ফিরিয়ে দিতে পারে,
তাদের প্রতি আস্থা রেখো না,
তবে যত পার—
প্রত্যাশাবিহীন হৃদ্য চলন নিয়ে চ'লো। ৭৭৮৬।
২১।৮।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০

যে
সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
প্রেয়ার্থ-প্রয়োজনে
আত্মনিয়োগ করতে পারে—
অকাতরে,
তৃপ্তি নিয়ে,—
তা'কে লক্ষ্য রেখ,
কারণ, সে পাবে,

লোকপাবনী সম্বেগ
তা'তে নিহিত থাকার সম্ভাব্যতা ঢের। ৭৭৮৭।
২২।৮।১৯৫৬, বিকাল ৪-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তাঁর জীবনকে বহন কর
তোমার সত্তা দিয়ে,—
জীবন দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৭৭৮৮।
২৩।৮।১৯৫৬, রাত ৯-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

আদর্শকে যে বয়,
সে আদর্শেই থাকে। ৭৭৮৯।
২৬।৮।১৯৫৬, দুপুর ২-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'রা সেবার অছিলায়
প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব করে,
তা'রা কিন্তু নরপিশাচ,
হৃদয়হীন তা'রা,
রৌরবযাত্রী তা'রা। ৭৭৯০।
২৬।৮।১৯৫৬, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অসমর্থ না হ'লে সেবা নিতে যেও না,
সেবা-নেওয়া অভ্যাস
তোমাকে অশক্ত ক'রে ফেলবে কিন্তু,
যত পার সেবা দিও—
নিতে যেও না। ৭৭৯১।
২৮।৮।১৯৫৬, রাত ৮টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যেখানে দেখবে—
কেউ যশ ও মান-লিপ্সু,
তার পন্থা ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্রতবিপর্য্যয়ী, সন্ধিৎসাহারা,
অনুৎক্রমণশীল,
ধর্ম্মলিপ্সা দাম্ভিক ও আত্মগৌরবী,
বেত্তাপুরুষ বা আচার্য্যদেব যিনি—
তাঁকে লুব্ধ ক'রে
পরখ ক'রে
কাজ হাসিল করবার প্রয়াস,
নিজের চাহিদা-পূরণের জন্য
আচার্য্যের অলৌকিক মহিমা-নিরূপণে আগ্রহ,
কিন্তু আচরণের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চর্য্যাকে বাস্তবায়িত করতে অনিচ্ছা,
তেমনতর স্থলে দীক্ষা দিতে যেও না,
বরং হৃদ্য বান্ধবতা নিয়েই চ'লো,
অমনতর স্থলে
তাদের অধ্যাত্ম উন্নতি হ'তে
কমই দেখা যায় প্রায়শঃ ;

যাজন-বোধনায়
আগে তাদের বুঝ বা বোধকে
পরিচ্ছন্ন ক'রে
অলস-অলৌকিকতার যত রকম চাহিদা আছে
সেগুলিকে মুক্ত ক'রে নাও—
তবেই তো দীক্ষা ;

মনে রেখো—
দীক্ষা-ব্যতিক্রম
জীবনের কেন্দ্র-ব্যতিক্রমেই সাহায্য করে,
যাতে যা'র ভাল হয়,
তা' করতেই চেষ্টা ক'রো,
আর তাইই শ্রেয় ;

আবার, সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে
কেউ যদি দীক্ষা নেয়ও,
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবনত তৎপরতায়
নির্দেশগুলির বিহিত অনুশীলনে
দক্ষ হ'য়ে উঠবার দায়িত্ব
কিন্তু তা'র নিজেরই,
কারণ, ব্যক্তিগত অনুশীলন ছাড়া
যোগ্যতা বা উন্নতিলাভ
সুদূরপরাহত ;
তিরস্কারকে যা'রা সহ্য করে চলতে পারে—
অনুবর্ত্তন-তৎপরতায়,
পুরস্কার তো তাদেরই,
প্রকৃতির উৎসুক অবদান
তাদের জন্যই তো অপেক্ষা ক'রে থাকে । ৭৭৯২ ।
২৯।৮।১৯৫৬, রাত ১০টা

যদি তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা
ও অপমান সহ্য ক'রে
হৃদ্য পরিচর্য্যাশীল থাকতে পার—
আচার্য্য-নির্দেশবাহিতায় অনুপ্রাণিত থেকে,
বোধায়নী প্রশ্নের ভিতর-দিয়ে
যা যা' বোঝ—
উপযুক্ত অনুশীলনে
তা'র তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
যদি যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পার,
আর, সবার উপরে
নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তরতায়
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত থেকে
আচার্য্য-পরিচর্য্যাতৎপর থাকতে পার—
সমস্ত স'য়ে-ব'য়ে,
সর্ব্বরকমে ইষ্টার্থসেবী হ'য়ে,—

তবেই ইষ্ট বা শ্রেয়-সান্নিধ্যে থাকার
উপযুক্ত তুমি,
অদৃষ্ট তোমার ভজনদীপ্ত তাৎপর্য্যে
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
সন্দেহ নেই ;
নতুবা ভক্তির আছিলায়
ভক্ত হ'য়েই দিন গুজরাতে হবে। ৭৭৯৩।
৩০।৮।১৯৫৬, বিকাল ৪-৩০

হৃদ্য চলনকে অবজ্ঞা ক'রে
অবাস্তব ধারণাকে
যত প্রশ্রয় দেবে,
ততই বিশ্বস্ততাও
তোমাকে বিদ্রূপ করবে,—
পাবে অনাস্থা, অবিশ্বাস,
সন্দেহ ইত্যাদি চটুল বান্ধব। ৭৭৯৪।
৩০।৮।১৯৫৬, রাত ৯-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'রা তোমার স্বার্থ নিয়ে
তোমার সঙ্গে ভাব করে—
তাদের সন্দেহ ক'রো,
আবার, যা'রা শ্রেয়ার্থ নিয়ে ভাব করে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তাদের গ্রহণ ক'রো,
বিবেচনা ক'রো,
সমীচীন যা' তা' ক'রো। ৭৭৯৫।
৩১।৮।১৯৫৬, সকাল ৮টা

হৃদ্য কথা বল,
হৃদ্য ব্যবহার কর,
হৃদ্য অনুচর্য্যা-পরায়ণ হও,
আর, হৃদ্য অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
তৃপ্ত কর সবাইকে,—
হৃদয়ের অধিকারী হবে। ৭৭৯৬।
৩১।৮।১৯৫৬, রাত ৯-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

উপযুক্ত বৈধী বিবাহকে
বর্জ্জন করতে যেও না,
বিবাহ বর্জ্জন করার চাইতে
বিবাহ না করা বরং ঢের ভাল,
পুরুষের উপযুক্ত অনুলোম-বিবাহ
বরং অনেক শ্রেয়,
কিন্তু প্রতিলোম-বিবাহ—
তা' যেমনই হো'ক—
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়ে
সর্ব্বনাশা,
কারণ, তা' অপকৃষ্টের স্রষ্টা ;

আবার
নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও বোধায়নী প্রশ্নের
উপর দাঁড়িয়ে
উপযুক্ত অনুশীলনে
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
শিক্ষিত হ'য়ে ওঠ তুমি,
শ্রদ্ধাশীল বান্ধবদৃষ্টি নিয়ে
বিহিত অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
তোমার চাইতে বয়সে বড় যা'রা
তাদের যত্ন ক'রো,

ছোটদের স্নেহ ক'রো,
সবাইকে ভালবেসো ;
বলায়, করায়
যাতে ভাল হয়
তাইই ক'রে যেও—
অবশ্য হৃদ্যভাবে
অসৎ-নিরোধে তৎপর থেকে ;
শ্রদ্ধা, মৈত্রী,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুচলন,
বোধি ও শিক্ষাবর্ত্তনা নিয়ে
এমনতরভাবে চলতে থাক,
পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ
উন্নতগতিসম্পন্ন আপনিই হ'য়ে উঠবে। ৭৭৯৭।
১।৯।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩

অনাসক্ত থেকেও অন্তরাসী হ'য়ে
মৈত্রীর সহিত
যার যা' করবার তা' ক'রো,
অন্তরে আঘাত পাবে কম,
কিন্তু কৃতকার্য্যতার তৃপ্তি লাভ করবে
অনেক,
আর, ইষ্টার্থ যা'
তা' হৃদয় ঢেলে করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
তা' তোমাকে যোগ্যতায়
দীপ্ত ক'রে তুলবে। ৭৭৯৮।
৩।৯।১৯৫৬, সকাল ৯-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দক্ষতা যাদের স্থারিত্বে
সংক্রমণশীল নয়কো,

যোগ্যতায় তারা খাটো । ৭৭৯৯ ।
৪।৯।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

নিজের অপমান-অমর্য্যাদার কথা ব'লে
পচাল পেড়ে বেড়ান মানেই হচ্ছে—
লোকচক্ষু ও চিন্তাকে
নিজের প্রতিই খাটো করে ছড়িয়ে দেওয়া,
অনুকম্পার বদলে অবজ্ঞা আহরণ করা ;
নিরাকরণই যদি চাও,
তবে তোমার শ্রেয় যিনি,
ক্ষেম যিনি,
ব্যথাহারী যিনি,
তাঁকেই ব'লো,
তেমনি নিদেশেই চ'লো। ৭৮০০।
৫।৯।১৯৫৬, সকাল ৭-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যখন তোমার নিজের
ও নিজ পরিবারবর্গের
প্রয়োজনের তাড়ার চাইতে
তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি—
তাঁর প্রয়োজনের তাড়ায়
অধিক সক্রিয় উপচয়ী হ'য়ে
তার সংসাধন-তৎপর না হ'য়েই
থাকতে পারবে না—
অর্থান্বিত সঙ্গতি নিয়ে,—
ঐ একাগ্র লক্ষণই হ'চ্ছে—
ভাগ্য ঐশ্বর্য্য-উদ্বেলনে
অদূরেই উদীয়মান,

আর, উল্টোতে তেমনই উল্টো । ৭৮০১ ।
৫।৯।১৯৫৬, রাত ৯-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

বিহিতভাবে যা' করবে
তা'ই হবে,
না-পারার কৈফিয়ত প্রকৃতি শুনবে না,
প্রকৃতির কথাই হ'চ্ছে—
বিহিতভাবে কর,
ক'রে যোগ্য হও,
আর, যোগ্যতার অবদান যা'
তা' পাও আর ভোগ ক'রে চল,—
উপযুক্ত হও—বাঁচ । ৭৮০২ ।
৬।৯।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

আমার প্রিয়ের পবিত্র সিংহাসনই হ'চ্ছে
প্রীতি,
প্রীতি যেখানে
তা'ই হচ্ছে জীবনীয় দানা,
আর তাই,
তিনি আমার সত্তার স্বতঃ-প্রভু । ৭৮০৩ ।
৯।৯।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

তুমি তীব্রকর্ম্মী হও,
তীক্ষ্ন ধী-সম্পন্ন হও,
কিন্তু সঙ্গতিশীল নিষ্ঠা
ও প্রেরণা-সম্পন্ন হও,
সার্থক হবে—
সুখী হবে । ৭৮০৪ ।
১০।৯।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

প্রীতি যাদের পেশা,
তাদের উপর আস্থা রেখ না,
সেবা দিও,
হৃদয় দিও না,
দিলে ঠকবে কিন্তু । ৭৮০৫ ।
১০।৯।১৯৫৬, রাত ৮টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যাতে তোমার সহিত
কা'রো সদ্‌ভাব না ভাঙ্গে
এমনতরভাবে ব'লো ও চ'লো—
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিপর্য্যয়ী না ক'রে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব বিপর্য্যস্ত হয়
এমনতরও যদি সংঘটিত হয়,
সেখানে নিজেকেই খাটো ক'রো,
তিরস্কার ক'রো—
মনোমালিন্যের
নূতন ক'রে
কোনরূপে ইন্ধন না সৃষ্টি ক'রে ;
মানুষ মৈত্রীই চায়,
শত্রুতা চায় না,
তাই, অযথা স্বেচ্ছায়
কোনপ্রকার শত্রুতার খোরাক
জোগাতে যেও না । ৭৮০৬ ।
১১।৯।১৯৫৬, বিকাল ৩টা

যাঁ'র কাছে তোমার সমাধান,
তাঁকে তোমার বিষয়ে
জড়িত কোরো না—
ঠকবে । ৭৮০৭ ।
১২।৯।১৯৫৬, রাত ৯টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যাঁরা সৎ-আদর্শ-অনুনীত হ'য়ে
লোকোন্নয়ন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে বাস্তব তৎপরতায়
নিয়োজিত করেছেন,
এমন যাঁরা,
তাঁদের হারানো
দেশ ও দুনিয়ার পক্ষে অসংশোধনীয়
দুর্দ্দান্ত দুরদৃষ্ট,
কারণ, সৌভাগ্যের ভিত্তিকেই
হারানো হল সেখানে । ৭৮০৮ ।
১৪।৯।১৯৫৬, সকাল ৯টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি যদি কা'রো প্রতি
কোনপ্রকার অন্যায্য ব্যবহার কর,
তা'র শাস্তি বা আত্মগ্লানি
সহ্য করতে
সোয়াস্তি লাগতে পারে,
কিন্তু প্রীতি-ব্যবহার করতে গিয়ে
বা বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে
যে-বেদনা
তা'তে সত্তার সিংহাসনও
বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে,
তাঁর নিঃশ্বাসে অদৃশ্য অগ্নিবর্ষণ হয়,
আর, ধীরে-ধীরে
শাস্তির শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়,
তাই সাবধান—
বুঝে চ'লো । ৭৮০৯ ।
১৫।৯।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি যদি
নিজেকে,
তোমার পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে
সমবায়ী তৎপরতায়
এমনতর শিক্ষাপদ্ধতিতে
প্রভাবান্বিত ক'রে
না তোল এখনও,
যাতে তোমাদের প্রত্যেকের
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক
ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি
প্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
তীক্ষ্ণ ও তাৎপর্য্যশীল হ'য়ে ওঠে—
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
কর্ম্মঠ উদ্যমে,
বলে ও বোধনায়
কুশলকৌশলী যথাযথ বাস্তবতায়,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপালী
বৈধী বিবাহকে
সুচাররূপে প্রতিষ্ঠা না কর,
দেখবে, কিছুদিন পরে
তুমি তোমার সন্তান-সন্ততি,
সমস্ত পরিবার, সমাজ ও দেশ-সহ
কতখানি দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে
অবোধ অবশতায়
হীনত্বের দিকে ছুটবে—
তা'র ইয়ত্তা নাইকো ;
আমি বলি—
সাবধান !

এখনও জাগ,
দেখ,
এখনই কর,
পরে কিন্তু ঐ দেখা—
ঐ জেগে ক'রে চলা—
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
স্বপ্নেও ওর উপযুক্ত আবেশের ধান্ধা
তোমার সহজ বোধনায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
কখনও জেগে উঠবে কিনা সন্দেহ। ৭৮১০।
১৬।৯।১৯৫৬, সকাল ৮-৪২

অনুধ্যায়নী অভ্যাসকে
তীব্র নাছোড়বান্দা ক'রে তোল,
প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে তো
অমনতর দক্ষ ক'রে তুলবেই,
তাছাড়া, যেখানে যা'তে যে-ইন্দ্রিয়
একযোগে বা ভিন্ন-ভিন্ন রকমে লাগে,
সেখানে তাইই করবে,
আর, ত্বরিত যাতে উপলব্ধি করতে পার,
বেশ ক'রে লেহাজ রেখ সেদিকে—
বোধি-তৎপরতা নিয়ে,
এমনি ক'রে অকাট্য বাস্তব প্রত্যয়ের
প্রভু হ'য়ে ওঠ। ৭৮১১।
১৬।৯।১৯৫৬, রাত ৮-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যাদের প্রীতি কানা
বা স্বার্থফুটোওয়ালা,
তারাই প্রলোভনে
বা অন্যের কথায়

শ্রেয় বা প্রেয়কে দূরে সরিয়ে রাখে,
দ্বন্দ্বও সেখানে,
ক্ষোভ ও ধুক্ষাও সেখানে,
তাই, শ্রেয়-সম্বন্ধীয়
হৃদ্য বাক ও ব্যবহারও
জ্বালাময়ীই হয়ে থাকে প্রায়শঃ,
আর, এ সবই অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। ৭৮১২।
১৬।৯।১৯৫৬, রাত ৯-৯

যে-পুরুষেরা
নিজ হ'তে
উচ্চ জাতি, বর্ণ, বংশ ও সহজাত সংস্কৃতির
মেয়ে বিবাহ করে,
তা'রা যে বর্ণ বা জাতির অন্তর্গত,
তা' হ'তে আরো নীচু হ'য়ে যায়,
তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা
ক্রম-বিকৃতিই লাভ করে;
তাই, পুরুষের উচ্চতর বংশে বা বর্ণে
কখনই বিবাহ করতে নেই,
বংশবিকৃতির জড় বা মূল
ওখান থেকেই আরম্ভ হয়;
আর, বর্ণ মানেই হ'চ্ছে
বংশানুক্রমিক সম-সঙ্গতিশীল
চারিত্রিক গুচ্ছ,
তাদের সমান বা সদ্বংশীয়
অধস্তন কুলে বিবাহ করাই শ্রেয়;
আবার,
অতি নিম্নকুলে বিবাহও
পুরুষের পক্ষে
সব সময় সর্ব্বতোভাবে
সমীচীন হয় না,

সহজাত সংস্কার ও আচার
সংক্ষুব্ধ হয় তা'তে ;
কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এর উল্টো,
তাদের অধস্তন কুলে বিবাহ
পরিবার, সমাজ ও জাতি-বিধ্বংসী । ৭৮১৩ ।
১৭।৯।১৯৫৬, সকাল ৭-৪৫

অজ্ঞতার পথ বেয়ে
পরনির্ভরতায়
অলসতা ও বিকৃত ভজনের সহযোগিতায়
দুরদৃষ্টের আবির্ভাব ঘটতে
দেখা যায় প্রায়শঃ । ৭৮১৪ ।
১৭।৯।১৯৫৬, সকাল ১০-৩১

ভক্তি কর,
শক্তি পাবে । ৭৮১৫ ।
১৮।৯।১৯৫৬, সকাল ৯-৫৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তোমার অন্তঃস্থ যে-দ্যুতি
তোমাকে ধারণ-পালন-সন্দীপ্ত ক'রে
সত্তায় সংস্থ হ'য়ে
জীবন-বর্দ্ধনে উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলেছে—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার
আত্মিক সম্বেগ । ৭৮১৬ ।
২৩।৯।১৯৫৬, সকাল ১০-২০

অজ্ঞতার উপাসনা ও অনুগতি
বিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা, উপহাস
বা তাচ্ছিল্যাই ক'রে থাকে,

যদিও সত্তা চায় আলো—
দেখতে

শুভ-সম্বর্দ্ধনী পথ। ৭৮১৭।
২৩।৯।১৯৫৬, বিকাল ৩-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সাত্বতশীল পঞ্চক

১। কা'রো সত্তা, সংস্থিতি ও সংস্থানকে
অতিক্রম বা আক্রমণ ক'রো না,
বরং সম্যক মর্য্যাদা দিও,
আর, তা'র অনটনে, আপদে-বিপদে
বিপর্য্যয়ী সংঘাতে
সাহায্য করতে সচেষ্ট থেকো—
শ্রেয়ানুচলনে,
বিহিত সমতায়,
পারস্পরিক কল্যাণবোধে ;

২। তোমরা পরস্পর পরস্পরের স্বস্তি
ও সান্ত্বনার কারণ হ'য়ে
যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পার,
অনুধায়িনী তৎপরতায়
তাই ক'রো ;

৩। কোন বিষয়ে, বাদ-বিসম্বাদে
বা কারো ঘরোয়া ব্যাপারে
অযথা হস্তক্ষেপ ক'রো না,
বরং অনুরুদ্ধ হ'লে
বা মধ্যস্থতার সুযোগে
কিংবা অন্য কোন বৈধনীতির প্রয়োগে

সুযুক্ত সত্তাপোষণী অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
যা'তে মৈত্রীর অবতারণা করতে পার,
তা'ই ক'রো—
এই হ'চ্ছে সাধু চলন ;

৪। জীবন যা'তে
সুদীর্ঘ সম্বর্দ্ধনায় উপভোগ করতে পার,
এবং তোমার সন্তান-সন্ততি
যাতে ক্রমশঃই সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে উঠতে পারে—
শুভ নিয়মনে,
সেই সমস্ত নীতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে
তদনুগ চলনে চলতে সচেষ্ট থেকো ;

৫। তোমারই হো'ক
আর অন্যেরই হো'ক,
বাঁচাবাড়ার তৎপর সন্ধিৎসা নিয়ে
শুভ-নন্দনায়
তর্পিত ক'রে তুলো সবাইকে,
আর, নিজেও তর্পিত হ'য়ে উঠো। ৭৮১৮।
২৩।৯।১৯৫৬, বিকাল ৪-১৫

তোমার যাজন যেন মানুষকে
অলৌকিক-প্রত্যাশী না ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ অনুশীলন-প্রত্যাশী ক'রে তোলে,
অমনি ক'রেই যেন
সবার দীক্ষা
অর্থান্বিত সার্থকতায়
সম্পদশীল হয়। ৭৮১৯।
২৪।৯।১৯৫৬, রাত ৯-২৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে-কোন বন্ধুবান্ধবই হোক না কেন,
সে যদি তোমার সাথে
সাত্ত্বিকী আলাপ-আলোচনা না করে,
তোমাকে নিষ্ঠানিবন্ধে না ক'রে
কুপ্রবৃত্তির ইন্ধন জোগায়,
স্মরণ রেখো—
তার চাইতে তোমার
ছদ্মবেশী বড় শত্রু
কে হতে পারে—
তা' কিন্তু চিন্তনীয় । ৭৮২০ ।
২৪।৯।১৯৫৬, রাত ৯-৫৬

প্রীতি যাদের পণ্য,
স্বার্থ-ইন্ধন,
হৃদয় যে তাদের দৈন্য-ভরা
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয় । ৭৮২১ ।
২৫।৯।১৯৫৬, রাত ৭-১০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

খোসামোদ ক'রে
যেখানে প্রীতি রাখতে হয়,
অভিমান যেখানে আত্মম্ভরী,
স্বার্থের ইন্ধন জুটিয়েই কেবল
যেখানে আত্মীয়তা বজায় রাখতে হয়,
এ সবই কিন্তু অনর্থের মোসাহেব,
আস্থা রাখলে ঠকবে । ৭৮২২ ।
২৬।৯।১৯৫৬, রাত ৭-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

অন্যের অন্যায্য কথা ও বিকেন্দ্রিক যুক্তি
যাঁরা শোনে

বা তাতে যা'রা আকৃষ্ট হয়,
তা'রা অব্যবস্থচিত্ত না হ'য়েই পারে না । ৭৮২৩ ।
২৭।৯।১৯৫৬, বিকাল ৩টা

যা'রা
যে যা' বলে তাতেই ঢ'লে পড়ে—
আকৃষ্ট হ'য়ে,
বাস্তবতাকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় মিলিয়ে
তা'র অর্থে উপনীত হ'য়ে
শুভাশুভকে নিরূপণ করতে পারে না,
বা সৎ-নিষ্ঠাহারা বিকেন্দ্রিক চলনে চলে,
তা'রা অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ই—
আর, আপদও তাদের পেছু নিতে
কসুর করে কমই । ৭৮২৪ ।
২৭।৯।১৯৫৬, রাত ৯টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সত্তার বোধনদীপনী সংস্থিতিশীল জীবন
ও কর্ম্মঠ সম্বর্দ্ধনার সুসম্বেগ
যতই আমাদের আয়ত্তে আসে—
অমৃতত্বও আয়ত্তে আমাদের ততটুকু । ৭৮২৫।
২৮।৯।১৯৫৬, সকাল ৭-৫

জীবন-চলনাকে
যতই যন্ত্রায়িত ক'রে তোল না কেন,
স্মরণ রেখো—
তোমার শ্রমকুশল তৎপরতাও
যেন যথেষ্ট থাকে ;

উপযুক্ত আহার্য্য যেমন
জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়,
উপযুক্ত কর্ম্মকুশল তৎপরতাও
জীবনের পক্ষে তেমনি অত্যাবশ্যক ;
তাই, বাঁচতে-বাড়তে
আহার্য্য ও শ্রমদীপনা
উপযুক্ত পরিমাণেই প্রয়োজন,
আর, এর ফলস্বরূপ
যে বোধনদীপনা—
তা' হ'চ্ছে বর্দ্ধনার মূলসূত্র ;
আবার, বোধিপ্রবুদ্ধ শ্রমোচ্ছল
কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়েই
মানুষ বিশেষজ্ঞ হয়,
আর, এই বিশেষজ্ঞতাই
ঋষিত্বের আমন্ত্রক । ৭৮২৬ ।
২৮।৯।১৯৫৬, সকাল ৭-৩৫

দেহবিন্যাস তোমার যেমনতর,
চেতনদীপ্তিও তোমার তদনুরূপ,
আর, জীবন-চলনাও ঐ সম্বেগ-সমৃদ্ধ,
তাই, শরীরটাকে এড়িয়ে
তোমার চেতন সত্তার
আলাদা স্থান কোথায় ? ৭৮২৭ ।
২৮।৯।১৯৫৬, সকাল ৮-৪৬

যখনই কেউ বলে—
আমি একে ভালবাসি খুব,
আর, ওকেও খুবই ভালবাসি,
তখন সে ব'লে দেয়—
আমি প্রয়োজনের জন্য অনেককেই ভালবাসি,

কা'রো ভালবাসায়
আমি উৎসর্জ্জিত নইকো ;
আবার, যখনই কেউ বলে—
আমি অমুককে ভালবাসি,
তা'র প্রিয় যা'রা
তাদিগকে আমার খুবই ভাল লাগে,
দুনিয়ার যা'-কিছু তার প্রয়োজনীয়,
মঙ্গলকর,
সবই আমার প্রিয়,
এমনতরভাবে
একজনের জন্য বহুকে ভালবাসা—
এটাই সম্ভব ও স্বাভাবিক ;
আবার যদি কেউ বলে—
আমি একজনকেই ভালবাসি,
আর দুনিয়ার কাকেও ভালবাসি না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
সে একজনকে ভালবাসে কিনা
সন্দেহ ;
কারণ, ভালবাসতে হ'লে পরেই
তার পক্ষে যাই কল্যাণকর,
শুভ-সন্দীপনী,
তাতে মানুষ স্বতঃই আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তা'র যাতে ভাল হয়
তাতে সে স্বতঃ-চেষ্টাশীল হ'য়ে থাকে,
এইই ভালবাসার স্বভাব,
ভালবাসা এমনি ক'রেই
তার পরিচর্য্যায়
ক্ষেমসুন্দর তর্পণায়
বৈধী বিনায়নে
ভরদুনিয়াতে ছড়িতে যেতে থাকে,

মুখ্য থাকে সেই এক—
যে তা'র কাছে অদ্বিতীয়। ৭৮২৮।
২৮।৯।১৯৫৬, সকাল ৯-৪৫

নিষ্কাম কর্ম্ম
সাত্বত ধর্ম্মের সত্ত্ব-দীপনা,
তাই, নিষ্কাম কর্ম্ম
নিজের জন্য কিছু করতে চায় না,
কিন্তু তার আরাধ্যের জন্য
বা প্রিয়র জন্য
যা'-কিছু সবই করে—
তাঁর শুভ ব'লে যা' মনে হয়;
আর, ঐ-ই হ'চ্ছে
সন্ন্যাসের বাস্তব অঙ্কুরণা,
আর, সন্ন্যাস মানে
সম্যকভাবে ইষ্ট বা আদর্শে ন্যস্ত থাকা;
তাই, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি
আরাধ্যের আরাধনী কর্ম্ম যা'-কিছু
সবই তাতে প্রদীপ্ত হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' তা'র কখনও ত্যাজ্য হয় না। ৭৮২৯।
২৮।৯।১৯৫৬, সকাল ১০টা

সাত্বত ধর্ম্ম মানেই সত্তাধর্ম্ম,
যে-চলনে সবাই বেঁচে থাকতে পারে,
বেড়ে চলতে পারে
ধৃতিকে তেমনি ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা—
বোধিতৎপর অনুশীলনার মাধ্যমে
নিজেকে যোগ্য ক'রে তুলে—
এমনতরভাবে—
যা'তে সন্তান-সন্ততির ভেতরেও
ঐ সাত্বত ধর্ম্ম পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে

পরিবেশকেও প্রভাবিত ক'রে । ৭৮৩০ ।

২৮।৯।১৯৫৬, রাত ৭-১৩

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যা'দের অধিস্থিতিতে
কোন সার্থক তাত্ত্বিক সঙ্গতি নেই—
অথচ যা'রা মনগড়া অর্থাৎ
কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজারী,
বাস্তব পৌত্তলিক তা'রাই । ৭৮৩১ ।

২৯।৯।১৯৫৬, সকাল ৮-৫২

তোমার তাত্ত্বিক দৃষ্টি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যতক্ষণ না
কোন মূর্ত্তনার বিভূতিতে
বিভূষিত হ'য়ে
তোমার বোধিকে
বাস্তব তৎপরতায়
বিন্যস্ত ও বিনায়িত ক'রে তুলতে পারছে,
বুঝে রেখো—
তোমার বোধনা তখনও
স্ফুরিতদৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে নি । ৭৮৩২ ।

২৯।৯।১৯৫৬, সকাল ৯-৬

কোলাহলময় জীবনটাকে যদি
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশীল শুভ-বিনায়নে
সম্বর্দ্ধন-তাৎপর্য্যে
সঙ্গীত-স্রবা ক'রে তুলতে পার—
দীপালী সজ্জায়
অনন্তের রবাব-বীণার প্রাণন-নিক্কণে,

তুমিও ভরপুর হ'য়ে উঠবে—
অস্তিত্বের হোম-আহুতিতে। ৭৮৩৩।
২৯।৯।১৯৫৬, রাত ৭-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

শ্রেয়নিষ্ঠ একায়িত অনুনীতি
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
সুখদুঃখে সাম্য সৃষ্টি ক'রে
ক্রমশঃই সমত্বের অধিকারী ক'রে তোলে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুগতিতে। ৭৮৩৪।
৩০।৯।১৯৫৬, বেলা ১১টা

পৌত্তলিক তা'রাই—
যা'রা অর্থান্বিত তত্ত্বসঙ্গতির
বাস্তব বিনায়িত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে
কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা করে,
যে-অভিব্যক্তি তার তাত্ত্বিক স্ফুরণাকে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না—
বোধচক্ষুতে
অনুভাবিতা নিয়ে
ক্রম-সার্থক স্ফুরণায়। ৭৮৩৫।
১।১০।১৯৫৬, রাত ৭টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

স্মরণ যেন থাকে—
মেয়েরা উচ্চবৈশিষ্ট্যশীল বর্গে
যেন পরিণীতা হয়,
আর, পুরুষ যেন
সমান কিংবা উপযুক্ত কৃষ্টি-সমন্বিত

সদ্বংশে অনুলোমক্রমে
বিবাহ করে,
যদিও সমান পরিবারে বিবাহই শ্রেয়,
কারণ, মাটির ভালমন্দে কিন্তু উত্তম বীজেরও
উৎকর্ষ-অপকর্ষ হয় ;

বৈধী তৎপরতায়
সুবিনায়িত সঙ্গতি নিয়ে
পুরুষের বংশের সার্থকতা দেখে
উপযুক্ত বিবাহে
সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততি
শুভ-সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধনশীলই হ'য়ে থাকে,
তাই, তোমরা এর ব্যতিক্রম ক'রে—
এর ব্যত্যয়ী গোঁড়া চলনে চ'লে—
নিজের, পরিবারের ও সমাজের
সম্বর্দ্ধনার ক্ষতি করতে যেও না,
শ্রেয় যা' তা'ই সমীচীন । ৭৮৩৬ ।
২।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১৫

স্মৃতির অনুশীলন কর,
ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির
শুভ-অনুশীলনে
তা'রা যেমনতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে,
স্মৃতির চর্চ্চায়ও
মস্তিষ্কের বোধশক্তি
তেমনতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে ;

তাই—
প্রত্যহ পর্য্যায়ী তৎপরতায়
প্রত্যেকটি ব্যাপারে
নিখুঁতভাবে চিন্তা ক'রে
তাদের সার্থক সঙ্গতি এনে
সেগুলিকে বিন্যাস করতে ভুলো না ;

এ তো করবেই,
তা ছাড়া, দৈনন্দিন ব্যাপারকে
সংশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে চ'লো,
এমনতর করতে করতে
ক্রমশঃ দেখবে—
তোমার মস্তিষ্ক কেমনতর
সঙ্গতিশীল বোধনায়
দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে ;
ব্যাপার ও বিষয়গুলিও
ঐ বোধনা-নিয়ন্ত্রণে
অনেকখানি শুভ-তৎপর ক'রে
তোমার স্মৃতিকে
শোভন-তর্পিত ক'রে তুলতে পারবে ;
তাই বলি—
ভুলো না,
ক'রোই । ৭৮৩৭ ।
৪।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৭

তুমি সত্যের উপাসক হও,
অর্থাৎ সত্তার উপাসক হও,
আর, এই উপাসনাই সাত্বত ধর্ম্ম—
নারায়ণী ধর্ম্ম,
অযুতে আয়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
স্বস্তি লাভ কর,
অমৃতের অধিকারী হও । ৭৮৩৮ ।
৪।১০।১৯৫৬, রাত ৮-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যার বা যাদের পরিশ্রম
ও পরিচর্য্যার উপর দাঁড়িয়ে

তুমি পালিত হচ্ছ
ও পুষ্টি লাভ করছ,
নিজ কেরদানির অহঙ্কারে
তাকে বা তাদিগকেই
তাচ্ছিল্য ক'রে চলছ,
তার বা তাদিগের সুখদুঃখের
ধার ধার না,
দুঃখে স্বস্তি-পরিচর্য্যা কর না,—
তা'র মানেই
তুমি দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছ,
সাবধান !
ফের এখনও,
নয়তো, দুঃখে আহা বলবারও
কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ । ৭৮৩৯ ।
৫।১০।১৯৫৬, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তোমার সমক্ষে
অলৌকিক সংঘটন হো'ক,
কিন্তু তাকে তোমার সন্ধিৎসা ও বোধনা দিয়ে
বাস্তব সিদ্ধান্তে যদি
না আসতে পার
বা তা' সংঘটন করতে না পার,
তবে তুমি ঠকলে,
তাকে ভেদ করতে পারলে না,
অজানাই রয়ে গেল তা',
তা'র সার্থক সঙ্গতিপূর্ণ বিনায়নবিদ
হ'তে পারলে না,
নিজে কিছু করতেও পারলে না তা'র । ৭৮৪০ ।
৫।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৫

প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ প্রত্যাশা রেখো না,
হতাশ হবে কিন্তু। ৭৮৪১।
৬।১০।১৯৫৬, বিকাল ৫টা

প্রত্যাশা-প্রলুব্ধতার প্রলোভানিতে
মুগ্ধ হ'য়ো না,
তা'তে হতাশ হবার সম্ভাবনাই বেশী,
সক্রিয় ত্যাগ-প্রমুখ প্রীতিই ধন্য। ৭৮৪২।
৯।১০।১৯৫৬, বিকাল ৫-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

উন্নতির মূলসূত্র—
শ্রদ্ধা-বিনায়িত
অনুশীলন-তৎপর আত্মকৃষ্টি। ৭৮৪৩।
১০।১০।১৯৫৬, রাত ৭-৪১

শুভ বা কল্যাণের ভূমিতে
যে-সৌন্দর্য্যের গড়ন,
সেখানেই শিবসুন্দরের আবির্ভাব,
তুমি যা'ই কর না কেন,
প্রতিটি কাজেই
শিবসুন্দরের আরাধনা ক'রো,
কল্যাণমুখর সৌন্দর্য্যে
নিষ্পন্ন ক'রো,
শিবসুন্দরের আশীর্ব্বাদ
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
শিব মানেই কল্যাণ, শুভ,
আর, সুন্দর মানেই আদরণীয়। ৭৮৪৪।
১১।১০।১৯৫৬, বিকাল ৪-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার জীবিকা-অর্জ্জন অছিলায়
অশুভর অনুষ্ঠান করতে যেও না—
তা' অন্যের বেলায়ই হো'ক,
আর নিজের দিক দিয়েই হো'ক ;
ওতে কিন্তু তুমিই আগে
ক্ষতির পাল্লায় পড়বে,
পরে অন্যে,
তাই, সৎ ও হৃদ্য চলনে চ'লে
জীবিকা সংগ্রহ করাই ভাল । ৭৮৪৫ ।
১২।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি শ্রেয়-সান্নিধ্য লাভ করতে পার না—
তোমার কাজের উদ্‌ভ্রান্ত চাপের অছিলায়,
—তার মানেই হ'চ্ছে
অশ্রেয় ওরই ফাঁকে-ফাঁকে
অবসর খুঁজে
তোমার পেছনেই চলছে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সৎ তৎপরতায়
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুনয়নে
যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
চলতে থাক,—
অনেক অশ্রেয় সংঘাত এড়িয়ে যাবে । ৭৮৪৬ ।
১৫।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি কোথাও
বা কা'রো বাড়ীতে গেলে
তা'রা উৎফুল্ল না হ'য়ে
যদি বিব্রত হ'য়েই পড়ে,
তাহ'লে বুঝে নিও—
তোমার অন্তরে লোভী সেবালিপ্‌সুতা
তখনও গজ-গজ করছে,

আর, তখনও তুমি তাদের
অন্তর-আত্মীয় হ'য়ে উঠতে পার নি । ৭৮৪৭ ।
১৫।১০।১৯৫৬, রাত ৬-৫০

যাদের শ্রেয়-সান্নিধ্য লাভ
নেহাৎই সুকঠিন,—
কাজের বাহানা বা ধান্দা এমনতরই,
আগ্রহ ও ইচ্ছাও মন্থর,
সন্দেহ রেখো বেশ নজর দিয়ে,
—অশ্রেয় তা'র পেছু নিয়েছে,
কখন কোথায় তাকে পেয়ে বসবে
তার ঠিক নেই কিন্তু । ৭৮৪৮ ।
১৬।১০।১৯৫৬, রাত ৮টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

পারিবারিক ঐতিহ্যগুলি—
যা' সবাইকে শুভ-সুন্দরে প্রতিষ্ঠা করে,
তা' পরিপালন করাই ভাল,
তা' ত্যাগ ক'রো না । ৭৮৪৯ ।
১৯।১০।১৯৫৬, রাত ৭-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সর্ব্বার্থ যেখানে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
তাই পরমার্থ । ৭৮৫০ ।
১৯।১০।১৯৫৬, রাত ৭-৩৫

যে বলে—
আমি অমুককে অমুককে ভালবাসি,
আর, যে বলে
আমি অমুককে ভালবাসি,
সে ছাড়া আমার কোন স্বার্থ নেই,
সে তাকে ভালবাসতেও পারে ;

সে দুনিয়াকে ভালবাসলেও
তার জন্যই ভালবাসে,
ভালবাসার শরিক নেই । ৭৮৫১ ।
২০।১০।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-১৫

উন্নতির মূলসূত্রই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধা-বিনায়িত শ্রেয়কেন্দ্রিক
অনুশীলন-তৎপর আত্মকৃষ্টি । ৭৮৫২ ।
২৬।১০।১৯৫৬, সকাল ৯-৪০

তোমার পারিবেশিক পরিচর্য্যীদিগের
অবোধ অনুকম্পা
ও সন্ধিৎসাহারা অবিনায়িত চলন,
তোমার নিজের অজ্ঞতা, অপারগতা
ও অশাসিত চলন,
আর, যা' তোমাকে শিষ্ট ও সৌম্য ক'রে তুলে
স্বস্তি-উপভোগী ক'রে থাকে—
তা'র ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে
গ্রহবিপাক
অর্থাৎ তোমাকে যা'রা যেমন ক'রে গ্রহণ করেছে
তার বিপাক
তোমাতে তো অর্শেই,
তা ছাড়া, তা'দিগকেও দুর্ভাগ্যের অধিকারী
করতে ছাড়ে না ;
তাই, সম্যক দৃষ্টি,
সম্যক সন্ধিৎসা
ও সম্যক আগ্রহের সহিত
সম্যক বোধনা নিয়ে
তোমার চলন ও চর্য্যাকে
বিনায়িত ক'রে তোল,

নিজে স্বস্তি উপভোগ কর
আর, অন্যেও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক । ৭৮৫৩ ।
২৬।১০।১৯৫৬, বিকাল ৩-৩৫

মহাপুরুষ বা মহৎজন হ'তে
টাকা-কড়ি, স্বার্থ-সম্পদ
অর্জ্জন করতে যেও না,—
ঠক্‌বে,
বেকুব হবে ;
সশ্রদ্ধ সেবায় তাঁদের ছিটেফোটা যা' পাও
বুঝেসুঝে অনুশীলনে চরিত্রে ফুটন্ত ক'রে তোল,—
স্বার্থ
মহান অর্থ নিয়ে
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলবে । ৭৮৫৪ ।
২৮।১০।১৯৫৬, রাত ৭টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তৃপ্তি চাও তো
মানুষকে শুভতৃপ্তির অধিকারী করতে
যত্নশীল থাক । ৭৮৫৫ ।
১।১১।১৯৫৬, রাত ৬-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

দীপ্তি তখনই আসে—
হৃদয় যখন রাগরঞ্জিত হ'য়ে
চলতে থাকে । ৭৮৫৬ ।
১।১১।১৯৫৬, রাত ৬-৪৬

আজ দীপালি,
মা আমার দীপান্বিতা,
মা আমার জীবন-আলোক,

মায়ের এক হাতে অসৎ-নিরোধী অসি,
অন্য হাতে বর ও অভয়—
বাৎসল্যের পরম আশ্রয়,
তাই মা শিবানী শুভানী,
আমার মা কল্যাণী কালী,
সত্তার সাত্বত সম্বেগ—
অস্তিত্বের অমৃত-উৎস—
জীবনের যোগ-নর্ত্তনা,
সে এই যে
আমার মা। ৭৮৫৭।
২।১১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি যা' ইচ্ছা তা'ই করতে পার,
যদি তা' নিষ্ঠানন্দিত
শুভসঙ্গীতিশীল বর্দ্ধনবাহী
সাত্বতধর্ম্মী হয়—
সবারই বাঁচাবাড়ার
পূত-উপাদানবাহী হয়,
প্রীতিপ্রসূ হয়। ৭৮৫৮।
৩।১১।১৯৫৬, সকাল ৮-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'রা সদ্‌গুরু-সঙ্গ ক'রে থাকে,
নিদেশবাহী হ'তেও যত্নশীল,
অথচ সর্ব্বতঃসংশ্রয়ী হ'য়ে
উঠতে পারে নাই,
তাদের তখনও দীক্ষার সময় হয় নাই,
তা'রা সদ্‌গুরু-সঙ্গ ক'রেও
তাদের পছন্দমাফিক
যে-কোন দেবদেবীর চিন্তা

বা মহাপুরুষের চিন্তা
ও নামজপ করতে পারে,
—তাও অনেক ভাল ;

সর্ব্বতঃসংশ্রয়িতা এলে
দীক্ষা তাকে দক্ষ ক'রে তুলবেই—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে । ৭৮৫৯ ।
৪।১১।১৯৫৬, রাত ৬-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
হাতেকলমে ধর্ম্ম-অনুচর্য্যা কর,
এই ধর্ম্ম-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু সম্বেদনায়
ধৃতিসম্বেগী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;

ঐ অনুশীলনা আনুক উপযুক্ততা,
আর, এই উপযুক্ততাই তোমাকে
যোগ্য ক'রে তুলুক,
উপযোগী ক'রে তুলুক,

ঐ ধৃতি
শ্রেয়নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে দক্ষদীপী ক'রে তুলে
দক্ষিণায় তোমাকে
মূর্ত্ত কল্যাণের অধিকারী করুক । ৭৮৬০ ।
৪।১১।১৯৫৬, রাত ৭-৪০

তুমি যে দাম্ভিক অভিমানে
মদগর্ব্বী আত্মম্ভরিতা
বা দুর্ব্বিনীত সন্দেহ-পরবশ হ'য়ে
তোমার আচার্য্যকে অবজ্ঞা করেছ,

ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াও,

যেখানেই যাও
আর যাকেই ধর,
সেই আচার্য্যে
যতদিন প্রণত হ'য়ে
তাঁকে নন্দিত না ক'রে তুলছ,
ঐ দম্ভদৃপ্ত আত্মম্ভরি অভিমান
শাতন-সম্বেদনায়
বহু বেশে
তোমাকে প্রতিহতকাম করবেই কি করবে,
সাবধান!

মুক্ত হও! ৭৮৬১।
৬।১১।১৯৫৬, রাত ১০টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি অটুট নিষ্ঠায়
তোমার ইষ্টে উপনিষণ্ণ হও,
ঐ উপনিষণ্ণ বিধায়না নিয়ে
তুমি চলতে থাক—
অন্বিত শুভ সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,
আর, এই শুভ নিষ্পন্নতার
শুভ সাত্ত্বিক হবিঃ
তোমার পরিবেশে ছিটিয়ে
তাকে শুভার্থ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
বোধবিনায়িত তাৎপর্য্যে
সক্রিয় তৎপরতায়
গেয়ে উঠুক—শুভমস্তু—
সাত্বত ধর্ম্মের সব যা'-কিছুর
ধৃতি-অনুশীলন উৎসবে,
নিষ্পন্নতার যুতযজ্ঞে। ৭৮৬২।
১৫।১১।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

সাত্বত সঙ্গতিশীল স্বভাবস্থাণু
জীবন-চলনাই হ'চ্ছে শ্রেয়চলন,
নিষ্ঠা-অনুরঞ্জিত অনুগতি
ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষ সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরের সম্পদ হ'য়ে ;
আর, যে-নীতি এই সাত্বতনীতির
সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনী পরিপোষণ না করে,—
তা'ই কিন্তু জীবন ও পারস্পরিক অনুচর্য্যাকে
অবসাদ-অবশায়িত ক'রে তোলে,
তাই, যথাসম্ভব সেই সমস্ত চলন
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ;
তুমি সাত্বত-ধর্ম্মশীল হও—
অনুগতির অনুশীলনে,
নিষ্ঠানুচর্য্যায়,
সক্রিয়ভাবে তাতে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
পরিবেশকে অমন ক'রেই
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, এই সঞ্জীবিত সম্বর্দ্ধনা
মঙ্গল-গীতিকায়
সপরিবেশ তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলুক। ৭৮৬৩।
২২।১১।১৯৫৬, রাত ৯টা

প্রিয় আমার !
স্বস্তি-প্রদীপ হাতে
জীবন
উচ্ছল অযুত আয়ুষ্মান ক'রে
আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও,
আমি নতি-বিহ্বল হ'য়ে

তোমাকে জড়িয়ে ধরি। ৭৮৬৪।
২৪।১১।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সত্তাসম্পোষণী যা'—
জীবনকে বিনায়ন-উচ্ছল ক'রে তোলে—
অর্থান্বিত সুসঙ্গতি নিয়ে,—
তাইই সুন্দর। ৭৮৬৫।
২৬।১১।১৯৫৬, সকাল ৮-১৫
জসিদির মাঠে।

পরবর্ত্তীর ভিতর
পূর্ব্ববর্ত্তীকে যদি দেখতে চাও,
নিষ্ঠা-অন্বিত রাগদীপ্ত শ্রদ্ধার সহিত
পরবর্ত্তীর সেবা ও সাহচর্য্যে
আত্মনিবেশ কর—
দম্ভ ও অভিমানশূন্য হ'য়ে,—
আর, তার ভেতর পূর্ব্ববর্ত্তীকে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
খুঁজতে তৎপর হও—
বিমল আনতির অন্তঃকরণে ;
যদি অদৃষ্ট তোমার সুপ্রসন্ন হয়—
এই জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তাঁকে দেখতে পাবে,
কিন্তু হামবড়াই-তৎপর
দাম্ভিক আবেশ নিয়ে
তাঁকে যদি দেখতে চাও ঐ তাঁতে,
তা' কিন্তু হবে না,
মনে রেখো—
ভক্তিতেই ভগবান ;
দেখবে—
ব্যাপ্ত ব্যাষ্টির জমাট মূর্ত্তিতে

তিনি ঐ তোমার সম্মুখে যিনি তাঁতে,
জলদিবাজি করলে চলবে না,
তিনি দাবী-দাওয়ার কেউ নন । ৭৮৬৬ ।
২৬।১১।১৯৫৬, বেলা ১০-৩৮

তুমি আগে তাঁর হও,
প্রিয়পরমের হও—
তা' সর্ব্বতোভাবে,
তাঁর হ'য়ে যত পার
প্রতিপ্রত্যেকের হও,
সবার হও ;
এই হওয়াই
আর, এই করাই
তোমাকে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তুলবে,
নইলে, বিচ্ছিন্নতাই
তোমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে তুলবে । ৭৮৬৭ ।
২৬।১১।১৯৫৬, বিকাল ৪-৫৬

কারউ প্রতি অসূয়াপরবশ
হ'তে যেও না,
কেবলমাত্র ইষ্ট, পিতামাতা
ও শ্রেয়জনের অমর্য্যাদা ছাড়া ;
তা'র সমীচীন নিরাকরণও যেন
সুবিবেচিত ও হৃদ্য হয় । ৭৮৬৮ ।
২৬।১১।১৯৫৬, রাত ৭-১৫

তুমি জীবনকে ইষ্টনিষ্ঠায়
অনুরঞ্জিত ক'রে তোল,
আর, সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তাকে
সেই অনুশীলন-তৎপর ক'রে,
বোধ ও যোগ্যতাকে

সার্থক সঙ্গতিশীল জীয়ন্ত ক'রে
তাঁতেই উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠ ;
—ধন্য হও,
আর পরিবেশকেও ধন্য ক'রে তোল । ৭৮৬৯ ।
২৭।১১।১৯৫৬, রাত ৭-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

আপদ-নিরাকরণী প্রস্তুতি
যা'র যত অমোঘ—
শুভ-সুন্দরের গতিও
তা'র তেমনি অবাধ । ৭৮৭০ ।
২৮।১১।১৯৫৬, সকাল ৯-১৮
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

না-করা ও না-পারা
যাদের যেমনতর আচ্ছন্ন ক'রে রাখে,
তারা পড়েও তেমনি
আলস্য-আমন্ত্রিত বিপাক-বিধ্বস্তিতে
সহজে । ৭৮৭১ ।
২৮।১১।১৯৫৬, সকাল ৯-৩৫

নিজেকে ফাঁকি দেবার
সব চেয়ে সহজ উপায়ই হ'চ্ছে—
ভগবানের উপর দোষ চাপানো ;
যদিও তা'তে আরো ফাঁদেই পড়তে হয় । ৭৮৭২ ।
২৯।১১।১৯৫৬, সকাল ৯-৫৮

সত্য মানেই সৎ-এর ভাব,
সত্তার-হওয়া,
সত্য কথা মানেই
সত্তা-সম্বন্ধীয় কথা,

তাই, সত্তা যাতে সংক্ষুব্ধ হয়
বা সংঘাত-সন্তপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
তা' বাস্তব হ'তে পারে
কিন্তু মিথ্যা-পন্থী ;
যাই বল আর যাই কর,
তা' যদি সাত্বত হয়,
হৃদ্য হয় বাস্তবতায়,
তা' কিন্তু সত্য-পন্থী ;
তবেই লোকহিতী হৃদ্য বাস্তব যা'
তা'ই সত্য—
সত্তাপোষণী । ৭৮৭৩ ।
৪।১২।১৯৫৬, রাত ৭টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সেবায়, অনুচর্য্যায়
সাত্বত সন্দীপনায়
মানুষ-হৃদয়ে জ্যোৎস্নার মতন ঢ'লে পড়—
সবার ক্লান্তি বিদূরিত ক'রে,
উচ্ছল অবাধ ক'রে,
প্রত্যেকটি হৃদয়ে হৃদ্য-সুন্দর হ'য়ে ;—
তাদের প্রত্যেকের তুমি
শুভ-সম্পদ হ'য়ে ওঠ,
তা'রাও তোমার অটুট সম্পদ হ'য়ে উঠুক ;
—তবে তো তুমি লোক-প্রতিভু !
আর, তাদের অন্তরই
তোমাকে স্বভাব-সন্দীপনায়
ঐ ব'লে নির্ব্বাচিত করবে—
অবাধ্য আগ্রহ নিয়ে,—
আর, দায়িত্ব নিয়ে
তুমি তৃপ্তি পাবে ;

—নয়তো ওসব
ছেঁচড়ামির পর্য্যায় ছাড়া কিছুই নয়,—
আইনী ঠক্‌বাজির
সাধু বনাম অসাধু পেশাদারীর
পথ-পর্য্যটন ! ৭৮৭৪ ।
৫।১২।১৯৫৬, রাত ৭-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি কূটস্থ হও,
কেন্দ্রায়িত হও—
ইষ্টে অন্বিত তৎপরতায়,
দৃঢ়ভাবে যা'-কিছুকে
একায়িত ক'রে,
সুযুক্ত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আর, সব যা'-কিছুকে
অবধান, অনুভব ও উপভোগ কর
অমনি ক'রে—
ঐ মন্ত্রণের বিভূতি-বিভব নিয়ে ;
যা' করবার তা' কর—
সাত্বত অভিনিবেশে,
আত্মারাম হ'য়ে ওঠ—ওই পথেই ;
শ্রেয়র হোম-আহুতি তোমাকে
স্বস্তি-অভিষিক্ত ক'রে তুলুক । ৭৮৭৫ ।
৬।১২।১৯৫৬, রাত ৭-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

আজ্ঞা মানেই সর্ব্বতো-বোধনা, জানা,
জ্ঞান বা বুঝ,
আর, তা'র যন্ত্রভাণ্ডারই হচ্ছে
মগজ বা মস্তিষ্ক-গোলক,

আর, তা'র তলদেশই হচ্ছে তার ভূমি,
তাই, নাসিকামূলকে
সুধীরা আজ্ঞাচক্র ব'লে আখ্যায়িত করেছেন ;
যা'কে জীবনে দৃঢ় মনন করবে,
ঐ তলদেশ উত্তেজিত হ'য়ে
তদনুগ সাড়া নানাভাবে
আন্দোলিত হ'তে হ'তে
ওর সঙ্গতি-সম্পন্ন যা'
তা'ই ঐ পর্য্যায়ে বিন্যাস লাভ করবে,
তাই, ওকে ইষ্ট বা গুরুস্থান বলে ;
আবার, ইষ্ট বা গুরুকে সর্ব্বতোভাবে
দৃঢ়চিত্তে
জীবনের প্রধান কেন্দ্র যদি না ক'রে নাও,
সঙ্গতিশীল বুঝ, জ্ঞান বা বোধনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
অমনতর মনুষ্যত্বে চরিত্রবান ক'রে
তুলতে পারবে না,
আর, জীবনের যা'-কিছু কল্যাণ
ঐ সুকেন্দ্রিক সুবিনায়িত
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির উপর
নির্ভর করছে ;
তোমার জীবনচলনাও
ওর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
মহৎপথ অথবা সঙ্কীর্ণ বা অসংলগ্ন
বিচ্ছিন্ন-পথবাহী হ'য়ে চলেছে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
সক্রিয়ভাবে
ঐ ইষ্ট-আজ্ঞায়
অবাধভাবে
নিষ্পাদনী নিয়ন্ত্রণে চলতে থাক,
আর, ঐ আজ্ঞাচক্র

অবাধ অনুদীপনায়
তোমাকে ইষ্টে, কল্যাণে, শুভে, শিবে
অবাধ ক'রে তুলবে। ৭৮৭৬।
৯।১২।১৯৫৬, রাত ৭-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-প্রীতি,
ভক্তি-অনুরাগ
সক্রিয়তায় নিষ্ঠার সহিত চলবে,
তেমনতরই গুণ ও চলন-চরিত্র
তোমাতে ব'র্ত্তে উঠতে থাকবে। ৭৮৭৭।
১০।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ভক্তি বা শ্রদ্ধা যেমনতর
তা'র ভজনও তেমনতর—
ভক্তি যদি একনিষ্ঠ হয়। ৭৮৭৮।
১০।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৫

তাঁর অভিপ্রায়ের বিপরীত
বা বিরুদ্ধ চলনই
আমাদের মনে করিয়ে দেয়—
তিনি বুঝি আমাদের
অবজ্ঞা করছেন। ৭৮৭৯।
১১।১২।১৯৫৬, সকাল ১০টা

কেন কী করতে পারলে না—
তা' কিন্তু তোমার সম্পদ নয়কো,
দুরূহ অবস্থার ভিতরও
শুভ-সন্দীপী কোন কিছু

কেমন ক'রে সম্পাদন করতে পারলে—
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,—
সেইটেই হ'লো সম্পদ,
আর, সেখানেই তুমি সাধু । ৭৮৮০ ।
১২।১২।১৯৫৬, সকাল ৭-৫৫
জসিদির মাঠে।

আগে যে-কোন বিষয়ের
উপযোগিতার সহিত
বিশারদ হ'য়ে ওঠ,
সব রকমে জেনে ক'রে
তার প্রভু হ'য়ে ওঠ,
পরে উপদেশ দিও ;
তাই, আলোচনা কর,
অনুশীলন কর,
চৌকষভাবে জান,
নইলে জানার ভ্রান্তিতে
তুমি তো ঠকবেই,
অন্যেও
তোমার ঐ দাম্ভিক চলনের মহড়ায় প'ড়ে
নাজেহাল হবে । ৭৮৮১ ।
১২।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

মানুষের সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
নিরত থাক,
আর, ঐ সম্বর্দ্ধনার আত্মপ্রসাদী
তৎপর অবদানে
নিজেও বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রেই বড় হও,
কা'রও ক্ষতি ক'রে—

বর্দ্ধনী উপকরণ আত্মসাৎ ক'রে
নিজেকে বৰ্দ্ধিত করতে যেও না,
তোমার সংস্থান-সম্বর্দ্ধনাও
খিন্ন হ'য়ে উঠবে তাতে,
মুষড়ে পড়বে তুমি
প্রবৃত্তির খিন্নী অভিঘাতে। ৭৮৮২।
১৩।১২।১৯৫৬, সকাল ৮টা
জসিদির মাঠে।

অস্তিবৃদ্ধি অর্থাৎ বাঁচাবাড়াই
যাদের ধর্ম্ম ও কাম্য,
তাদের সদাচার-পালন
ও সুপ্রজনন-নীতিকে অবলম্বন ক'রেই
চলতে হবে,
নইলে বঞ্চনার ধিক্কারে
ব্যর্থতা ও অপঘাতে
নিজের
বিধ্বস্তির ক্রোড়ে অবসান হওয়া ছাড়া
পথ কোথায়? ৭৮৮৩।
১৩।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪-৪৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অন্যের জিনিসপত্রে যদি
দরদী দায়িত্ব না থাকে,
তার তছরূপ যদি
আপূরিত না করতে পার,
তা'র নিকট হ'তে
তা' চেয়ে নিতে যেও না,—
নিজের দায়িত্বকে
অবমানিত বা লাঞ্ছিত করবে কেন?

ইতর, হেয় ও বিরক্তিভাজন
হওয়া কি ভাল ?
অমন করলে
দরদী হারাবে,
সহানুভূতির কেউ থাকা
কঠিন হবে কিন্তু। ৭৮৮৪।
১৪।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সাধু ভেক নিয়ে
লোকের কাছে সাধু তকমায়
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে না যেয়ে,
সৎ-এ স্বভাব সুন্দর ক'রে
লোক-হৃদয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের
প্রতিষ্ঠা করাই ভাল,—
গণ-অন্তর স্বাগতম্-আহ্বানে
তোমার হবিঃ-অর্ঘ্যে
আবাহন করুক। ৭৮৮৫।
১৫।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কল্যাণ-আরতি নিয়ে
জীবন-চলনার জন্য যাই কর না কেন—
নিষ্পাদনী নিরতি নিয়ে চলতে থাক,
প্রতিটি পদক্ষেপে
প্রিয়পরমকে খোঁজ কর—
স্বর্গের পথে চলতে চলতে,—
পূত যা' সবই তোমার সহযোগী হবে। ৭৮৮৬।
১৬।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪০

যাই বল আর কর—
বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখো,
আর, যা'র বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি নেই,
তাই অলীক। ৭৮৮৭।
১৬।১২।১৯৫৬, রাত ৮-১৫

সংখ্যাগরিষ্ঠ যা' করবে,
যা' চাইবে,
তা'ই যে সবসময় শুভপ্রসূ—
তা' কিন্তু নয়,
তা' করলে বরং
অপগর্ব্বী অশুভের আমদানীই
করতে হবে তোমাকে ;
যা' শুভদ, যা সম্বর্দ্ধনী
তা'ই কর,
গরিষ্ঠগণকে তার অধিকারী ক'রে তোল,
যা'তে তা'রাও গরীয়ান হ'য়ে ওঠে,
এক কথায়, যা' জীবনীয়,
সম্বর্দ্ধনী যা',
স্বস্তিপ্রসূ যা'
জীবন ও আয়ুর উদ্গাতা যা',
তা'ই করতে হবে,
আর, ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যের
অধিকারী ক'রে তুলতে হবে সবাইকে,
বরণীয় করতে হবে সবাইকে,
গরীয়ান ক'রে তুলতে হবে সবাইকে ;
কিন্তু অশুভকে উস্কে তুলে'
অশুচিকে বরণীয় ক'রে
যদি গরিষ্ঠকে নিঃশেষ কর,
নির্য্যাতিত কর,

তাহ'লে তাদের চাহিদার বাহানায়
নিঃশেষে নিলীন হওয়া ছাড়া
আর কোন্ সম্পদ তোমাকে
বরেণ্য ক'রে তুলবে ?
তাই, বিধি-বিনায়িত পথে চল,
উৎকর্ষের অভিসার
তোমাকে অভিদীপ্ত ক'রে তুলুক,
আর, সবাইকে
উৎকর্ষের অধিকারী ক'রে তোল—
যে যেমন তেমনি ক'রে,
যা'তে উৎকৃষ্ট
বাত্যাবিড়ম্বিত হ'য়ে
অপকৃষ্টে আত্মবিলয় না করে ;
কারণ, সবাই চায় বাঁচতে,
সবাই চায় বেড়ে উঠতে,
আর, বর্দ্ধনাকে ছড়িয়ে দিয়ে
বর্দ্ধিত হ'তে চায় সবাই—
বোধিবিনায়নী অনুশীলনায়
যোগ্য হ'য়ে ;
আর, যা'রা দেশের মধ্যে
অপকৃষ্ট ভাববিলোল বাত্যাবিড়ম্বিত হ'য়ে
নিজের কৃষ্টি ও করণকে
জলাঞ্জলি দিয়ে চ'লে
অপকৃষ্ট অনুশীলনায়
নিজদিগকে নিমজ্জিত ক'রে ফেলে,
উৎকৃষ্ট-নামধেয় এমনতর যা'রা
তা'রা সাত্বত উৎকৃষ্ট যে নয়,
তা'ই তার পরিচয় ;
তাই, তোমার সত্তা
গম্ভীর স্বরে ব'ল উঠুক—
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ;

তাই, তোমার করণ
কৃষ্টি-অনুগই হো'ক,
আচরণ
ঐ কৃষ্টিকেই অনুসরণ করুক ;
এমনি ক'রেই ধন্য হও,
সবাইকে ধন্য ক'রে তোল—
জীবন-বর্দ্ধনার অমৃত-উৎসারণায় ;
আর, ঐ কৃষ্টি ও করণের অনুশীলনায়
যোগ্যতর হ'য়ে উঠতে
এতটুকু পিছ-পাও হ'য়ো না—
মানুষের হৃদ্য উৎকর্ষী জীবনবর্দ্ধনী
পরিচর্য্যাকে অটুট রেখে । ৭৮৮৮ ।
১৬।১২।১৯৫৬, রাত ১১টা

যা'রা প্রতিলোম-পরিণীতা
ও কৃষ্টিবিরুদ্ধ আচরণ-তৎপর,
তা'রা বাহ্য জাতি
অর্থাৎ কৃষ্টিবাহ্য জাতি ব'লে পরিগণিত—
সদাচারী হ'লেও । ৭৮৮৯ ।
১৬।১২।১৯৫৬, রাত ১১-১০

তোমার ইষ্ট বা সদ্‌গুরু
যেমন তোমাদিগকে ভালবাসেন—
তোমাদের দোষত্রুটি সত্ত্বেও
সংশোধনী তৎপরতায়,—
তোমার ইষ্টভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে
যদি ঐ তৎপরতায়
অন্তরের সহিত ভালবাসতে পার—
উদ্দাম কল্যাণ-অন্তরাসী হ'য়ে,
তবে তো তোমার ইষ্টপ্রীতি সার্থক !

পিতামাতার বেলায়ও কিন্তু তা'ই । ৭৮৯০ ।
১৭।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দম্ভ, অভিমান ও আত্মম্ভরিতার
আপূরণী প্রত্যাশা নিয়ে
তাঁর কাছে যদি যাও,
হাজার যাওয়াতেও যাওয়া হবে না । ৭৮৯১ ।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-১৮

অকিঞ্চন হও,
আর, তাঁরই শ্রদ্ধান্‌ সেবায়
নিজেকে
সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর,
সবই পাবে,
আর, প্রাপ্তির পন্থাই এই । ৭৮৯২ ।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-২২

তোমার লাখ পাওয়াকে
তাঁরই পূজার অর্ঘ্য ক'রে
পূজারীর মত
সুনিষ্ঠ সেবায়
সক্রিয় হ'য়ে চল,
আপূরিত, আপূজিত হওয়ার
আশীর্ব্বাদই ঐখানে । ৭৮৯৩ ।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-২৫

ইষ্টম্ভরি হও,
আত্মম্ভরি হ'তে যেও না,
ঠকবে,
দিলেও পাবে না কিছু । ৭৮৯৪ ।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-৩০

আকৃষ্ট ও আক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে
আপূরণী সন্দীপনায়
যেমনতর তাঁকে অনুসরণ করবে,
তিনিও তেমনি তোমাকে বরণ করবেন। ৭৮৯৫।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-৩২

চেও না,
তাঁরই অনুচর্য্যানিরত থাক—
অনুগ আচরণ-উদ্দীপনায়,
হৃদয় দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠবে,
ভরপুর হ'য়ে থাকবে। ৭৮৯৬।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-৪২

প্রবৃত্তির খোঁচগুলিকে ভেঙ্গে ফেল,
তাঁরই শ্রদ্ধায় অনুরঞ্জিত হও,
মান-অপমানের খতিয়ানে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ,
প্রতিটি ইঙ্গিত,
প্রতিটি অনুচর্য্যা
সবার ভেতর যেন তাঁরই সেবা করে,
শুভ-সুন্দর হ'য়ে উঠবে। ৭৮৯৭।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ৯-৪৫

প্রবৃত্তি ও প্রলুব্ধির ঘরে
আগুন দিয়ে
তারপর সদ্‌গুরুর কাছে যাও,
ভক্তিলাভের ঐ তো পথ। ৭৮৯৮।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ১০টা

তাঁর জন্য ব্যাকুল হও—
অকপটভাবে,

আকুল ক'রে তুলুক তোমাকে,—
ঐ উৎকণ্ঠ ব্যাকুলতাই
তোমার সব দুষ্ট প্রবৃত্তিকে
পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে। ৭৮৯৯।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ১০-১০

ইষ্টদ্রোহিতাকে বিষিয়ে মার,
শ্রদ্ধার মাথায় শিরস্ত্রাণ দাও,
জ্ঞানের তরবারি ধর,
সেবার বর্ম্ম প'রে এগিয়ে চল,
অগ্নিমুখ তোমার সহায় হোন। ৭৯০০।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ১০-২৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সেবা কর,
সম্পদলুব্ধ হ'তে যেও না। ৭৯০১।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ১০-৩৫

চাও—
কিন্তু ইষ্টার্থে,
স্বার্থচাহিদা-চঞ্চল
হ'তে যেও না,
ভুগবে—
কষ্ট পাবে। ৭৯০২।
১৭।১২।১৯৫৬, রাত ১০-৫৪

নিরাশী হও,
যা' সমীচীনভাবে পাও
তা'ই নাও,
প্রত্যাশা দ্বারা প্রতারিত হবে কম। ৭৯০৩।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৬-৩০

মমতা এড়াতে না পার,
মোহকে জলাঞ্জলি দাও—
যন্ত্রণা এড়াবে,
স্বস্তি অনেকখানি পাবে। ৭৯০৪।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৬-৫০

সুযোগ পেলেই মহাজনের সেবা কর—
একদম স্বার্থ-প্রত্যাশারহিত হ'য়ে,
ঐ সুযোগ ভাগ্যকে
সৌভাগ্য-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে। ৭৯০৫।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৬-৫৯

মহৎ-সেবার সময় পাও না,—
তার মানে তোমার দর বাড়াও,
দম্ভের মোসাহেব
তোমাকে পেয়ে বসেছে—
তা' কি তুমি বুঝতে পার না ? ৭৯০৬।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৭টা

যা'ই হও আর যেমনই হও,
সুবিধা পেলে
মহাপুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করবেই কি করবে,
মহৎচলনার ছিটেফোঁটায়ও
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
সৌভাগ্য সুদীপ্ত হবেই কি হবে। ৭৯০৭।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৭-১২

তুমি মানুষ,
মানুষের সাথে তোমার কোন দ্বন্দ্ব নেইকো,
যে-কেউই হো'ক না কেন,
সে তোমারই একটা অন্য অবস্থিতি ;

জীবন নিস্তব্ধ নয়কো,
দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, জরা, মৃত্যু—
এর সাথে লড়াই ক'রে
জয় লাভ কর,
তবে তো প্রকৃতিজয়ের সম্ভাবনা
তোমাতে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
অসৎ-নিরোধ ক'রে
এমনতরভাবেই
তোমার সত্তার প্রতিষ্ঠা কর—
অমরণ-অভিসারে ;
ধন্য হও তুমি,
ধন্য হো'ক সবাই। ৭৯০৮।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১২
জসিদির মাঠে।

ইষ্টে একায়িত নিষ্ঠা যাঁর
দুনিয়ার প্রত্যেকটির ভিতর
নিবিষ্টস্রোতা হ'য়ে চলেছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,—
মহাপুরুষ তো তিনিই। ৭৯০৯।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-২৫
জসিদির মাঠে।

স্বার্থ ও মান যেখানে যেমন
দলও সেখানে ততই তেমনতর
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় নিয়ে। ৭৯১০।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ৯-২৭

ঠাকুরের কদর তোমার কাছে
কতখানি সক্রিয় তৎপরতায়
বসবাস করে,

ঐ তো নিশানা—
ঠাকুরের কাছেও তোমার কদর কতখানি,
আর, দুনিয়ার কাছেই বা
তুমি কতটুকু কী? ৭৯১১।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ১০-৩

বিদ্বেষকে বিদায় দাও,
শুধু বিদায় কেন,
বিসর্জ্জন দাও,
ইষ্টার্থে লক্ষ্য রেখে
উভয়ে উভয়ের প্রতি
হৃদ্য অনুনয়নে মিলিত হও,
আর, এই চলনেই চল,
করায় কৃতী হ'য়ে ওঠ,
তবে তো তুমি ঈশ্বরের—
প্রিয়পরমের;
প্রীতিতেই প্রিয়পরম। ৭৯১২।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ১০-৩

হৃদয়ই হৃদয়ের আহুতি,
তোমার হৃদয়ের স্পর্শবোধই
অন্যের হৃদয়কে পাওয়ার
প্রবর্ত্তনা এনে দেয়। ৭৯১৩।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ১০-১০

প্রিয়কে যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পার,—
তোমার প্রীতি
স্বচ্ছ কিনা সন্দেহ। ৭৯১৪।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ১০-১০

প্রিয়কে, প্রীতিকে যদি
প্রতিষ্ঠা করতে না পার,
তোমার প্রীতি
স্বস্থ কিনা সন্দেহ। ৭৯১৫।
১৮।১২।১৯৫৬, সকাল ১০-১৫

তুমি যা'র প্রিয়—
তা'র প্রীতির সুবিধা নিয়ে
ধাপ্পাবাজির নানা কায়দায়
তা'র শোষক হ'তে যেও না,
ওর চাইতে হীন বিশ্বাসঘাতকতা
আর কী থাকতে পারে ?
বরং তা'র পোষক হও—
অন্যায্য শোষণকে নিরোধ ক'রে,
তা'তে ঐ পোষণা আদর-পোষণায়
তোমাকে পরিপোষিত করবে ;
ফল কথা, তাঁর স্বার্থ-সেবাই
তোমার অর্থ,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই
তোমার জীবন
তাঁতেই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে। ৭৯১৬।
১৮।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩

সবাই খারাপ—
এই বলে হাত নেড়ে যে ঘোষণা করছ—
বুঝতে পার না
তুমি কত খারাপ,
কত স্বার্থপর—
এইটেই প্রতিষ্ঠা করছ সবার কাছে ;
সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ—

যা'র সঙ্গে তোমার স্বার্থদ্বন্দ্ব,
সেই তোমার কাছে মন্দ। ৭৯১৭।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮টা

অন্যে অপবাদ দেওয়ার আগেই
যদি কেউ শত মুখে
তা'র অপবাদে প্রবৃত্ত হয়,
বুঝে নিও—
বুঝে নিও—
যে এমনভাবে অপবাদ দিচ্ছে
সাধারণতঃ সেই-ই দোষী;
নিজের সাফাই প্রচার করতেই
সাধারণতঃ লোকে অমনতর ক'রে থাকে। ৭৯১৮।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-৫
জসিদির মাঠে।

স্বার্থদ্বন্দ্বমূলক হামবড়ায়ী অভিযান
তোমার জীবনের অর্থকেও
অনর্থ ক'রে
হীনত্বের প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হ'য়ে থাকে;
আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিরত থেকে
সাধু স্বচ্ছল উপায়ে চল,
পরের সুখে সুখী হও,
দুঃখে দুঃখী হও,
সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমার সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হো'ক। ৭৯১৯।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১০
জসিদির মাঠে।

তুমি কেমন—
সেইটেই খতিয়ে দেখো,

খারাপ অপাঙ্‌ক্তেয় যদি কিছু থাকে
সেগুলির নিরাকরণ কর,
ভুলত্রুটিগুলিকে
পরিশুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা কর,
সমবেদনাপরায়ণ হও—
অন্যের অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে ;
সুখে থাক। ৭৯২০।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১৫
জসিদির মাঠে।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
আশ্রিতের অনুবেদনা নিয়ে চল,
করও তেমনি—
আশ্রয়কে যেমন ক'রে যত্ন করতে হয়—
তেমনতর—
হামবড়াইয়ের তোয়াক্কা না রেখে ;
ঘরে-ঘরে তোমার আশ্রয় দেখতে পাবে—
উন্নতিকে অবাধ ক'রে। ৭৯২১।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-২০

দ্বন্দ্ব ও বৈরীভাব যা'-কিছু আছে,
সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দাও—
অসৎকে এড়িয়ে,
নিরোধ ক'রে ;
সাত্বত চলনে চল,
হামবড়াই ছেড়ে
হৃদ্য অনুবেদনায়
সবাইকে বলও তা'ই ;
এমনি ক'রেই তোমার শ্রেয়-অভিযানকে

কল্যাণমণ্ডিত ক'রে চলতে থাক,
কল্যাণ কলস্রোতা ঐ পথেই। ৭৯২২।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-৩৫

জগৎজোড়া মা থাকলেও
তোমার মা-ই কিন্তু তাঁর প্রতিমা,
মাতৃ-অভিবাদন-অনুবেদনা নিয়ে
সবাইকে দেখ
বল
চল—
অসংরিক্ত হ'য়ে ;
মায়ের স্নেহসেচনা
তোমাকে সিক্ত ক'রে তুলুক—
ইষ্টনন্দনায়। ৭৯২৩।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-৪০
জসিদির মাঠে।

তুমি যে কত লোকের কাছে
কত লোকের বিষয়
কত কী বলেছ বা করেছ—
জেনে, না-জেনে,
শুনে, না-শুনে,
সবাই যদি তা' মনে রাখত
তবে তুমি দাঁড়াতে কোথায় ?
তোমার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখাই
কঠিন হ'ত,
কিন্তু তাদের মধ্যে কম লোকেরই
তোমার বিষয়ে কম কথাই মনে আছে
বা কিছু মনে নেই,
তথাপি তুমি ক'রেই যাচ্ছ—
আত্মবিবেচনা না ক'রে ;

তবে কেউ যদি তোমায় কিছু বলে
বা কিছু করে,
তুমি যদি তা' আঁকড়ে ধ'রে থাক,—
বিবেচনা ক'রে দেখ না—
তা'র ব্যক্তিত্বটাকে তুমি কী ক'রে ফেলছ ?
ভাল বল—
ভাল শুনতে পাবে,
ভাল কর—
প্রতিদানে ভাল করাই পাবে ;
মানুষ তোমায় কত সহ্য করে,
তুমি কি একটুও তা' কর ?
বরং অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে
তোমার সাধ্যের অতীত যা'
তেমনতর ধাক্কা দিতেও
কসুর কর না ;
দু'একদিনের সংস্রব
স্বার্থসম্বন্ধ স্বার্থবাদী যা'রা
তাদের কাছে ভালই হ'য়ে থাকে,
কথায় বলে—
যার সাথে ঘর কর নি
সে বড় ঘরণী,
যার রাঁধা খাও নি
সে বড় রাঁধুনি ;
তাই বলি—
দোষে-গুণে মানুষ,
ভাল বল,
ভাল শোন,
ভাল কর,
ভাল পাও—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
সমবেদনী তৎপরতায়,

তা'র ছিটেফোঁটাও
তোমাকে উচ্ছল-অঢেল ক'রে দেবে। ৭৯২৪।
১৯।১২।১৯৫৬, সকাল ৯-২০

যা'রা প্রীতির সুযোগ নিয়ে
ধাপ্পাবাজি তৎপরতায়
তথাকথিত প্রিয়কে ঠকিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি ক'রে থাকে,
তা'রা অত্যন্ত হীন, বিশ্বাসঘাতক,
ঘৃণ্য তো বটেই—
অসংশোধনীয় প্রায় ;
প্রীতির দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের অভিশাপ-অগ্নি
তাদের ভাগ্যদেবতাকে
দ্বন্দ্ব-পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। ৭৯২৫।
১৯।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দানগ্রাহী যখন দাতাকে অগ্রাহ্য করে,
দাতার পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে
যা'র হাত দিয়ে পাচ্ছে
তারই পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চলে,
তা' কিন্তু কৃতঘ্নতারই পরম নৈবেদ্য,
আর, অদৃষ্টের বিকটতম পরিহাস। ৭৯২৬।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৭-৫০
জসিদির মাঠ।

পরমপুরুষ যা'র যা'-কিছু প্রয়োজন
সবাইকে দিয়ে
অন্তরে আত্মগোপন ক'রে রইলেন—
অবজ্ঞাত হ'য়ে ;

আর, অকৃতজ্ঞতার তমসাচ্ছন্ন
ঘনায়িত তিমির-উচ্ছলায়
প্রকৃতির নিষ্ঠুর অভিশাপ
তাদের আচ্ছন্ন করে রইল—
তা' এখনও ;
তিনি ব্যাকুল আলোকেই
আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন। ৭৯২৭।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৭-৫৫
জসিদির মাঠ।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস
অট্টহাস্যে ঠাট্টা করতে থাকে
তখনই,
যখনই মানুষ পাওয়ার প্রলোভনে
দাতাকে অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকে। ৭৯২৮।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৮টা
জসিদির মাঠ।

যদি কেউ বলে—
সে দুইজনকে
দুনিয়ায় সব চেয়ে বেশী ভালবাসে,
তা' কিন্তু নিছক মিথ্যা,
দালালী বাহানা ছাড়া আর কিছু নয়কো ;
যে দুনিয়ায় একজনকে
সব চেয়ে বেশী ভালবাসে,
আর, তাতেই অন্তরাসী হ'য়ে
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেককে ভালবাসে—
কাজে ও কথায়,—
সে কিন্তু মহাপুরুষ। ৭৯২৯।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১০
জসিদির মাঠ।

যে

প্রিয়কে অন্তরে বহাল রাখতে

সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে

নানা বিবাদ-বিপর্য্যয়কে

উপেক্ষা ক'রেও

তাঁর নিদেশকে সত্তার মত প্রতিপালন করে

কাজে ও কথায়,—

সে নিশ্চয়ই সাধু—

তাতে সন্দেহ কিন্তু কমই ;

আর, অন্য বাধা-বিপত্তিতে

যে তা' পারে না,

মুহ্যমান অহঙ্কারী আহাম্মকের মত চলে,

যার বলা ও করাও তেমনি,

সে কিন্তু বাহানাবাজ

আহাম্মক অহংয়ের উপাসক। ৭৯৩০।

২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১৫

জসিদির মাঠ।

কা'রও অনুচর্য্যানিরতিতে

তাঁর ঈপ্সাপূরণে অবাধ অকাট্য যে—

অনন্যমনা তৃপ্তি-উচ্ছল হ'য়ে,

অনুরাগ সেখানে। ৭৯৩১।

২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-৩০

জসিদির মাঠ।

অকাট্য নেশায়

তুমি যা'র জন্য অতিষ্ঠ হ'য়ে থাক—

কৃতিতৎপর সন্ধিৎসায়,—

ব্যাকুলতা সেখানে ;

আবার, যা'র জন্য

যে-চলনে চলতে

তোমার আবোল-তাবোল যা'-কিছুকে
অবজ্ঞা ক'রে চলতে পারছ,
বুঝে নিও—
নেশা
ক্রমপদক্ষেপে
আগলে ধরছে তোমাকে। ৭৯৩২।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-৩১
জসিদির মাঠ।

তা' সে যেই হো'ক না কেন,
তোমার ইষ্ট বা প্রিয়-প্রীতির
ব্যতিক্রম-সংঘটন-প্রয়াসশীল কিছু বোধ করলে
সুযুক্তশীলতায় হৃদ্য পরাক্রমে
তা'র নিরসন কর,
তৃপ্তি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার পরাক্রমও হৃদ্য হ'য়ে উঠুক,
আত্মপ্রসাদে সম্বর্দ্ধিত হও ও কর—
কথায় ও কাজে। ৭৯৩৩।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৯-৩০
জসিদির মাঠ।

অহঙ্কারী আত্মম্ভরি যা'রা—
বেয়াদবী চালচলন নিয়ে
পরাক্রম অনুভব করে,
তা'রা প্রায়ই অকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকে,
অনিষ্টপ্রয়াসী হ'য়ে থাকে,
মিথ্যাচারপরায়ণও হ'য়ে থাকে,
দোদলবান্ধাগিরির ভিতর-দিয়েই
তা'রা গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকে। ৭৯৩৪।
২০।১২।১৯৫৬, সকাল ৯-৫০

যা'রা মানুষকে সহ্য ক'রে
আপনার ক'রে নিতে পারে না,
নিজের গণ্ডী ছাড়া
অন্য যা'-কিছু
তা'কেই অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
কা'রো পোষক নয় যা'রা—
অবশ্য নিজের গণ্ডীর বাহিরে—
তা'রা লোকসম্পদহারা, হীন,
দুষ্ট দারিদ্র্যই তাদের ব্যক্তিত্বকে
আগলে ধ'রে আছে । ৭৯৩৫ ।
২০।১২।১৯৫৬, বেলা ১০-৪৫

প্রবৃত্তির সমস্ত বাধা বা খেয়াল দমন করতে
যদি তোমার এমন কেউ
শুভসন্দীপী শ্রেয় না থাকেন,
যাঁ'র জন্য বা যাঁ'র নিদেশে
সমস্ত কিছু পায়ে ঠেলে চলতে পার,
তবে তুমি মাথা তুলে
দাঁড়াবে কি ক'রে ? ৭৯৩৬ ।
২০।১২।১৯৫৬, বেলা ১১-৩১

ব্যস্ত প্রাণকে যদি সুস্থ করতে না পার,
তবে সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত ক'রে লাভ কি ? ৭৯৩৭ ।
২০।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার পা দুটোকে
খোঁড়া ক'রে ফেল না,—
তা হ'লে ভারাক্রান্তের বোঝা
কি ক'রে বইবে ? ৭৯৩৮ ।
২০।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-১০

যখনই কেউ তা'র
শ্রেয়, প্রেয় বা ইষ্টের অভিপ্রায়কে
অবজ্ঞা ক'রে চলে,
তখনই সে তাঁ' হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে—
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট হ'য়ে,—
আশীর্ব্বাদ তখন
বরবাদেই আত্মবিলয় ক'রে ;
আর, যখনই কেউ
তার প্রিয় বা ইষ্টের অভিপ্রায়কে
স্বতঃপ্রণোদনায়
আঁকড়ে ধ'রে চলতে থাকে—
আপূরণী তৎপরতা নিয়ে,
আসেবনার নৈবেদ্য ক'রে নিজেকে,
তখনই সে তাঁতে
সংস্থিতি লাভ করে,
আশীর্ব্বাদ স্বতঃ-উচ্ছলায়
শুভসুন্দরে প্রতিষ্ঠা ক'রেই
চলতে থাকে তাকে । ৭৯৩৯ ।
২০।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬-৩০

নিষ্ঠাবিহীন বাস্তবতা নিয়ে যা'রা চলে—
তাদের চেষ্টা
অন্বিত সঙ্গতির সার্থকতায়
মূর্ত্তিলাভ করে কমই,—
বিচ্ছিন্নতায় ও বিভ্রান্তিতে
আত্ম-নিমজ্জিত করতেই
দেখা যায় বেশী । ৭৯৪০ ।
২১।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সূচীপত্র

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭২৯৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪২	চাও, করও তেমনি বিহিতভাবে	১
৭২৯৮	"	৫৪	সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত	২
৭২৯৯	আদর্শ-বিনায়ক	১০৫	সাবধান থেকো নকল প্রেরিতদের থেকে	২
৭৩০০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৪	যারা শুধুমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান-ভগবান ক'রে	৩
৭৩০১	আচার-চর্য্যা ২য়	১৩৩	তাদের থেকে ভয়ের বেশী কিছু নেই	৪
৭৩০২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৩৯	যে কেউ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রিয়পরমকে আপনার ব'লে	৪
৭৩০৩	আদর্শ-বিনায়ক	১০০	ভেবো না প্রেরিতপুরুষ দুনিয়ায় শান্তি দিতেই	৪
৭৩০৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৩৮	যারা পিতামাতাকে প্রিয়পরম হতে বেশী	৫
৭৩০৫	"	১৩৬	যে তার জীবনস্বার্থের অনুসন্ধানেই	৬
৭৩০৬	"	১৩৭	যারা প্রিয়পরমকে ভালবাসে, তাদের যদি কেউ	৬
৭৩০৭	"	১৪৫	যে প্রেরিতপুরুষকে প্রেরিতপুরুষ ব'লে গ্রহণ করে	৬
৭৩০৮	সেবা-বিধায়না	২২	যারা প্রিয়পরম-অনুগতিসম্পন্ন	৭
৭৩০৯	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৩২	ধন্য সেই, সার্থক সেই, যে কোন-কিছুতেই	৭
৭৩১০	"	১৩৩	প্রিয়পরমের যা' কিছু সবই পরমপিতার অবদান	৭
৭৩১১	"	১৩৪	তোমরা প্রিয়পরমের কাছে যাও	৮
৭৩১২	"	১৩৫	যে প্রিয়পরমে অনুগতিসম্পন্ন নয়	৮

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৩১৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১১৬	সবাই ক্ষমা পাবে, তা' তারা	৯
৭৩১৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৫১	তোমার জীবনবৃক্ষকে শুভ-বিনায়িত	৯
৭৩১৫	আচার-চর্য্যা ২য়	২৫৪	ভাল মানুষ তার অন্তঃস্থ শুভ-সমাবেশ হ'তে	৯
৭৩১৬	সদ্-বিধায়না ২য়	৩৮	জেনে রেখো বিচারের দিন যখনই আসুক	৯
৭৩১৭	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৬৮	যার আছে. সে আরো পাবে	১০
৭৩১৮	আচার-চর্য্যা ২য়	১২১	তুমি শুনছ, কেবল শুনেই যাচ্ছ	১০
৭৩১৯	তপোবিধায়না ২য়	১৬৭	ধন্য তারাই, সার্থক সম্বেগশীল তারাই	১১
৭৩২০	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৩৮	যারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না	১১
৭৩২১	আদর্শ-বিনায়ক	১১৪	যিনি প্রেরিতপুরুষ তিনি যেখানেই যান	১১
৭৩২২	,,	৫৬	সুকেন্দ্রিক অনুগতিহীন মন্দমতি যারা	১২
৭৩২৩	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৫২	পরমপিতা যে বৃক্ষ রোপণ করেন নি	১৩
৭৩২৪	,,	৩১	অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না	১৩
৭৩২৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৩০	যদি প্রিয়পরমের কাছে যেতে চাও	১৩
৭৩২৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৬	ভরদুনিয়াটাকেও যদি পাও	১৩
৭৩২৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬৭	যদি সর্ষপের মত এককণা বিশ্বাসও	১৪
৭৩২৮	আচার-চর্য্যা ২য়	২১৩	একনিষ্ঠ প্রীতিপরায়ণ দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানবৃদ্ধ	১৪

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৩২৯	চর্য্যাসূক্ত	১৪	সব্বর্সঙ্গীতির সহিত তোমরা দুইজনেও	১৪
৭৩৩০	বিবাহ-বিধায়না	১৬৯	প্রিয়পরম দৃঢ়নিশ্চয়ে বলেন, যারা স্ত্রীকে বর্জ্জন	১৫
৭৩৩১	আদর্শ-বিনায়ক	১০	প্রিয়পরমের অনুজ্ঞার ছয়টি স্তম্ভ হ'চ্ছে	১৫
৭৩৩২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৯	প্রিয়পরম ব'লে থাকেন, আমি বাস্তব	১৫
৭৩৩৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৪০	প্রিয়পরম-সঙ্গীতির জন্য, তৎকর্ম্ম নিরতি	১৬
৭৩৩৪	,,	১৮৯	যারা এখন প্রথম ব'লে পরিগণিত	১৬
৭৩৩৫	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৩৭	রাজাকে যা' দেয়, তা' রাজাকেই দাও	১৬
৭৩৩৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৪১	প্রিয়পরমের প্রথম ও প্রধান নিদেশই	১৭
৭৩৩৭	আচার-চর্য্যা ২য়	৭৫	তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের	১৭
৭৩৩৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১২৯	সজাগ থেকো, কারণ প্রিয়পরম কখন	১৮
৭৩৩৯	সেবা-বিধায়না	২০১	তোমার জীবনে মহার্ঘ্য যা' তাইই	১৮
৭৩৪০	বিকৃতি-বিনায়না	৪২	সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে সতর্ক থেকো	১৯
৭৩৪১	আদর্শ-বিনায়ক	১৬৫	প্রিয়পরমই জীবনের পরম আহার্য্য	১৯
৭৩৪২	নিষ্ঠা-বিধায়না (নম্বরহীন প্রথম বাণী)		প্রিয়পরমই জগতের আলো	২০
৭৩৪৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৫৬	যারা অজ্ঞ, জীবনেই মৃত হয়ে আছে	২০
৭৩৪৪	,,	৫৭	প্রিয়পরমই জীবনের পরম উত্থান	২০
৭৩৪৫	আদর্শ-বিনায়ক	৯	প্রিয়পরমই পরম বর্ত্ম	২১
৭৩৪৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২০	স্বর্গরাজ্য একটা জীয়ন্ত দম্বল	২১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৩৪৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২১	আরো বলি, স্বর্গরাজ্য একটা অতুলনীয়	২১
৭৩৪৮	,,	১২২	আরো শোন, স্বর্গরাজ্য একটা জালের মত	২১
৭৩৪৯	যাজীসূক্ত	৮৯	প্রিয়পরম যা' অন্ধকারে বলেছেন	২২
৭৩৫০	তপোবিধায়না ২য়	৭০	এমন কিছুই আবৃত নেই, যা' উন্মুক্ত	২২
৭৩৫১	বিবাহ-বিধায়না	১৭১	তুমি তোমার স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে	২৩
৭৩৫২	সমাজ-সন্দীপনা	২৪৪	নিরোধ কর, কিন্তু বিহিতভাবে	২৩
৭৩৫৩	আদর্শ-বিনায়ক	১৮৩	তুমি যার উপর দাঁড়িয়ে, যে বিধায়নাকে	২৩
৭৩৫৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬	ঈশ্বরে, প্রিয়পরমে তুমি স্বান্ত হয়ে	২৫
৭৩৫৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৪১	যে বিশাসিত বিনায়নার ভিতর দিয়ে	২৫
৭৩৫৬	যাজীসূক্ত	১০৯	যদি কারো কাছে তোমার প্রিয়-পরমের কথাই	২৫
৭৩৫৭	আদর্শ-বিনায়ক	১৪৮	স্ত্রীলোকের যেমন দুটি স্বামী হয় না	২৭
৭৩৫৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৫৪	ধৰ্ম্ম মানেই যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে	২৯
৭৩৫৯	,,	৭৯	পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়	৩০
৭৩৬০	তপোবিধায়না ২য়	১১	ঈশ্বর সব যা'কিছুরই ধারণপালনী	৩০
৭৩৬১	শিক্ষা-বিধায়না	১০৯	যেখানে অজ্ঞ-অভিব্যক্তি কুশলপ্রসূ	৩২
৭৩৬২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৫৩	উত্তাল হয়ে ওঠ উন্নতির অবাধ উৎসারণায়	৩২
৭৩৬৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৫৩	যাঁকে ছাড়া তোমার চলেই না	৩৩
৭৩৬৪	সেবা-বিধায়না	১৯	আচার্য্যের কাছে নেবে অনুশাসন-বার্ত্তা	৩৪
৭৩৬৫	বিধান-বিনায়ক	১৫৩	তোমার ইষ্ট বা প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ	৩৫
৭৩৬৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২২২	তোমার হিসাব-কষাকষি ন্যায়ের বিচার	৩৬
৭৩৬৭	কৃতি-বিধায়না	৩৩৯	যা' করবে তার পুরোপুরি দায়িত্ব	৩৭

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৩৬৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৩০	প্রিয়পরমকে ভালবাস, তোমার যা'কিছু আছে	৩৭
৭৩৬৯	”	২৬৭	মনে রেখো ঈশ্বর এক, আর প্রেরিত-পুরুষ	৩৮
৭৩৭০	আদর্শ-বিনায়ক	১৩৬	ধারণপালনী সম্বেগ দ্যোতন-প্রেরণায়	৩৯
৭৩৭১	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৭২	যুক্ত থাক তীব্র আগ্রহ নিয়ে	৪০
৭৩৭২	দর্শন-বিধায়না	৩০০	বপ্তার জীয়ন-প্রেরণাকে তার প্রকৃতি	৪০
৭৩৭৩	আশিসবাণী ১ম	৫০	জীবনতপের পরম তপনই হচ্ছেন	৪২
৭৩৭৪	আর্য্যকৃষ্টি	১২৩	তুমি বেড়ে চল, এগিয়ে যাও	৪৪
৭৩৭৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৭২	সন্ধিৎসার চক্ষু নিয়ে সন্ধিৎসু চলনেই	৪৫
৭৩৭৬	”	২৭৩	তুমি অকিঞ্চন হও, অকিঞ্চনতা তোমার	৪৭
৭৩৭৭	তপোবিধায়না ২য়	৩	ব্যক্ত ঈশ্বরে নিয়োজিত হও	৪৮
৭৩৭৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৫০	যিনি প্রিয়পরম, ইষ্ট যিনি, শ্রেয়-প্রেয়	৪৮
৭৩৭৯	সদ্-বিধায়না ২য়	৪১	দাম্ভিক অহং ভ্রান্তিকে আমন্ত্রণ ক'রে	৪৯
৭৩৮০	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৯১	অপরাধী যে, হৃদ্য অনুকম্পী অনুচর্য্যায়	৪৯
৭৩৮১	আচার-চর্য্যা ২য়	১৬৫	যারা ইষ্টীপূত বোধদীপী	৫০
৭৩৮২	বিবাহ-বিধায়না	১৬	আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণ, কুল, আচারের সাথে	৫০
৭৩৮৩	”	১৪	যে বিবাহে কুলমর্য্যাদা অপঘাতদুষ্ট	৫১
৭৩৮৪	বিকৃতি-বিনায়না	৬১	মহাপুরুষদের নিন্দা করো না	৫১
৭৩৮৫	কৃতি-বিধায়না	২২৪	সুকেন্দ্রিক হও, শুভসন্ধিৎসু হ'য়ে	৫১
৭৩৮৬	তপোবিধায়না ২য়	১৬১	প্রাপ্তি মানেই আপন করে নেওয়া	৫২
৭৩৮৭	আচার-চর্য্যা ২য়	১৭৮	পছন্দের যদি ছান্দিক সঙ্গতি	৫২
৭৩৮৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৩০	ব্যবস্থা যদি সুব্যবস্থ না হয়	৫২
৭৩৮৯	আচার-চর্য্যা ২য়	২৩৭	যারা হীনম্মন্য কাপট্যের বশীভূত হ'য়ে	৫৩
৭৩৯০	”	৮৮	যারা হীনম্মন্য দাম্ভিক দোষদর্শী	৫৩
৭৩৯১	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৩৮	শ্রেয়কে যদি না ধর	৫৪
৭৩৯২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৩০৪	ইষ্টীপূত হয়ে ওঠ সবভাবে	৫৪
৭৩৯৩	”	১৫	ঈশ্বর দুনিয়ায় সার্ব্বজনীনভাবে	৫৬

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৩৯৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	১০১	যদি বাস্তবতাকে বাস্তবভাবেই বোধ	৫৬
৭৩৯৫	কৃতি-বিধায়না	২৪৬	লাখ চেষ্টা কর যদি কৃতকার্য্য	৫৭
৭৩৯৬	দেবীসূক্ত	৯৭	নারীর সুজাতক-জননী হতে গেলেই	৫৭
৭৩৯৭	সদ্-বিধায়না ২য়	৯৭	যে কাউকে সমীচীন তৎপরতা নিয়ে	৫৯
৭৩৯৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১১০	তোমার বরেণ্য যিনি, আচার্য্য যিনি	৬০
৭৩৯৯	বিবাহ-বিধায়না	১৩৭	জীবনের দৌড় হয়তো ভালই দৌড়েছ	৬১
৭৪০০	সদ্-বিধায়না ২য়	৭০	কারো যদি আপনার হয়ে উঠতে না পার	৬১
৭৪০১	বিধান-বিনায়ক	৩৫৯	যে দেশের আত্মিক ঐশ্বর্য্য যা'	৬২
৭৪০২	আর্য্যকৃষ্টি	১৮	সতী-সম্ভার-সজ্জিত আদর্শ, ধর্ম্ম	৬৩
৭৪০৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৭	সম্যকভাবে চল, সম্যক-অন্তর্জী হও	৬৪
৭৪০৪	"	১৫৮	ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের ভাবালু অর্চ্চনা	৬৫
৭৪০৫	সদ্-বিধায়না ২য়	১১০	তোমার আশ্রম-প্রাঙ্গণ অভিমুখে যাঁরা	৬৫
৭৪০৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৮৮	চাহিদা-অনুপাতিক চলন অর্থাৎ	৬৮
৭৪০৭	আচার-চর্য্যা ২য়	১৪৫	কাউকে মৌখিকভাবে শুভ সহযোগিতা	৬৯
৭৪০৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৪৬	প্রিয়পরমের আভাস যে ব্যক্তিত্বে বসবাস	৬৯
৭৪০৯	"	১৯৬	ইষ্টীপূত নিরতি-তৎপরতায় সুবিনায়িত	৬৯
৭৪১০	আদর্শ-বিনায়ক	১৪৯	যিনি আচার্য্য, মহৎ যিনি	৭০
৭৪১১	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪৩	যদি ভালই চাও, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে	৭১
৭৪১২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৭৬	যার চিত্ত-বিনোদন-প্রবৃত্তি তোমাকে	৭২
৭৪১৩	কৃতি-বিধায়না	৩২৯	যে যেমন যোগ্যতাপালী	৭৩
৭৪১৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৭৮	স্বার্থ বা আত্মগৌরব-সমীক্ষা যেখানে	৭৩
৭৪১৫	যাজীসূক্ত	৮৭	কারো কাছে কোন কথা ব'লতে গিয়ে	৭৪
৭৪১৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২০৪	কারো প্রতি ঘৃণা, আক্রোশ, ভয়	৭৫
৭৪১৭	বিধান-বিনায়ক	২১৫	তুমি নিজে ইষ্টীপূত হয়ে চল	৭৫
৭৪১৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬৫	তোমার চিত্ত ইষ্টার্থে উদাত্ত উন্মুখতায়	৭৭
৭৪১৯	সেবা-বিধায়না	৬৩	দয়া কর, পালন-পরিচর্য্যায়	৭৮
৭৪২০	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৫৭	মেয়েদের সাথে বেশী মাখামাখি করতে	৭৮
৭৪২১	আচার-চর্য্যা ২য়	১৭৬	সুকেন্দ্রিক ধৈর্য্যশীল সুখসন্দীপী স্বভাবই	৭৮

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৪২২	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৪০	প্রস্তুতি নিয়ে চল সবরকমে	৭৮
৭৪২৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৫১	পাবে না কিছুই, হবেও না কিছু	৭৯
৭৪২৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২১৬	সম্যক সুকেন্দ্রিকতা, সম্যক জনন, সম্যক করণ	৭৯
৭৪২৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৫৯	প্রেমই বল, প্রীতিই বল	৮০
৭৪২৬	বিধান-বিনায়ক	২০৩	মন্ত্রীদের ধীমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয়ই	৮০
৭৪২৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৪৬	নিষ্ঠানন্দিত হয়ে থাক বাক্যে	৮২
৭৪২৮	কৃতি-বিধায়না	২২৩	বিগত কৃতি-চলন সুবীক্ষণী তৎপরতায়	৮২
৭৪২৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৮	তোমার প্রিয়পরমকে উপচয়ী গৌরবদীপ্ত	৮২
৭৪২৯(ক)	আশিস্‌বাণী ১ম	৫১	বড় খোকা ! তুমি শুভসম্বর্দ্ধনী	৮৩
৭৪৩০	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৫৮	তোমার প্রীতি যেন প্রিয়কে পরিপালনই	৮৫
৭৪৩১	কৃতি-বিধায়না	৬৪	যা' তোমার জীবনে কৃতি-অভিনিবেশ নিয়ে	৮৫
৭৪৩২	"	২০২	তুমি কর, আর করার প্রাণন-মরকোচই	৮৬
৭৪৩৩	"	৯৭	কাউকে হনন করে আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠায়	৮৮
৭৪৩৪	আচার-চর্য্যা ২য়	৩০১	দুষ্ট ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণই হচ্ছে	৮৮
৭৪৩৫	সদ্-বিধায়না ২য়	৬৪	তোমার অন্তরে যখন যে-বিষয়ে যে-ব্যাপারে	৯০
৭৪৩৬	কৃতি-বিধায়না	৩১০	গোঁ যার ইষ্টীপূত	৯১
৭৪৩৭	"	৩৩০	তোমার ইচ্ছা, অভিনিবেশ ও কৃতিচলন	৯১
৭৪৩৮	সদ্-বিধায়না ২য়	১৪	সহ্য কর, বিরক্ত হ'য়ো না	৯১
৭৪৩৯	কৃতি-বিধায়না	২০৬	যা' শুভ সত্তাপোষণী	৯১
৭৪৪০	সমাজ-সন্দীপনা	২৮১	অসৎ যা', অপলাপী যা'	৯২
৭৪৪১	বিকৃতি-বিনায়না	২৬৭	প্রীতি যেখানে প্রতিঘাতেও অটল	৯২

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৪৪২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬৫	ইষ্টীপূতে যিনি অচ্যুত নিষ্ঠায়	৯২
৭৪৪৩	কৃতি-বিধায়না	৫০	অলস নির্ভরশীল হওয়ার থেকে	৯২
৭৪৪৪	আচার-চর্য্যা ২য়	১৭৩	সুকেন্দ্রিক হও, ইষ্টার্থ-অভিনিবেশী হও	৯৩
৭৪৪৫	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৫৮	বৃদ্ধ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞদের কথা	৯৩
৭৪৪৬	আদর্শ-বিনায়ক	৯৩	দেশকালপাত্রের অবস্থা ও প্রয়োজন-মাফিক	৯৩
৭৪৪৭	সেবা-বিধায়না	৭৪	না ক'রেও যে পেতে চায়	৯৫
৭৪৪৮	”	১৭	কেউ যদি ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের জন্য	৯৫
৭৪৪৯	আচার-চর্য্যা ২য়	১৬৯	যে সুকেন্দ্রিক নয়	৯৫
৭৪৫০	কৃতি-বিধায়না	৪৮	অনুশীলন-তৎপর যারা	৯৫
৭৪৫১	আর্য্যকৃষ্টি	৪৬	দাম্ভিক হয়ো না	৯৫
৭৪৫২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২১৭	তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক সম্বেগসম্বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত	৯৬
৭৪৫৩	আচার-চর্য্যা ২য়	২৬২	সত্য বা বাস্তবিকতায় যাদের আস্থা	৯৭
৭৪৫৪	”	২৩২	যারা ইষ্ট বা আদর্শের ধার ধারে না	৯৭
৭৪৫৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১১৪	যারা নিজেকেই নিজের উপাস্য ভাবে	৯৭
৭৪৫৬	আচার-চর্য্যা ২য়	১১৫	হোক না হোক ব্যাপারেই যারা মচকে যায়	৯৮
৭৪৫৭	”	১১৮	পরাক্রম থেকেও যারা সন্ধিৎসাহারা	৯৮
৭৪৫৮	বিকৃতি-বিনায়না	২৭৫	কৃতজ্ঞতার কথা যতই বলুক	৯৮
৭৪৫৯	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	৫৩	কোন বাদ-বিসম্বাদের উপরম	৯৮
৭৪৬০	আচার-চর্য্যা ২য়	২৭০	যারা নিজের দোষ, অন্যায় বা ঔচিত্যকে	৯৯
৭৪৬১	কৃতি-বিধায়না	৭১	বাস্তব পরিচর্য্যায় হৃদ্য তৎপরতা নিয়ে	৯৯
৭৪৬২	বিকৃতি-বিনায়না	৬০	দোষদৃষ্টি, স্বার্থসঙ্কীর্ণ অনুচলন	১০০
৭৪৬৩	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৯	দুষ্ট যা' তার সমর্থন	১০০
৭৪৬৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২২০	ইহকালকে বাদ দিয়ে	১০০
৭৪৬৫	”	২৩৩	পূজাপাব্বর্ণ যাই কর না	১০১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৪৬৬	সদ্-বিধায়না ২য়	৪০	তোমার বিনয় বা দীনভাব যেখানে	১০১
৭৪৬৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৫	যদি সুখীই হতে চাও	১০২
৭৪৬৮	,,	২১৯	কর্ম্মক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র	১০৩
৭৪৬৯	আচার-চর্য্যা ২য়	৩১৬	যারা মিথ্যা মর্য্যাদা বা গৌরবলুব্ধ	১০৩
৭৪৭০	কৃতি-বিধায়না		তুমি যে ব্যাপারে যতই কৃতী হ'য়ে উঠবে	১০৫
৭৪৭১	বিকৃতি-বিনায়না	১২	হিংস্র পরশ্রীকাতরতা	১০৬
৭৪৭২	আদর্শ-বিনায়ক	৮	প্রিয়পরমের স্মৃতিচিহ্নিবদ্ধ	১০৬
৭৪৭৩	সেবা-বিধায়না	২৭০	অভাবীকে সহানুভূতির চক্ষে দেখ	১০৬
৭৪৭৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১২২	প্রীতি, দরদী অনুকম্পা	১০৬
৭৪৭৫	আশিস্‌বাণী ১ম	৫২	আদর্শে উদ্দাম হয়ে ওঠে	১০৭
৭৪৭৬	আর্য্যকৃষ্টি	৯২	মানুষ যখন তার অন্তঃস্থ উচ্ছল উন্মাদনা	১০৯
৭৪৭৭	আচার-চর্য্যা ২য়	১২৩	না-পারার কৈফিয়ত যার যেমনতর	১১২
৭৪৭৮	বিবিধসূক্ত ১ম (কর্ম্ম)	২	না-পারার কৈফিয়ত যার যত শক্ত	১১২
৭৪৭৯	আচার-চর্য্যা ২য়	১৭৪	চলন যার যত অনিয়ন্ত্রিত, অস্থির	১১২
৭৪৮০	বিকৃতি-বিনায়না	১৪৬	স্বস্তিচর্য্যাহারা প্রবৃত্তি-পূজারী	১১২
৭৪৮১	সমাজ-সন্দীপনা	৮	ইষ্টার্থ যার সহজ ও সলীলভাবে	১১২
৭৪৮২	আচার-চর্য্যা ২য়	২৫১	পরার্থ-পরিপোষণা যার অন্ধ	১১৩
৭৪৮৩	সমাজ-সন্দীপনা	১৯	যোগ্যতার বিনয়ী বিন্যাস	১১৩
৭৪৮৪	বিকৃতি-বিনায়না	১৫০	প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট স্বার্থসন্ধুক্ষা	১১৩
৭৪৮৫	,,	১৫১	স্বার্থলুব্ধতা, ইষ্টার্থী অনুচলন	১১৩
৭৪৮৬	তপোবিধায়না ২য়	১২৫	শ্রেয়নিদেশ শিরোধার্য্য কর	১১৩
৭৪৮৭	চর্য্যাসূক্ত	৯৩	যে সংঘাতে তুমি যেমনতর ভেঙ্গে পড়লে	১১৫
৭৪৮৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২০৮	তুমি যেমন তোমার প্রতি অর্থাৎ	১১৫
৭৪৮৯	,,	১৯৮	সব পাওয়া, সব চাওয়া	১১৬
৭৪৯০	,,	২১২	চাওয়া-পাওয়ার লুব্ধ আকূতির আপূরণায়	১১৭

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৪৯১	তপোবিধায়না ২য়	১৫৮	তোমার সব চাওয়া, সব না-চাওয়া	১১৭
৭৪৯২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৮৬	অনুরাগ যখন সেবামুখর কৃতি-উন্মাদনায়	১১৮
৭৪৯৩	,,	২৫২	যা'রা প্রিয়পরমকে ভালবাসে	১১৮
৭৪৯৪	বিবিধসূক্ত ১ম (কর্ম্ম)	২২	যে কাজ গ্রহণ করবে, তাকে	১২০
৭৪৯৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২১৪	ইষ্টলালসা তোমার যখন আগ্রহদীপ্ত	১২০
৭৪৯৬	দর্শন-বিধায়না	১২৩	ঈশ্বরেই সমান্তরাল ও বিপরীত যা'-কিছু	১২১
৭৪৯৭	বিকৃতি-বিনায়না	৩০০	কৃতঘ্নতাকে যে বা যারা সমর্থন করে	১২২
৭৪৯৮	নীতি-বিধায়না	৫১	কোন কিছু বুঝবার আগেই	১২২
৭৪৯৯	,,	১৮৫	কারো অযথা বীতরাগের পাত্র হ'তে	১২২
৭৫০০	সমাজ-সন্দীপনা	২৬৩	তোমার ইষ্টই হোন, শ্রেয় বা প্রেয়ই হোন	১২৩
৭৫০১	তপোবিধায়না ২য়	১১৮	ইষ্টে যার আরতি নেই	১২৪
৭৫০২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২১৪	সত্তায়, জীবনে ধর্ম্ম জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে	১২৪
৭৫০৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২২০	তোমার শ্রেয় যিনি, প্রেয় যিনি, শ্রদ্ধার পাত্র যিনি	১২৫
৭৫০৪	নীতি-বিধায়না	৪১	নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও	১২৬
৭৫০৫	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৩৪	সুকৃতিকে সম্মান দেওয়া	১২৬
৭৫০৬	নীতি-বিধায়না	৩৯	কাউকে যদি আপনার করে নিতে চাও	১২৬
৭৫০৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২০০	ধর্ম্মানুশাসনে তোমার করণীয় যা কিছুকে	১২৬
৭৫০৮	,,	১৯৫	তোমার ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা বাস্তব-তৎপরতায়	১২৭
৭৫০৯	সেবা-বিধায়না	৩২	তুমি মানুষের ব্যতিক্রমকে নিরোধ করে	১২৭

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৫১০	তপোবিধায়না ২য়	১৭৪	দেখ, শোন, ছোট্ট একটু কথা, তোমার	১২৭
৭৫১১	চর্য্যাসূক্ত	১৫৯	শোন ঋত্বিক! শোন অধ্বর্য্যু! শোন যাজক!	১২৯
৭৫১২	বিবিধসূক্ত ১ম (নীতি)	২১	চাও তো চল ঠিক ঠিক তেমনি ক'রে	১৩১
৭৫১৩	সেবা-বিধায়না	২৪১	বেগার-প্রথাকে ত্যাগ করো না	১৩১
৭৫১৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১০২	যে পূজা বা যে আরাধনা তোমার ব্যক্তিত্বে	১৩২
৭৫১৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৪৭	পরমপিতাকে ভালবাস	১৩৩
৭৫১৬	,,	১২৭	যুক্তির পরিচর্য্যায় যে প্রীতি গজিয়ে ওঠে	১৩৩
৭৫১৭	,,	১৫৮	প্রীতি যখন দরদী অনুকম্পায়	১৩৩
৭৫১৮	সদ্-বিধায়না ১ম	৭৭	কেউ তোমাকে ভালই ভাবুক	১৩৪
৭৫১৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬১	তোমার শ্রেয়ই হোন, প্রেয়ই হোন, আচার্য্য	১৩৫
৭৫২০	সেবা-বিধায়না	২২৮	যারা সেবা-সন্ধিৎসু, অর্জন-উন্মুখ	১৩৬
৭৫২১	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	১৬	অনুচর্য্যাহারা ভিক্ষা	১৩৭
৭৫২২	বিধান-বিনায়ক	৩৪৮	যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করতে যেও না	১৩৭
৭৫২৩	সদ্-বিধায়না ১ম	২০১	প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যথাসম্ভব দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত	১৩৮
৭৫২৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৪৪	যখনই দেখছ যাঁকে তুমি প্রিয়পরম ব'লে	১৩৯
৭৫২৫	কৃতি-বিনায়না	১২	করার ভিতর দিয়ে হওয়ার আবেগ	১৪০
৭৫২৬	সমাজ-সন্দীপনা	৯৬	চাও, কিন্তু চাহিদা-অনুগ চলনে	১৪০
৭৫২৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২১৮	যেখানে শ্রেয়পূজা বা শ্রেয়প্রীতি	১৪১
৭৫২৮	আশিস্‌বাণী ১ম	৫৩	জীবন চায় ধৃতি, ধারণপোষণ	১৪২
৭৫২৯	আচার-চর্য্যা ২য়	২৭৭	যারা নিজের অভাব-অনটনের কথা	১৪৪
৭৫৩০	,,	১৫১	যে তোমাকে পেয়ে তৃপ্ত হয়	১৪৪

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৫৩১	সেবা-বিধায়না	২০৭	তোমার অন্তর্নিহিত সম্বেগ সুকেন্দ্রিক	১৪৫
৭৫৩২	তপোবিধায়না ২য়	৬০	তোমার তপস্যার ক্ষেত্র সেখানেই	১৪৬
৭৫৩৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৯৪	প্রতিটি পরিবারে পর্ব্বত প্রমাণ অর্থনৈতিক উন্নতি	১৪৬
৭৫৩৪	সেবা-বিধায়না	২৭৫	বেশ করে স্মরণে রেখো জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে	১৪৮
৭৫৩৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১০৭	যে মন্দিরে প্রীতি বা ভক্তিকে ভাঙ্গিয়ে	১৫০
৭৫৩৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৬৯	কারো প্রীতিপ্রসন্ন অবদান যদি কিছু পাও	১৫০
৭৫৩৭	,,	১৭৯	তোমার স্বার্থই যেখানে প্রিয়প্রীতি	১৫১
৭৫৩৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৬৭	যা' হ'তে বা পেতে যেমনতর নিষ্ঠা	১৫২
৭৫৩৯	তপোবিধায়না ২য়	১১৯	যাঁকে তুমি তোমার জীবনের মুখ্য আশ্রয়	১৫২
৭৫৪০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১১	বাদলুব্ধ হতে যেও না	১৫৩
৭৫৪১	,,	১৭	যারা ভাবালুতাকেই শান্তি-আখ্যায় আখ্যায়িত	১৫৪
৭৫৪২	,,	১৭০	ইষ্টার্থ-প্রদীপনী নির্দ্ধারিত কর্ম্মের	১৫৪
৭৫৪৩	,,	২৫০	যারা প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার বাহানা নিয়ে	১৫৫
৭৫৪৪	আদর্শ-বিনায়ক	২২৬	যিনি পুরুষোত্তম, উত্তম আপূরক	১৫৬
৭৫৪৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬৩	যারা অগ্নিমুখ অর্থাৎ আচার্য্যকে বাদ দিয়ে	১৫৮
৭৫৪৬	বিবাহ-বিধায়না	১৪৮	বিবাহে ব্যভিচার জৈবী-সংস্থিতির অবনতির	১৫৯
৭৫৪৭	দর্শন-বিধায়না	৩৩	তোমার দর্শন যখন অবাস্তব ধারণায়	১৫৯
৭৫৪৮	বিবাহ-বিধায়না	৪৬	বৈধী আযোজিত জৈবী-সংস্থিতি	১৬০
৭৫৪৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১০	তোমার যাজন-প্রতিভায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে	১৬০
৭৫৫০	আচার-চর্য্যা ২য়	২০৬	ভাবানুকম্পিতা থেকেও যারা শ্লথনিষ্ঠ	১৬১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৫৫১	বিধান-বিনায়ক	১৩২	সমগ্র সত্তাকে আহুতি দিয়ে	১৬১
৭৫৫২	চর্য্যাসূক্ত	৯০	যতই কর আর যাই কর স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ	১৬২
৭৫৫৩	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৬২	আদর্শ-সংহতির সহায়ক যে নয়	১৬৩
৭৫৫৪	আচার-চর্য্যা ২য়	২৩০	যতক্ষণ না ইষ্টার্থ-প্রসাদে অভিষিক্ত হ'য়ে	১৬৩
৭৫৫৫	চর্য্যাসূক্ত	১৫৮	যজমান-চর্য্যা—শোন ঋত্বিক ! শোন অধ্বর্য্যু ! শোন যাজক !	১৬৪
৭৫৫৬	তপোবিধায়না ২য়	২৮	জপ ও ইষ্টধ্যান কর	১৬৫
৭৫৫৭	সেবা-বিধায়না	৪৬	ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে লোককে ভজ	১৬৫
৭৫৫৮	বিবাহ-বিধায়না	১৯৫	প্রতিলোম-সংস্রব স্ত্রীপুরুষের মস্তিষ্ক	১৬৫
৭৫৫৯	সদ্-বিধায়না ১ম	৪৪	তোমার কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহার	১৬৬
৭৫৬০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪৯	বাদ-অবাদের দায়ে প'ড়ে	১৬৬
৭৫৬১	”	১৬৮	ধর্ম্ম আচরণ কর, অনুশীলন কর	১৬৭
৭৫৬২	”	১৯	আবেগস্রোতা একায়িত অন্তঃকরণে শ্রেয়নিষ্ঠ	১৬৭
৭৫৬৩	দেবীসূক্ত	৫১	যে স্ত্রী অভিজাত জৈবী-সংস্থিতির ধাত্রী	১৬৮
৭৫৬৪	বিধান-বিনায়ক	৬০	যাই কর আর তাই কর, যতক্ষণ না বৈশিষ্ট্যপালী	১৬৮
৭৫৬৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৪১	তুমি ইষ্টে অর্থাৎ আচার্য্যে সুসঙ্গাত	১৭০
৭৫৬৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১০৭	শ্রদ্ধা, স্নেহ ও অনুকম্পায় কেউ যখন	১৭০
৭৫৬৭	কৃতি-বিধায়না	৬৮	যেমন চাও তেমনি কর	১৭১
৭৫৬৮	সেবা-বিধায়না	২১৬	কারো কোনপ্রকার উপযুক্ত অনুচর্য্যা না ক'রে	১৭১
৭৫৬৯	আচার-চর্য্যা ২য়	৯৫	নিদেশ বা অনুশাসন যার অন্তরে	১৭২

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৫৭০	আর্য্যকৃষ্টি	১৯৩	আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন	১৭২
৭৫৭১	দর্শন-বিধায়না	৩১	দুনিয়ার প্রতিটি সত্তা যেখানে শত বিভেদ	১৭৪
৭৫৭২	স্বাস্থ্য ও সদাচার-সূত্র	২৮	বৈশিষ্ট্য ও সত্তা-সংরক্ষণী সদাচারকে	১৭৫
৭৫৭৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬০	ইষ্টই হোন আর শ্রেয়-প্রেয়ই হোন, তাঁর	১৭৫
৭৫৭৪	,,	১৫২	ইষ্টার্ঘ্য তা' ইষ্টভৃতিই হোক বা স্বস্ত্যয়নীই হোক	১৭৬
৭৫৭৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১০৮	তোমার ইষ্ট বা ইষ্টার্থের প্রতি	১৭৭
৭৫৭৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৯৩	মানুষের জীবনের অর্থই নিহিত থাকে	১৭৮
৭৫৭৭	সেবা-বিধায়না	১৯৫	সমীচীন সত্তাপোষণী দেওয়ার অপরিহার্য্য উদ্যম	১৭৮
৭৫৭৮	শিক্ষা-বিধায়না	৪৬	ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে	১৭৯
৭৫৭৯	বিবাহ-বিধায়না	১৯০	প্রতিলোমের প্রজা পরিধ্বংস	১৮০
৭৫৮০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৮৩	যারা আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন	১৮০
৭৫৮১	সেবা-বিধায়না	১৩৩	যাদের তোমার অনুগ্রহ-অনুচর্য্যা হ'তে	১৮০
৭৫৮২	আচার-চর্য্যা ২য়	১০৬	যারা তোমাকে আজ সুখ্যাতি করল	১৮১
৭৫৮৩	,,	২৩৪	যারা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাজনকে	১৮১
৭৫৮৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪৬	যদি কেউ তার বৈশিষ্ট্যপালী	১৮১
৭৫৮৫	দর্শন-বিধায়না	২১১	আকাশের দিকে তাকাও	১৮২
৭৫৮৬	নীতি-বিধায়না	২১৭	যাকে শ্রদ্ধাবিনোদনায় অনুচর্য্যী তাৎপর্য্যে	১৮৪
৭৫৮৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৫৯	মানুষ নির্ভরশীল, মানুষ কেন, সবাই	১৮৪

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৫৮৮	আচার-চর্য্যা ২য়	২৪৩	তোমার শ্রেয়নিরতির নিরন্তরতা যেমনতর	১৮৬
৭৫৮৯	বিকৃতি-বিনায়না	৯৩	চলন যেখানে যদৃচ্ছ অদম্য	১৮৭
৭৫৯০	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৩৫	প্রকৃতিকে মেনে চল	১৮৭
৭৫৯১	নীতি-বিধায়না	১০	যে ব্যাপারেই হোক, তুমি যদি তার	১৮৭
৭৫৯২	আর্য্যকৃষ্টি	১১৩	তোমার পিতৃপুরুষ যদি তোমাতে	১৮৮
৭৫৯৩	আচার-চর্য্যা ২য়	২১৮	যে বা যারা বহুমানই হোক	১৮৮
৭৫৯৪	আর্য্যকৃষ্টি	৪	বৈশিষ্ট্যানুগ কৃতবিদ্যতা ও জীবিকা	১৮৮
৭৫৯৫	বিকৃতি-বিনায়না	১৫৮	স্বার্থ ও আত্মম্ভরি মানমর্য্যাদার গোংরানি	১৮৯
৭৫৯৬	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	২৯	তুমি যেমন তোমার শ্রেয়জনের প্রতি	১৮৯
৭৫৯৭	আচার-চর্য্যা ২য়	১২৪	আদর্শহীন নির্ব্বোধ ও অলস	১৮৯
৭৫৯৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৮৪	ইষ্টানুগ অনুনয়নে বিহিতভাবে যারা ধর্ম্মচর্য্যা	১৮৯
৭৫৯৯	যাজীসূক্ত	৬৬	তোমার কথা যার কাছে যে-মর্ম্মার্থ	১৯০
৭৬০০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৭৭	ইষ্টভৃতি, যারা আর্য্যপন্থী	১৯০
৭৬০১	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	১৩	আমরা যখন যাতে যেমন যুক্ত হই	১৯৩
৭৬০২	আর্য্যকৃষ্টি	৫৪	ডালিমকে আম করতে যেও না	১৯৩
৭৬০৩	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৯৩	মাটির ঔপাদানিক চরিত্র যদি বীজ	১৯৪
৭৬০৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২০২	শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায় সমীচীন সঙ্গতি	১৯৪
৭৬০৫	আচার-চর্য্যা ২য়	৯৭	যে প্রিয়পরমে সঙ্গতিশীল নয়কো	১৯৫
৭৬০৬	নীতি-বিধায়না	১২৪	শ্রেয়নিষ্ঠ হও, প্রেয়নিষ্ঠ হও, সদনুশাসন	১৯৫
৭৬০৭	আচার-চর্য্যা ২য়	১৩৬	যে বা যারা দেবতার নামে	১৯৫
৭৬০৮	"	১৩৭	ইষ্টসেবার বাহানাকে মুখর ক'রে তুলে	১৯৬
৭৬০৯	"	২২৭	যারা নিরাবিল অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ	১৯৬
৭৬১০	"	২২৮	যারা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত	১৯৬

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৬১১	সেবা-বিধায়না	১০২	প্রীতি-উৎসারণী দক্ষকুশল তৎপরতা	১৯৭
৭৬১২	নীতি-বিধায়না	১৪৩	যদি কারো কাছে কিছু চাও	১৯৭
৭৬১৩	কৃতি-বিধায়না	৩০	যদি তোমার সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করতে চাও	১৯৮
৭৬১৪	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৬০	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, কৃতি-তৎপরতা নিয়ে	১৯৯
৭৬১৫	সেবা-বিধায়না	৪৭	যে-ভিক্ষা মানুষকে ভজনদীপ্ত ক'রে	২০১
৭৬১৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২০	প্রীতি কিন্তু যথেচ্ছ চলন নয়কো	২০১
৭৬১৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৭০	ইষ্টে বা আদর্শে কৃতি-নিরতিহারা	২০১
৭৬১৮	আর্য্যকৃষ্টি	৩৫	তুমি যদি তোমার আভিজাত্যের	২০২
৭৬১৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪৫	ধৃতি-উচ্ছল অসৎনিরোধী তৎপরতা নিয়ে	২০৩
৭৬২০	সদ্-বিধায়না ১ম	২১০	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, তোমার প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে	২০৪
৭৬২১	বিকৃতি-বিনায়না	১৬	ইষ্টার্থ-আশ্রয়ী ঔচিত্যের অপলাপ	২০৬
৭৬২২	সদ্-বিধায়না ১ম	২২১	সহানুভূতি, স্বতঃদায়িত্বশীল অনুচর্য্যা	২০৬
৭৬২৩	দেবীসূক্ত	৭২	বিহিত বিধান-অনুযায়ী পরিণীতা	২০৭
৭৬২৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৪৬	বিধিকে তোমার চাহিদার ছাঁচে	২০৭
৭৬২৫	সদ্-বিধায়না ১ম	২৫২	তুমি তোমাকে ভাল ব'লেই প্রমাণ করতে	২০৮
৭৬২৬	কৃতি-বিধায়না	১৩৮	কারো কোন বিষয় বা ব্যাপার সম্বন্ধীয়	২০৯
৭৬২৭	"	১৮২	যে কোন কাজই হোক, তা' চিন্তায়, ভাবে	২১০
৭৬২৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৭৬	কারো প্রতি তোমার অনুরাগ যতই	২১২

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৬২৯	নীতি-বিধায়না	৭৯	অবৈধ ও অপচয়ী পাওনার প্রত্যাশা	২১২
৭৬৩০	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৭১	যাকেই ফাঁকি দাও না কেন	২১২
৭৬৩১	আশিস্‌বাণী ১ম	৫৪	যে প্রাণন-গীতিকা বর্দ্ধনার	২১৩
৭৬৩২	স্বাস্থ্য ও সদাচার-সূত্র	৭	যা' আরোগ্য-উদ্দীপী নয়	২১৩
৭৬৩৩	আচার-চর্য্যা ২য়	২৩৯	প্রতিলোমজ আবিলতার একটা সিদ্ধ লক্ষণই	২১৩
৭৬৩৪	দর্শন-বিধায়না	৩৩২	বিষয়, ব্যাপার বা বস্তুর বাস্তব বীক্ষণায়	২১৪
৭৬৩৫	সমাজ-সন্দীপনা	৬২	পয়সায় পরিশ্রম কিনে বা	২১৫
৭৬৩৬	বিকৃতি-বিনায়না	১১২	পাপ জীবন-সম্বেগকে প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে	২১৬
৭৬৩৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৮৩	অনুরাগ একায়নী আগ্রহে উদ্দীপ্ত	২১৭
৭৬৩৮	আচার-চর্য্যা ২য়	৬২	আদর্শে শ্রদ্ধানিরতিহীন	২১৭
৭৬৩৯	তপোবিধায়না ২য়	১৬২	তোমার সব চাহিদাগুলি যখন	২১৯
৭৬৪০	আশিস্‌বাণী ১ম	৫৫	নেচে ওঠ স্থৈর্য্যের উদাত্ত চলনে	২২০
৭৬৪১	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৩৭	ক'রে বাঁচ আর তাকে বিকীর্ণ	২২৪
৭৬৪২	চর্য্যাসূক্ত (নম্বরহীন প্রথম বাণী)		অদম্য আত্মোৎসর্জ্জনী কৃতিদীপ্ত	২২৫
৭৬৪৩	কৃতি-বিধায়না	১১৬	যখন থেকে তুমি রিশবৎ-প্রলুব্ধ	২২৫
৭৬৪৪	বিকৃতি-বিনায়না	৩০৩	যাঁর বা যাঁদের প্রীতি ও পোষণায়	২২৬
৭৬৪৫	আচার-চর্য্যা ২য়	২০৭	অজ্ঞতাকেই যারা আশীর্ব্বাদ ব'লে	২২৭
৭৬৪৬	"	১৯	তোমার চরিত্রই হচ্ছে	২২৭
৭৬৪৭	"	২৩১	যারা নিজের বৈশিষ্ট্যকেই হোক	২২৮
৭৬৪৮	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৩৭	তুমি যেমন হও, তোমার চরিত্রও তেমনি	২২৮
৭৬৪৯	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬১	নিষ্ঠা যাদের দোদুল্যমান	২২৮
৭৬৫০	আচার-চর্য্যা ২য়	৩১	কল্যাণপ্রসূ দ্যুতিমান ব্যক্তিত্ব যেখানে	২২৮

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৬৫১	তপোবিধায়না ২য়	৭২	ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ যেখানে যেমন	২২৯
৭৬৫২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৩৬	যদি কেউ তোমাকে ভালবাসে	২৩০
৭৬৫৩	„	১৪২	প্রিয়প্রীতির সাধু লক্ষণই হ'চ্ছে	২৩০
৭৬৫৪	„	৭৪	অন্তর্নিহিত সৌরত-সন্দীপনাই	২৩১
৭৬৫৫	„	৮	প্রীতি যেমনতর সাধুসন্দীপ্ত	২৩১
৭৬৫৬	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৯৫	দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো	২৩২
৭৬৫৭	বিকৃতি-বিনায়না	২৭১	উপকারীর প্রতি উপকৃত	২৩৩
৭৬৫৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৯৪	দত্তকপুত্র অতি অবশ্য সগোত্র	২৩৪
৭৬৫৯	দর্শন-বিধায়না	৮২	আত্মিক সম্বেগ যখন	২৩৪
৭৬৬০	সদ্-বিধায়না ২য়	১৪৯	তোমাকে যদি কেউ খোঁচা মেরে কথা	২৩৪
৭৬৬১	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৩৭	ভোগ্য যদি শুভপ্রসাদমণ্ডিত	২৩৫
৭৬৬২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৪	প্রীতি পরাক্রমকে প্রচণ্ডই ক'রে তোলে	২৩৫
৭৬৬৩	দেবীসূক্ত	৭৪	অশ্রেয় হীন কৃষ্টিসম্ভূত কেউ যদি	২৩৫
৭৬৬৪	সমাজ-সন্দীপনা	২০	যে কোন সৎ বা শুভকর্ম্মকে	২৩৬
৭৬৬৫	„	৮২	অভাবের বসবাসই হচ্ছে	২৩৬
৭৬৬৬	শিক্ষা-বিধায়না	২৮৪	শ্রেয়নিষ্ঠ নিরন্তরতা-সমন্বিত	২৩৭
৭৬৬৭	তপোবিধায়না ২য়	১১৭	শ্রেয়-নির্দ্দেশিত ব্যাপার বিহিত ত্বারিত্যে	২৩৭
৭৬৬৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২৩৩	মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, যারা ইষ্টার্থে	২৩৮
৭৬৬৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৯৬	ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক সবাইকে বলি	২৩৯
৭৬৭০	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২৫০	প্রাপ্তির উৎসই প্রীতি	২৪০
৭৬৭১	„	২১৭	আদর্শপ্রীতি বা ইষ্টপ্রীতি যেখানে	২৪৩

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৬৭২	সদ্-বিধায়না ২য়	২১	যাকে যে কথাই বল না কেন	২৪৩
৭৬৭৩	আচার-চর্য্যা ২য়	১৭৫	আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্লথ যারা	২৪৪
৭৬৭৪	বিজ্ঞান-বিভূতি	১৫	বস্তু বা পদ আকর্ষণ-বিকর্ষণী	২৪৪
৭৬৭৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২১৫	যাকে তুমি তোমাতে প্রীতিপরায়ণ	২৪৪
৭৬৭৬	„	২১৬	যখনই দেখছ তোমার শ্রেয়প্রীতি	২৪৫
৭৬৭৭	তপোবিধায়না ২য়	১৭৭	তুমি তোমার ইষ্টার্থ যা' কিছুতেই	২৪৬
৭৬৭৮	সেবা-বিধায়না	৯৮	যদি নিজের ভালই চাও	২৪৬
৭৬৭৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৬৯	যারা সৎ ও সদাচারকে ভজনা করে	২৪৬
৭৬৮০	আচার-চর্য্যা ২য়	১১	জন্ম বোঝা যায় ব্যক্তিত্ব দিয়ে	২৪৭
৭৬৮১	বিজ্ঞান-বিভূতি	৫৩	জৈবী-সংস্থিতি হ'ল গুণকর্ম্মের	২৪৭
৭৬৮২	তপোবিধায়না ২য়	২০৯	তোমার ইষ্টার্থ যাতে উপচয়ী অর্থনায়	২৪৮
৭৬৮৩	বিকৃতি-বিনায়না	১১৭	দম্ভ বা আত্মগৌরব যদি করতে হয়	২৫১
৭৬৮৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৬১	দয়াই যদি চাও	২৫১
৭৬৮৫	কৃতি-বিধায়না	১১৭	যেমন চাও, তেমনি কর সহ্য, ধৈর্য্য	২৫১
৭৬৮৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৪	হলাহল অর্থাৎ হল বা লাঙ্গলের	২৫৩
৭৬৮৭	„	৩২২	তুমি যেই হও আর যাই হও, বৈশিষ্ট্যপালী	২৫৩
৭৬৮৮	„	১৪০	বিকৃত চলন বিকারই সৃষ্টি ক'রে থাকে	২৫৬
৭৬৮৯	সদ্-বিধায়না ১ম	২৬৭	যখনই যে কাজই করতে যাও	২৫৬
৭৬৯০	বিধান-বিনায়ক	১৬	যারা আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতি	২৫৭
৭৬৯১	তপোবিধায়না ২য়	১৭৮	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, আত্মস্বার্থে নিছক নিরাশী	২৫৮
৭৬৯২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১০২	শ্রদ্ধাকে যদি পুষ্ট করতে চাও	২৫৯
৭৬৯৩	সমাজ-সন্দীপনা	৪১৩	এক-আদর্শ-অন্বিত যাদের নাই	২৫৯
৭৬৯৪	আচার-চর্য্যা ২য়	১২৫	নিরাশী সাধু প্রচেষ্টা যাতে মানুষের	২৫৯

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৬৯৫	আচার-চর্য্যা ২য়	২৮২	যারা প্রীতিসম্বলহারা	২৫৯
৭৬৯৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২০৩	যাঁর স্বার্থ ও শুভকে সেবা করাই	২৬০
৭৬৯৭	চর্য্যাসূক্ত	১৬১	শোন ঋত্বিক ! আগে নিজেকে ইষ্টার্থ	২৬০
৭৬৯৮	,,	১৬০	শোন ঋত্বিক ! শোন অধ্বর্য্যু ! শোন যাজক ! উদাত্ত অনুবেদনী	২৬৩
৭৬৯৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৩২৩	ধর্ম্ম মানে যে অনুশীলনা সত্তাকে	২৬৬
৭৭০০	,,	২৯৭	কিছু করবে না, শুধু গাল বাজিয়ে বেড়াবে	২৬৯
৭৭০১	যাজীসূক্ত	১২২	অলৌকিকতার প্রলোভনে কাউকে অভিভূত	২৭১
৭৭০২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৬২	নির্ভর করা মানে এ নয়কো	২৭৫
৭৭০৩	,,	২৬১	জীবন-চলনায় চলতে যা' যা' প্রয়োজন	২৭৬
৭৭০৪	,,	৬	যখনই সব ভাল, সব মন্দ	২৭৮
৭৭০৫	,,	২৯৮	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, আর ঐ ইষ্টার্থ	২৭৮
৭৭০৬	,,	১৯৭	যারা স্ব স্ব কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মকে	২৮০
৭৭০৭	কৃতি-বিধায়না	৪৬	বিহিত কর্মযোগের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে	২৮১
৭৭০৮	,,	২৪৮	কী করতে গিয়ে কিসে তা' কেমন করে	২৮২
৭৭০৯	সেবা-বিধায়না	২৪৬	বোধ বিকাশলাভ করা খুব কঠিনই	২৮৩
৭৭১০	সদ্-বিধায়না ১ম	১৫৮	অন্যের স্বস্তি-সম্পাদন যারা করতে পারে না	২৮৪
৭৭১১	নীতি-বিধায়না	১৭	দীপ্ত হও, বুদ্ধ হও	২৮৫
৭৭১২	,,	১৮	শক্ত হও, যুক্তি যেন	২৮৫
৭৭১৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৬৮	ঈশ্বর মানে স্বতঃস্রোতা	২৮৫
৭৭১৪	নীতি-বিধায়না	১৯	রিক্ত হও	২৮৬
৭৭১৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৭১	ঈশ্বরকে ডাক, তার মানেই	২৮৬

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৭১৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৯৯	যদি বিড়ালের বাচ্চার মতন	২৮৭
৭৭১৭	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৭১	ঈশ্বর বলে ডাকতে ইচ্ছা করে, ডাক	২৮৮
৭৭১৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৩৯	তুমি এড়াতে পার না তা'কে ততখানি	২৯০
৭৭১৯	কৃতি-বিধায়না	২৪২	যখনই যা' কর	২৯০
৭৭২০	আদর্শ-বিনায়ক	১৭৬	যিনি সক্রিয় শুভ-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন	২৯০
৭৭২১	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪১	তুমি নেই, কৈ, এমনতরভাবে	২৯১
৭৭২২	সদ্-বিধায়না ১ম	২৪৩	যে তোমার আধিব্যাধি, আপদ-বিপদ	২৯২
৭৭২৩	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৫	করবে না, পাবে	২৯২
৭৭২৪	সেবা-বিধায়না	৫	উপচয়ী অনুচর্য্যানিরত থাক	২৯৩
৭৭২৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১	তোমার সকলই ভাল	২৯৩
৭৭২৬	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৮১	শ্রেষ্ঠ ধন অকিঞ্চনত্ব	২৯৩
৭৭২৭	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	১	উদগ্র আগ্রহই শক্তির	২৯৩
৭৭২৮	আদর্শ-বিনায়ক	১৭৭	যাঁরা নরনারায়ণ	২৯৩
৭৭২৯	সেবা-বিধায়না	২৪	যদি সুখী হতে চাও	২৯৩
৭৭৩০	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৭	কৃতিসম্বেগই সত্তার ধারয়িতা	২৯৪
৭৭৩১	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৮	অভাবই প্রয়োজনকে ক্ষুধার্ত্ত ক'রে	২৯৪
৭৭৩২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৬৭	জীবনের ধর্ম্মই চেতনা	২৯৪
৭৭৩৩	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৬২	যাতে মানুষের অহিত হয়	২৯৫
৭৭৩৪	সেবা-বিধায়না	৩৫	যে, যে অবস্থায় পড়ুক না কেন	২৯৫
৭৭৩৫	আদর্শ-বিনায়ক	১৯৬	জীবনের জাগৃহি-আহ্বানের হোতা	২৯৫
৭৭৩৬	কৃতি-বিধায়না	৩	স্বস্তি চাও তো	২৯৫
৭৭৩৭	তপোবিধায়না ২য়	৪৭	তাঁকে ডাকা মানেই	২৯৫
৭৭৩৮	আচার-চর্য্যা ২য়	১১৭	যার রিশবৎ খাওয়ার অভ্যাস আছে	২৯৬
৭৭৩৯	বিকৃতি-বিনায়না	২০	তুমি যতই মিথ্যাচার কর না	২৯৬
৭৭৪০	নীতি-বিধায়না	১৩৬	তুমি যদি অন্যের জিনিসপত্র	২৯৬
৭৭৪১	আচার-চর্য্যা ২য়	২২২	সেই অভ্যাসই তোমার প্রকৃতিকে	২৯৭
৭৭৪২	সদ্-বিধায়না ১ম (বিধি)	২৩৮	যে তোমার নিন্দুক	২৯৭
৭৭৪৩	নীতি-বিধায়না	১০২	অন্যের ক্ষতিকর না হয়েও	২৯৮
৭৭৪৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৮৪	বাঞ্ছিতের তিরস্কার বা ভৎর্সনায়	২৯৮

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৭৪৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	২০৯	তোমার জীবনের আদর্শ যিনি	২৯৯
৭৭৪৬	”	১৪৬	নিজস্ব অবাধ্য শারীরিক অক্ষমতা ছাড়া	৩০০
৭৭৪৭	কৃতি-বিধায়না	৬২	যা করতে চাও, তা কেন	৩০১
৭৭৪৮	সেবা-বিধায়না	২	হৃদ্য হও, তৃপ্তি দাও	৩০২
৭৭৪৯	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৯৭	বিকৃত বোধ, ব্যত্যয়ী চলন	৩০২
৭৭৫০	কৃতি-বিধায়না	২৪৩	প্রতিটি কাজের ধৃতি	৩০২
৭৭৫১	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৩৪	তোমার সাত্ত্বিক সৌকর্য্যবিরুদ্ধ যা'-কিছু	৩০৩
৭৭৫২	নীতি-বিধায়না	৩২০	যদি মানুষ হতে চাও	৩০৩
৭৭৫৩	কৃতি-বিধায়না	২৪৩	যা করবে ব'লে মনস্থ করেছ	৩০৪
৭৭৫৪	শিক্ষা-বিধায়না	২৩১	বৈদ্য যদি পুরোহিত-চরিত্র না হয়	৩০৫
৭৭৫৫	সেবা-বিধায়না	১৪৬	সেবা ও সঙ্গ করার লক্ষ্য যদি	৩০৫
৭৭৫৬	বিকৃতি-বিনায়না	৩০৫	তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব বা	৩০৬
৭৭৫৭	”	৩৩	যারা আত্মপরিচর্য্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত	৩০৬
৭৭৫৮	সদ্-বিধায়না ১ম	২৪৫	কেউ যদি তোমার প্রতি কোন খারাপ	৩০৭
৭৭৫৯	”	২৪৬	যে তোমার আপদে-বিপদে	৩০৮
৭৭৬০	কৃতি-বিধায়না	১৫	তা' না করাই ভাল	৩০৯
৭৭৬১	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৩৩	যে যাকে প্রকৃতভাবে ভালবাসে	৩০৯
৭৭৬২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৭৮	যিনি তোমার প্রেয়, একান্ত	৩০৯
৭৭৬৩	সদ্-বিধায়না ১ম	৪১	প্রাধান্য তোমার ততই হবে	৩১০
৭৭৬৪	নীতি-বিধায়না	৭	নীতিবাণী যদি প্রাণে উপচে উঠে	৩১০
৭৭৬৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৪৩	সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত শ্রেয়ানুচর্য্যায়	৩১০
৭৭৬৬	আদর্শ-বিনায়ক	৭	বরণ ক'রো তাঁরেই	৩১১
৭৭৬৭	বিকৃতি-বিনায়না	২৮৩	কেহ যদি কা'রো জীবিকা-পরিচালনার	৩১১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৭৬৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৬৫	তোমার বিকৃত চলনা	৩১১
৭৭৬৯	তপোবিধায়না ২য়	২০৬	তোমার চক্ষুকে সুস্থ ও শক্তিশালী	৩১২
৭৭৭০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৩৮	জীবন তোমার বৃথা নয়কো	৩১৩
৭৭৭১	সেবা-বিধায়না	২৩	তুমি আপূরিত হও	৩১৪
৭৭৭২	ধৃতি-বিধায়না	১	সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গতি যার যত	৩১৪
৭৭৭৩	সদ্-বিধায়না ১ম	২৩	যে তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ক'রে	৩১৪
৭৭৭৪	কৃতি-বিধায়না	১৭২	ভেবে দেখো, তোমার কাজ দায়িত্বশীল	৩১৪
৭৭৭৫	সেবা-বিধায়না	৬০	ব্যবস্থা যার অবস্থাকে সাহায্য করে না	৩১৫
৭৭৭৬	শিক্ষা-বিধায়না	২৩২	তুমি বৈদ্য বা ডাক্তার	৩১৫
৭৭৭৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬০	সর্ব্দা সক্রিয় সুনিষ্ঠ থাকিও	৩১৬
৭৭৭৮	আচার-চর্য্যা ২য়	৯	যার জীবন যেমন অর্থান্বিত	৩১৬
৭৭৭৯	কৃতি-বিধায়না	২০৫	শুভপ্রসূ যা কিছুর দায়িত্ব নিয়ে	৩১৭
৭৭৮০	আচার-চর্য্যা ২য়	৮৪	যারা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকে	৩১৭
৭৭৮১	দর্শন-বিধায়না	১১৮	নিগুর্ণ গুণায়িত হন	৩১৭
৭৭৮২	আদর্শ-বিনায়ক	২৭	তোমার শ্রেয় যিনি, তাঁকে তুমি গুরুই ভাব	৩১৭
৭৭৮৩	আচার-চর্য্যা ২য়	১৯৯	কাজে যারা উদ্যোগী	৩১৮
৭৭৮৪	দর্শন-বিধায়না	৯১	গতি ও অস্তির সমাবেশই সত্তা	৩১৮
৭৭৮৫	কৃতি-বিধায়না	২৪৪	যে কোন কর্ম্মই হোক না	৩১৯
৭৭৮৬	সদ্-বিধায়না ১ম	৪০	ভালবাসা বা সদিচ্ছা-প্রণোদিত আস্থা	৩১৯
৭৭৮৭	আচার-চর্য্যা ২য়	২৪১	যে সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে	৩১৯
৭৭৮৮	তপোবিধায়না ২য়	২	তাঁর জীবনকে বহন কর	৩২০
৭৭৮৯	,,	১	আদর্শকে যে বয়	৩২০
৭৭৯০	সেবা-বিধায়না	৬৬	যারা সেবার অছিলায় প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব	৩২০
৭৭৯১	,,	৩৯	অসমর্থ না হলে সেবা নিতে যেও না	৩২০

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৭৯২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৪৮	যেখানে দেখবে কেউ যশ ও মান-লিপ্সু	৩২১
৭৭৯৩	তপোবিধায়না ২য়	১০৮	যদি তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা	৩২২
৭৭৯৪	সদ্-বিধায়না ১ম	৩৬	হৃদ্য চলনকে অবজ্ঞা ক'রে	৩২৩
৭৭৯৫	নীতি-বিধায়না	১১৬	যারা তোমার স্বার্থ নিয়ে তোমার সঙ্গে	৩২৩
৭৭৯৬	সদ্-বিধায়না ১ম	৩৫	হৃদ্য কথা বল, হৃদ্য	৩২৪
৭৭৯৭	সমাজ-সন্দীপনা	৪৬২	উপযুক্ত বৈধী বিবাহকে বর্জন করতে যেও না	৩২৪
৭৭৯৮	নীতি-বিধায়না	৩১০	অনাসক্ত থেকেও অন্তরাসী হ'য়ে	৩২৫
৭৭৯৯	কৃতি-বিধায়না	১০	দক্ষতা যাদের ত্বারিত্যে	৩২৫
৭৮০০	নীতি-বিধায়না	৩১২	নিজের অপমান-মর্য্যাদার কথা ব'লে	৩২৬
৭৮০১	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৪৫	যখন তোমার নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের	৩২৬
৭৮০২	কৃতি-বিধায়না	৭২	বিহিতভাবে যা' করবে, তাই হবে	৩২৭
৭৮০৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৩	আমার প্রিয়ের পবিত্র সিংহাসনই হ'চ্ছে	৩২৭
৭৮০৪	কৃতি-বিধায়না	২৩১	তুমি তীব্র কর্ম্মী হও	৩২৭
৭৮০৫	আচার-চর্য্যা ২য়	১০৭	প্রীতি যাদের পেশা	৩২৮
৭৮০৬	সদ্-বিধায়না ১ম	১৭৯	যাতে তোমার সহিত কা'রো সদ্ভাব	৩২৮
৭৮০৭	নীতি-বিধায়না	১২৬	যাঁর কাছে তোমার সমাধান	৩২৮
৭৮০৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৭৪	যাঁরা সৎ-আদর্শ-অনুনীত হ'য়ে	৩২৯
৭৮০৯	,,	৭৯	তুমি যদি কারো প্রতি কোনপ্রকার অন্যায্য ব্যবহার	৩২৯
৭৮১০	সমাজ-সন্দীপনা	৪৮৮	তুমি যদি নিজেকে, তোমার পরিবার	৩৩০
৭৮১১	তপোবিধায়না ২য়	৫৫	অনুধ্যায়নী অভ্যাসকে তীব্র নাছোড়বান্দা	৩৩১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৮১২	বিকৃতি-বিনায়না	২৬৮	যাদের প্রীতি কানা	৩৩১
৭৮১৩	বিবাহ-বিধায়না	২৩৩	যে পুরুষেরা নিজ হ'তে উচ্চ জাতি	৩৩২
৭৮১৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৫৭	অজ্ঞতার পথ বেয়ে পরনির্ভরতায়	৩৩৩
৭৮১৫	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৮৭	ভক্তি কর, শক্তি পাবে	৩৩৩
৭৮১৬	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১১৯	তোমার অন্তঃস্থ যে-দ্যুতি	৩৩৩
৭৮১৭	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৪২	অজ্ঞতার উপাসনা ও অনুগতি	৩৩৩
৭৮১৮	বিধান-বিনায়ক	৩৬১	কারো সত্তা, সংস্থিতি ও সংস্থানকে	৩৩৪
৭৮১৯	যাজীসূক্ত	১২১	তোমার যাজন যেন মানুষকে	৩৩৫
৭৮২০	আচার-চর্য্যা ২য়	১৪৪	যে কোন বন্ধুবান্ধবই হোক না কেন	৩৩৬
৭৮২১	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৬	প্রীতি যাদের পণ্য	৩৩৬
৭৮২২	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৯০	খোসামোদ ক'রে যেখানে প্রীতি রাখতে হয়	৩৩৬
৭৮২৩	আচার-চর্য্যা ২য়	১৯৩	অন্যের অন্যায্য কথা	৩৩৬
৭৮২৪	আচার-চর্য্যা ২য়	১০৪	যারা যে যা বলে তাতেই ঢ'লে পড়ে	৩৩৭
৭৮২৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২	সত্তার বোধনদীপনী	৩৩৭
৭৮২৬	কৃতি-বিধায়না	২৮৪	জীবন-চলনাকে যতই যন্ত্রায়িত ক'রে	৩৩৭
৭৮২৭	দর্শন-বিধায়না	২২৩	দেহবিন্যাস তোমার যেমনতর	৩৩৮
৭৮২৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৪৪	যখনই কেউ বলে	৩৩৮
৭৮২৯	কৃতি-বিধায়না	৪৪	নিষ্কাম কর্ম্ম সাত্বত ধর্ম্মের	৩৪০
৭৮৩০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৯৯	সাত্বত ধর্ম্ম মানেই সত্তাধর্ম্ম	৩৪০
৭৮৩১	,,	৯৪	যাদের অধিস্থিতিতে কোন সার্থক তাত্ত্বিক	৩৪১
৭৮৩২	দর্শন-বিধায়না	৯	তোমার তাত্ত্বিক দৃষ্টি	৩৪১
৭৮৩৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৫০	কোলাহলময় জীবনটাকে যদি	৩৪১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৮৩৪	আচার-চর্য্যা ২য়	২১৯	শ্রেয়নিষ্ঠ একায়িত অনুনীত	৩৪২
৭৮৩৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	২১৮	পৌত্তলিক তারাই	৩৪২
৭৮৩৬	বিবাহ-বিধায়না	২৩০	স্মরণ যেন থাকে, মেয়েরা	৩৪২
৭৮৩৭	তপোবিধায়না ২য়	৫০	স্মৃতির অনুশীলন কর	৩৪৩
৭৮৩৮	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১৯৮	তুমি সত্যের উপাসক হও	৩৪৪
৭৮৩৯	সমাজ-সন্দীপনা	৯৭	যার বা যাদের পরিশ্রম ও পরিচর্য্যার উপর দাঁড়িয়ে	৩৪৪
৭৮৪০	দর্শন-বিধায়না	৩২৯	তোমার সমক্ষে অলৌকিক	৩৪৫
৭৮৪১	বিকৃতি-বিনায়না	১৭৩	প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ প্রত্যাশা	৩৪৬
৭৮৪২	”	২৪২	প্রত্যাশা প্রলুব্ধতার	৩৪৬
৭৮৪৩	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬৪	উন্নতির মূলসূত্র শ্রদ্ধা	৩৪৬
৭৮৪৪	কৃতি-বিধায়না	২১২	শুভ বা কল্যাণের ভূমিতে	৩৪৬
৭৮৪৫	নীতি-বিধায়না	৮৭	তোমার জীবিকা অর্জ্জন-অছিলায়	৩৪৭
৭৮৪৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬২	তুমি শ্রেয়সান্নিধ্য লাভ করতে পার না	৩৪৭
৭৮৪৭	সদ্-বিধায়না ১ম	২১৬	তুমি কোথাও বা কারো বাড়ীতে গেলে	৩৪৭
৭৮৪৮	আচার-চর্য্যা ২য়	২৪২	যাদের শ্রেয়সান্নিধ্য লাভ নেহাতই সুকঠিন	৩৪৮
৭৮৪৯	আর্য্যকৃষ্টি	৭৩	পারিবারিক ঐতিহ্যগুলি	৩৪৮
৭৮৫০	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৬৫	সর্বার্থ যেখানে অর্থান্বিত	৩৪৮
৭৮৫১	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৪০	যে বলে আমি অমুককে অমুককে ভালবাসি	৩৪৮
৭৮৫২	”	৬৪	উন্নতির মূল সূত্রই হচ্ছে	৩৪৯
৭৮৫৩	সদ্-বিধায়না ১ম	১৭৭	তোমার পারিবেশিক পরিচর্য্যী-দিগের	৩৪৯
৭৮৫৪	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৭৮	মহাপুরুষ বা মহৎজন হ'তে টাকাকড়ি	৩৫০

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৮৫৫	সদ্-বিধায়না ১ম	৭	তৃপ্তি চাও তো মানুষকে	৩৫০
৭৮৫৬	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৬৩	দীপ্তি তখনই আসে	৩৫০
৭৮৫৭	আশিস্‌বাণী ১ম	৫৬	আজ দীপালি, মা আমার	৩৫০
৭৮৫৮	কৃতি-বিধায়না	২৭	তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার	৩৫১
৭৮৫৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৯	যারা সদ্‌গুরু সঙ্গ ক'রে থাকে	৩৫১
৭৮৬০	”	২০৫	শ্রেয়নিষ্ঠ হও, হাতেকলমে	৩৫২
৭৮৬১	”	১১৭	তুমি যে দাম্ভিক অভিমানে	৩৫২
৭৮৬২	”	২০৪	তুমি অটুট নিষ্ঠায় তোমার ইষ্টে	৩৫৩
৭৮৬৩	”	৩৫	সাত্বত সঙ্গীতশীল স্বভাবস্থাণু জীবন-চলনাই	৩৫৪
৭৮৬৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য় (নম্বরহীন শেষ বাণী)		প্রিয় আমার ! স্বস্তি-প্রদীপ হাতে	৩৫৪
৭৮৬৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৬৪	সত্তাসম্পোষণী যা' জীবনকে	৩৫৫
৭৮৬৬	আদর্শ-বিনায়ক	৮১	পরবর্ত্তীর ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তীকে	৩৫৫
৭৮৬৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১০০	তুমি আগে তাঁর হও	৩৫৬
৭৮৬৮	নীতি-বিধায়না	৬২	কারউ প্রতি অসূয়াপরবশ হতে	৩৫৬
৭৮৬৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৫৩	তুমি জীবনকে ইষ্টনিষ্ঠায় অনুরঞ্জিত	৩৫৬
৭৮৭০	সমাজ-সন্দীপনা	২৯৭	আপদ-নিরাকরণী প্রস্তুতি	৩৫৭
৭৮৭১	কৃতি-বিধায়না	২৩২	না-করা ও না-পারা	৩৫৭
৭৮৭২	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৮৮	নিজেকে ফাঁকি দেবার	৩৫৭
৭৮৭৩	”	৭৫	সত্য মানেই সৎ-এর ভাব	৩৫৭
৭৮৭৪	বিধান-বিনায়ক	১৩৩	সেবায়, অনুচর্য্যায়, সাত্বত সন্দীপনায়	৩৫৮
৭৮৭৫	তপোবিধায়না ২য়	৯২	তুমি কূটস্থ হও	৩৫৯
৭৮৭৬	”	৫১	আজ্ঞা মানেই সর্ব্বতো বোধনা	৩৫৯
৭৮৭৭	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৯৫	যার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাপ্রীতি	৩৬১
৭৮৭৮	”	৮৮	ভক্তি বা শ্রদ্ধা যেমনতর	৩৬১
৭৮৭৯	বিকৃতি-বিনায়না	১১৮	তাঁর অভিপ্রায়ের বিপরীত	৩৬১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৮৮০	কৃতি-বিধায়না	২৩৩	কেন কী করতে পারলে না	৩৬১
৭৮৮১	নীতি-বিধায়না	২৪০	আগে যে-কোন বিষয়ের উপ-যোগিতার সহিত	৩৬২
৭৮৮২	সেবা-বিধায়না	১০৪	মানুষের সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় নিরত	৩৬২
৭৮৮৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৯	অস্তিবৃদ্ধি অর্থাৎ বাঁচাবাড়াই যাদের	৩৬৩
৭৮৮৪	নীতি-বিধায়না	১৩৭	অন্যের জিনিসপত্র যদি	৩৬৩
৭৮৮৫	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৯	সাধু ভেক নিয়ে লোকের কাছে	৩৬৪
৭৮৮৬	কৃতি-বিধায়না	৩২৮	কল্যাণ-আরতি নিয়ে জীবন-চলনার	৩৬৪
৭৮৮৭	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	২১	যাই বল আর কর, বাস্তবতার	৩৬৫
৭৮৮৮	বিধান-বিনায়ক	১১৮	সংখ্যাগরিষ্ঠ যা করবে, যা চাইবে	৩৬৫
৭৮৮৯	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৩৪	যারা প্রতিলোম-পরিণীতা	৩৬৭
৭৮৯০	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৩৭	তোমার ইষ্ট বা সদ্‌গুরু যেমন	৩৬৭
৭৮৯১	বিকৃতি-বিনায়না	১১৬	দম্ভ, অভিমান ও আত্মম্ভরিতার	৩৬৮
৭৮৯২	তপোবিধায়না ২য়	১৩৮	অকিঞ্চন হও, আর তাঁরই	৩৬৮
৭৮৯৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	১২৫	তোমার লাখ পাওয়াকে	৩৬৮
৭৮৯৪	আচার-চর্য্যা ২য়	৬৭	ইষ্টম্ভরি হও	৩৬৮
৭৮৯৫	তপোবিধায়না ২য়	১৩৯	আকৃষ্ট ও আক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে	৩৬৯
৭৮৯৬	সেবা-বিধায়না	৫০	চেও না, তাঁরই অনুচর্য্যানিরত থাক	৩৬৯
৭৮৯৭	তপোবিধায়না ২য়	১২৬	প্রবৃত্তির খোঁচগুলিকে ভেঙ্গে ফেল	৩৬৯
৭৮৯৮	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৯২	প্রবৃত্তি ও প্রলুব্ধির ঘরে আগুন দিয়ে	৩৬৯
৭৮৯৯	তপোবিধায়না ২য়	১৪০	তাঁর জন্য ব্যাকুল হও	৩৬৯
৭৯০০	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৯০	ইষ্টদ্রোহিতাকে বিষিয়ে মার	৩৭০
৭৯০১	সেবা-বিধায়না	৩	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, সেবা কর	৩৭০
৭৯০২	নীতি-বিধায়না	৮৩	চাও, কিন্তু ইষ্টার্থে	৩৭০
৭৯০৩	"	৭৭	নিরাশী হও, যা' সমীচীনভাবে	৩৭০
৭৯০৪	"	৩৪	মমতা এড়াতে না পার	৩৭১

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৯০৫	সেবা-বিধায়না	২৫	সুযোগ পেলেই মহাজনের সেবা কর	৩৭১
৭৯০৬	"	৯৮	মহৎ-সেবার সময় পাও না	৩৭১
৭৯০৭	"	২৬	যাই হও আর যেমনই হও, সুবিধা পেলে	৩৭১
৭৯০৮	তপোবিধায়না ২য়	১৩০	তুমি মানুষ, মানুষের সাথে	৩৭১
৭৯০৯	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৯৪	ইষ্টে একায়িত নিষ্ঠা যাঁর	৩৭২
৭৯১০	চর্য্যাসূক্ত	১২	স্বার্থ ও মান যেখানে যেমন	৩৭২
৭৯১১	আচার-চর্য্যা ২য়	১৯৫	ঠাকুরের কদর তোমার কাছে কতখানি	৩৭২
৭৯১২	সদ্-বিধায়না ১ম	২৫৮	বিদ্বেষকে বিদায় দাও	৩৭৩
৭৯১৩	"	২৫	হৃদয়ই হৃদয়ের আহুতি	৩৭৩
৭৯১৪	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	১৩	প্রিয়কে যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পার	৩৭৩
৭৯১৫	"	১৩	প্রিয়কে, প্রীতিকে যদি প্রতিষ্ঠা	৩৭৩
৭৯১৬	সদ্-বিধায়না ১ম	২৪০	তুমি যা'র প্রিয়, তার প্রীতির সুবিধা	৩৭৪
৭৯১৭	আচার-চর্য্যা ২য়	২৭৩	সবাই খারাপ এই ব'লে	৩৭৪
৭৯১৮	"	২৬৭	অন্যে অপবাদ দেওয়ার আগেই	৩৭৫
৭৯১৯	বিকৃতি-বিনায়না	১৫৯	স্বার্থদ্বন্দ্বমূলক হামবড়ায়ী অভিযান	৩৭৫
৭৯২০	তপোবিধায়না ২য়	১৩২	তুমি কেমন সেইটেই খতিয়ে দেখো	৩৭৫
৭৯২১	সেবা-বিধায়না	১৫	শ্রেয়নিষ্ঠ হও, আশ্রিতের অনুবেদনা	৩৭৬
৭৯২২	তপোবিধায়না ২য়	১২৯	দ্বন্দ্ব ও বৈরীভাব যা কিছু আছে	৩৭৬
৭৯২৩	ধৃতি-বিধায়না ২য়	৯৫	জগৎজোড়া মা থাকলেও	৩৭৭
৭৯২৪	সদ্-বিধায়না ১ম	২৫৩	তুমি যে কত লোকের কাছে	৩৭৭
৭৯২৫	আচার-চর্য্যা ২য়	১০৯	যারা প্রীতির সুযোগ নিয়ে	৩৭৯
৭৯২৬	বিকৃতি-বিনায়না	২৮৯	দানগ্রাহী যখন দাতাকে অগ্রাহ্য করে	৩৭৯
৭৯২৭	দর্শন-বিধায়না	১৬০	পরমপুরুষ যার যা-কিছু প্রয়োজন	৩৭৯

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৭৯২৮	বিবিধসূক্ত ১ম (বিধি)	৪১	অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস	৩৮০
৭৯২৯	প্রীতি-বিনায়ক ২য়	৪১	যদি কেউ বলে, সে দুইজনকে	৩৮০
৭৯৩০	"	১৬৬	যে প্রিয়কে অন্তরে বহাল রাখতে	৩৮১
৭৯৩১	"	৭৮	কারো অনুচর্য্যানিরতিতে তাঁর ঈপ্সাপূরণে	৩৮১
৭৯৩২	"	১০৪	অকাট্য নেশায় তুমি যার জন্য অতিষ্ঠ	৩৮১
৭৯৩৩	সমাজ-সন্দীপনা	৩৩৫	তা' সে যেই হোক না কেন, তোমার ইষ্ট বা প্রিয়-প্রীতির	৩৮২
৭৯৩৪	আচার-চর্য্যা ২য়	৭৭	অহঙ্কারী আত্মম্ভরী যারা	৩৮২
৭৯৩৫	সমাজ-সন্দীপনা	৮১	যা'রা মানুষকে সহ্য ক'রে	৩৮৩
৭৯৩৬	বিকৃতি-বিনায়না	১৮৩	প্রবৃত্তির সমস্ত বাধা বা খেয়াল দমন করতে	৩৮৩
৭৯৩৭	সেবা-বিধায়না	৬১	ব্যস্ত প্রাণকে যদি সুস্থ করতে	৩৮৩
৭৯৩৮	"	২৮	তোমার পা দুটোকে খোঁড়া ক'রে ফেলো না	৩৮৩
৭৯৩৯	ধৃতি-বিধায়না ২য়	২৩৫	যখনই কেউ তার শ্রেয়, প্রেয় বা ইষ্টের	৩৮৪
৭৯৪০	নিষ্ঠা-বিধায়না	৬৮	নিষ্ঠাবিহীন বাস্তবতা নিয়ে যা'রা চলে	৩৮৪

বিধান মানে তা'ই কিন্তু
বিহিতে যা' ধারণ করে,
যা'র ফলেতে অস্তি-বৃদ্ধি
শিষ্ট-সবল ক'রে ধরে।